নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ

নির্মিত

ইসলামের অজানা অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী

(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ - দুই

গোলাপ মাহমুদ

ইসলামের অজানা অধ্যায়

{তৃতীয় খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী
(Psycho-biography)

মদিনায় মুহাম্মদ – দুই

গোলাপ মাহমুদ

একটি ধর্মকারী ইবুক
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

ইসলামের অজানা অধ্যায়

{তৃতীয় খণ্ড}

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবনী (Psycho-biography):

মদিনায় মুহাম্মদ - দুই

গোলাপ মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ:

সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ইবুক তৈরি:

নরসুন্দর মানুষ

প্রচ্ছদ:

নরসুন্দর মানুষ

প্রকাশক:

ধর্মকারী
ঢাকা, বাংলাদেশ

ইমেইল:
dhormockery@gmail.com

ওয়েব:
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

মূল্য:

ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

উ ৎ স র্গ

“পৃথিবীর সকল মায়ের উদ্দেশে, যাঁরা ধর্মকর্মে উদাসীন সন্তানদের 'বিপথগামী' ভেবে আমার মায়ের মত কষ্ট পান!

এবং

বাংলাদেশসহ জগতের সমস্ত মুক্তচিন্তা চর্চা, প্রকাশ ও প্রচারকারী মানুষদের উদ্দেশে, যাঁদেরকে ধর্মান্ধরা যুগের পর যুগ ধরে নিপীড়ন ও হত্যা করে চলেছে।”

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

উপক্রমণিকা:

ভাবনার শুরু:

১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশীদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন! সবচেয়ে আবেগের দিন! সবচেয়ে কষ্টের দিন! সবচেয়ে আনন্দের দিন এই জন্য যে, সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাক হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের পরাজিত করে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সবচেয়ে আবেগের দিন এই জন্য যে, পাক হানাদার বাহিনীরা আত্মসমর্পণ করেছে - খবরটি শোনার পর আমাদের সবার মনে সেদিন এমন এক অনুভূতি ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ঐ দিনের স্মৃতি মনে পড়লে আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। সবচেয়ে কষ্টের দিন এই কারণে যে, এই দিনটির আগের নয় মাস সময়ে ৩০ লক্ষ প্রাণ, দুই লাখের অধিক মা-বোনদের ইজ্জত, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালাও-পোড়াও ও লুটতরাজের শিকার হয়েছিল পুরো বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। এমন কোনো পরিবার ছিলো না, যারা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি! যাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, তারা তো বটেই, যাঁরা বিপক্ষে ছিলেন, তারাও। আমি এমন পরিবারও দেখেছি, যে-পরিবারের ছেলে ছিলেন রাজাকার, কিন্তু তার পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিবার-সদস্যরা ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে।

সুদীর্ঘ নয় মাস যাঁরা সমগ্র বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন ও যাঁরা এই কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেছিলেন, তারা সবাই ছিলেন মুসলমান। এই কাজের বৈধতা প্রদানে তাঁরা যে যুক্তিটি প্রয়োগ করেছিলেন, তা হলো - তাঁরা ছিলেন পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার পক্ষে, আর তাদের এই কাজে যারাই তাদেরকে বাধা প্রদান করেছিলেন, তারা সবাই ছিলেন ইসলামের শত্রু। এই বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় তাঁরা

বাংলাদেশীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন, অসংখ্য ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছিলেন, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে অতর্কিত হামলা করে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পদ লুণ্ঠন ও মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ইজ্জতহানি করেছিলেন। লুটতরাজে অর্জিত ধনসম্পদ ও স্ত্রী-কন্যা-মা-বোনদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের যৌনদাসীতে রূপান্তর করাকে তারা সম্পূর্ণ ইসলামসম্মত বলে বিশ্বাস করতেন। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলা হয় **'গনিমতের মাল!'**

মহকুমা শহরে আমাদের বাসা। শহরে পাকিস্তান মিলিটারি আসছে, এই খবরটি শোনার পর তারা সেখানে আসার আগেই জীবন বাঁচানোর তাগিদে সবকিছু ফেলে আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যুদ্ধের ঐ সময়টিতে আমাদের ইউনিয়নে পাক হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে যিনি 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান' হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আমার হাই স্কুলের অংক শিক্ষকের ছোট ভাই সোলায়মান হোসেন। আমাদের অত্র অঞ্চলে তিনি ছিলেন একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। শিক্ষকটি ছিলেন আমার আব্বার বন্ধু, সেই হিসাবে ক্লাসের বাইরে তাঁকে ও তাঁর এই ছোট ভাইকে আমি চাচা বলে ডাকতাম। আমার এই শিক্ষকটিকে আমি কখনো নামাজ পড়তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার এই ছোটভাইটি ছিলেন ঠিক তার উল্টো। নিয়মিত নামাজ পড়তেন ও তাঁর চেম্বারে বসে ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু যুদ্ধের আগে তিনি জামাত-ই-ইসলাম বা অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে কখনোই জড়িত ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, সদাহাস্যময়। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই মানুষটিই হয়ে গেলেন 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান', যিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার তাগিদে ইসলামের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও 'গনিমতের মাল (Booty)' ইসলামসম্মত। তাঁর এই ব্যবহারে আমার শিক্ষকটি লজ্জা বোধ করতেন ও একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া লোকজনদের সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা

প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। **১৬ই** ডিসেম্বরের কিছুদিন আগে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা সোলায়মান হোসেনকে হত্যা করে।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি আমার আব্বার সঙ্গে শহরে এসে দেখি, যেখানে আমাদের ইটের দেয়াল ও টিনের ছাদের বাসাটি ছিলো, সেখানে বাড়িঘরের কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের অবর্তমানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিহারী দোসরারা আমাদের বাসার ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। আমরা আরও যা প্রত্যক্ষ করলাম, তা হলো, দলে দলে বাঙালিরা বিহারী পাড়ার দিকে যাচ্ছে ও তাদের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ঠেলাগাড়িতে করে ভরে ভরে নিয়ে আসছে। এমনকি তাদের বাড়ির দেয়াল ভেঙে ইটগুলো পর্যন্ত খুলে খুলে নিয়ে আসছে। আমাদের বাসা থেকে সামান্য দূরেই এই বিহারী পাড়া। যুদ্ধের আগে আমার সমবয়সী তাঁদের অনেকের সন্তানই ছিল আমার বাল্যবন্ধু ও খেলার সাথী।

দৃশ্যটি কাছে থেকে দেখার জন্য আমরা সামনে বিহারী পাড়ার দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে আমারা যে-দৃশ্য দেখতে পাই, তা হলো - যেমন করে একদা বিহারীরা আমাদের সহায় সম্বল লুট করেছিল, আজ বাঙালিরা মেতেছে সেই একই কর্মে। তখন সকাল ৮-৯ টা মত হবে। সেখানে দেখা হয়ে গেল আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে, ফজরের নামাজের পর তিনি সেখানে এসেছেন ও আমাদের মতই দর্শক হয়ে এ দৃশ্য দেখছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ক্বারী ও হাফেজ, ইসলাম বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন মওলানা বলেই তাঁকে আমরা জানতাম। যুদ্ধের আগে আমরা পাড়ার এই মসজিদেই তার ইমামতিতে নামাজ পড়তাম।

আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মওলানা সাহেব আমার আব্বাকে কাছে ডাকলেন, বললেন, **"আপনি কিছু নেবেন না?** আপনাদের বাড়িঘর তো লুটপাট হয়ে গিয়েছে।"

আব্বা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"হুজুর অন্যের সম্পত্তি কি এইভাবে লুট করে নিয়ে যাওয়া ইসলামে জায়েজ?"** মওলানা সাহেব নির্দ্বিধায় আব্বাকে বললেন, "হ্যাঁ! এখন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় পরাজিত পক্ষের সহায় সম্পত্তির ওপর বিজয়ীদের হক। একে বলা হয় 'গণিমতের মাল।' এটা নিতে ইসলামে কোনো বাধা নেই।" আমার আব্বা পরহেজগার মানুষ। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, **'আপনি যা বললেন, সে কথা তো সোলায়মানও বলতো!"** সোলায়মান লোকটি কে, তা মওলানা সাহেব যখন জানতে চাইলেন, তখন আব্বা তাকে তার পরিচয় দিলেন ও তাঁকে এও জানালেন যে, অল্প কিছুদিন আগে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলেছে। মওলানা সাহেব বললেন, "ওরা ছিল অন্যায়ের পক্ষে, আর আমরা হলাম ন্যায়ের পক্ষে।"

গোঁড়া ইসলামী পরিবারে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়সের সময় আম্মার কাছে আরবি পড়া শুরু করেছিলাম। অর্থ বুঝতাম না, শুধু পড়া ও সুরা মুখস্থ করা। বিশ্বাসী ছিলাম সর্বান্তকরণে! ইসলাম বিষয়ে তখন কিছুই জানতাম না। তথাপি ঐ বয়সে আমি এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, সোলায়মান চাচা ও এই মওলানা সাহেবের বিশ্বাসের মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মৌলিক পার্থক্য নেই। দু'জনই ব্যক্তিগত জীবনে অতীব সচ্চরিত্র। দু’জনেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা ইসলাম ও ন্যায়ের পক্ষে আছেন; দু’জনেই মনে-প্রাণে তাঁদের বিরুদ্ধ পক্ষকে শত্রুপক্ষ জ্ঞান করতেন; দু'জনই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিজয়ী হবার পর শত্রুপক্ষের সহায় সম্পত্তি হলো 'গনিমতের মাল' - ইসলামের বিধানে যার ভোগ-দখল সম্পূর্ণ হালাল।

এর বছর চার পরের কথা। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার কাজিনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। কাজিনের স্ত্রী, আমার ভাবী, **'ইসলামের ইতিহাস (Islamic History)'** বিষয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়াশোনা করছেন। বিষয়টির প্রতি আগ্রহ থাকায় ভাবীর অনার্স সিলেবাসের বইগুলোর একটা নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কয়েকটি অধ্যায় পড়ার পর

আগ্রহ আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, মন্ত্রমুগ্ধের মত যে আট দিন তাঁদের বাসায় ছিলাম, তাঁর সিলেবাসের সবগুলো বই পড়ে ফেললাম। জানলাম, সরল বিশ্বাসে এতদিন যা আমি জেনে এসেছিলাম, "একজন মুসলমান কখনোই অন্য একজন মুসলমানকে খুন করতে পারে না, তা ছিলো ভ্রান্ত।" এই আটদিন সময়ে আমার এই বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র এই বইগুলোর পাতায় পাতায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জানলাম, একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে যে অবলীলায় খুন করতে পারে, সে ইতিহাসের শুরু হয়েছে ইসলামের ঊষালগ্নে। এটি ১৪০০ বছরের পুরনো ইতিহাস, যা আমার জানা ছিলো না। যুগে যুগে তা হয়ে এসেছে, এখনও হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও তা হবে, যতদিনে না আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

ইসলামের ঊষালগ্নে সংঘটিত সেই ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীর নামগুলো ছিলো ভিন্ন, চরিত্র অভিন্ন! আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের পক্ষের পরিবর্তে সেখানে ছিল ইসলামের ইতিহাসের তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন **উসমান ইবনে আফফান (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ **মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর** ও তাদের দল, যারা অতিবৃদ্ধ উসমান ইবনে আফফান-কে কুরান পাঠরত অবস্থায় অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিলেন; সেখানে ছিলো ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ খুলাফায়ে রাশেদিন **আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)** ও তার বিরুদ্ধ পক্ষ উম্মুল মুমেনিন নবী-পত্নী **আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা:)** ও তাদের দল ('উটের যুদ্ধ'), যেখানে দু'পক্ষের হাজার হাজার মুসলমান খুন হয়েছিলেন; সেখানে ছিলো আলি ইবনে আবু তালিব ও **মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের** ও তাদের দল ('সিফফিন যুদ্ধ'), যে-যুদ্ধে দু'পক্ষের অজস্র মুসলমানদের খুন করা হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অসংখ্য পরিবার। ইসলামের ঊষালগ্নের ইতিহাসের এইসব পাত্র-পাত্রী ও তাদের পক্ষের লোকদের বিশ্বাস ও মানসিকতার সঙ্গে ১৯৭১-এ আমাদের সোলায়মান চাচা ও মওলানা সাহেবের বিশ্বাস ও মানসিকতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা ইসলাম ও ন্যায়ের

পক্ষে আছেন, অপর পক্ষ হলো শত্রুপক্ষ! গত ১৪০০ বছরে তাদের এই **'ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনার'** গুণগত চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তখন পর্যন্ত আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম, এই হানাহানির শিক্ষা কোনোভাবেই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর কুরানের শিক্ষা হতে পারে না। আমার বিশ্বাসের এই তলানিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, যখন আমি **কুরানের অর্থ ও তরজমা** বুঝে পড়লাম, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা **'সিরাত' ও হাদিস** গ্রন্থ পড়লাম। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ের সাথে (৫৭০-৬৩২ সাল) তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী এই সব হানাহানির পার্থক্য এটুকুই যে, তাঁর সময়ে এই হানাহানি ও নৃশংসতা সীমাবদ্ধ ছিলো তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ অবিশ্বাসী জনপদবাসীদের মধ্যে। তাঁর সময়ে মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে কোনো বড় ধরনের সংঘাত হয়নি। মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর ঐ দিনটিতেই, তাঁর লাশ কবরে শোয়ানোর আগেই! জন্মের পর থেকে এতগুলো বছরের লালিত যে-বিশ্বাস আমি মনে প্রাণে ধারণ করে এসেছিলাম, সেই বিশ্বাস ভঙ্গের কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যাবে না!

লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব:

ইসলাম ও মুসলমান এই শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ইসলাম হলো একটি মতবাদ, আর মুসলমান হলো মানুষ। মতবাদের কোনো অনুভূতি নেই, মানুষের আছে। যখনই কোনো প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে কেউ ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন, তখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী মানুষরা কষ্ট পান। তাঁদের এই কষ্ট যৌক্তিক নাকি অযৌক্তিক, সে বিষয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক করতে পারি, বিতর্কে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সত্য হলো - বিশ্বাসীদের এই কষ্ট "সত্য!" আমি এই কষ্ট

নিজে অনুভব করেছি। কিন্তু সেই অজুহাতে প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে একজন মানুষের স্বাধীন মুক্ত মত প্রকাশে "**যে কোনো ধরনের বাধা প্রদান গর্হিত বলেই আমি মনে করি।**" ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন প্রচলিত মতবাদ ও প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করেছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন, তখন পৌত্তলিক আরব ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁদের কষ্ট ছিলো "সত্য!" কিন্তু তাঁদের সেই কষ্টের কথা ভেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বিশ্বাস করতেন, তা প্রকাশ ও প্রচারে পিছুপা হননি।

প্রতিটি **"মতবাদ ও প্রথার"** সমালোচনা হতে পারে ও তা হওয়া উচিত। বিশেষ করে যদি সমালোচনা করার অপরাধে সেই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমালোচনাকারীকে নাজেহাল, অত্যাচার ও হত্যা করেন! তখন সেই মতবাদের সমালোচনা আরও কঠোরভাবে হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, এই মতবাদে বিশ্বাসী **"মানুষদের"** ঘৃণা করা। আমার মা-বাবা, স্ত্রী, কন্যা, পরিবার, সমাজ, দেশের মানুষ - এদেরকে ঘৃণা করার কল্পনাও আমি করতে পারি না। কিন্তু আমি জন্মসূত্রে যে-মতবাদ ও প্রথায় বিশ্বাসী হয়ে আর সবার মত জীবন শুরু করেছিলাম, **১৯৭১** সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ও তার পরের কিছু ঘটনা এই মতবাদ সম্বন্ধে আমাকে আগ্রহী করে তোলে। এই মতবাদ সম্বন্ধে এতদিনে যা আমি জেনেছি, কোনোরূপ "political correctness"-এর আশ্রয় না নিয়ে উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাইই আমি এই বইতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি মানুষ হিসাবে এ আমার অধিকার।

মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের "Anatomy dissection" ক্লাসে একটা আপ্তবাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেটি হলো, **"মন যা জানে না, চোখ তা দেখে না** (What mind does not know eye cannot see)।" শরীরের কোনো মাংসপেশি, শিরা, ধমনী, স্নায়ু কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তা গিয়েছে,

যাবার সময় কোনো শাখা বিস্তার করেছে কি না, যদি করে সেটা আবার কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে - ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে, তবে চোখের সামনে থাকলেও তা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। কিংবা যদিও বা তা দেখা যায়, তবে তাকে ভুল ভাবে চিহ্নিত করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি এ বিষয়ে বিশদ জ্ঞান থাকে, তবে এর উল্টোটি ঘটে।

বইয়ের কথা:

এই বইটির মূল অংশের সমস্ত রেফারেন্সেই **কুরান ও আদি উৎসের** বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত কিতাবগুলোর ইংরেজি অনুবাদ থেকে সরাসরি বাংলায় অনূদিত। এই মূল গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে আজ থেকে ১১৫০-১২৫০ বছরেরও অধিক পূর্বে, মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ের লিখা, যা এখনও সহজলভ্য। ইসলামের ইতিহাসের এই সব মূল গ্রন্থের (Primary source of annals of Islam) তথ্য-উপাত্ত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত (Very clearly documented) ঐতিহাসিক দলিল। এই সব মূল গ্রন্থে যে-ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তা সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই অজানা। শুধু যে অজানা, তাইই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জানা ইসলামের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অত্যন্ত স্পষ্ট নথিভুক্ত ইতিহাসগুলো সাধারণ মুসলমানদের কাছে গোপন করা হয়, অস্বীকার করা হয়, অথবা মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার বিপরীতটি প্রচার করা হয়।

বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তা সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশেরই মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে, এই বিবেচনায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করা হয়েছে। আদি উৎসের এ সকল রেফারেন্সের ভিত্তিতেই বিষয়ের আলোচনা, পর্যালোচনা ও উপসংহার। আজকের পৃথিবীর ৭০০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৬০ কোটি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, বাকি ৫৪০ কোটি ইসলাম-অবিশ্বাসী, যারা

মুসলমানদের মত বিশ্বাস নিয়ে এই বইগুলো পড়েন না। এই বিশাল সংখ্যক অবিশ্বাসী জনগোষ্ঠী পক্ষপাতিত্বহীন মানবিক দৃষ্টিকোণের সাহায্যে কোনোরূপ **"political correctness"** ছাড়া এই সব নথিভুক্ত তথ্য-উপাত্তের যেভাবে সম্ভাব্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে পারেন, সেভাবেই তা করা হয়েছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে **'ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান'** আবিষ্কারের একটা ফ্যাশন চালু হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের (Evidenced based knowledge) এই স্বর্ণযুগে, যখন মানুষ ১৪ কোটি মাইল দূরবর্তী মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান পাঠাচ্ছেন; কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সির খুঁটিনাটির কিনারা করছেন; এই চমকপ্রদ (magnificent) মহাবিশ্ব উৎপত্তির একদম আদিতে কী ঘটেছিল এবং পরবর্তী ১৩৫০ কোটি বছরে কী রূপে তার বিকাশ ঘটেছে - ইত্যাদি বিষয়ের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করছেন; সেই একই যুগে অবস্থান করে একদল মানুষ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, বিজ্ঞানের অবমাননা ও শ্লীলতাহানি করে 'ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান' প্রচার করে সাধারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ মানুষদের প্রতারিত করে চলেছেন। এই অপকর্মে তাঁরা যে-পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন, তাকে "জল পড়ে পাতা নড়ে" পদ্ধতি বলা যেতে পারে। নমুনা:

“"জল পড়ে পাতা নড়ে" এর মধ্যেই আছে বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারের 'ইঙ্গিত!'

*১) এখানে **“জল”** অর্থে জলের উপাদান 'হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন' বোঝানো হয়েছে। 'বিগ ব্যাং (Big Bang)' এর পরে 'হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম' ছিলো সৃষ্টির আদি অ্যাটম (Atom)। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর আদি উপকরণ হলো অ্যাটম। পরবর্তীতে সৃষ্ট অন্যান্য সকল অ্যাটম সৃষ্টি হয়েছে এই 'হাইড্রোজেন' থেকে। আর 'অক্সিজেন' আমাদের বেঁচে থাকার এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।*

*২) এখানে **"পড়ে"** অর্থে Gravitational force বোঝানো হয়েছে, যা না হলে গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি কোনোকিছুই সৃষ্টি হতো না। গ্রহ সৃষ্টি না হলে কোনো জীবের সৃষ্টি হতো না, আমরাও সৃষ্টি হতাম না। আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানের এই ইঙ্গিতটি লেখক কীভাবে জেনেছেন? সত্যিই আশ্চর্য!*

*৩) এখানে **"পাতা"** অর্থে সালোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis) বোঝানো হয়েছে, যার ফলে উৎপাদন হয় অক্সিজেন। অক্সিজেনের অভাব হলে আমরা কি বাঁচতে পারতাম? ‘"জল পড়ে পাতা নড়ে"-এর এক একটি "শব্দ" বিজ্ঞানের এক একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ইঙ্গিত! কী আশ্চর্য!*

*৪) আর **"নড়ে"** এর মধ্যেই আছে বিজ্ঞানের দু'টি বিশাল 'ইঙ্গিত'। এখানে নড়ের এক অর্থ হলো 'বায়ু'! বায়ু ছাড়া কি কোনোকিছু নড়ে? নড়ে না। এখানে 'নড়ে' হলো "বায়ু, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল, অর্থাৎ স্পেস!" আর "নড়ে"-এর আরেক অর্থ হলো 'বল (Force)'! যেখানে বায়ু নেই সেখানে কোনো কিছু নড়াতে গেলে লাগে বল। এই 'বল ছাড়া সবকিছু অচল’!*

*কী আশ্চর্য! নিশ্চয়ই **"জল পড়ে পাতা নড়ে"**-এর রচয়িতা একজন নবী (ঈশ্বরের অবতার) ছিলেন। তাইই যদি না হবে, তবে আবিষ্কার হওয়ার আগেই কীভাবে তিনি বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের **"ইঙ্গিত”** দিতে পেরেছিলেন?’*

সে কারণেই প্রথম অধ্যায়টির নাম দিয়েছি **'কুরানে বিগ্যান!'** এই অধ্যায়ের নয়টি পর্ব ও পর্ব-১৩ থেকে পাঠকরা কুরানে "বিজ্ঞানের" কিছু নমুনা জেনে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় অধ্যায় - **'ইসলাম: উদ্ভট উটের পিঠে!'** এতে সামগ্রিকভাবে কুরান ও তার অ্যানাটমি (Anatomy), ইসলাম প্রচার শুরু করার পর মুহাম্মদের সাথে কুরাইশদের বাক-বিতণ্ডা,

যুক্তি-প্রতিযুক্তি, মুহাম্মদকে দেয়া তাদের 'চ্যালেঞ্জ', তাদেরকে দেয়া মুহাম্মদের চ্যালেঞ্জ - ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর **'মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনী (Psycho-biography)'** অধ্যায় শিরোনামে পরবর্তী একশত তিনটি পর্বে হুদাইবিয়া সন্ধির বিস্তারিত আলোচনা পর্যন্ত মুহাম্মদের মদিনা জীবনের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। বাকি উপাখ্যান গুলো ধর্মকারীতে আগের মতই ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে। মক্কার নবী জীবনের ইতিহাস আলোচনার আগেই তাঁর মদিনার নবী জীবনের বর্ণনা শুরু করা হয়েছে এই কারণে যে আদি উৎসে বর্ণিত **'সিরাত'** গ্রন্থে মুহাম্মদের মদিনায় নবী জীবনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে সমগ্র বইয়ের ৮২ শতাংশ জুড়ে। সাধারণ মুসলমানদের সিংহভাগই মুহাম্মদের মদিনা জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

২০০২ সালে, প্রয়াত ডঃ অভিজিৎ রায়ের একটি ছোট্ট ই-মেইল পাই। তিনি কীভাবে আমার ই-মেইল ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন, তা আমি আজও জানি না। তিনি লিখেছিলেন তাঁর গড়া **'মুক্তমনা'** ওয়েব সাইটের কথা ও তার ওয়েব লিংক। বাংলাভাষায় মুক্তমনের মানুষদের লেখা অসংখ্য আর্টিকেলসমৃদ্ধ একটি ওয়েব সাইট, যার হদিস তখন আমার জানা ছিল না। সেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ডঃ অভিজিৎ রায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ২০১০ থেকে ২০১২ সালে 'মুক্তমনায়' ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত লেখাগুলোতে আমি ছিলাম নিয়মিত মন্তব্যকারীদের একজন। সে সময় অনেকেই আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন এ বিষয়ে কিছু লেখার জন্য। যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তাঁরা হলেন - অভিজিৎ রায়, তামান্না ঝুমু, আবুল কাশেম ভাই, আকাশ মালিক ভাই, সৈকত চৌধুরী, ব্রাইট স্মাইল, কাজী রহমান, আদিল মাহমুদ, রুশদি, ভবঘুরে, সপ্তক ও আরও অনেকে। তাঁদের উৎসাহেই মূলত এ বিষয়ে লেখার সিদ্ধান্ত। তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার এই লেখায় যে সমস্ত বইয়ের রেফারেন্স উদ্ধৃত হয়েছে, সেই সমস্ত বইয়ের লেখক ও প্রকাশকদের, যে সমস্ত ওয়েব

সাইটের রেফারেন্স যুক্ত হয়েছে, সেই লেখকদের এবং যাদের নাম রেফারেন্স হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে - তাদের সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি সমস্ত পাঠকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, যারা তাঁদের ব্যস্ত জীবনের কিছুটা সময় ব্যয় করে লেখাগুলো পড়ছেন।

আমি আশা করেছিলাম যে, বইটি লেখা সম্পূর্ণ করার পর তা ই-বুক আকারে তৈরি করা হবে। ক'দিন আগে একটা ই-মেইল পাই, যা আমাকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। ই-মেইলটি যিনি পাঠিয়েছেন তিনি হলেন **"নরসুন্দর মানুষ!"** জানতে পারলাম, গত চারটি বছর তিনি আমার লেখা প্রত্যেকটি পর্ব সযত্নে জমা করে রেখেছেন, বিশেষ অংশগুলো হাইলাইট করেছেন, প্রয়োজনীয় রেফারেন্সগুলো সংরক্ষণ করেছেন - আমার এই লেখার ই-বুক তিনি তৈরি করে দেবেন তাই। তিনি নিজ উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন একটি চমৎকার প্রচ্ছদসমৃদ্ধ ই-বুক তৈরি করেছেন, যা দেখে আমি মুগ্ধ! তাঁর এই নিষ্ঠা ও ভালবাসার বিনিময় দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

যে-মানুষটির সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এ লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, তিনি হলেন **"ধর্মপচারক!"** গত চারটি বছর তিনি আমার প্রত্যেকটি লেখার প্রুফ রিড করেছেন, বিভিন্ন সময়ে অনুবাদে সাহায্য করেছেন ও পরামর্শ যুগিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে ঋণী।

গোলাপ মাহমুদ

জুন ২৬, ২০১৬ সাল

৫৪: ওহুদ যুদ্ধ-১: কী ছিল তার কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– সাতাশ

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটি সংঘটিত হয় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে (১৫ই মার্চ, ৬২৪ সাল), বদর নামক স্থানে। **বদর যুদ্ধের** কারণ ও প্রেক্ষাপট; নিজেদেরই একান্ত পরিবার সদস্য, নিকটআত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অমানুষিক নৃশংসতা; যুদ্ধবন্দী মুক্তির বিনিময়ে উপার্জিত অর্থ ও গনিমতের মালের ভাগাভাগি - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ৩০-৪৩ পর্বে করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় রক্তাক্ত যুদ্ধটি সংঘটিত হয় মদিনায় নিকটবর্তী ওহুদ নামক স্থানে। বদর যুদ্ধের ঠিক এক বছর পর, হিজরতের তৃতীয় বর্ষে। তারিখটি ছিল মার্চ ২৩, ৬২৫ সাল (৭ ই শওয়াল); দিনটি ছিল শনিবার।

পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসীদের যদি বদর যুদ্ধের মতই **ওহুদ যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপট** জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে তাঁরা নির্দ্বিধায় যে জবাবটি দেবেন, তা হলো - কুরাইশ কাফেররা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর শান্তির বার্তা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ১০ বছরের (৬২২-৬৩২ সাল) মদিনা জীবনে ৬০ -১০০ টি যুদ্ধ/সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন। শুধু বদর বা ওহুদ যুদ্ধই নয়, **পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন** যে, অবিশ্বাসীদের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের নিরবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ ১০ টি বছর এই যে গড়ে

প্রতি ৫-৮ সপ্তাহে একটি (৫২০ সপ্তাহে ৬০-১০০ টি) সংঘর্ষ তার **প্রত্যেকটিই** সংঘটিত হয়েছে অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত ও আগ্রাসী তৎপরতার কারণে!

উদ্দেশ্য হলো:

"মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) 'শান্তির ধর্ম ইসলাম' প্রচারে বাধাদান এবং ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা!

কিন্তু,

আদি উৎসে নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম বিশ্বাসীদেরই রচনায় তাঁদের এই বিশ্বাস ও দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র যে অত্যন্ত স্পষ্ট, তা "ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ" এর গত সাতাশটি পর্বে আলোচিত হয়েছে। বদর যুদ্ধের পর্যালোচনায় আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি,

"বদর যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হলো, 'বিনা উস্কানিতে রাতের অন্ধকারে পথিমধ্যে বাণিজ্য ফেরত কুরাইশ কাফেলার (Caravan) ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের একের পর আগ্রাসী আক্রমণ, **নাখলা নামক স্থানে** তাঁদের বাণিজ্য-সামগ্রী লুণ্ঠন, প্রিয়জনদের খুন এবং বন্দী করে মুক্তিপণ দাবি' - ইত্যাদি অনৈতিক সন্ত্রাসী অপকর্মের পুনরাবৃত্তি রোধে ক্ষতিগ্রস্ত (Victim) কুরাইশদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধ (পর্ব: ২৯-৩০)।"

আর, আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা **ওহুদ যুদ্ধের যে কারণ ও প্রেক্ষাপট** বর্ণনা করেছেন, তা হলো নিম্নরূপ:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'আমি [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] ওহুদ যুদ্ধের উপাখ্যানটির বিভিন্ন অংশের বর্ণনা যুক্ত করেছি মুহাম্মদ বিন মুসলিম আল-জুহরী, মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া বিন হিববান, আসিম বিন উমর বিন কাতাদা, আল হুসাইন বিন আবদুল রাহমান বিন আমর বিন সা'দ বিন মুয়া'দ এবং অন্যান্য জ্ঞানী মুহাদ্দিসগণ আমাকে যা অবহিত করিয়েছেন, তারই ভিত্তিতে। তাঁদের একজন বা অন্যজন, অথবা সকলেই নিম্নলিখিত এই উপাখ্যানের বর্ণনায় দায়বদ্ধ।

যখন অবিশ্বাসী কুরাইশরা **বদর যুদ্ধে বিপর্যয়ের** সম্মুখীন হয়েছিল ও তাদের বেঁচে যাওয়া লোকজন মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং আবু সুফিয়ান বিন হারব তার মরুযাত্রীদল (caravan) নিয়ে ফিরে এসেছিল; আবদুল্লাহ বিন আবু রাবি'য়া ও ইকরিমা বিন আবু জেহেল এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া **বদর যুদ্ধে যে সমস্ত লোকের পিতা, পুত্র ও ভাই খুন হয়েছিল, তাদেরকে নিয়ে আবু সুফিয়ান ও তার কারাভানের (Caravan) ব্যবসা-সামগ্রীর মালিকদের সাথে যোগাযোগ করে ও বলে,**

"হে কুরাইশ নেতা, মুহাম্মদ আপনাদের প্রতি জুলুম করেছে ও আপনাদের শ্রেষ্ঠ মানুষদের খুন করেছে; সুতরাং আপনাদের এই ধন-সম্পদ দিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাদের সাহায্য করুন, যাতে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি তাদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারি", এবং তারা তা-ই করেছিল।

এক পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, তাদের বিষয়ে আল্লাহ নাজিল করে:

৮:৩৭ (৮:৩৬) - **"নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।"**

যার ফলে কুরাইশরা, আবু সুফিয়ান ও কারাভানের মালিকরা, তাদের কালো সৈন্যরা, বানু কেনানা গোত্রের কিছু উপজাতি যারা তাদের মান্য করতো ও নিম্ন-ভূমির লোকজন আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একতাবদ্ধ হয়।

যুবায়ের বিন মুতিম, ওয়াহাশি নামক তার এক আবিসিনিয়া দাসকে তলব করে, যে আবিসিনিয়া-বাসীদের মত বর্শা নিক্ষেপ করতে পারতো এবং যার নিশানা হতো কদাচিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট। **সে তাকে বলে,**

"সেনাদের সঙ্গে যাও। যদি তুমি আমার চাচা তুয়েইমা বিন আদির খুনের প্রতিশোধে মুহাম্মদের চাচা হামজাকে হত্যা করতে পারো, তবে তুমি হবে দাসত্ব মুক্ত।"

তারপর কুরাইশরা তাদের কালো সৈন্য, বানু কেনানা গোত্রের কিছু উপজাতি যারা তাদের মান্য করতো ও নিম্ন-ভূমির লোকজন নিয়ে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হয়। তাদের ক্রোধকে উজ্জীবিত ও পলায়নপরতাকে প্রতিহত করার জন্য **তাদের সাথে যোগদান করে মহিলারা,** যারা ছিল হাওদার (উটের পিঠের উপর চাপানো ডুলি) মধ্যে। **নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান, তাঁর সাথে ছিল হিন্দ বিনতে উতবা বিন রাবিয়া;** ইকরিমা বিন আবু জেহেলের সাথে ছিল উম্মে হাকিম বিনতে আল-হারিথ বিন হিশাম বিন আল-মুঘিরা-।' [1]

আবু জাফর আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা:

'বলা হয় এটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের তৃতীয় বর্ষের ৭ ই শওয়াল, শনিবার (মার্চ ২৩, ৬২৫ সাল)।

যে কারণে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে মুশরিক কুরাইশদের এই উহুদ যুদ্ধ টি সংঘটিত হয়েছিল তা হলো বদর যুদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় কুরাইশ নেতৃবর্গের খুন হওয়ার ঘটনা।

আবু সুফিয়ান ও কারাভানের মালিকরা সম্মত হলে কুরাইশরা আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংঘটিত হয়, তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল তাদের 'আহাবিশ', কেনানার উপগোত্রের লোকেরা এবং তিনামার লোকজন যারা তাদের মান্য করতো। এই সমস্ত লোকেরা আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দাবি উত্থাপন করে। [2] [3]

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD):

I have pieced together the following story about the battle of Uhud, from what I was told by Muhammad b. Muslim al-Zuhri and Muhammad b. Yahya b. Hibban and 'Asim b. 'Umar b. Qatada and Al-Husayn b. 'Abdu'l-Rahman b. 'Amr b. Sa'd b. Mu'adh and other learned traditionists. One or the other, or all of them, is responsible for the following narrative.

When the unbelieving Quraysh met disaster at Badr and the survivors returned to Mecca and Abu Sufyan b. Harb had returned with his carvan, 'Abdullah b. Abu Rabi'a and 'Ikrma b. Abu Jahl and Safwan b. Umayya walked with the men whose fathers, sons, and brothers had been killed at Badr, and they spoke to Abu Sufyan and those who had merchandise in that caravan, saying,

'Men of Quraysh, Muhammad has wronged you and killed your best men, so help us with this money to fight him, so that we may hope to get our revenge for those we have lost,' and they did so.

A learned person told me that it was concerning them that Allah sent down:

8.37 [8:36] - 'Those who disbelieve spend their money to keep others from the way of Allah, and they will spend it, then they will suffer the loss of it, then they will be overcome, and those who disbelieve will be gathered to Hell.'

So Quraysh gathered together to fight the apostle when Abu Sufyan did this, and the owners of the caravan, with their black troops, and

such of the tribes of Kinana as would obey them, and the people of the low country.

Jubayr b. Mut'im summoned an Abyssinian slave of his called Wahshi, who could throw a javelin as the Abyssinians do and seldom missed the mark. He said,

'Go forth with the army, and if you kill Hamza, Muhammad's uncle, in revenge for my uncle, Tu'ayma b.'Adiy, you shall be free.'

So Quraysh marched forth with the flower of their army, and their black troops, and their adherents from the B. Kinana, and the people of the

lowland, and women in howdahs went with them to stir up their anger and prevent their running away.

Abu Sufyan, who was in command, went out with Hind d. 'Utba b. Rabiah; and 'Ikrima b. 'Abu Jahl went with Umm Hakim d. al-Harith b. Hisham b. al-Mughira; -----.' [1]

The narrative of Abu Jafar al Tabari (839-923 AD): page-1384-

This is said to have been on Saturday, 7 Shawal, in year three of Hizra (March 23, 625).

What provoked the expedition to Uhud by the polytheist of Quraysh against the Messenger of God was the battle of Badr and the killing of those nobles and chiefs of Quraysh who were killed. ---

When Abu Sufyan and the owners of the caravan agreed to this, Quraysh assembled to wage war against the messenger of God, together with their ahabish (*ahabish – meaning "group of people

not all from one tribe" were a confedeacy of small clans or subtribes. The most important was Banu al-Harith b. Abd Manat b, Kinana; others were al-Mustaliq and al-Hun) and those of the tribes of Kinana and the people of Tinamah who obeyed them. All of these people raised a clamour to wage war against the messenger of God. [2] [3]

>>> মুহাম্মদের মক্কায় অবস্থানকালে কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে তখনই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, যখন মুহাম্মদ তাঁদের পূজনীয় দেব-দেবী, ধর্ম, কৃষ্টি-সভ্যতা ও পূর্ব-পুরুষদের তাচ্ছিল্য করা শুরু করেছিলেন। **সর্বাবস্থায় মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীরাই ছিলেন আগ্রাসী! আর কুরাইশরা ছিল সেই আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তু।** মুহাম্মদ তাঁর ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে মদিনায় স্বেচ্ছা-নির্বাসনে বাধ্য হয়েছিলেন। (পর্ব ৪১-৪২); মদিনায় এসে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বিনা উস্কানিতে কুরাইশদের জীবিকা অর্জনের ক্ষতিসাধন ও শারীরিক আক্রমণ শুরু করেন। **পরিণতিতে হয় বদর যুদ্ধ!**

বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদেরই একান্ত পরিবার সদস্য, নিকট-আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী অথবা বন্ধু-বান্ধব ৭০ জন কুরাইশকে নৃশংসভাবে করেছিলেন খুন ও ৭০ জন কুরাইশকে করেছিলেন বন্দী। খুন করার পর সেই লাশগুলোকে চরম অশ্রদ্ধায় তারা বদর প্রান্তের এক নোংরা শুষ্ক গর্তে একে একে নিক্ষেপ করেছিলেন (পর্ব ৩২-৩৩)।

৭০ জন বন্দিকে মদিনায় ধরে নিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে মুহাম্মদের আদেশে পথিমধ্যেই তাঁদের দু'জনকে বন্দী অবস্থাতেই করেছিলেন খুন (পর্ব-৩৫); বাকি ৬৮ জন বন্দীর মধ্যে পাঁচজনকে বিভিন্ন কারণে বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দেয়া হয়; বাঁকি ৬৩ জন বন্দীর প্রত্যেকের পরিবার সদস্য/নিকটআত্মীয়দের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা (পর্ব-৩৭)।

সেই অবস্থায় কুরাইশদের ঘরে ঘরে উঠেছিল কান্নার রোল! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অতিরিক্ত মুক্তিপণ দাবি করতে পারে এই আশংকায় **তাঁরা উচ্চস্বরে বিলাপও করতে পারেননি!**

ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - ওহুদ যুদ্ধের আদি কারণ হলো "বদর যুদ্ধ"! বদর যুদ্ধে নিহত পরিবার সদস্য, নিকটআত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের খুন ও অপমানের প্রতিশোধ নিতেই কুরাইশরা নিজেদের ওহুদ যুদ্ধে জড়িয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের মতই ওহুদ যুদ্ধ ও ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী নৃশংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কুরাইশদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধ!

এটি কোনো ধর্মযুদ্ধ ছিল না।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৭১

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] 'আহাবিশ' অর্থ হলো ছোট ছোট গোত্র অথবা উপজাতি হতে আগত একদল লোক যারা পারস্পরিক সহায়তার উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ, যারা নির্দিষ্ট কোন বড় একক গোত্রের
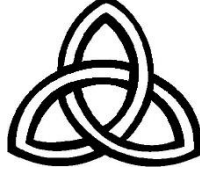
লোক নয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণরা হলো বানু আল-হারিথা বিন আবদ মানাথ বিন কিনানা; অন্যান্যরা হলো আল-মুসতালিক ও আল-হুন।

[3] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),** ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) - **১৩৮৪-১৩৮৫**

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

৫৫: ওহুদ যুদ্ধ-২: নবীর যুদ্ধযাত্রা- পথিমধ্যেই এক অন্ধকে খুন! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– আটাশ

ওহুদ যুদ্ধের কারণ ও তার প্রেক্ষাপটের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ৭২ জন কুরাইশকে করেছিলেন খুন ও ৬৮ জন কুরাইশকে করেছিলেন বন্দী। কুরাইশরা তাঁদের প্রিয়জনদের সেই খুনের বদলা, অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতেই ওহুদ যুদ্ধের অবতারণা করেছিলেন।

আক্রমণের অভিপ্রায়ে কুরাইশরা মদিনার উদ্দেশে রওনা হয়ে ওহুদ প্রান্তে পৌঁছেছে - এই খবরটি জানার পর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তা প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমা নামাজের পর তিনি তাঁর অনুসারীদের সাথে আলোচনায় বসেন।

প্রথমে তিনি মদিনার মধ্য থেকেই কুরাইশদের সম্ভাব্য মদিনা আক্রমণ প্রতিহত করার সিদ্ধান্তকেই শ্রেয় মনে করেন। তাঁর অনেক অনুসারীদের সাথে আবদুল্লাহ বিন উবাই ও মুহাম্মদের এই সিদ্ধান্তের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, এমন কিছু অনুসারী তাঁকে বারংবার এই বলে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন মদিনায় অপেক্ষমাণ না থেকে যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ওহুদ প্রান্তে গিয়ে কুরাইশদের মোকাবেলা করেন। তাদের অনুরোধে মুহাম্মদ তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। অস্ত্রসজ্জিত অনুসারীদের নিয়ে তিনি ওহুদ প্রান্তের উদ্দেশে রওনা হন।

আবদুল্লাহ বিন উবাই সহ অনেক অনুসারী মুহাম্মদের এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তে মনঃক্ষুন্ন হন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা মুহাম্মদের সাথে কিছুদূর অগ্রসর হন; কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁরা

মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন এবং মুহাম্মদ ও তাঁর অন্যান্য অনুসারীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মদিনার উদ্দেশে রওনা হন। মুহাম্মদ তাঁর বাকি অনুসারীদের নিয়ে যুদ্ধযাত্রা অব্যাহত রাখেন। আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ। [1] [2]

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা:

'যখন আল্লাহর নবী তাদের বিষয়ে জানতে পারেন এবং মুসলিমরা শিবির স্থাপন করে, তিনি তাদেরকে বলেন,

"আল্লাহর কসম, আমি (স্বপ্নে) এমন কিছু দেখেছি যা ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। আমি দেখেছি গাভীদের, দেখেছি আমার তলোয়ারের ফলকে এক টোল (dent) এবং দেখেছি যে আমি আমার হাত আমার পরিধেয় বর্ম-আবরণের মধ্যে ঠেলে ঢুকাচ্ছি; আমি যার ব্যাখ্যা করেছি মদিনা। [3]। তারা যেখানে শিবির গেড়েছে, সেখানে প্রতিহত না করে তাদেরকে মদিনায় প্রতিহত করাই শ্রেয়, কারণ তারা থেমেছে খারাপ অবস্থানে। যদি তারা শহরে প্রবেশের চেষ্টা করে, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো (এটা ভাল পরিকল্পনা)।"

আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল আল্লাহর নবীর এই মতের সাথে একমত পোষণ করেন। তাঁরও বিবেচনা এই যে, শহর ছেড়ে যুদ্ধে যোগদান উচিত নয়। আল্লাহর নবী নিজেও শহর ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করেননি।

কিছু লোক, যাদেরকে আল্লাহ ওহুদের যুদ্ধে শহীদ করে সম্মানিত করেছে ও যারা বদর যুদ্ধে অংশ নেয়নি, তারা বলে,

"হে আল্লাহর নবী, আপনার নেতৃত্বে আমাদেরকে শত্রুদের আক্রমণ করার ঘোষণা দিন, যাতে তারা মনে না করে যে, আমরা খুব দুর্বল ও তাদের সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পাই।"

আবদুল্লাহ বিন উবাই বলে,

"হে আল্লাহর নবী, মদিনাতেই অবস্থান করুন, তাদের পেছনে মদিনা ছেড়ে যাবেন না। আমরা কখনোই মদিনার বাহিরে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিপর্যয় এড়াতে পারিনি

এবং কেউই মদিনায় এসে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত না হয়ে ফিরে যায়নি। সুতরাং তারা যেখানে অবস্থান নিয়েছে, তাদেরকে সেখানেই থাকতে দিন। যদি তারা সেখানে অপেক্ষা করে, তবে তা হবে তাদের জন্য অমঙ্গলের ও বিপর্যয়ের; যদি তারা এখানে আসে, তবে আমরা পুরুষেরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো এবং মহিলা ও শিশুরা তাদের ওপর দেয়াল থেকে পাথর নিক্ষেপ করবে; এবং যদি তারা ফিরে যায়, তবে যেমন বিষণ্ণভাবে তারা এসেছিল, তেমনই বিষণ্ণভাবে তারা ফিরবে।"

যারা কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছে, তারা আল্লাহর নবীকে অনুরোধ করতে থাকে যতক্ষণ না তিনি তাঁর বাড়ির ভিতরে যান এবং বর্ম-আবরণ (armour) পরিধান করেন। সেই দিনটি ছিল শুক্রবার, জুম্মার নামাজ শেষ হওয়ার পর।

ঐ দিন বনি আল-নাজ্জার গোত্রের মালিক বিন আমর নামের এক আনসারের মৃত্যু হয়; আল্লাহর নবী তার জানাজা পড়েন এবং তারপর যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন।'

এক-তৃতীয়াংশ সৈন্যসহ আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মদিনা প্রত্যাবর্তন:

'আল্লাহর নবী তাঁর এক হাজার অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি যখন মদিনা ও ওহুদের মধ্যবর্তী আল-সাউত নামক স্থানে পৌঁছেন, আবদুল্লাহ বিন উবাই এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য প্রত্যাহার করে এই বলে, "তিনি আমার পরামর্শ না মেনে তাদের পরামর্শ মেনেছেন। হে লোক সকল, আমরা জানি না, কেন আমরা আমাদের জীবন বিসর্জন দেব।"

তাই তাকে অনুসরণকারী দ্বিধাগ্রস্ত ও সন্দেহগ্রস্ত লোকদের নিয়ে সে ফিরে আসে। আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম নামের বানু সালমা গোত্রের এক ভাই তাদেরকে অনুসরণ করে আসে, বলে, "এই যে লোকেরা, আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, যখন শত্রুরা আমাদের নিকটে, তখন আল্লাহর নবী ও তোমাদের লোকদের পরিত্যাগ করে ফিরে যেও না।"

তারা জবাবে বলে, "যদি তোমরা যুদ্ধ করবে বলে জানতাম, তবে আমরা তোমাদের পরিত্যাগ করতাম না। আমরা মনে করি না যে, কোনো যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে।"

যখন তারা তার কথা গ্রাহ্য করে না ও সৈন্য প্রত্যাহারে অটল থাকে, সে বলে, "দোয়া করি, আল্লাহ তোমাদেরকে অভিশাপ দিক! তোমরা আল্লাহর শত্রু, আল্লাহ তার নবীকে তোমাদের মুখাপেক্ষী করবে না।"'

পথিমধ্যে মিরবাহ বিন কেইজি নামক এক অন্ধকে খুন!

>>> মুহাম্মদ তাঁর বাকি অনুসারীদের নিয়ে যুদ্ধযাত্রা অব্যাহত রাখেন। **পথিমধ্যেই মিরবাহ বিন কেইজি নামক এক অন্ধকে করা হয় খুন! কী তাঁর অপরাধ?**

তাঁর অপরাধ ছিল এই যে, তিনি তাঁরই মালিকানাধীন বাগানের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাত্রায় বাধা দানের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশে ধূলা নিক্ষেপ করেছিলেন এবং মুহাম্মদের মুখের ওপরও ধুলা নিক্ষেপের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পূর্বানুবৃত্তি (Continuation):

'জিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই জানিয়েছেন: [4]

"মুহাম্মদ বিন ইশাক আমাকে বলেছেন যে আল্লাহর নবী হাররাহর ভিতর দিয়ে বানু হারিথা পর্যন্ত পোঁছেন। তারপর আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের জিজ্ঞাসা করে জানতে চান যে, কেউ কি কুরাইশদের পাশ দিয়ে যায়নি, এমন কোনো রাস্তা দিয়ে তাঁদেরকে কুরাইশদের নিকট পৌঁছাতে পারবে?

আবু খেইথামা নামের বানু হারিথা বিন আল-হারিথের এক ভাই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে তাঁকে বানু হারিথার হাররার ও জমির ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে **মিরবাহ বিন কেইজি (Mirba' b Qayzi) নামের এক বীতরাগ অন্ধ ব্যক্তির এলাকায় পৌঁছে।**

যখন সে আল্লাহর নবী ও তাঁর লোকজনদের আগমন উপলব্ধি করে, তখন সে উঠে দাঁড়ায় এবং তাদের মুখের ওপর ধুলা নিক্ষেপ করে ও বলে,

'হতে পারো তুমি আল্লাহর নবী, কিন্তু আমি তোমাদের আমার বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে দেব না।'

আমাকে বলা হয়েছে যে সে হাত-ভর্তি ধূলা তুলে নেয় ও বলে,

‘আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ, যদি আমি নিশ্চিত হতে পারতাম যে, আমি অন্য কোন ব্যক্তিকে আঘাত করবো না, তবে আমি এটা তোমার মুখে নিক্ষেপ করতাম।’

লোকজন দ্রুতগতিতে তাকে খুন করার জন্য ছুটে আসে, আল্লাহর নবী তাদেরকে বলে, ‘তাকে খুন করো না, কারণ এই অন্ধ মানুষটির অন্তর ও দৃষ্টি দুইই অন্ধ।’

আল্লাহর নবীর এই নিষেধের আগেই সা'দ বিন যায়েদ নামের বানু আবদুল-আশাল গোত্রের এক ভাই দৌড়ে তার কাছে যায় ও তার ধনুকের আঘাতে তার মাথা বিভক্ত করে দেয়।’’’

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

Kiling of Mirba bin Qayzi – A blind man! What was the reason?

Narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): [1]

‘Ziyad bin Abdulallah al-Bakkai said: [4]

“Muhammad b. Ishaq told me that the apostle went his way until he passed through the harra of the B. Haritha. Then the apostle asked his companions whether anyone could take them near the Quraysh by a road which would not pass by them.

Abu Khaythama, brother of B. Haritha b. al-Harith, undertook to do so, and he took him through the harra of B. Haritha and their property until he came out in the territory of Mirba' b Qayzi who was a blind man, a disaffected person.

When he perceived the approach of the apostle and his men he got up and threw dust in their faces saying, 'You may be the apostle of God, but I won't let you through my garden!'
I was told that he took a handful of dust and said,
'By God, Muhammad, if I could be sure that I should not hit someone else I would throw it in your face.'
The people rushed on him to kill him, and the apostle said, 'Do not kill him, for this blind man is blind of heart, blind of sight.'
Sa'd b. Zayd, brother of B. 'Abdu'l-Ashhal, rushed at him before the apostle had forbidden this and hit him on the head with his bow so that he split it open.---”.]

“আল্লাহর নবী ওহুদ গিরিখাত ও ওহুদ উপত্যকার উপরিভাগের পর্বতের অভিমুখে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখেন। তিনি তাঁর উট ও সৈন্যদের ওহুদ অভিমুখে মোতায়েন করেন এবং বলেন, ‘আমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে তোমাদের কেউই যেন যুদ্ধ না করে।’
আল্লাহর নবীর তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য মোতায়েন করে, প্রায় ৭০০ জন মানুষ। তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের নামের বানু আমর বিন আউফ গোত্রের এক ভাইকে তীরন্দাজ দলের দায়িত্বে রাখেন, তার পরনে ছিল পার্থক্যকারী সাদা জামা। তীরন্দাজ দলে ছিল ৫০ জন ধনুকধারী।
তিনি বলেন, ‘তোমাদের তীরের সাহায্যে তাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখবে এবং তাদের কে পিছন দিক থেকে আমাদের কাছে আসতে দেবে না, তা যুদ্ধের ফলাফল আমাদের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে যাইই হোক না কেন; তোমরা ঐ স্থানেই অবস্থান করবে যাতে আমরা তোমাদের দিক থেকে আক্রান্ত না হই।’

তারপর আল্লাহর নবী দুইটি বর্ম-আবরণ পরিধান করেন ও মুসাব বিন উমায়ের নামক বনি আবদু'ল-দার গোত্রের এক ভাইকে যুদ্ধের ঝণ্ডা প্রদান করেন।'''

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'বুধবার দিন কুরাইশরা ওহুদ প্রান্তে শিবির স্থাপন করে এবং শুক্রবার দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। আল্লাহর নবী জুম্মার নামাজ পরিচালনা করার পর যাত্রা করেন এবং পরের দিন সকালে ওহুদের গিরিসঙ্কটে (gorge of Uhud) পৌঁছেন। শাওয়াল মাসের শনিবার দিন আধা-বেলায় তিনি যুদ্ধে যোগদান করেন (মার্চ ২৩, ৬২৫ সাল)। আবু জাফর আল-তাবারী < মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদী হইতে বর্ণিত:

আল সেইখায়েন (AL-Shaykhayn) নামক স্থানে আবদুল্লাহ বিন উবাই ৩০০ জন লোক নিয়ে আল্লাহর নবীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং আল্লাহর নবীর কাছে থাকে অবশিষ্ট ৭০০ জন। মুশরিকদের (polytheist) সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়ার সংখ্যা ছিল দুই শত। তাদের সংগে ছিল ১৫ জন মহিলা। তাদের ৭০০ জন লোকের পরনে ছিল বর্ম-আবরণ, যেখানে মুসলমানদের পরনে ছিল তা মাত্র ১০০ জনের।'

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৭১–৩৭৩
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),** ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৮৭-১৩৯০

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] Ibid: ইবনে ইশাক -পৃষ্ঠা ৭৫২; ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৫৮২

‘এক ট্রাডিশানিস্ট আমাকে জানিয়েছে যে আল্লাহর নবী বলেন, "আমি দেখেছি যে আমার কিছু গাভী কে হত্যা করা হয়েছে; তারা হলো আমার সাহাবী যাদের কে হত্যা করা হবে। আমার তরোয়ালের ফলায় যে টোল দেখেছি, তা হলো আমার এক পরিবার সদস্য যাকে হত্যা করা হবে।"’

[4] জিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ছাত্র। বিস্তারিত পর্ব-৪৪।

৫৬: ওহুদ যুদ্ধ- ৩: ইহুদিদের ভূমিকা কী ছিল?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– উনত্রিশ
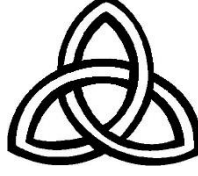
ওহুদ যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে কী কারণে প্রায় ৩০০ জন (এক-তৃতীয়াংশ) মুহাম্মদ অনুসারী মাঝপথ থেকেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং কী অপরাধে পথিমধ্যেই সা'দ বিন যায়েদ নামক এক মুহাম্মদ অনুসারী মিরবাহ বিন কেইজি নামক এক অন্ধকে খুন করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

সেই হতভাগ্য অন্ধ ব্যক্তিটির অপরাধ ছিল এই যে, তিনি তাঁরই মালিকানাধীন বাগানের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের যাত্রায় বাধা দানের চেষ্টা করেছিলেন, তাদের উদ্দেশে এক মুষ্টি ধূলা নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আরেক মুষ্টি ধূলা হাতে নিয়ে তা মুহাম্মদের মুখের ওপর নিক্ষেপের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন।

আমরা আরও জেনেছি যে, সেই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ যখন মুহাম্মদ অনুসারীরা সেই অন্ধ ব্যক্তিকে খুন করার জন্য দ্রুতগতিতে ছুটে আসে, তখন স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের উদ্দেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন,

"তাকে খুন করো না, কারণ এই অন্ধ মানুষটির অন্তর ও দৃষ্টি দুইই অন্ধ।"

কিন্তু তাঁর এই ঘোষণার আগেই সা'দ বিন যায়েদ সেই অন্ধ ব্যক্তিটির মস্তক বিভক্ত করে দেয়। **অর্থাৎ** মুহাম্মদের ঘোষণাটি ছিল অন্ধ ব্যক্তিটির মস্তক চূর্ণ হওয়ার পরে!

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বাণী ও শিক্ষার সমালোচনাকারী প্রতিটি ব্যক্তিই যে **'অন্ধ অন্তর ও অনুরূপ বিভিন্ন বিশেষণের অধিকারী',** তা মুহাম্মদ তাঁর স্বরচিত ব্যক্তিমানস জবানীগ্রন্থ কুরানের পাতায় পাতায় বর্ণনা করেছেন (পর্ব ২৬-২৭); আর এই সমালোচনাকারীদের তাঁর অনুসারীরা **কীরূপ দ্রুততার সাথে**

হত্যা/শায়েস্তা করার চেষ্টা করতেন, তা মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট!

আজকের পৃথিবীর ইসলাম অনুসারীরা ও সেই শিক্ষার ধারাবাহিকতা অত্যন্ত অনুগতভাবে পালন করে চলেছেন! মুসলিম শাসিত ও মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশে তা পালিত হয় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে! আর মুসলিম অ-শাসিত ও মুসলিম সংখ্যালঘু দেশে তা পালিত হয় "যেখানেই সুযোগ মেলে সেখানেই"! মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরেও মুহাম্মদের সমালোচনাকারী কোনো ব্যক্তিই মুহাম্মদ অনুসারীদের হাতে নিরাপদ নয়!

ইন্টারনেট প্রযুক্তির আবিষ্কার না হলে মুহাম্মদ ও তাঁরই অনুসারী আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত ইতিহাসের (কুরান, সিরাত ও হাদিস) আলোকে মুহাম্মদের বাণী/শিক্ষা ও কর্মকাণ্ডের খোলামেলা আলোচনা কখনোই সম্ভব ছিল না! এই অসামান্য আবিষ্কারের ফলে **মৃত্যু-ঝুঁকির সম্ভাবনা নিয়েও বহু লেখক ও গবেষক তাঁদের গবেষণালব্ধ বিষয়গুলো প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছেন। তা না হলে সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানেরা কখনোই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রকৃত ইতিহাস জানার সুযোগ পেতেন না।**

আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে - মুহাম্মদ তাঁর ১০ বছরের (৬২২-৬৩২ সাল) মদিনা জীবনে যে ৬০-১০০ টি যুদ্ধ ও সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন, তার মধ্যে যে **মাত্র দু'টি সংঘর্ষে কুরাইশরা আক্রমণাত্মক (Offensive) ভূমিকায় ছিলেন, তার প্রথমটি হলো এই ওহুদ যুদ্ধ।** কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, এই ওহুদ যুদ্ধের মূল কারণ ও প্রেক্ষাপট হলো বদর যুদ্ধ (পর্ব ৫৪), যা সংঘটিত হয় ১৫ মার্চ ৬২৪ সাল; আর ওহুদ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় তার এক বছর পর ৬২৫ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে। ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি, বদর যুদ্ধের পর থেকে ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত **গত একটি বছরে** মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক নৃশংসতায় **একের পর এক খুন করেছেন** ১২০ বছর বয়সী ইহুদি কবি আবু-আফাককে (পর্ব- ৪৬), কোলের সন্তানকে

স্তন্যপান অবস্থায় পাঁচ সন্তানের জননী ইহুদি কবি আসমা-বিনতে মারওয়ানকে (পর্ব-৪৭), প্রতারণার আশ্রয়ে ইহুদি কবি কাব বিন আল-আশরাফ ও আবু রাফি-কে (পর্ব-৪৮ ও ৫০) এবং ইবনে সুনেইনা নামের এক একান্ত নিরীহ ইহুদি ব্যবসায়ীকে (পর্ব-৪৯)!

আমরা আরও জেনেছি, শক্তিমত্তায় মত্ত মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক নৃশংসতায় বনি কেইনুকা নামক এক ইহুদি গোত্রের সমস্ত মানুষকে প্রায় এক বস্ত্রে **তাঁদের শত শত বছরের পৈত্রিক ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করেছেন** (পর্ব-৫১)!

মদিনার ইহুদি গোত্রের ওপর গত একটি বছর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের একের পর এক এহেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে **মদিনার ইহুদিদের মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে,** তা যে কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন।

প্রশ্ন হলো, এমত পরিস্থিতিতে ওহুদ যুদ্ধে ইহুদিদের ভূমিকা কী ছিল?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'জিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই নয় এমন একজন হইতে < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক হইতে < আল-জুহরী হইতে বর্ণিত হয়েছে: [1]

সেই দিন আনসাররা বলে, **"হে আল্লাহর নবী, আমাদের কি এটি উচিত নয় যে, আমরা আমাদের মিত্র ইহুদিদের কাছে সাহায্য শুধাই?"**

জবাবে তিনি বলেন, "তাদের প্রয়োজন আমাদের নেই!" [2] -----

'ওহুদ যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিলেন, তাদের একজন হলেন ইহুদি মুখায়েরিক, যিনি ছিলেন বানু থালাবা বিন আল-ফিতিউন গোত্রের লোক।

ঐ দিন তিনি ইহুদিদের উদ্দেশে বলেন:

"তোমরা জান যে, তোমাদের কর্তব্য হলো মুহাম্মদকে সাহায্য করা।"

যখন তারা জবাবে বলে যে, সেটি **'সাবাথ দিন',** তিনি বলেন, "তোমরা কোনো সাবাথের অধিকার পাবে না" এবং তাঁর তরবারি ও সাজসজ্জা নিয়ে ঘোষনা দেন যে, **যদি তিনি**

নিহত হন তবে তাঁর সম্পত্তির মালিক হবেন মুহাম্মদ, যা তিনি যেমন খুশী তেমন ভাবে ব্যয় করতে পারবেন।

তারপর তিনি আল্লাহর নবীর সাথে যোগদান করেন এবং নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেন। আমি শুনেছি যে, আল্লাহর নবী বলেন, "মুখায়েরিক হলো ইহুদিদের মধ্যে উত্তম।" [3] [4] [5]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD):

'Someone, not Ziyad, (Ziyad b. 'Abdullah al-Bakka'i.) from Muhammad b. Ishaq from al-Zuhri, said that on that day the Ansar said, [1]

"O apostle, should we not ask help from our allies, the Jews?'"

He said, 'We have no need of them.' ----[2]

"Among those killed at Uhud was (T. the Jew) Mukhayriq who was one of the B.Tha'laba b. al-Fityun.

On that day he addressed the Jews saying:

'You know that it is your duty to help Muhammad', and when they replied that it was the Sabbath day, he said, 'You will have no Sabbath,' and taking his sword and accoutrements, he said that if he was slain his property was to go to Muhammad, who could deal with it as he liked. Then he joined the apostle and fought with him until

he was killed. I have heared that he apostle said, 'Mukhayriq is the best of the Jews." [3] [4] [5]

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই বর্ণনায় আমরা জানতে পারছি যে, যখন কিছু মুহাম্মদ অনুসারী মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেন, তাদের কি উচিত নয় যে, তারা তাদের মিত্র ইহুদিদের কাছে সাহায্য চাইবে, তখন জবাবে মুহাম্মদ বলেন যে, **ইহুদীদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন তাঁর নেই!**

অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য মদিনায় ইহুদিদের কাছে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কোনোরূপ আবেদনই করেননি!

তা সত্ত্বেও মুখায়েরিক নামের এক ইহুদি ওহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ও নিহত হয়েছিলেন।

আমরা আরও জানতে পারছি যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদেরকে কোনোরূপ আবেদন না করা সত্ত্বেও ও **মুসলমানদের সাহায্যের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও** যখন মুখায়েরিক নামের এই ইহুদি অন্যান্য ইহুদিদের যুদ্ধযাত্রার আহ্বান জানান, তাঁরা যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেননি। তাঁরা জবাবে বলেন যে, সেটি তাঁদের পবিত্র **'সাবাথ দিন'** (A day of religious observance and abstinence from work, kept by Jews from Friday evening to Saturday evening)। [6]

আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি যে, শুক্রবার দিন জুমার নামাজের পর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের সাথে আলোচনায় বসেছিলেন ও ওহুদ প্রান্তে (মদিনায় নয়) যে দিনটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই দিনটি ছিল শনিবার। অর্থাৎ ইহুদিরা কোন মিথ্যা অজুহাতের আশ্রয় নেননি।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক ও আল-তাবারীর বর্ণনায় **যে-বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, কুরাইশরা ওহুদ প্রান্তে জড়ো হয়েছেন** বদর যুদ্ধে তাঁদের প্রিয়জনদের হত্যা, বন্দী, অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে!

কিন্তু,

“তাঁরা মদিনা আক্রমণ করেননি! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আক্রান্তও হননি!

এমত অবস্থায়, **আক্রান্ত হওয়ার আগেই আগ বাড়িয়ে** মদিনা ছেড়ে ওহুদ প্রান্তে গিয়ে কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে জীবন বিসর্জন দেয়ার কোনো অর্থ মুহাম্মদের বহু অনুসারীরাও খুঁজে পাননি!

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাঁর একান্ত অনুসারীরাও ছিলেন দ্বিধাবিভক্ত। মুহাম্মদের বহু অনুসারী মদিনা পরিত্যাগ করে আগ বাড়িয়ে ওহুদ প্রান্তে গিয়ে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে এতই অনিচ্ছুক ছিলেন যে, **তাঁর এক-তৃতীয়াংশ অনুসারী** মাঝপথ থেকে আবার মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন (পর্ব-৫৫)।

যেখানে মুহাম্মদের নিজ অনুসারীরাই আগ বাড়িয়ে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে অনিচ্ছুক, সেখানে গত একটি বছর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের একের পর এক নৃশংস সন্ত্রাসী হামলার বলি (Victim) মদিনার ইহুদি গোত্রের লোকেরা তাঁদের পবিত্র 'সাবাথ দিনে' মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কাছ থকে কোনোরূপ সাহায্যের আহ্বান ছাড়াই আগ বাড়িয়ে দলে দলে ওহুদ যুদ্ধে শরীক হবেন, এমন প্রত্যাশা অবাস্তব।

মদিনায় অবস্থানকারী ইহুদি গোত্রের বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রের উপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অনৈতিক আগ্রাসী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বৈধতা দিতে ইসলামী বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অ-পণ্ডিতরা মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) রচিত যে "মদিনা সনদ" নামক এক চুক্তি ভঙ্গের অবতারণা করেন, সেই **“তথাকথিত মদিনা সনদ চুক্তির"** বিস্তারিত আলোচনা পর্ব ৫৩-তে করা হয়েছে। দাবী করা হয়, এই তথাকথিত শান্তি চুক্তিটির এক বিশেষ শর্ত ছিল এই যে,

"ইহুদিরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না এবং যদি কোনো শত্রু তাঁকে মদিনায় আক্রমণ করে তবে তারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে।" [7]

মদিনা এবং মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আক্রান্ত না হওয়া সত্ত্বেও **আগ বাড়িয়ে ওহুদ প্রান্তে গিয়ে** কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে মুহাম্মদের বহু অনুসারীদের মতই মদিনার ইহুদিরাও ছিলেন অনিচ্ছুক। এটি কোনো চুক্তিভঙ্গের উদাহরণ নয়!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] জিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ছাত্র। বিস্তারিত পর্ব-৪৪।

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৭২

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),** ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭ – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪২৪

[4] 'বানু থালাব ছিল মদিনার এক গুরুত্বপূর্ণ ইহুদি গোত্র, কিন্তু তারা ছিল সম্ভবত: আরব অধিবাসী যারা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন; কারণ ঘাসান (Ghassan) গোত্রের সাথেও তারা যুক্ত ছিল'।

[5] Ibid ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা -৩৮৪

[6] 'সাবাথ'

http://en.wikipedia.org/wiki/Sabbath

[7] Ibid আল-তাবারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৬০

৫৭: ওহুদ যুদ্ধ-৪: শুরু হলো যুদ্ধ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– ত্রিশ
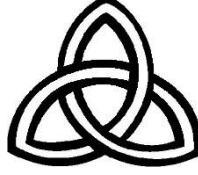
স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও মক্কাবাসী কুরাইশদের মধ্যে ইসলামের ইতিহাসের যে **দ্বিতীয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটি** ওহুদ প্রান্তে সংঘটিত হয়েছিল তার কারণ ও প্রেক্ষাপট, আক্রান্ত না হওয়া সত্ত্বেও আগ বাড়িয়ে নিজেদের আবাসস্থল মদিনা থেকে বের হয়ে ওহুদ প্রান্তে গিয়ে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে মুহাম্মদের বহু অনুসারীরা কী কারণে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং এই যুদ্ধে মদিনার ইহুদিদের ভূমিকা কেমন ছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের তিনটি পর্বে করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল ও আরও প্রায় ৩০০ মুহাম্মদ অনুসারী (এক-তৃতীয়াংশ) মাঝপথ থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মুহাম্মদ তাঁর প্রায় ৭০০ জন অবশিষ্ট অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে ওহুদ প্রান্তে পৌঁছান। তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ করেন, প্রায় ৭০০ জন মানুষ। তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরের নামের বানু আমর বিন আউফ গোত্রের এক ভাইকে তীরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্বে নিয়োগ করেন। ঐ দিন আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরের পরনে ছিল সাদা পোশাক, যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছিল।

তাদের সাথে ছিল ৫০ জন তীরন্দাজ। মুহাম্মদ তাদেরকে বলেন, "তোমাদের তীরের সাহায্যে অশ্বারোহী বাহিনীকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখবে এবং পেছন দিক থেকে তাদেরকে আমাদের কাছে আসতে দেবে না, তা যুদ্ধের ফলাফল আমাদের পক্ষে হোক

অথবা বিপক্ষে। তোমরা ঐ স্থানেই থাকবে যাতে আমরা তোমাদের দিক থেকে আক্রান্ত না হই।"

তারপর আল্লাহর নবী দুইটি বর্ম-আবরণ (Coats of mail) পরিধান করেন এবং যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি মুসাব বিন উমায়ের নামের বানু আমর গোত্রের এক ভাইয়ের হাতে দেন।

তারপর তিনি তাঁর তরবারি হাতে নেন এবং তা ঘুরিয়ে আস্ফালন (Brandish) করে বলেন, "তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে এই তরবারির যোগ্য?"

উমর তা নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান ও বলেন," আমি এটি নেয়ার যোগ্য", কিন্তু আল্লাহর নবী ঘুরে দাঁড়ান এবং দ্বিতীয় বার একই বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে তা ঘুরিয়ে আস্ফালন করেন।

তারপর আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম উঠে দাঁড়ান এবং তিনিও প্রত্যাখ্যাত হন।

তারপর বানু সায়েদা (Banu Sa'ida) গোত্রের দুযানা সিমাক বিন খারাশা (Dujana Simak b. Kharasha) নামের এক ভাই উঠে দাঁড়ান ও তা গ্রহণ করেন।

তিনি [আবু দুযানা] জিজ্ঞাসা করেন, "হে আল্লাহর নবী, এটি গ্রহণের যোগ্যতা কী?"

তিনি জবাবে বলেন, "তা এই যে, এটি দিয়ে তুমি শত্রুদের আঘাত/বধ (Smite) করতেই থাকবে যতক্ষণ না এটি বেঁকে যায়।"

যখন তিনি বলেন যে, তিনি এটি গ্রহণ করে তার মর্যাদা রাখবেন, তিনি তা তাকে দেন। আবু দুযানা ছিলেন সাহসী কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দাম্ভিক। যখনই তিনি তাঁর লাল পাগড়িটি পরিধান করতেন, জনগণ জানতেন যে, তিনি যুদ্ধে প্রস্তুত।’ --- [1][2][3]

ঐ দিন মুহাম্মদ অনুসারীদের সিংহনাদ ছিল, "হত্যা কর, হত্যা কর"!’ [4]

(The companions’ war-cry that day was "Kill, Kill!")!

অন্যদিকে,

বদর যুদ্ধে আবু সুফিয়ান বিন হারবের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওতবার পিতা ওতবা বিন রাবিয়া ও তাঁর চাচা সেইবা বিন রাবিয়া এবং ভাই আল-ওয়ালিদ বিন ওতবা যেমন **"তোমাদের**

সাথে আমাদের কোনোই বিবাদ নেই" ঘোষণা দিয়ে আনসারদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাননি (পর্ব-৩২), তেমনই ওহুদ যুদ্ধেও আবু সুফিয়ান ও তাঁর সহকারীরা আনসারদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাননি!

যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আবু সুফিয়ান যুদ্ধে আগত মুহাম্মদ অনুসারী আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের উদ্দেশে এক বার্তাবাহক পাঠান। বার্তাবাহক মারফত তিনি তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন

যে, **তাঁরা এসেছেন তাঁদের যাবতীয় দুরবস্থার জন্য যে-ব্যক্তিটি দায়ী, সেই মুহাম্মদের সাথে মোকাবেলা করতে;** তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নয়!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনার পূর্বানুবৃত্তি (Continuation):

'কুরাইশরা তাদের লোকদের জড় করেন। প্রায় ৩০০০ জন মানুষ, তাদের সাথে ছিল ২০০ টি ঘোড়া। বাম পার্শ্বের অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ এবং ডান পার্শ্বের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ইকরিমা বিন আবু-জেহেল। ---

'তখন আবু সুফিয়ান এই খবর জানিয়ে এক বার্তাবাহক পাঠান,

"হে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, আমাকে আমার জ্ঞাতি ভাইয়ের (Cousin) সাথে মোকাবেলা করতে দাও, তারপর আমরা তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। কারণ তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারা তাকে অভদ্র জবাব দেয়।" ----

(Now Abu Sufyan had sent a messenger saying, 'You men of Aus and Khazraj, leave me to deal with my cousin and we will depart from you, for we have no need to fight you'; but they gave him a rude answer.)

বানু আবদ-দার গোত্রের লোকেরা ছিল যুদ্ধের ঝাণ্ডা বহনকারী দল। তাদেরকে যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করার জন্য আবু-সুফিয়ান বলেন, "এই যে বানু আবদ-দার, বদর যুদ্ধের দিন

তোমাদের দায়িত্বে ছিল এই যুদ্ধ-ঝাণ্ডা - তোমরা জানো যে, সেদিন কী হয়েছিল। জনগণ নির্ভর করে যুদ্ধ-ঝাণ্ডার ভাগ্যের ওপর। তাই তোমরা হয় তা দক্ষতার সাথে অবশ্যই রক্ষা করবে, নতুবা তা আমাদের হাতে অবশ্যই সোপর্দ করবে - আমরা (তা রক্ষার দায়িত্ব থেকে) তোমাদের ঝামেলা মুক্ত করবো।"

বিষয়টির বিবেচনায় তারা অপমানিত বোধ করে এবং তাঁকে ধমক দিয়ে বলে, "তুমি কি চাও যে, আমরা আমাদের এই ঝাণ্ডা তোমাকে সমর্পণ করি? আগামীকাল যখন যুদ্ধ শুরু হবে, তখন দেখবে, আমরা কীরূপে যুদ্ধ করি," - আবু সুফিয়ান এটিই চেয়েছিলেন। যখন দুই পক্ষ একে অপরের নিকটবর্তী হয়, **হিন্দ বিনতে ওতবা** তাঁর সঙ্গের মহিলাদের নিয়ে উঠে দাঁড়ান ও সৈন্যদের পেছনে পেছনে যে খঞ্জনিগুলো তারা **সৈন্যদের উদ্দীপ্ত করার জন্য** বাজাচ্ছিল, তা তুলে নেন ও বলতে থাকেন:

"হে আবদ-দার এর দারক,
তোমরা আমাদের রক্ষক,
প্রতিটি শাণিত বল্লম দ্বারা করো তাদের আঘাত!"
তিনি আরও বলেন,
"যদি তোমরা হও আগুয়ান বাঁধিব আলিঙ্গনে,
বিছাইব মোরা কোমল গালিচা তোমাদেরই পদতলে;
যদি তোমরা হটো পিছু জানাবো মোরা বিদায়,
এমনই বিদায় যেথায় মোদের কোনো ভালবাসা আর নাই।" [5] [6]

>>> পাঠক, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ অনুসারীরা কুরাইশ নেতা **আবু সুফিয়ান বিন হারব ও তাঁর স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওতবার এক জোয়ান পুত্র হানজালাকে করেন খুন ও আর এক পুত্র আমরকে করেন বন্দী (পর্ব-৩৭)।**

শুধু তাঁদের সন্তান হানজালাকেই নয়, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বদর প্রান্তে হিন্দ বিনতে ওতবার **পিতা ওতবা, চাচা সেইবা ও ভাই আল-ওয়ালিদকেও নৃশংসভাবে খুন করেন (পর্ব-৩২)।**

তা সত্ত্বেও, এই মহীয়সী মহিলাটি একই দিনে তাঁর নিজ পুত্র, বাবা, চাচা ও ভাইয়ের খুনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী মুহাম্মদের মক্কায় অবস্থিত কন্যা জয়নাবকে পরম স্নেহ ও সমবেদনায় সর্বাত্মক সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন (পর্ব-৩৯)। স্বজনহারা শোকাবহ সেই মহীয়সী হিন্দ বিনতে ওতবা আজ যুদ্ধের ময়দানে! তিনি এসেছেন তাঁর পিতা, পুত্র, ভাই ও চাচার খুনের প্রতিশোধ নিতে। **একই ভাবে** ইকরিমা বিন আবু-জেহেল এসেছেন তাঁর পিতা আবু জেহেলের হত্যার প্রতিশোধ নিতে! কুরাইশ নেতা আবু জেহেলকে কীরূপ নৃশংসতায় বদর যুদ্ধে খুন করা হয়েছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা পর্ব বত্রিশে করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৭৩

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),** ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭ – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৯৮,

[3] Ibid আল-তাবারী - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৯৪
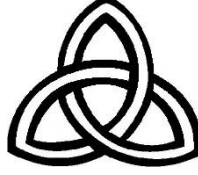
[4] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (ইবনে হিশামের নোট) - পৃষ্ঠা ৭৫৩

[5] Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৩৭৪

[6] Ibid আল-তাবারী - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৯৯-১৪০০

৫৮: ওহুদ যুদ্ধ-৫: পরাজয়ের কারণ? গণিমতের লোভ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একত্রিশ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে (বদর যুদ্ধে) তাঁদেরই একান্ত পরিবার-পরিজন, নিকট-আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রচণ্ড নৃশংসতায় করেন খুন ও অনেককে করেন বন্দী! বন্দী করার পর তাঁদের পরিবার পরিজনদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়ের পর তাঁদেরকে করেন মুক্তিদান।

তারই ধারাবাহিকতায় মক্কাবাসী কুরাইশরা তাঁদের প্রিয়জনদের খুন, বন্দীত্ব, অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতেই ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে (ওহুদ যুদ্ধ) জড়িত হন।

অর্থাৎ, ওহুদ যুদ্ধের আদি কারণ হলো বদর যুদ্ধ (পর্ব: ৩০-৪৩) ও মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরাই হলেন প্রথম আক্রমণকারী!

আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, ওহুদ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথমাবস্থায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মাত্র ৭০০ জন সৈন্য নিয়ে তাদের চেয়ে চার গুণেরও অধিক কুরাইশ সৈন্যদের (প্রায় ৩০০০ জন) পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সেই বিজয় গৌরব বেশি সময় ধরে রাখতে পারেননি!

কারণ? কারণ হলো গণিমতের লালসা!

ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) বর্ণনা:

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ <তার পিতা হইতে < তার চাচা হইতে <তার পিতা হইতে <তার পিতা হইতে <ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত:

আবু সুফিয়ান শওয়াল মাসের ৩ তারিখে (মার্চ ১৯, ৬২৫ সাল) ওহুদ প্রান্তে শিবির স্থাপন করেন। আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন, তারা তাঁর চারিপাশে জড় হয় ও তিনি তাদের নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন।

তিনি আল-যুবায়েরকে, সেইদিন যার সাথে ছিল আল-মিখদাদ বিন আল-আসওয়াদ আল-কিন্দি, আদেশ করেন, সে যেন অশ্বারোহী সেনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারপর তিনি মুসাব বিন উমায়ের নামক এক কুরাইশকে যুদ্ধের ঝাণ্ডা প্রদান করেন।

তারপর হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব যাদের বর্ম-আবরণ (Armour) ছিল না, তাদের প্রধান রূপে যুদ্ধে অগ্রসর হন, তিনি তৎক্ষণাৎ হামজাকে তাঁর সামনে পাঠান।

যখন খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইকরিমা বিন আবু-জেহেল মুশরিকদের (polytheist) অশ্বারোহী সেনাদের নিয়ে অগ্রসর হন, আল্লাহর নবী আল-যুবায়েরকে এই আদেশ সহকারে প্রেরণ করেন, "খালিদ বিন ওয়ালিদের সম্মুখীন হও ও আমার পরবর্তী আদেশের পূর্ব পর্যন্ত তার সাথে যুদ্ধে রত থাকো।"

তারপর তিনি মাঠের অন্যদিকের অন্যান্য অশ্বারোহীদের (শত্রুদের) ব্যাপারে আদেশ জারি করেন, বলেন, "আমার পরবর্তী আদেশের পূর্ব পর্যন্ত তোমরা তোমাদের অবস্থান ছেড়ে নড়বে না।"

আল্লাহর নবী কিছু লোককে তাঁর সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে বলেন (পর্ব-৫৭), "এখানে অবস্থান কর এবং আমাদের কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে তাদেরকে আবার যুদ্ধে ফেরত পাঠাবে ও আমাদের পশ্চাদ্দিক পাহারা দেবে।"

যখন আল্লাহর নবী ও তাঁর অনুসারীরা শত্রুদের পলায়নে বাধ্য করেন, যাদেরকে সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে স্থাপন করা হয়েছিল, তারা শত্রুপক্ষের মহিলাদের হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে আরোহণ ও পলায়ন এবং লুণ্ঠন-সামগ্রী দেখতে পেয়ে একে অপরকে বলে,

"চলো, আমরা আল্লাহর নবীর কাছে যাই ও অন্যরা আমাদেরকে ঠকানোর আগেই এই লুণ্ঠন-সামগ্রী সংগ্রহ করি।"

অন্য গ্রুপ বলে, "না, আমাদের উচিত আল্লাহর নবীর আদেশ পালন করা ও এই স্থানেই অবস্থান করা।"

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছে, **"তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া**-- (৩:১৫২)" অর্থাৎ যারা লুণ্ঠন সামগ্রীর লালসা করেছিল; "যে লোক ---আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে (৩:১৪৫)", অর্থাৎ, যারা বলেছে, "আমাদের উচিত আল্লাহর নবীর আদেশ পালন করা ও এই স্থানেই অবস্থান করা।" [1]

ইবনে মাসুদ প্রায়ই বলতেন,

"সেই দিনের আগে আমি কখনোই ধারণা করিনি যে, আল্লাহর নবীর অনুসারীরা দুনিয়া ও তার সামগ্রী কামনা করতে পারে।"

মুহাম্মদ বিন আল-হুসেইন <আহমদ বিন আল-মুফাদদাল হইতে < আসবাত হইতে <আল-সুদদি হইতে বর্ণিত:

'---আল-যুবায়ের বিন আল-আওয়াম ও আল-মিখদাদ বিন আল-আসওয়াদ মুশরিকদের আক্রমণ করেন ও তাদের পলায়নে বাধ্য করেন, আর আল্লাহর নবী ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ আবু সুফিয়ানকে পলায়নে বাধ্য করে।

যখন মুশরিক অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ তা দেখতে পান, তিনি পাল্টা আক্রমণ করেন। কিন্তু তীরন্দাজদের প্রচণ্ড তীর নিক্ষেপের কারণে তার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়।

তবে, যখন তীরন্দাজরা আল্লাহর নবী ও তাঁর অনুসারীদের মুশরিকদের শিবিরে দেখতে পান এবং দেখতে পান যে, তারা লুণ্ঠনকর্মে ব্যস্ত, তারা দ্রুতগতিতে লুণ্ঠন সামগ্রীর দিকে এগিয়ে আসে। তাদের কিছু লোক বলে, "আল্লাহর নবীর আদেশ অমান্য করো না"; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঐ শিবিরে গমন করে।

যখন খালিদ দেখতে পান যে, অল্প কিছু তীরন্দাজ সেখানে অবস্থান করছে, তিনি তাঁর সৈন্যদের চিৎকার করে আক্রমণের হুকুম দেন ও তীরন্দাজদের হত্যা করেন। তারপর তিনি আল্লাহর নবীর অন্যান্য অনুসারীদের আক্রমণের আদেশ জারী করেন।

যখন মুশরিক পদাতিক বাহিনীর লোকজনেরা দেখতে পায় যে, তাদের অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণে ব্যস্ত, তারা একে অপরকে আহ্বান করে এবং মুসলমানদের পুনরায় আক্রমণ করে, পরাজিত করে এবং কিছু লোককে করে হত্যা। [2]

ইবনে হুমায়েদ হইতে <সালামাহ হইতে <মুহাম্মদ বিন ইশাক হইতে <ইয়াহিয়া বিন আববাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়ের হইতে < তার পিতা আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়ের হইতে < তার পিতামহ আল-যুবায়ের হইতে বর্ণিত:

'আল্লাহর কসম, আমি নিজে হিন্দ বিনতে ওতবা ও তার সাথীদের নূপুরের দিকে তাকিয়েছিলাম, যখন তারা তাদের ঘাগরা গুটিয়ে পালাচ্ছিল।

তাদের কেউই ছিল না যে আমাদের প্রতিহত করে, কিন্তু আমরা শত্রুদের বিতাড়িত করার পর তীরন্দাজরা লুঠতরাজের জন্য (শত্রুর) শিবিরে আগমন করে। যার ফলে আমাদের পশ্চাদ্দিক অশ্বারোহী সেনাদের কাছে উন্মুক্ত হয়। তারা আমাদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করে ও কেউ একজন চিৎকার করে বলে,

"মুহাম্মদ নিহত হয়েছে!"

আমরা ঘুরে দাঁড়াই এবং তারপর শত্রুরাও আমাদের কে আক্রমণের জন্য ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু তার আগেই আমরা শত্রুর ঝাণ্ডা রক্ষাকারী লোকটিকে হত্যা করি যখন শত্রুদের কোনো লোকই তার কাছে ছিল না।

ইবনে হুমায়েদ হইতে <সালামাহ হইতে <মুহাম্মদ বিন ইশাক হইতে <নির্দিষ্ট স্কলার হইতে বর্ণিত:

'আমরা বিনতে আলকামাহ আল-হারিথিয়াহ যুদ্ধ-ঝাণ্ডাটি তুলে নিয়ে উপরে তুলে ধরার আগ পর্যন্ত তা মাটিতেই পড়ে ছিল। সে কুরাইশদের উদ্দেশে তা উঁচু করে ধরে রাখে, যাতে কুরাইশরা তার চারপাশে একত্রিত হতে পারে।

এই ঝাণ্ডাটি ছিল সুয়াব নামের বানু আবু তালহা গোত্রের এক আদি আবিসিনিয়াবাসী ক্রীতদাসের কাছে। সেই ছিল সর্বশেষ ব্যক্তি, যার হাতে ছিল এই ঝাণ্ডা। তার হাত দুটো কেটে ফেলার পূর্ব পর্যন্ত সে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, তারপর সে এর উপর নতজানু হয়ে বসে পরে ও ঝাণ্ডাটি তার বুক ও গলার মাঝখানে ঐ সময় পর্যন্ত ধরে রাখে যতক্ষণ না তাকে তার উপরই হত্যা করা হয়, যখন সে বলছিল, "হে খোদা, আমি কি আমার কর্তব্য পালন করেছি (আমি কি মাফ পেয়েছি)?"' [3][4]
ওহুদ যুদ্ধে কুরাইশরা ৭০ জন মুহাম্মদ অনুসারীকে হত্যা করেন।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] ৩:১৫২ - আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। **এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে।** আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, **তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখিরাত।** অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। -----

৩:১৪৫- আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না-সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। **পক্ষান্তরে-যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো।** আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো।

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),** ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭ – পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৯৫

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] Ibid আল-তাবারী, পৃষ্ঠা (Leiden) – ১৪০১

[4] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, **১৯৫৫**, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৭৯

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

৫৯: ওহুদ যুদ্ধ- ৬: বিশ্বাসঘাতকতা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– বত্রিশ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছরের মক্কায় অবস্থানকালীন নবী-জীবনে (৬১০- ৬২২ খৃষ্টাব্দ) তাঁর ও তাঁর নব-দীক্ষিত অনুসারীদের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সর্বাধিক (At the most) ১৩০ জনের বেশী লোককে তাঁর মতবাদে সামিল করতে পারেননি। যে কোনো বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারেন যে, এমতাবস্থায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ধনে-মানে-জনে কুরাইশদের তুলনায় ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল।

তাঁর সেই দুর্বল অবস্থায় তাঁর তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী মক্কাবাসী কোনো অবিশ্বাসী কুরাইশ মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীকে **শারীরিক আক্রমণ করেছেন কিংবা খুন করেছেন,** এমন **একটি উদাহরণও** ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল, মুহাম্মদের স্ব-রচিত কিতাব, **"কুরানের"** কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কুরান বই আকারে সংকলিত হয় মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৯ বছর পর, তৃতীয় খুলাফায়ে রাশেদিন হযরত ওসমান (রাঃ) এর শাসন আমলে। **কুরান সংকলিত হওয়ার পর প্রায় একশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর** ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ, বিশিষ্ট মুসলিম স্কলার মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) রচনা করেন 'মুহাম্মদের সর্ব-প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ **(সিরাত)**'। তাঁর এই রচনার পর **আরও একশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর** ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আর এক বিশিষ্ট মুসলিম স্কলার আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, যিনি ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল) নামে পরিচিত, রচনা করেন সর্বপ্রথম **হাদিস-গ্রন্থ** (সহি বুখারী)।

মুহাম্মদের মৃত্যুর বহু বছর পর লিখিত এই সিরাত ও হাদিস-গ্রন্থে মক্কার কুরাইশদের দ্বারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর **কিছু শারীরিক আক্রমণ ও "একজন"** মুহাম্মদ অনুসারীকে খুনের উল্লেখ পাওয়া যায় (বিস্তারিত আলোচনা করবো "আইয়্যামে জাহিলিয়াত" পর্বে)।

অন্যদিকে,

মদিনায় মুহাম্মদের **স্বেচ্ছা-নির্বাসনের (পর্ব: ৪১-৪২)** পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মক্কাবাসী কুরাইশ ও মদিনাবাসী ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপর **কীরূপ অমানুষিক নৃশংসতা শুরু করেছিলেন ও মুহাম্মদের শক্তিবৃদ্ধির পর সেই নৃশংসতা কীরূপে বিস্তার লাভ করেছিল,** তার আলোচনা "ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ" এর পূর্ববর্তী পর্বগুলোতে করা হয়েছে। পরবর্তী পর্বগুলোতেও তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে।

আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, **লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর অনুসারীদের প্রয়োজন মাফিক বিরুদ্ধবাদীদের সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার অনুমোদন দিতে কোনোরূপ দ্বিধা করেননি (পর্ব-৪৮);** আমরা আরও জেনেছি, প্রতারণার আশ্রয়ে লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম অনুসারীদের তিনি **নিরুৎসাহিতও করেননি (পর্ব-৫০)।**

অর্থাৎ,

ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনে অবিশ্বাসীদের সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের মূল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ।

ইসলামের পরিভাষায় এই শিক্ষার নাম হলো **"তাকিয়া ও তাওরিয়া (Taqiyya and Tawriya)"!** বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে, "পবিত্র প্রতারণা", পবিত্র বিশ্বাসঘাতকতা" অথবা "পবিত্র বেইমানি"! আর ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে, "Holy deception", Holy betrayal" or "Holy Treachery"!

তথাকথিত মডারেট ইসলামী পণ্ডিত ও অ-পণ্ডিত অনুসারীরা এই অনৈতিক শিক্ষাকে বৈধতা দিতে যে অজুহাত হাজির করেন, তা হলো,

“এই অনুশীলনটি শুধুমাত্র প্রযোজ্য:

১) যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, অথবা

২) সেই পরিস্থিতিতে যখন কোনো মুসলমান তার ধর্ম-পরিচয়ের কারণে কোনো অবিশ্বাসী শাসক, জনগণ বা ব্যক্তি কর্তৃক নিপীড়ন, নির্যাতন অথবা প্রাণনাশের আশংকা করে।”

কিন্তু, আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি:

প্রতারণার আশ্রয়ে ইহুদি কবি কাব বিন আল-আশরাফ ও আবু-রাফিকে নৃশংসভাবে খুন **কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হয় নাই এবং** ধর্ম-পরিচয়ের কারণে মদিনার অবিশ্বাসী জনগণ ও ইহুদি জনগোষ্ঠীর দ্বারা কোনো মুহাম্মদ অনুসারীর প্রাণনাশ তো অনেক দূরের বিষয়, **তাঁরা কোনো মুহাম্মদ অনুসারীকে কখনো কোনো নির্যাতন, নিপীড়ন কিংবা শারীরিক আঘাত করেছেন, এমন একটি উদাহরণও আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার কোথাও নেই!**

সুতরাং, তথাকথিত মোডারেট Gullible ইসলামী পণ্ডিত ও ইসলাম অনুসারীরা এই অনৈতিক শিক্ষার বৈধতা প্রদানের যে অজুহাত সরলপ্রাণ ইসলামে অজ্ঞ সাধারণ মুসলমান ও অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে পেশ করেন, **সেই অজুহাতটিই হলো “তাকিয়ার” এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ!** [1]

প্রশ্ন হলো, ওহুদ যুদ্ধে মুহাম্মদ অনুসারীরা কি কোনো বিশ্বাসঘাতকতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

‘আসিম বিন উমর বিন কাতাদা আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছেন যে বানু দুবাইয়া গোত্রের **আবু আমির** আবদু আমর বিন সেইফি বিন মালিক বিন আল-নুমান নামক এক ব্যক্তি [কুরাইশ] আল্লাহর নবীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মক্কায় গমন করেন, যার সাথে ছিল আল-আউস গোত্রের ৫০ জন যুবক (তাবারী: যাদের একজন হলেন উসমান বিন হুনায়েফ); যদিও কিছু কিছু মানুষ বলেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল ১৫

জন। **তারা কুরাইশের কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে, যদি তারা তার সম্মুখীন হয়, তবে তাদের লোকজন তাকে আক্রমণ করবে না।**

যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন প্রথম যে ব্যক্তিটি তাদের সম্মুখীন হন, সে হলো আবু আমির, যার সাথে ছিল কালো সৈন্য ও মক্কাবাসীর ক্রীতদাসরা।

তিনি চিৎকার করে বলেন, "হে আউস গোত্রের লোকেরা, আমি আবু আমির।"

তারা জবাবে বলে, "তুই অবিশ্বাসী বদমাশ (দুর্বৃত্ত), আল্লাহ তোর দৃষ্টিশক্তি ধ্বংস করুক।"

পৌত্তলিক আমলে লোকেরা তাকে **"সন্ন্যাসী (Monk)"** নামে অভিহিত করতেন; আল্লাহর নবী তাকে অভিহিত করতেন **"পাপিষ্ঠ (Impious)"** নামে ।

তাদের জবাব শুনে তিনি বলেন, "আমি চলে যাওয়ার পর আমার লোকেরা অসাধুতায় (Evil) পতিত হয়েছে।"

তারপর তিনি তার সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেন, তাদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করেন।’ [2] [3]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD):

[Al-Tabari: ‘According to Ibn Humayd <Salamah <Muhammad bin Isahq <Asim bin Umar bin Qatada’:]

'Asim b. 'Umar b. Qatada told me that Abu 'Amir 'Abdu 'Amr b. Sayfi b. Malik b. al-Nu'man, one of the B. Dubay'a who had separated from the apostle and gone off to Mecca along with fifty young men of al-Aus (Tabari. among whom was 'Uthman b. Hunayf) though some people say there were only fifteen of them, was promising

Quraysh that if he met his people no two men of them would exchange blows with him; and when the battle was joined the first one to meet them was Abu 'Amir with the black troops and the slaves of the Meccans, and he cried out,

“O men of Aus, I am Abu 'Amir.”

They replied, “Then God destroy your sight, you impious rascal (Evildoer).”

In the pagan period he was called 'the monk'; the apostle called him 'the impious'.

When he heard their reply he said, “Evil has befallen my people since I left them.”

Then he fought with all his might, pelting them with stones.’ [2][3]

>>> একজন মুক্তচিন্তার মানুষ স্বাভাবিক ও যৌক্তিকভাবে দাবি করতে পারেন যে, ওপরে উল্লেখিত বর্ণনা কিছু মুহাম্মদ অনুসারীর বিশ্বাসঘাতকতার উপাখ্যান, যে ঘটনার সাথে মুহাম্মদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। **কিন্তু আমরা আগেই জেনেছি** যে, বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এমনতর আচরণ কোনো নতুন বিষয় নয়। এই উদাহরণ অনেক উদাহরণের একটি। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

খন্দক যুদ্ধের সময় (৬২৭ সাল) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর এক নব-দীক্ষিত অনুসারীকে কীরূপে কুরাইশ ও তাঁর মিত্রদের (Al-Ahzab) "ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে" প্রেরণ করেছিলেন, তা "খন্দক যুদ্ধ পর্বে" আলোচনা করা হবে। কুরাইশ ও তাঁদের মিত্ররা জানতেন না যে, সেই ব্যক্তিটি তাদের পক্ষ পরিবর্তন করে গোপনে মুহাম্মদের দলে যোগ দিয়েছে।

মুহাম্মদ কুরাইশদের সেই অসচেতনতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছিলেন পুরাদমে! তিনি সেই বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিটিকে কুরাইশ ও তাঁর মিত্রদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। **সেই বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিটির নাম নাইম ইবনে মাসুদ (Na'im ibn Mas'ud)।**

সংক্ষেপে, ইসলামী মতবাদে অবিশ্বাসীদের সাথে যে কোনো ধরনের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পূর্ণরূপে আইনসম্মত, যদি তা পালিত হয় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনে! [4] **একইভাবে**, ইসলামী মতবাদে অবিশ্বাসীদের সাথে আবদ্ধ যে কোনো ধরনের চুক্তি ইসলাম বিশ্বাসীরা অবলীলায় ভঙ্গ করতে পারে, **প্রয়োজন** "শুধুমাত্র সন্দেহ পোষণ" (বিস্তারিত: পর্ব-৫১)।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] Related Article: 'Taqiyaa about Taqiyya'
http://www.raymondibrahim.com/islam/taqiyya-about-taqiyya/

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা -৩৭৪
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),** ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden)-১৩৯৯
http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[4] **ইসলামে প্রতারণা:**
http://wikiislam.net/wiki/Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Lying_and_Deception

৬০: ওহুদ যুদ্ধ- ৭: আহত মুহাম্মদ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– তেত্রিশ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা যখন কুরাইশদের শিবিরের মালামাল **"লুণ্ঠনকর্মে ব্যস্ত",** তখন কীরূপে খালিদ বিন ওয়ালিদের পরিচালনায় কুরাইশদের অশ্বারোহী বাহিনী ও অন্যান্য কুরাইশ পদাতিক বাহিনী পিছন দিক থেকে মুসলমানদের আক্রমণ করেছিলেন তার আলোচনা পর্ব ৫৮-তে করা হয়েছে।

অতর্কিত আক্রমণে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। কুরাইশরা তাদের বহু লোককে করেন হতাহত। মুহাম্মদ নিজেও গুরুতর আহত হন। যে-লোকটি মুহাম্মদকে আহত করেন, তাঁর নাম ওতবা বিন আবি ওয়াকাস।

আবু জাফর আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) বর্ণনা:

'মুসলমানেরা পিছন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন, মুশরিকরা (polytheist) তাদের অনেককে করেন খুন। মুসলমানরা এই আকস্মিক বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হন তিন ভাবে: কিছু লোক খুন হন, কিছু লোক হন আহত এবং কিছু লোক যান পালিয়ে। পলায়নরত লোকেরা যুদ্ধে এতই পরিশ্রান্ত ছিলেন যে, তাঁরা জানতেন না, তাঁরা কী করছেন।

আল্লাহর নবীর নিচের সারির পাশের কর্তন দন্ত (Lower lateral Incisor teeth) ভেঙে যায়, তাঁর ঠোঁট লম্বালম্বিভাবে যায় কেটে এবং তিনি তাঁর গালে ও মাথার চুলের নিচ বরাবর কপালে আঘাত প্রাপ্ত হোন।

ইবনে কামিয়াহ তরবারি সমেত তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যে-লোকটি তাঁকে আহত করেন তার নাম **ওতবা বিন আবি ওয়াকাস।'** [1]

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

‘মুসলমানরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন এবং শত্রুরা তাদের অনেককে করেন খুন। সেটি ছিল বিচার ও পরীক্ষার দিন যেদিন আল্লাহ বেশকিছু লোককে শহীদের মর্যাদায় সম্মানিত করে।

শত্রুরা আল্লাহর নবীর কাছে পৌঁছে এবং **পাথরের আঘাতে তিনি ভূপাতিত হন,** তাঁর একটা দাঁত থেঁতলে যায় ও মুখমণ্ডল ও ঠোঁটে হন আঘাতপ্রাপ্ত। ---

হুমায়েদ আল-তাওয়িল হইতে <আনাস বিন মালিক হইতে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] জানিয়েছেন:

ওহুদ যুদ্ধের দিন আল্লাহর নবীর কর্তনদন্ত ভেঙে যায় ও তিনি মুখমণ্ডলে আঘাতপ্রাপ্ত হোন। **তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় ও তিনি তা মুছতে থাকেন** এবং বলেন, "যখন নবী লোকদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, তখন তাঁর মুখমণ্ডল রক্তরঞ্জিত করে কীভাবে তারা উন্নতিলাভ করতে পারে?"

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাজিল করে,

৩:১২৮ – ‘হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর।’ [1][2]

'রুবাইয়া বিন আবদুর রহমান বিন আবু সাইদ আল-খুদরি হইতে < তার পিতা আবু সাইদ আল-খুদরি হইতে উদ্ধৃত:

ঐ দিন ওতবা বিন আবু ওয়াকাস আল্লাহর নবীকে ভূপাতিত করেন এবং তাঁর দাঁতের **নিচের সারির ডান পাশের কর্তনদন্ত ভেঙে ফেলেন** ও তাঁর নিচের ঠোঁট জখম করেন, আবদুল্লাহ বিন শিহাব আল-জুহরি তাঁর কপাল (forehead) জখম করেন এবং ইবনে কামিয়াহ জখম করেন তাঁর গালের হাড়।

আল্লাহর নবীর শিরস্ত্রাণের দু'টি আংটা তাঁর গালে ঢুকে যায় এবং তিনি একটি গর্তে পড়ে যান, যে-গর্তটি আবু আমির তৈরি করে রেখেছিলেন যাতে মুসলমানেরা অসাবধান অবস্থায় তাতে পড়ে যায়।

আলী আল্লাহর নবীর হাত ধরে রাখেন এবং **তালহা ইবনে ওবায়েদুল্লাহ তাঁকে টেনে ওঠান যতক্ষণে না তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারেন।**

আবু সাইদ আল-খুদরির পিতা মালিক বিন সিনান আল্লাহর নবীর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত চুষে নেন। তারপর তিনি তা গিলে ফেলেন (--sucked the blood from apostle's face. Then he swallowed it)।

আল্লাহর নবী বলেন, "যার রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশ্রিত হয় (mingles) তাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না।"

আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মদ আল-দারাওয়ার্দি বলেন যে আল্লাহর নবী বলেছেন, "যদি কোনো লোক **পৃথিবীর বুকে হাঁটাচলা করা কোন শহীদ** (martyr)-কে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে সে যেন তালহা ইবনে ওবায়েদুল্লাহ কে তাকিয়ে দেখে।"

আবদুল আজিজ হইতে <ইশাক বিন ইয়াহিয়া হইতে <ইসা বিন তালহা হইতে <আয়েশা হইতে < আবু বকর হইতে বর্ণিত:

আবু ওবায়েদা বিন আল-যাররাহ ঐ আংটাগুলোর একটি আল্লাহর নবীর মুখমণ্ডল থেকে টেনে তুলে ফেলেন এবং **তাঁর সামনের দাঁত খসে পড়ে**। তিনি অন্য আংটাটি টেনে তুলে ফেলেন এবং **তাঁর অন্য কর্তনদন্তটি খসে পড়ে।'** [3]

>>> **মুহাম্মদের উপর মক্কার কুরাইশদের এই শারীরিক আক্রমণ ও তাঁকে রক্তাক্ত করার** এই পর্যায়ে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনার (বিস্তারিত আইয়্যামে জাহিলিয়াত পর্বে) বিশেষ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী সাধারণ মুসলমান এবং পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা **দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন** যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালীন নবী-জীবনে (৬১০- ৬২২ খৃষ্টাব্দ) **মক্কার কুরাইশরা** মুহাম্মদের ওপর অমানুষিক ও অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিলেন।

তাঁদের এই বিশ্বাসের সপক্ষে যখন **সুনির্দিষ্ট প্রমাণ** (Specific evidence) দাবী করা হয়; **অথবা** তাঁদের কাছে যখন সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাওয়া হয়,

“মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মদের উপর কী ধরনের অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন?"

তখন তাঁরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে-উদাহরণটি হাজির করেন, তা হলো,

"তায়েফের লোকেরা নবীর উপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন, তাঁর শরীর থেকে এত রক্ত ঝরেছিল যে তাঁর পাদুকা মোবারক রক্তে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল----!” (কী কারণে তায়েফবাসী মুহাম্মদকে মারধর করেছিলেন, তার বিশদ আলোচনা “মুহাম্মদের তায়েফ গমন" পর্বে করা হবে)।

সুনির্দিষ্ট ("মক্কার কুরাইশরা") প্রশ্নের জবাবে এমন একটি অপ্রাসঙ্গিক উত্তর শোনার পর যখন তাঁদের আবারও জিজ্ঞাসা করা হয়,

"তায়েফবাসীরা নয়, মক্কাবাসী কুরাইশরা কী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর কখনো কোন অমানুষিক **শারীরিক অত্যাচার** চালিয়েছিলেন?"

তখন তাঁরা যে দুটি উদাহরণ পেশ করেন তা হলো:

১) জনৈক কুরাইশ মুহাম্মদের মাথায় ও মুখে **ধুলা (ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি) নিক্ষেপ** করেন

২) কুরাইশরা মুহাম্মদের **জামা-পায়জামা (গলায় কাপড়ের ফাঁস) ধরে টানা-টানি** করেন
।

মক্কাবাসী কোনো কুরাইশ মুহাম্মদ কিংবা তাঁর কোনো অনুসারীকে কখনো কোনো হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন, অভিশাপ বর্ষণ, শারীরিক আক্রমণ অথবা খুন করেছেন; **কিংবা** তাঁদের সহায় সম্পত্তি ও মালামাল লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি করেছেন, এমন কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল **কুরানের কোথাও নেই।**

অন্যদিকে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে যে কী পরিমাণ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন ও অভিশাপ বর্ষণ করেছেন; কীভাবে তাঁদের আক্রমণ ও খুন করেছেন; কী প্রক্রিয়ায় তাঁদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত, সহায় সম্পত্তি ও মালামাল লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি করেছেন - তা মুহাম্মদ নিজেই তাঁর স্বরচিত

বাণী কুরানে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। **এ সমস্ত বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা পর্ব ১১-১২, ২৬-২৭, ৩৩-৩৪, ৩৬-৩৭, ৫১-৫২ তে করা হয়েছে;** পরবর্তী পর্বগুলোতেও তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে।

যদিও কুরানে এরূপ কোনো ঘটনার সুনির্দিষ্ট বর্ণনা অনুপস্থিত, মুহাম্মদের মৃত্যুর বহু বছর পর ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আদি মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের রচিত সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে মক্কার কুরাইশদের দ্বারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর কিছু শারীরিক আক্রমণ ও "একজন" মুহাম্মদ অনুসারীকে খুনের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন।

ইসলামে নিবেদিত এ সকল আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, **জনৈক নবীন অভদ্র লোক (a young lout)** মুহাম্মদের মুখে ধুলা (আল-তাবারী: ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি) নিক্ষেপ করেছিলেন!

উক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল মুহাম্মদের প্রথমা স্ত্রী খাদিজা ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর; হিজরতের বছর তিনেক আগে (৬১৯ সাল)। **চাচা আবু তালিবের জীবিত অবস্থায় কুরাইশরা আবু তালিবের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবশত মুহাম্মদের যাবতীয় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও তাঁদের দেব-দেবী ও পূর্বপুরুষদের অপমান সহ্য করেছিলেন সুদীর্ঘ নয়টি বছর!**

ইবনে ইশাকের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, ঐ ঘটনার পর মুহাম্মদের স্বীকারোক্তি,

"--আবু তালিবের জীবিত অবস্থায় কুরাইশরা আমার সাথে কখনোই এমন ব্যবহার করে নাই (--Quraysh never treated me thus while Abu Talib was alive)।" [4][5][6]

আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে কুরাইশরা মুহাম্মদের পোশাক (Robe) ধরে টানাটানি [আল-তাবারী: তাঁর গলার চারিদিকে পোশাক জড়িয়ে টুঁটি টেপা (twisted his robe round his neck and throttled him violently)] করেছিলেন।

কারণ?

ইবনে ইশাকের বর্ণনা মতে, **উক্ত ঘটনার আগের দিন** কিছু কুরাইশ ক্বাবা শরিফের পাশে বসে মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করছিলেন। এমন অবস্থায় মুহাম্মদ যখন তাঁদের পাশ দিয়ে ক্বাবা ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা মুহাম্মদকে উপহাস করেন। **জবাবে মুহাম্মদ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁদের কে হুমকি দেন এই বলে:**

"হে কুরাইশ, শুনে রাখ!

কসম, যার হাতে আমার জীবন; 'আমি তোদের জবাই করবো!" [7] [8]

("Will you listen to me O Quraysh? By Him who holds my life in His hand, I bring you slaughter!")

মুহাম্মদের এমন ব্যবহারে উপস্থিত কুরাইশরা স্তব্ধ হয়ে যান। পরের দিন ঐ কুরাইশরা পুনরায় মিলিত হোন; **মুহাম্মদের ঐ হুমকির জবাবে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ও উক্ত ঘটনাটি ঘটান।**

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা:

'মুহাম্মদের উপর কুরাইশদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট অত্যাচারটি ছিল মুহাম্মদের পোশাক ধরে কুরাইশদের এই টানাটানি!"

("--And I saw one of them seized his robe. That is the worst that I ever saw Quraysh do to him".)

আল-তাবারীর বর্ণনা মতে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন **ওকবা বিন আবু মুয়ায়েত (Uqbah bin Abi Mu'ayt)**. এই সেই ওকবা বিন আবু মুয়ায়েত যাকে বদর যুদ্ধে মুহাম্মদ বন্দী করেছিলেন এবং মদিনায় প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে মুহাম্মদ তাঁকে **বন্দী অবস্থাতেই খুন করার আদেশ জারি করলে** ওকবা তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মুহাম্মদের কাছে কাকুতি মিনতি করে বলেন,

"হে মুহাম্মদ, তাহলে আমার সন্তানদের কে দেখাশোনা করবে?"

মুহাম্মদ জবাবে বলেন, "জাহান্নাম"। (পর্ব-৩৫)

অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধের আগে কোনো মক্কাবাসী কুরাইশ মুহাম্মদকে কখনো কোনো শারীরিক আঘাতে রক্তাক্ত করেছেন, এমন একটি উদাহরণ ও আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

শুধু তাইই নয়, মুহাম্মদের মক্কায় অবস্থানকালীন সেই দুর্বল অবস্থায়ও (পর্ব-৫৯) **সর্বপ্রথম যে-ব্যক্তিটি শারীরিক আঘাতে প্রতিপক্ষের গায়ের রক্ত ঝরিয়েছিলেন**, সেই আঘাতকারী ব্যক্তিটি ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ মুহাম্মদ অনুসারী! কুরাইশরা নয়! আঘাতকারী **সেই ব্যক্তিটির নাম সা'দ বিন আবি-ওয়াক্কাস**।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনা:

"Sa'd smote a polytheist with the jaw bone of a camel and wounded him.

This was the first blood to be shed in Islam". [9]

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৮০
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪০৩

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা-৭৫৪ (ইবনে হিশামের নোট -নম্বর ৫৯৮)**

[4] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা-১৯১**

[5] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৬,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, Albany, **১৯৮৮**; ISBN 0-88706-707-7; পৃষ্ঠা (Leiden) **১১৯৯-১২০০**

[6] **সহি বুখারী, ভলিউম ১, বই ৯, নম্বর ৪৯৯**

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/009-sbt.php#001.009.499

[7] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা-১৩০-১৩১**

[8] **Ibidআল-তাবারী, ভলুউম ৬, পৃষ্ঠা (Leiden) ১১৮৬**

[9] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা - ১১৮**

৬১: ওহুদ যুদ্ধ-৮: আক্রান্ত মুহাম্মদ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ –চৌত্রিশ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে কী রূপে গুরুতর আহত হয়েছিলেন তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের আগে কোনো **মক্কাবাসী কুরাইশ** মুহাম্মদকে কখনো কোনো **গুরুতর শারীরিক আঘাত** করেছেন এমন ইতিহাস আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না (পর্ব-৬০)।

আক্রান্ত মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কাছে তাঁর জীবন রক্ষার আবেদন করেন। **বেহেশতের প্রলোভন** দিয়ে তিনি তাদের এই বলে আহ্বান করেন, কেউ তার **"জীবন বিক্রি"** করতে রাজী আছে কি না!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'পণ্ডিত মুহাম্মদ বিন আমর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে আল-হুসাইন বিন আবদুল রহমান বিন আমর বিন সা'দ বিন মুয়াদ আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] জানিয়েছেন: যখন শত্রুরা তাঁকে পরিবেষ্টিত করে, আল্লাহর নবী বলেন,

"আমাদের জন্য কে তার জীবন বিক্রি করবে?

যিয়াদ বিন আল-সাকান ও তার সাথে আরও পাঁচ জন আনসার (আদি মদিনা-বাসী মুহাম্মদ অনুসারী) উঠে দাঁড়ান। (অন্যান্যরা বলে যে, তিনি ছিলেন উমারা বিন ইয়াজিদ বিন আল-সাকান।)

আল্লাহর নবীকে রক্ষার জন্য তারা একের পর এক যুদ্ধ করতে থাকেন, যতক্ষণ না একমাত্র যিয়াদ (অথবা উমারা) ছাড়া সকলেই নিহত হন এবং তিনি হন বিকলাঙ্গ।

সেই মুহূর্তে কিছু সংখ্যক মুসলমান পুনরাগমন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে শত্রুদের দূরে তাড়িয়ে দেন। আল্লাহর নবী তাকে [যিয়াদ অথবা উমারা] তাঁর কাছে নিয়ে আসার হুকুম জারি করেন ও তার মাথাটি তাঁর পায়ের ওপর হেলনা দিয়ে ধরে রাখেন। আল্লাহর নবীর পায়ের ওপরেই তার মৃত্যু ঘটে।

আল্লাহর নবীকে রক্ষার জন্য আবু দুযানা তার শরীর ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করেন। তিনি আল্লাহর নবীর শরীরের ওপর ঝুঁকে থাকেন ও অনেকগুলো তীর তার পিঠে বিদ্ধ হয়। আল্লাহর নবীকে রক্ষার জন্য সা'দ বিন আবু ওয়াকাস তার তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি বলেছেন, "আমি দেখেছিলাম যে তিনি [মুহাম্মদ] আমার হাতে তীরগুলো এগিয়ে দিচ্ছেন এবং বলছেন, 'নিক্ষেপ করো, আশা করি আমার বাবা ও আমার মা যেন হয় তোমার বন্দিত্বমোচনের বাহন (Shoot, may my father and my mother be your ransom); এমনকি তিনি আমাকে 'এটা নিক্ষেপ করো' বলে এমন একটি তীর হাতে দেন যার কোন মাথা ছিল না।"

আসিম বিন উমর বিন কাতাদা বলেন যে, আল্লাহর নবী তাঁর ধনুকের তলা ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন।

কাতাদা বিন আল-নুমান তা নিয়ে রেখে দেন। ঐ দিন তার (কাতাদা) চোখ এতই জখম হয়েছিল যে, তা বের হয়ে এসেছিল তার গালের উপর। আসিম আমাকে বলেছেন যে আল্লাহর নবী তাঁর হাত দিয়ে সেই চোখ আবার যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করেন এবং তারপর থেকে সেটি হয় সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন চোখ। [1] [2]

আল্লাহর নবীকে রক্ষার জন্য মুসাব বিন উমায়ের যুদ্ধ চালিয়ে যান যতক্ষণে তাকে হত্যা করা হয়। যে ব্যক্তিটি তাকে হত্যা করে তার নাম ইবনে কামিয়া আল-লেইথি, **যে মনে করেছিল যে সেই [মুসাব] ছিল আল্লাহর নবী**। তাই সে কুরাইশদের কাছে ফিরে আসে ও বলে, "**আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি।"**

মুসাব খুন হওয়ার পর, আল্লাহর নবী যুদ্ধের ঝণ্ডাটি আলীর হাতে দেন। আলী ও অন্যান্য মুসলমানেরা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। [3]

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই বর্ণনায় আমরা জানতে পারছি যে বিপন্ন মুহাম্মদ তাঁর নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে তাঁর অনুসারীদের **"বেহেশতের প্রলোভনে"** উজ্জীবিত করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। আর তাঁর অনুসারীরা তাদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে নবীকে করেছিলেন রক্ষা।

মুহাম্মদের ব্যক্তিমানস জীবন-ইতিহাসের (Psychobiography) এই পর্যায়ে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনার (বিস্তারিত 'হিজরত' পর্বে) বিশেষ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আর তা হলো:

"মক্কা থেকে পালিয়ে আসার সময় (স্বেচ্ছানির্বাসন - পর্ব: ৪১-৪২) **মুহাম্মদ তাঁর নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে তাঁর চাচাত ভাই আলী ইবনে আবু তালিবকে কী রূপে মৃত্যুর মুখে স্থাপন** করে চুপি চুপি রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছিলেন!"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ সাল) ও মুহাম্মদ ইবনে সা'দের ((৭৮৪-৮৪৫ সাল) বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার:

"জিবরাইল এসে মুহাম্মদকে সতর্ক করে দিয়েছিল" এই বলে যে, তিনি যেন রাতে তাঁর বিছানায় শয়ন না করেন।

কারণ?

কুরাইশরা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, প্রতিটা কুরাইশ গোত্রের মধ্য থেকে 'হৃষ্ট-পুষ্ট'-সবল-সুঠাম বলিষ্ঠ জোয়ানরা মুহাম্মদের বাড়ির দরজার সামনে 'মুহাম্মদের' ঘুমের অপেক্ষায় আছে! **মুহাম্মদ ঘুমালে তারা ঘরে ঢুকে একযোগে তাঁকে আক্রমণ ও হত্যা করবে!**

মুহাম্মদ এই সংবাদ জানার পর লক্ষ্য করেন যে, সেই রাতে কুরাইশরা তাঁর বাড়ীর চারিপাশে ঘুরাঘুরি করছে।

এমত পরিস্থিতিতে,

মুহাম্মদ তাঁর নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে কুরাইশদের ধোঁকা দেয়ার জন্য তাঁর চাচাতো ভাই আলীকে নির্দেশ দেন, যেন সে তাঁর (মুহাম্মদের) ব্যবহৃত কম্বলটি দিয়ে

চোখ-মুখ ঢেকে বিছানায় শুয়ে থাকে; যাতে কুরাইশরা বিভ্রান্ত হন এই ভেবে যে মুহাম্মদ বিছানায় শুয়ে আছে। আর সেই সুযোগে মুহম্মদ নিরাপদে পলায়ন করতে পারেন। [4][5][6]

(Then the Gabriel came to the Messenger of God and said, "Do not spend this night in the bed in which you usually sleep".

When the first third of the night had gone past, the young men gathered at his door and waited for him to go to sleep so that they could fall upon him.

When the Messenger of God saw them there he said to Ali b Abu Talib, 'Sleep on my bed and wrap yourself up in my green Hadrami cloak; nothing unpleasant will be fall you from them".

The messenger of god used to sleep in that cloak when he went to bed. --- Then the messenger of God went off ---) [4] [5][6]

আলীকে এমনই বিপদজনক অবস্থায় মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সেই রাতে তাঁর পলায়নপর্ব সম্পন্ন করেন!

মুহাম্মদের চাদর মুড়ি দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে মুহাম্মদের বিছানায় আলীর শুয়ে থাকায় কথিত ঘাতকদের বিভ্রান্ত করে মুহাম্মদের পলায়ন পর্ব নির্বিঘ্ন হয় সত্যি; কিন্তু সেই একই বিভ্রান্তিতে ঘাতকের হাতে মুহাম্মদের পরিবর্তে আলীর খুন হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত হয় নিঃসন্দেহে।

নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন কলা-কৌশলে অন্য একজন মানুষকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া কোন ব্যক্তিকে কি **"অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী** (৬৮:৪)", কিংবা "**বিশ্ববাসীর রহমত** (২১:১০৭)", কিংবা, "**মানব জাতির ত্রাণকর্তা** (৩৪:২৮)" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করা যায়?

সেই ব্যক্তিটি কী হতে পারেন পৃথিবীর সকল মানুষের একমাত্র অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব?

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, **১৯৫৫**, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৮০
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪০৩-১৪০৪

[3] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা- ৩৭৭**

[4] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা- ২২২**

[5] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৬,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, Albany, ১৯৮৮; ISBN 0-88706-707-7; পৃষ্ঠা (Leiden) ১২২০-১২৩৩

[6] ***মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) - লেখক: "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির",*** অনুবাদ - এস মইনুল হক, প্রকাশক- কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint). ISBN 81-7151-127-9 (set). ভলুউম ১, পৃষ্ঠা ২৬৩-২৬৪
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

৬২: ওহুদ যুদ্ধ-৯: 'নিহত মুহাম্মদ'- গুজব!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পঁয়ত্রিশ
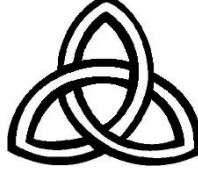
ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এই ওহুদ যুদ্ধে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কীভাবে **ওতবা বিন আবি ওয়াকাস** নামক এক কুরাইশের পাথরের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি **"তাঁর নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে তাঁর অনুসারীদের জীবন বিক্রির আহ্বান জানিয়েছিলেন"** তার আলোচনা আগের দু'টি পর্বে করা হয়েছে।

উক্ত আলোচনায় আমরা আরও জেনেছি যে, মুহাম্মদকে রক্ষার জন্য যুদ্ধরত মুসাব বিন উমায়ের নামক এক মুহাম্মদ অনুসারীকে খুন করেন ইবনে কামিয়া আল-লেইথি নামক এক কুরাইশ। মুসাব বিন উমায়েরকে খুন করার পর **ইবনে কামিয়া আল-লেইথি মুসাবকে "মুহাম্মদ" ভেবে কুরাইশদের কাছে এই বলে খবর দেন যে তিনি মুহাম্মদকে হত্যা করেছেন।**

মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন খবরটি শুনার পর মুহাম্মদ অনুসারীদের মনোবল প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান।

তাঁরা যখন প্রচণ্ড হতাশা ও বিষণ্ণতায় নিমজ্জিত, তখন আনাস বিন আল-নাদির নামক এক মুহাম্মদ অনুসারী তাঁদেরকে আবার উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করেন ও নিহত হন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'বনি আ'দি বিন আল-নাযযার গোত্রের আল-কাসিম বিন আবদুল রহমান বিন রাফি নামের এক ভাই আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] জানিয়েছেন যে, আনাস বিন

মালিকের চাচা আনাস বিন আল-নাদির ওমর বিন আল-খাত্তাব ও তালহা বিন ওবায়েদুল্লাহ ও তাদের সঙ্গে অবস্থানরত মুহাজির ও আনসারদের কাছে আসেন, তারা ছিলেন বিমর্ষ।

তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, "কী কারণে তোমরা এখানে বসে আছো?"

তারা বলে, **"আল্লাহর নবী নিহত হয়েছেন।"**

জবাবে তিনি বলেন, "তাহলে এরপর জীবিত থেকে তোমারা আর কী করবে? উঠে দাঁড়াও এবং আল্লাহর নবী যেভাবে নিহত হয়েছেন, তোমরাও সেইভাবে তোমাদের জীবন উৎসর্গ করো।"

তারপর তিনি শত্রুর সম্মুখীন হন এবং নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান।

আনাস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হুমায়েদ আল-তাওয়িল আমাকে বলেছেন, "ঐ দিন আমরা আনাস বিন নাদিরের গায়ে ৭০ টি কাটা চিহ্ন (তাবারী: 'এবং তরোয়ালের খোঁচা') দেখেছিলাম এবং তার বোন ছাড়া অন্য কোন লোকই তাকে শনাক্ত করতে পারে নাই; সে তাকে শনাক্ত করেছিল তার আঙ্গুলের মাথাগুলো দেখে (তাবারী: 'আঙ্গুলের বৈচিত্র্য দেখে')।"

"আল্লাহর নবী নিহত হয়েছেন" প্রচার হওয়ার পর ছত্রভঙ্গ লোকজনদের যে-ব্যক্তিটি আল্লাহর নবীকে প্রথম চিনতে পারেন, তিনি হলেন কাব বিন মালিক, যা আল-জুহরী আমাকে জানিয়েছেন।

কাব বলেন, "তাঁর হেলমেটের অন্তরালে আমি তাঁর চোখের মৃদু ঝিলিক দেখে চিনতে পারি এবং আমার গলার সবটুকু জোর দিয়ে বলে উঠি, "হে মুসলমানেরা, সাহস রাখো, এই যে এখানে আল্লাহর নবী।"

কিন্তু আল্লাহর নবী আমাকে চুপ থাকতে ইশারা করেন।

যখন মুসলমানেরা আল্লাহর নবীকে চিনতে পারেন, তারা তাঁকে গিরিসঙ্কটের (সংকীর্ণ উপত্যকার) দিকে নিয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর, ওমর, আলী, তালহা, আল-যুবায়ের, আল-হারিথ বিন আল-সিমমা এবং আরও অন্যান্য।

যখন আল্লাহর নবী গিরিসঙ্কটের মুখে পৌঁছেন, আলী তার ঢাল আল-মিহারসের (উহুদ প্রান্তে অবস্থিত এক কূপের নাম) পানি দিয়ে পূর্ণ করে তা আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসেন।

কিন্তু **আল্লাহর নবী** সেই পানি পানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন, কারণটি ছিল তার পচা অরুচিকর গন্ধ। তবে, তিনি সেই পানি দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডলের রক্ত ধৌত করেন এবং তা তাঁর মাথার উপর ঢেলে দেয়ার সময় **বলেন,**

"আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধ তার ওপর, যে তার নবীর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছে।"

সা'দ বিন আবি ওয়াকাসের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সালিহ বিন কেইসান আমাকে জানিয়েছেন যে, **সা'দ বিন আবি ওয়াকাস প্রায়ই বলতেন,**

"আমি কখনোই ওতবা বিন আবি ওয়াকাসকে খুন করার চাইতে অন্য কাউকে খুন করতে বেশি আগ্রহী ছিলাম না।

আমি জানি যে, সে ছিল অসৎ প্রকৃতির এবং তার লোকেরা তাকে ঘৃণা করতো। **তাকে ঘৃণা করার জন্য এটাই আমার জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহর নবী বলেছেন**, 'আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধ তার ওপর, যে তার নবীর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছে।'" [1][2]

>>> **ওতবা বিন আবি ওয়াকাস ছিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াকাসের নিজের ভাই।** ওতবা মুশরিক রূপেই মক্কাই অবস্থান করেন ও বদর যুদ্ধে কুরাইশদের খুন, বন্দী ও অপমানের প্রতিশোধ নিতে ওহুদ যুদ্ধে অংশ নেন। আর তাঁর ভাই সা'দ ছিলেন সবচেয়ে গোড়ার দিকের মুহাম্মদ অনুসারীদের একজন, মুহাম্মদের আদেশে হিজরত করেন মদিনায়। **মুহাম্মদের দীক্ষায় সা'দ এখন তার সহোদর ভাইয়ের কল্লা কাটার জন্য অতিশয় আগ্রহী!** নিজের সহোদর ভাইকে ঘৃণা করার জন্য এখন তার এটুকুই যথেষ্ট যে মুহাম্মদ বলেছেন, "আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধ তার ওপর, যে তার নবীর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছে।" **মুসাব বিন উমায়েরের ও আবু আজিজ বিন উমায়ের এবং মুহেইয়িসা ও হুয়েইয়িসার উপাখ্যানেও আমরা এই একই দীক্ষার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি (পর্ব-৩৫ ও ৪৯)।**

ইসলামের একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা:

"নবীর প্রতি ভালবাসা এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করা প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসীর ইমানী দায়িত্ব, তা সে পিতা-পুত্র অথবা ভাই-ভগ্নী যেইই হউক না কেন!" - কুরান, হাদিস ও 'সিরাতের' আলোকে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পর্ব-৩৬ এ করা হয়েছে।

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাতে-কলমে তাঁর অনুসারীদের **এই শিক্ষায়** শিক্ষিত করেছেন। মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে তাঁর অনুসারীরা বদর যুদ্ধেই সর্বপ্রথম এই শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical application) ও বাস্তবায়ন করেন **(পর্ব-৩৩)!**

যুদ্ধক্ষেত্রে ওতবা বিন আবু ওয়াকাসের হাতে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁকে "আল্লার নামে" **মুহাম্মদের অভিশাপ বর্ষণ** খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। যে কোনো সাধারণ মানের মানুষই এমত পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড উত্তেজিত ও রাগান্বিত হয়ে তার আঘাতকারীকে অভিশাপ বর্ষণ করতেই পারেন।

কিন্তু,

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি মক্কা ও মদিনার **স্বাভাবিক পরিবেশে, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তাঁর বাণী ও কর্মকাণ্ডের মৌখিক সমালোচনাকারীকে "তাঁর আল্লাহর নামে" বিভিন্নভাবে অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।**

মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ (Psychobiography), ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল, **কুরানই তার সাক্ষ্য বহন করে আছে।** এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব ১১ ও ১২ তে** করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮২

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, **১৯৮৭,** পৃষ্ঠা (Leiden) **১৪০৬-১৪০৯**

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

৬৩: ওহুদ যুদ্ধ-১০: হামজার পরিণতি- নিকট আত্মীয়দের প্রথম! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– সাঁইত্রিশ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছরের (৬১০-৬২২ সাল) মক্কার নবী-জীবনে বহু চেষ্টার পর তাঁর নিজ পরিবার হাশেমী বংশের যে একমাত্র **"প্রাপ্তবয়স্ক"** ব্যক্তিকে তাঁর মতবাদে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁরই সমবয়সী চাচা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (আবদ আল-মুত্তালিব); ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবু তালিব ছিলেন নয় কিংবা দশ বছর বয়েসী এবং মুহাম্মদ-খাদিজা পরিবারের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল এক **"অপ্রাপ্তবয়স্ক"** বালক (বিস্তারিত: **পর্ব-৩৮)।**

হাশেমী বংশের এই একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের **ইসলাম গ্রহণ ছিল আবেগপ্রবণ জেদের বশে**, মুহাম্মদের মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে নয় (বিস্তারিত আলোচনা করবো আইয়্যামে জাহিলিয়াত তত্ত্বে)।

সংক্ষেপে,

ঐশী বাণীর অজুহাতে "আল্লাহর নামে" কুরাইশ কাফেরদের ধর্ম, দেব-দেবী ও পূর্বপুরুষদের ওপর মুহাম্মদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অপমান, হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শনের **(পর্ব-২৬)** জবাবে একদা আবু-জেহেল মুহাম্মদকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় **মৌখিক উপহাস ও সমালোচনা করেন।**

সমবয়সী চাচা হামজা এই খবরটি জানার পর **আবু-জেহেলের ওপর শারীরিক আক্রমণ চালান, তাঁর ধনুকের আঘাতে আবু-জেহেলের মাথা ফাটিয়ে দেন** ও আবু জেহেলের

উদ্দেশে ঘোষণা দেন যে, তিনি মুহাম্মদের আদর্শে দীক্ষিত হলেন। হামজা বিন আবদ আল-মুত্তালিবের **"ইসলামের পথযাত্রা' শুরু হয় রক্তাক্ত হাতে।**

আহত কুরাইশ গোত্র প্রধান আবু-জেহেলের সাহায্যের জন্য তাঁর নিজ গোত্রের (বানু মাখজুম গোত্র) লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। হামজা সেখানে একা। হামজাকে তাঁরা উচিত শিক্ষা দেবেন। কিন্তু আবু জেহেল তা হতে দেননি!

কুরাইশ নেতা আবু জেহেল শারীরিক আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সহিংসতা পরিহার করেন ও তাঁর লোকজনদের সহিংসতায় অংশগ্রহণ বাধা প্রদান করেন। [1] [2]

("---Hamza was carried away by a fury –ready to attack Abu Jahl when he saw him – **he raised his bow and gave him a blow with it which split his head open in an ugly way ----".**

The men of Banu Makhzum (the clan of Abu Jahl), rose up to come to Abu Jahl's assistance against Hamza, **but Abu Jahl said, "Leave Abu Umara (Hamza), for, by God, I insulted his nephew gravely."**)

মুহাম্মদের আদেশে হামজা মদিনায় হিজরত করেন (স্বেচ্ছা-নির্বাসন: তাকে কেউ তাড়িয়ে দেয়নি)। মদিনা আগমনের (হিজরত) মাস সাতেক পরে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ রাতের অন্ধকারে বাণিজ্য-ফেরত কুরাইশ কাফেলার উপর অতর্কিত হামলায় তাঁদের মালামাল লুণ্ঠন, আরোহীদের বন্দী ও খুনের অভিযাত্রা সূচনা করেন **(পর্ব ২৮)! সেই সহিংস অভিযাত্রার ("সিফ-আল বদর") সর্বপ্রথম নেতৃত্বে দানকারী ব্যক্তিটি ছিলেন এই হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব।**

ইসলামের ইতিহাসের এই রক্তাক্ত পথযাত্রায় এই সেই হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব, যিনি **বহু কুরাইশকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় যুবায়ের বিন মুতিম নামক এক কুরাইশ** ওয়াহাশি নামক তাঁর এক অত্যন্ত দক্ষ বর্শা নিক্ষেপকারী আদি আবিসিনিয়া-বাসী দাসকে ওহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য তলব করেছিলেন এবং ঘোষণা দিয়েছিলেন,

"সেনাদের সঙ্গে যাও। যদি তুমি আমার চাচা তুয়েইমা বিন আদির খুনের প্রতিশোধে মুহাম্মদের চাচা হামজাকে হত্যা করতে পারো, তবে তুমি হবে দাসত্ব মুক্ত (পর্ব-৫৪)।"
অমানুষিক নৃশংসতায় **বহু কুরাইশকে হত্যাকারী** এই হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে ওয়াহাশি তাঁর বর্শার আঘাতে কীরূপে হত্যা করে, তাঁর মালিক **যুবায়ের বিন মুতিম ও অন্যান্য কুরাইশদের প্রতিশোধ স্পৃহা** নিবৃত্ত করেছিলেন, তা আদি মুসলিম ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'আরতা বিন আবদু শুরাহবি বিন হাশিম বিন আবদু মানাফ বিন আবদুল দার কে হত্যার পূর্ব পর্যন্ত হামজা যুদ্ধ চালিয়ে যায়, সে [আরতা] ছিল যুদ্ধের ঝাণ্ডা বহনকারী ব্যক্তিদের একজন।

তারপর সিবা বিন আবদুল-উজ্জা আল ঘুবাশানি, লোকে যাকে আবু নায়ার নামে জানতো, তার পাশ দিয়ে গমন করে। হামজা তাকে বলে, "এই যে মহিলা লিঙ্গাগ্রচর্মছেদনকারীর (female circumciser) বাচ্চা, এদিকে আয়।"

সিবার মায়ের নাম ছিল উম্মে আনমার, সে ছিল মক্কার এক মহিলা লিঙ্গাগ্রচর্মছেদনকারী ও শারিক বিন আমর বিন ওহাব আল-থাকাফির মুক্ত মহিলা (Freedwoman)। যখন তারা নিকটবর্তী হয়, হামজা তাকে আঘাত করে ও হত্যা করে।

যুবায়ের বিন মুতিমের দাস ওয়াহাশি বলেছে, "আল্লাহর কসম, আমি হামজার দিকে তাকিয়েছিলাম যখন সে তার তরোয়ালের আঘাতে লোকদের হত্যা করছিল, কাউকেই রেহাই দিচ্ছিল না।

আমার আসার আগেই সিবা তার কাছে আসে ও হামজা তাকে বলে, 'এই যে মহিলা লিঙ্গাগ্রচর্মছেদনকারীর বাচ্চা, এদিকে আয়', সে তাকে এত দ্রুতগতিতে আঘাত করে যে, আমার মনে হয়েছিল আঘাতটি তার গর্দান ফসকে গেছে।

আমি আমার বল্লমটি তাক করে ধরে রাখি এবং **যখন আমি নিশ্চিত হই যে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না তখন আমি তা নিক্ষেপ করি। সেটি তার শরীরের নিম্নাংশে বিদ্ধ হয় ও দুই**

পায়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসে। সে আমার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে, কিন্তু অবসন্ন অবস্থায় ঢলে পড়ে (collapsed and fell); আমি তাকে সেই অবস্থাতেই রেখে দিই যতক্ষণে না তার মৃত্যু হয়। তারপর আমি তার কাছে আসি ও আমার বল্লমটি উদ্ধার করি।

তারপর আমি আমার ক্যাম্পে ফিরে আসি, কারণ সে ছাড়া আর কারও সাথেই আমার কোন কারবার নেই।" [3][4]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ১৮৪-১৮৬

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৬,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, Albany, ১৯৮৮; ISBN 0-88706-707-7; পৃষ্ঠা (Leiden) ১১৮৭-১১৮৮

http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৩৭৫**

[4] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪০৪-১৪০৫

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

৬৪: ওহুদ যুদ্ধ-১১: হিন্দের প্রতিশোধ স্পৃহা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– আটত্রিশ

যুবায়ের বিন মুতিম নামের এক কুরাইশ তাঁর চাচা তুয়েইমা বিন আদির খুনের প্রতিশোধ নিতে ওয়াহশি নামক তাঁর এক দাসকে কী শর্তে ওহুদ যুদ্ধে সামিল করেছিলেন এবং শর্ত অনুযায়ী তাঁর এই অত্যন্ত দক্ষ বল্লম নিক্ষেপকারী আদি আবিসিনিয়া-বাসী দাস কীরূপে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

এই সেই হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব, যিনি বদর যুদ্ধে শুধু যুবায়ের বিন মুতিমের চাচাকেই নয়, **তিনি নৃশংসভাবে হত্যা করেন আরও বহু কুরাইশকে; যাদের মধ্যে ছিলেন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারবের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওতবার পিতা ওতবা বিন রাবিয়া, চাচা সেইবা বিন রাবিয়া ও ভাই আল-ওয়ালিদ বিন ওতবা (পর্ব-৩৪)।**

এ ছাড়াও মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **ঐ একই দিনে** আবু সুফিয়ান ও হিন্দের এক জোয়ান **পুত্র হানজালা** বিন আবু সুফিয়ানকে করেন খুন ও আর এক পুত্র আমর বিন আবু সুফিয়ানকে করেন বন্দী।

স্বজন-হারা শোকাবহ হিন্দ তাঁর এতগুলো একান্ত পরিবার সদস্যের **খুনের প্রতিশোধ নিতে** দলনেতা আবু সুফিয়ানের সাথে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন (**পর্ব-৫৪**)।

যুদ্ধযাত্রা কালে পথিমধ্যে হিন্দ যখনই ওয়াহাশির পাশ অতিক্রম করেন কিংবা ওয়াহাশি তাঁর পাশ দিয়ে যান, তিনি ওয়াহাশিকে অনুপ্রাণিত করেন ও বলেন,

"এই কৃষ্ণ ঠাকুর, চলো, তোমার ও আমাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করো।" [1]

যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন হিন্দ বিনতে ওতবা তাঁর সংগের মহিলাদের নিয়ে সৈন্যদের পেছনে পেছনে গমন করেন। ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি খঞ্জনি বাজিয়ে বিভিন্ন শ্লোগানের (কবিতা আবৃতি) মাধ্যমে কীভাবে কুরাইশ সৈন্যদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহস যুগিয়েছিলেন, তার আলোচনা **পর্ব-৫৭-**তে করা হয়েছে।

বহু কুরাইশের হত্যাকারী হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে ওয়াহাশি তাঁর বর্শার আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর মালিক যুবায়ের বিন মুতিম, আবু-সুফিয়ান ও হিন্দ বিনতে ওতবা এবং অন্যান্য কুরাইশদের **প্রতিশোধস্পৃহা নিবৃত্ত করেন।**

আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, হিন্দ বিনতে ওতবা প্রতিশোধস্পৃহায় **মৃত হামজার পেট চিড়ে কলিজা কেটে বের করে আনে** ও তার কিছু অংশ চিবানোর চেষ্টা করে। তিনি ও তাঁর সহকারী মহিলারা হামজা ও অন্যান্য মৃত মুহাম্মদ অনুসারীদের কান ও নাক কেটে নিয়ে তা দিয়ে তৈরি করে গলার হার, পায়ের মল ও কানের দুল। তারপর **সেগুলো তারা ওয়াহাশিকে উৎসর্গ করে তার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।**

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'সালিহ বিন কেইসান আমাকে [ইবনে ইশাক] যা বলেছে তা হলো, 'ওতবা ও তার সাথের মহিলারা আল্লাহর নবীর অনুসারীদের মৃত দেহগুলো কেটে বিকলাঙ্গ করার জন্য থামে।

তারা তাদের [মৃতের] কান ও নাক কেটে নেয় ও হিন্দ তা দিয়ে তৈরি করে গলার হার ও পায়ের মল এবং তার সেই গলার হার ও পায়ের মল ও কানের দুল যুবায়ের বিন মুতিমের দাস ওয়াহাশি কে উপহারস্বরূপ প্রদান করে।

সে [হিন্দ] হামজার কলিজা কেটে বের করে এবং তা চিবায়, কিন্তু গলাধঃকরণ করতে ব্যর্থ হয়ে তা নিক্ষেপ করে। [2]

তারপর সে উঁচু পাহাড়ের চুড়াই উঠে গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বলে:

"শোধ করলাম আমরা তোমাদের বদরের পাওনা

যুদ্ধের বিপরীতে পরের যে যুদ্ধ সে তো আর ও সহিংস।
ওতবাকে হারানোর ক্ষতির বেদনা ছিল অসহ্য আমার,
আরও অসহ্য ছিল ভাই ও চাচা আর প্রথম সন্তান হারানোর।
প্রশমিত করেছি আমি প্রতিশোধ স্পৃহা প্রতিজ্ঞা ছিল যেমন;
হে ওয়াহাশি, প্রশমিত করেছ তুমি মোর বুকের জ্বলন।
আমৃত্যু করবো আমি ওয়াহাশি কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন,
চলবে তা ততক্ষণ যতক্ষণ না কবরে মোর হাড়ের গলন।”’ [3][4]
(We have paid you back for Badr
And a war that follows a war is always violent.
I could not bear the loss of Utba
Nor my brother and his uncle and my first born.
I have slaked my vengeance and fulfilled my vow.
You, O Wahshi, have assuaged the burning in my breast.
I shall thank Wahshi as long as I live
Until my bones rot in Grave.)

>>> নাখলা ও বদর যুদ্ধের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যে-**নৃশংস পথযাত্রার সূচনা করেছিলেন, সেই নৃশংস পথযাত্রায় তাঁর নিজ পরিবারের** (হাশেমী বংশে) সর্বপ্রথম বলী হন তাঁর সমবয়সী চাচা এই হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর এই নৃশংস পথযাত্রায় বলী হন তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমা ও তাঁর পরিবার। ইহুদিদের কাছ থেকে লুট করে **“ফাদাক”** নামক যে সমৃদ্ধ মরূদ্যান (Oasis) টি মুহাম্মদ তাঁর কন্যা ফাতিমা ও জামাতা আলীকে দান করেছিলেন, মুহাম্মদের মৃত্যুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইসলামী জাহানের প্রথম খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর ইবনে কাহাফা **তা বাজেয়াপ্ত করেন।**

ফাতিমা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ৬ মাস কাল জীবিত ছিলেন। দাদা (মুহাম্মদের চাচা) **আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও জামাতা ওসমান ইবনে আফফানকে সংগে নিয়ে** আবু-বকর ও ওমরের কাছে কয়েকবার দেন দরবার করেও ফাতিমা ও আলী **"ফাদাক"** ফেরত পাননি। [5][6]

আবু বকর ও ওমর-এর এই ব্যবহারে নবী কন্যা ফাতিমা এতই মর্মাহত হন যে, তিনি মৃত্যুর আগে তাঁর স্বামী আলীকে অনুরোধ করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর **তাঁর জানাযায় যেন এই আবু বকর ও ওমর ইবনে খাত্তাব অংশ গ্রহণ করতে না পারে।**

ফাতিমার জীবদ্দশায় আলী ইবনে আবু তালিব কখনোই আবু বকরের বশ্যতা (খেলাফত) স্বীকার করেননি।

৬৬১ সালের জানুয়ারি মাসের এক শুক্রবার দিনের (১৭ ই রমজান, হিজরি ৪০ সাল) **প্রত্যুষে ফজর নামাজের জন্য মসজিদে ঢোকার প্রাক্কালে কুফা নগরীতে আলী ইবনে আবু-তালিব নৃশংসভাবে খুন হন।** খুনিরা ছিলেন মুহাম্মদ অনুসারী মুসলমান, কোনো অমুসলিম কাফের নয়; নাম: মুলজাম আল মুরাদি ও শাবিব বিনা বাজারাহ। [7]

৬৭০ সালের মুহাম্মদের প্রাণপ্রিয় নাতি হাসান ইবনে আলীকে তাঁর স্ত্রী জুদা বিনতে আসা'ত বিন কায়েস বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন, নেপথ্যের নায়ক মুহাম্মদ অনুসারী মুয়াবিয়া বিন আবু-সুফিয়ান বিন হারব; কোনো অমুসলিম কাফের সন্তান নয়। [8]

৬৮০ সালে মুহাম্মদের **আর এক প্রাণপ্রিয় নাতি হুসেইন ইবনে আলীকে কারবালা প্রান্তরে নৃশংসভাবে হত্যা করে** ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া বিন আবু-সুফিয়ান বিন হারবের এক সৈন্য। কাব বিন আল-আশরাফের কাটা মুণ্ডুটির (**পর্ব-৪৮) মতই হুসেইনের কাটা মুণ্ডুটা বর্শার মাথায় গেঁথে খুনি তা নিয়ে আসেন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার কাছে।** [9]

মুহাম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ সাল) ৪৮ বছরের মধ্যে মুহাম্মদ-অনুসারীরা তাঁর একান্ত নিকট-পরিবারের সমস্ত সক্ষম ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের (Immediate able male family members) প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় একে একে খুন করে ।

নিবেদিতপ্রাণ আদি মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - ওহুদ যুদ্ধে কুরাইশদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বদর যুদ্ধে তাঁদের **প্রিয়জনদের হত্যা ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ!**

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-344-6 [ISBN 0-88706-345-4 (pbk)], পৃষ্ঠা (Leiden) - ১৩৮৭

[2] এটি মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক সর্বপ্রাণবাদ (Animism) রীতিনীতির বিদ্যমান বিশ্বাস। শত্রুর কলিজা গ্রাস করে তার শক্তি শুষে নেওয়া হয়েছে বলে আশা করা হতো।

[3] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৮৫-৩৮৬
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[4] **Ibid আল-তাবারী, পৃষ্ঠা (Leiden) - ১৪১৫-১৪১৬**

[5] **"ফাদাক"**
http://en.wikipedia.org/wiki/Fadak

[6] **সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৩৬৭ ও ৩৬৮**http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5688-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-367.html

[7] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ),** ভলুউম ১৭, ইংরেজী অনুবাদ: G. R Hawting, School of Oriental and

African Studies, University of London, Published by - State University of New York press, Albany, পৃষ্ঠা (Leiden) -৩৪৫৯-৩৪৬০

http://www.amazon.com/The-History-Al-Tabari-Eastern-Studies/dp/0791423948#reader_0791423948

[8] হাসান ইবনে আলী কে খুন

http://www.ziaraat.org/hassan.php

[9] কারবালার যুদ্ধ

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/312214/Battle-of-Karbala

৬৫: ওহুদ যুদ্ধ- ১২: আবু সুফিয়ানের উপাখ্যান

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– উনচল্লিশ

ওয়াহশি নামক এক ক্রীতদাসের বল্লমের আঘাতে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নৃশংস হত্যার পর প্রতিশোধস্পৃহায় আবু সুফিয়ান পত্নী হিন্দ বিনতে ওতবা ও তাঁর সঙ্গের মহিলারা হামজা ও অন্যান্য মুহাম্মদ অনুসারীর কিছু মৃতদেহের কান ও নাক কেটে নিয়ে তা দিয়ে কানের দুল, গলার মালা ও পায়ের মল তৈরি করে পরম কৃতজ্ঞতায় সেগুলো তাঁরা কীরূপে ওয়াহশিকে উৎসর্গ করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **বদর যুদ্ধে** কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারবের হানজালা নামের **এক জোয়ান পুত্র সন্তানকে হত্যা ও আমর নামের আর এক পুত্র সন্তানকে বন্দী** করে মদিনায় ধরে নিয়ে আসে।

তারপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কীরূপে আবু সুফিয়ানের কাছে তাঁর পুত্র আমরের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দাবি করেছিলেন; মুক্তিপণ প্রদানে আবু সুফিয়ান কী কারণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিলেন ও কী পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা আমরকে বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব ৩৭-এ** করা হয়েছে।

এই কুরাইশ নেতা তাঁর শ্বশুর, চাচা শ্বশুর ও শ্যালকসহ অন্যান্য আরও বহু কুরাইশের হত্যাকারী হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করে ক্ষণিকের জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। **তিনি তাঁর বল্লমের অগ্রভাগ দিয়ে হামজার মুখের পাশে আঘাত করেন ও বলেন যে, সে রাষ্ট্রদ্রোহী (Rebel) এবং তার উচিত সাজাটিই হয়েছে।**

কুরাইশ নেতার এই কর্ম এক কুরাইশের নজরে আসে। সে আশ্চর্য হয়ে বলে, "মৃত জ্ঞাতিভাইয়ের (Cousin) সাথে কুরাইশ নেতার এ কেমন ব্যবহার!"

আবু সুফিয়ান তাঁর এই ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নেন যে, তিনি ভুল করেছেন। তিনি তাকে অনুরোধ করেন, সে যেন ঘটনাটি গোপন রাখে।

তারপর তিনি মুহাম্মদ অনুসারীদের জানিয়ে দেন যে, তাদের কিছু সহচরের মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ (Mutilation) করা হয়েছে। তিনি তাদের আরও জানিয়ে দেন যে, তিনি কোনো কুরাইশকেই এই কর্মটি করার আদেশ করেননি কিংবা কাউকে তা করতে বাধা প্রদানও করেননি।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:

'আল-হুলায়েস বিন জাববান নামের বানু আল-হারিথ বিন আবদ মানাত গোত্রের এক ভাই, সেই সময় যিনি ছিলেন কালো সৈন্যদলের দলপতি, আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় লক্ষ্য করেন, **তিনি তাঁর বল্লমের আগা দিয়ে মৃত হামজার মুখের এক পাশে আঘাত করছেন এবং বলছেন, "এই রাষ্ট্রদ্রোহী, নে তার স্বাদ ভোগ কর।"**

হুলায়েস আশ্চর্য হয়ে বলে, **"হে বানু কিনানা, তোমরা কি দেখেছো যে, এই সেই কুরাইশ নেতা, যে তাঁর নিজের মৃত জ্ঞাতিভাইয়ের সাথে এমন ব্যবহার করছে?"**

তিনি বলেন, "চুপ থাকো। ঘটনাটি গোপন রেখো, কাজটি ভুল ছিল।"

(Al-Hulays b.Zabban, brother of the B. al-Harith b. 'Abdu Manat, who was then chief of the black troops, passed by Abu Sufyan as he was striking the side of Hamza's mouth with the point of his spear saying,

'Taste that, you rebel.'

Hulays exclaimed, **'O B. Kinana, is this the chief of Quraysh acting thus with his dead cousin as you see?'**

He said, 'Confound you. Keep the matter quiet, for it was a slip.')

---- [যুদ্ধের শেষে] যখন আবু সুফিয়ান ফিরে যেতে মনস্থ করেন, তখন তিনি পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করেন ও উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, "তোমরা উত্তম কাজটিই করেছ; যুদ্ধে বিজয় পালা ক্রমে হয়। **আজকের দিনটি হলো সেই দিনের (তাবারী: বদরের) বিনিময়ে।** হুবাল, তোমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন কর।" অর্থাৎ তোমার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত কর।

আল্লাহর নবী ওমরকে উঠে দাঁড়িয়ে আবু সুফিয়ানের উদ্দেশে বলতে বলেন, "আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতি মহিমান্বিত। আমরা সমান নই। আমাদের মৃতরা এখন বেহেশতে; তোমাদের মৃতরা নরকে।"

এই জবাব শুনে আবু সুফিয়ান ওমরকে বলেন, "ওমর, কাছে এসো।"

আল্লাহর নবী তাকে তার কাছে যেতে বলেন এবং তার কী উদ্দেশ্য, তা পরখ করতে বলেন।

যখন সে নিকটে আসে, আবু সুফিয়ান বলেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, ওমর, আমরা কি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি।"

জবাবে সে বলে, "না, তা তোমরা করোনি। তুমি যা কিছু বলছো, তা তিনি শুনছেন।"

তিনি বলেন, "আমি তোমাকে ইবনে কামিয়ার চেয়ে বেশী সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে জানি।" ইবনে কামিয়া কর্তৃক মুহাম্মদকে হত্যার দাবীর প্রসঙ্গে তিনি এই কথাটি বলেন। [পর্ব-৬২]

তারপর আবু সুফিয়ান বলেন,

"তোমাদের মৃত সহচরদের কিছু মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে। **আল্লাহর কসম, যা আমাকে পরিতৃপ্ত অথবা রাগান্বিত কোনোটিই করেনি। আমি তাদের অঙ্গচ্ছেদ করার জন্য কোনো আদেশ জারি কিংবা বাধা প্রদান কোনোটিই করিনি। " --**

(Then Abu Sufyan called out, 'There are some mutailated bodies among your dead. By God, it gives me no satisfaction, and no anger. I neither prohibited nor ordered mutilation.')

আল্লাহর নবী আবু সুফিয়ানের সৈন্যদলকে অনুসরণ করে তারা কী করছে ও তাদের কী উদ্দেশ্য, তা জানার জন্য আলীকে পাঠান।

যদি তারা তাদের উঠের পিঠের ওপর চড়ে বসে ও ঘোড়াদের পরিচালনা করে, তবে, সম্ভবত, তাদের গন্তব্য হলো মক্কা। আর তারা যদি তাদের ঘোড়ার পিঠের ওপর চড়ে বসে ও উটদের পরিচালনা করে, তবে, সম্ভবত, তাদের গন্তব্য হলো মদিনা।

"আল্লাহর কসম", তিনি বলেন, "যদি তাদের গন্তব্য হয় মদিনা, আমি সেখানে যাব এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।"

আলী বলেছেন যে, সে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এবং দেখে তারা কী করছে। তারা তাদের ঘোড়াদের পরিচালনা করছিল ও উটের পিঠের ওপর চড়ে বসছিল এবং মক্কার অভিমুখে রওনা হচ্ছিল।' [1][2]

আল তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

----'আল্লাহর নবী [আলীকে] বলেন, "তারা যা কিছুই করুক না কেন, আমার কাছে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তুমি নীরব থাকবে।"

যখন আমি [আলী] দেখেছি যে, তারা মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে, আমি চিৎকার করতে করতে ফিরে আসি। আমি তাদের মদিনার পরিবর্তে মক্কা প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য দেখে আনন্দ-উল্লাসে এতই উৎফুল্ল ছিলাম যে, আল্লাহর নবীর নির্দেশ অনুযায়ী এই তথ্যটি গোপন রাখতে পারিনি। [2]

>>> মানুষ ভুল করে। এটি একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ ভুল করে লোভ, লালসা, হিংসা-প্রতিহিংসা, ভীতি, দুঃখ, শোক ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে। **একজন সৎ, সংবেদনশীল ও অকপট মানুষ** অন্য মানুষের কাছে তাঁর ভুল স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ ও প্রয়োজনে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, **কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান তাঁর ভুল স্বীকার করেছিলেন।** ইতিমধ্যেই আমরা আরও জেনেছি যে, কুরাইশ নেতা **আবু জেহেলও অনুরূপ কাজটি করেছিলেন** এবং হামজার ধনুকের

আঘাতে তাঁর মস্তক চূর্ণ হওয়ার পরও ('-which split his head open in an ugly way') তিনি সহিংসতায় বাধা প্রদান করেছিলেন **(পর্ব-৬৩)**।

এখানে একটি অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন:

"মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর ৬২ বছরের কর্ম জীবনে কখনো কি কোনো ভুল করেছিলেন? তাঁর নিজের সেই ভুল কর্মের জন্য কখনো কি তিনি কোনো অবিশ্বাসী কাফেরদের কাছে কোনোরূপ লজ্জা বা দুঃখ প্রকাশ অথবা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন?"

নিজের ভুলের কারণে তিনি কখনো কোনো অবিশ্বাসী কাফেরদের কাছে কোনোরূপ লজ্জা বা দুঃখ প্রকাশ অথবা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, এমন তথ্য আমার জানা নাই।

তবে ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, তিনিও ভুল করেছিলেন! আর সেই ভুলটি হলো:

"আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে বদর যুদ্ধে ধৃত ৭০ জন কুরাইশ বন্দীর সবাইকে একে একে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুন না করে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এই ভুলের সাক্ষ্য কুরান (৮:৬৭-৬৮) সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত আছে। এই চরম ভুলের অনুশোচনায় অনুতপ্ত ও মর্মাহত মুহাম্মদ কীরূপ ক্রন্দন করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব ছত্রিশে** করা হয়েছে।"

জগতের প্রায় সকল ইসলাম-বিশ্বাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান ইত্যাদি কুরাইশ নেতারা ছিলেন জঘন্য প্রকৃতির মানুষ। **ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় প্রাথমিক সংজ্ঞায়** হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বানী ও কর্মকাণ্ডের সামান্যতম সমালোচনা তো অনেক দূরের বিষয়, কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করাও **"ইমান ও আকীদার** (ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার একান্ত আবশ্যক সর্বপ্রথম শর্ত)" সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এই একান্ত আবশ্যকীয় প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী - আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ানসহ সকল কুরাইশ, অ-কুরাইশ এবং পৃথিবীর সকল মানুষ যারা মুহাম্মদের

বাণীকে অস্বীকার, সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন, করছেন ও ভবিষ্যতে করবেন, তাঁরা সকলেই বিপথগামী, লাঞ্ছিত, পথভ্রষ্ট এবং অনন্ত শাস্তির যোগ্য (**পর্ব-২৭**)।

ইসলামের এই একান্ত আবশ্যকীয় শর্তে দীক্ষিত হওয়ার পর "ইমান ও আকীদা পালনের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্বে" জগতের সকল ইসলাম বিশ্বাসীকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেই হবে যে, আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া ইবনে খালফ সহ সকল কুরাইশ নেতৃবর্গ ও সাধারণ কুরাইশ ও অ-কুরাইশ অবিশ্বাসী কাফের, যারাই মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির মানুষ। **ইসলামী পরিভাষায় তাঁদের খেতাব হলো আইয়্যামে জাহিলিয়াত (অন্ধকারের যুগ/বাসিন্দা)।**

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ (Psycho-Biography) কুরানের অসংখ্য বাণীতে তাঁদেরকে করেছেন অসম্মান, দোষারোপ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, শাপ-অভিশাপ, হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন; যার আলোচনা **পর্ব ২৬ ও ২৭**-এ করা হয়েছে।

ইসলামী প্রোপাগান্ডা এতই শক্তিশালী যে, শুধু ইসলাম বিশ্বাসীরাই নয়, **জগতের বহু ইসলাম অবিশ্বাসী** সাধারণ মানুষ ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক ও কলাম লেখক অনুরূপ ধারণাই পোষণ করেন। ইসলাম বিশ্বাসীদের সাথে সুর মিলিয়ে তা তাঁরা তাঁদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে, বেতার-টেলিভিশন টক শো-তে, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধে, খবরের কাগজের নিবন্ধে ও তাঁদের রচিত গ্রন্থে প্রচার করেন।

ইসলাম অবিশ্বাসীদের এই প্রচারকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে ইসলাম-বিশ্বাসীরা তাঁদের বিশ্বাসের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হন ও অপরকেও নিশ্চিত হওয়ার উপদেশ দান করেন।

কিন্তু

মুহাম্মদের স্বরচিত কুরান ও আদি উৎসে বর্ণিত আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থ ও হাদিস-গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা তাঁদের এই বিশ্বাস ও দাবির **সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র** দেখতে পাই।

তাঁদেরই রচিত গ্রন্থের খণ্ড খণ্ড চিত্রের আলোকে আমরা যে-সত্যের সন্ধান পাই, তা হলো - পৃথিবীর অন্যান্য সকল মানুষের সর্বজনসম্মত ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ও মানবতার মাপকাঠি বিচারে এই সকল মানুষদের কোনোভাবেই অন্ধকারের বাসিন্দা বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার কোনোই অবকাশ নেই!

শুধু তাইই নয়, তুলনামূলক বিচারে তাঁদের আচরণ ও কর্মকাণ্ড ছিল মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি শালীন, মার্জিত ও মানবিক।

আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় **আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, কীরূপে এই কুরাইশ দলপতি আবু-সুফিয়ান বিন হারব বদরের রক্তাক্ত সংঘর্ষ (বদর যুদ্ধ) এড়াতে চেয়েছিলেন।** এই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ধৈর্যশীল কুরাইশ নেতা তাঁর বাণিজ্য-কাফেলার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে বদর প্রান্তে সমবেত কুরাইশদের কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা হলো,

"তোমরা এসেছ শুধুমাত্র তোমাদের বাণিজ্য-কাফেলা রক্ষা করতে, তোমাদের লোকজনদের নিরাপত্তা রক্ষা এবং সম্পদ রক্ষা করতে। আল্লাহ তার হেফাজত করেছেন। এখন তোমরা ফিরে যাও।" (পর্ব-৩১)।

শুধু বদর যুদ্ধই নয়, ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি, কীরূপে এই কুরাইশ নেতা **ওহুদের রক্তাক্ত সংঘর্ষও এড়াতে চেয়েছিলেন।** ওহুদ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁদের যাবতীয় দুরবস্থার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী যে ব্যক্তি, শুধু সেই মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ছাড়া মুহাম্মদের মদিনাবাসী অনুসারীদের সাথে রক্তাক্ত সংঘর্ষে জড়িত হতে চাননি।

আর অন্যদিকে, এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সিংহনাদ ছিল:

"হত্যা কর, হত্যা কর"!' (পর্ব-৫৭)

ইতিমধ্যেই আমরা আরও জেনেছি যে, বদর যুদ্ধে একই দিনে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের নিজ পুত্র-সন্তান, শ্বশুর, চাচা শ্বশুর ও শ্যালককে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় হত্যা ও আর এক সন্তানকে বন্দী করা সত্ত্বেও এই নেতা মক্কায় অবস্থিত মুহাম্মদের কন্যা জয়নাবকে সংক্ষুব্ধ স্বজন-হারা বিক্ষুব্ধ কুরাইশদের রোষানল এড়িয়ে মক্কা থেকে মদিনায় তাঁর পিতার কাছে আসতে সাহায্য করেছিলেন (পর্ব ৩৯)।

স্বঘোষিত নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অতীব মহানুভবতার উদাহরণ হিসাবে জগতের প্রায় সকল ইসলাম বিশ্বাসী ও বহু অবিশ্বাসী যে উদাহরণটি জগতের সামনে অতি গর্বের সাথে উদ্ধৃত করেন, তা হলো - **মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মহানবী মুহাম্মদ কোনোরূপ রক্তপাতের আশ্রয় নেন নাই।**

কিন্তু যে ইতিহাসটি জগতের প্রায় সকল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের অজানা, তা হলো - মুহাম্মদের এই "রক্তপাতহীন মক্কা বিজয়ের" নেপথ্যের মহান কারিগর ছিলেন মুহাম্মদের চাচা আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও এই কুরাইশ দলনেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো **"মুহাম্মদের মক্কা বিজয়"** পর্বে।

সংক্ষেপে,

৬৩০ সালের পহেলা জানুয়ারি (১০ই রমজান, হিজরি ৮ সাল) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর অনুসারী এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন। তিনি তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল তাঁর অনুসারীদের কাছেও গোপন রাখেন এবং ঘোষণা দেন যে, তাঁদের অনুসারীদের কেউই যেন মক্কার কুরাইশদের সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ না করে।

তাঁর চাচা আল-আব্বাস পরিবার সমেত **"আল-যুহফা"** নামক স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার (Migration) সময় পথিমধ্যে মুহাম্মদের সাথে মিলিত হন। এর আগে তিনি মক্কাতেই বসবাস করতেন। [3]

অন্যান্য প্রায় সমস্ত অভিযানের মতই অতর্কিত আক্রমণে শত্রুদের পরাস্ত করার নিমিত্তে অতীব গোপনীয়তায় মুহাম্মদ ও তাঁর ১০,০০০ অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কার অদূরবর্তী **"মার আল-জাহরান"** নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। মুহাম্মদ অনুসারীরা বুঝতে পারেন, আল্লাহর নবীর লক্ষ্য হলো মক্কা অভিযান; অতর্কিত আক্রমণে মক্কাবাসীদের পরাস্ত করে "মক্কা বিজয়"।

মক্কাবাসীরা মুহাম্মদের এই পরিকল্পনা ও আক্রমণের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। ৬২৮ সালের মার্চ মাসে (জিল-হজ, হিজরি ৬ সাল) হুদাইবিয়া নামক স্থানে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে মক্কার কুরাইশদের **দশ বছরের শান্তি চুক্তি ("হুদাইবিয়ার সন্ধি")** স্বাক্ষরিত হয়।

মক্কাবাসী কুরাইশরা ধারনাও করতে পারেননি যে, মুহাম্মদ এই দশ বছরের শান্তি চুক্তি অবলীলায় লঙ্ঘন করে (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা "হুদাইবিয়ার সন্ধি" পর্বে করা হবে) **মাত্র দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে** মক্কা আক্রমণ করতে পারেন। (মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর কর্মকাণ্ড ও শিক্ষার আলোকে অবিশ্বাসী কাফেরদের সঙ্গে যে কোনো ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা অবলীলায় ভঙ্গ করার জন্য **"কী কারণ প্রয়োজন"** তার আলোচনা **পর্ব-৫১** তে করা হয়েছে)।

তা সত্ত্বেও, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর্যুপরি অন্যায়, অমানবিক, নৃশংস আক্রমণ ও জয়লাভ এবং এই ঘটনার অল্প কিছুদিন আগে **বানু খুজা গোত্র (মুহাম্মদের মিত্রপক্ষ) ও বানু বকর গোত্রের (কুরাইশদের মিত্রপক্ষ) সংঘর্ষের** কারণে মক্কাবাসী কুরাইশরা অতিরিক্ত সন্ধানী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মক্কাবাসীর নিরাপত্তার লক্ষ্যে কুরাইশ নেতা **আবু সুফিয়ান ইবনে হারব রাত্রিবেলা** হাকিম বিন হিজাম ও বুদায়েল বিন ওয়ারকা নামের দুইজন কুরাইশকে সঙ্গে নিয়ে সেইসময় পাহারায় থাকতেন।

যে রাত্রিতে মুহাম্মদ **"মার আল-জাহরান"** নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন, মুহাম্মদের **চাচা আল আব্বাস মক্কার কুরাইশদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অতিশয়**

উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মুহাম্মদের এই বিশাল বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে প্রচুর রক্তপাতের কারণ ঘটবে ও কুরাইশদের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

তিনি যে কোনো মূল্যে মুহাম্মদের এই অতর্কিত মক্কা আক্রমণের খবরটি কুরাইশদের কাছে পৌঁছে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সেই রাত্রিতেই তিনি **মুহাম্মদের সাদা খচ্চরের (White mule) পিঠে চড়ে** শিবির থেকে বের হয়ে আসেন। শিবিরের নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা মুহাম্মদের এই সাদা খচ্চরটি চিনতেন, আল-আব্বাসকেও চিনতেন অনেকে। সে কারণে শিবির থেকে বাইরে যাওয়া ও পুনরায় শিবিরে ফিরে আসার ব্যাপারে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল: যে কোনোভাবে মক্কার সন্নিকটে **"আল-আরাক"** নামক এক বৃক্ষ উপত্যকায় (A tree Valley) পৌঁছানো। তাঁর লক্ষ্য ছিল এই যে, তিনি সেখানে গিয়ে মক্কা গমনকারী যে **কোনো পথচারীর মাধ্যমে** মক্কাবাসীদের কাছে মুহাম্মদের এই আক্রমণের খবরটি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

পথিমধ্যে তিনি আবু সুফিয়ানের গলার শব্দ শুনতে পান। **রাতের অন্ধকারে অসংখ্য মশালের আলোয় আলোকিত দূরের সেই স্থানটিতে কারা আছে, তা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছিলেন।** সঙ্গীদের একজন বলেন যে, ঐ স্থানটিতে বানু খুজার লোকজনেরা গোলযোগ করছে। আবু সুফিয়ান জবাবে বলেন যে, তা হতে পারে না; বানু খোজার লোকেরা গরীব, তাদের কাছে এত অধিক মশালের আলো জ্বালানো সম্ভব নয়।

আবু সুফিয়ানের গলার আওয়াজ শুনে আল আব্বাস জিজ্ঞেস করেন, "আবু হানজালা নাকি?" আবু সুফিয়ান জবাবে বলেন, "আবু আল-ফদল নাকি? [4]

আল-আব্বাস মুহাম্মদের পরিকল্পনার খবর আবু সুফিয়ানকে খুলে বলেন। তিনি তাঁকে বলেন যে মুহাম্মদের এই বিশাল বাহিনীর আক্রমণ তাদের সবাইকেই (কুরাইশ) ধ্বংস করে দেবে। তিনি আরও বলেন যে, **যদি তিনি তাঁর ও কুরাইশদের জীবন রক্ষা করতে চান, তবে এই মুহূর্তেই তিনি যেন তাঁর সাথে এই খচ্চরের পিঠের ওপর চড়ে বসেন।**

কুরাইশদের নিরাপত্তার কথা ভেবে নিজের জীবন বাজি রেখে আবু সুফিয়ান আল আব্বাসের পেছনে মুহাম্মদের সেই সাদা খচ্চরের ওপর চড়ে বসেন। আল আব্বাস তাঁকে নিয়ে মুহাম্মদের শিবিরে ফিরে আসেন।

শিবিরের ভেতর প্রবেশ করার পর, মুহাম্মদের কক্ষে প্রবেশ করার আগের মুহূর্তে ওমর ইবনে খাত্তাব আবু সুফিয়ানকে চিনে ফেলেন। **তিনি তখনই আবু সুফিয়ানের কল্লা কাটার জন্য প্রস্তুত।** আল আব্বাস প্রবলভাবে উমরকে বাধা প্রদান করেন ও তাঁকে জানিয়ে দেন যে, আবু সুফিয়ানকে তিনি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি দ্রুত গতিতে আবু সুফিয়ানকে নিয়ে মুহাম্মদের কক্ষে প্রবেশ করেন।

ওমর সেখানেও আবু সুফিয়ানের কল্লা কাটার জন্য প্রস্তুত। আল আব্বাস প্রবলভাবে আবারও বাধা প্রদান করেন এবং মুহাম্মদকে জানিয়ে দেন যে, আবু সুফিয়ানকে তিনি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ওমরের সাথে আল আব্বাসের বচসা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে তা বংশমর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছায়। আব্বাস বলেন যে, ওমরের এই ব্যবহারে তিনি মর্মাহত এবং প্রশ্ন রাখেন যে আবু সুফিয়ান যদি আবদ-মানাফ বংশের (মুহাম্মদ/আল-আব্বাসের বংশ) না হয়ে আবদ আ'দি বংশের (ওমরের বংশ) হতো, তবে ওমর কখনোই আবু সুফিয়ানের সাথে এমন ব্যবহার করতে পারতো না।

মুহাম্মদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। তিনি আল আব্বাসকে আদেশ করেন যে, তিনি যেন আবু সুফিয়ানকে সেই রাত্রির জন্য ধরে রাখেন এবং পরদিন সকালে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। আল-আব্বাস তাঁর নিজের তাঁবুতেই সেই রাত্রে আবু সুফিয়ানকে নিয়ে রাখেন ও পরদিন প্রত্যুষে তাঁকে মুহাম্মদের কাছে হাজির করেন।

মুহাম্মদ আবু সুফিয়ানের কাছে প্রশ্ন রাখেন, **এখনও কি আবু সুফিয়ানের সন্দেহ আছে যে, তিনিই আল্লাহর নবী?** তিনি তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

আবু সুফিয়ান কুরাইশদের নিরাপত্তার ব্যাপারে মুহাম্মদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। মুহাম্মদ তার কোনো জবাব না দিয়ে আবারও আবু সুফিয়ানকে একই প্রশ্ন করেন ও তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান।

আবু সুফিয়ানের নিরাপত্তার কথা ভেবে আল আব্বাস উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। তিনি আবু সুফিয়ানকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যদি জীবন বাঁচাতে চান, তবে এই মুহূর্তেই যেন তিনি মুহাম্মদকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। **আবু সুফিয়ান তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণ করেন।**

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের পর **আল আব্বাস মুহাম্মদকে এই বলে অনুরোধ করেন যে,** আবু সুফিয়ান একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত কুরাইশ নেতা। মুহাম্মদ যেন তাঁকে এমন কিছু দান করেন, যা আবু সুফিয়ান মক্কার কুরাইশদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, **তিনি যেন তাঁকে বিফল না করেন।**

জবাবে মুহাম্মদ বলেন, আবু সুফিয়ান যেন মক্কার কুরাইশদের কাছে গিয়ে খবর দেন যে, **ঐ ব্যক্তিরা নিরাপদ যারা:**

১) আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে

২) যারা আশ্রয় নেবে কাবা ঘরে, আর

৩) যারা তাদের নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ রেখে তার ভেতরে অবস্থান করবে।

মুহাম্মদ আল আব্বাসকে হুকুম দেন, তাঁর সৈন্যরা এই শিবির থেকে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে যেন আবু সুফিয়ানকে ধরে রাখেন। আল আব্বাস মুহাম্মদের সেই নির্দেশ পালন করেন এবং সৈন্যরা প্রস্থান করার পর আবু সুফিয়ানকে ছেড়ে দেন।

আবু সুফিয়ান দ্রুত গতিতে মক্কায় ফিরে আসেন এবং মক্কার কুরাইশদের সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। ভীত সন্ত্রস্ত কুরাইশরা তাঁদের নিরাপত্তার জন্য ঐ শর্তগুলো অনুসরণ করেন। [5][6]

এক কথায়,

কুরাইশদের প্রতি **আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আবু সুফিয়ান বিন হারবের** গভীর মমত্ব ও দায়িত্ববোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বা এবং অসীম সাহসিকতায় **রক্তপাতহীন** মক্কা বিজয় সম্ভব হয়েছিল।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৮৫-৩৮৭

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪১৮-১৪১৯

[3] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, ইবনে হিশামের নোট (নম্বর ৭৯৭)- পৃষ্ঠা ৭৭৩**

[4] এই নামগুলোকে আরবে 'কুনাহ (Kunah)' নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত: পিতার এ ধরণের নামকরণ তাঁর বড় পুত্রের নামের সাথে মিলিয়ে সম্বোধন করা হয়। আবু সুফিয়ানকে "আবু হানজালা" নামে ও আল আব্বাস কে "আবু আল-ফদল" নামে সম্বোধন করা হতো। হানজালা বদর যুদ্ধে নিহত হয়। মুহাম্মদের কুনাহ ছিল "আবুল কাসেম"।
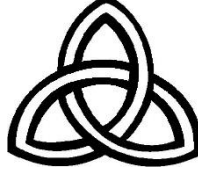
[5] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৫৪৫-৫৪৮**

[6] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** পৃষ্ঠা (Leiden) ১৬২৮-১৬৩৪

http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

৬৬: ওহুদ যুদ্ধ- ১৩: মুহাম্মদ ও সাফিয়ার হাহাকার!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– চল্লিশ

ওহুদ যুদ্ধে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান ইবনে হারব মানবিক দুর্বলতায় কী কাজটি ভুল করেছিলেন এবং তাঁর সেই ভুলটি তিনি কীভাবে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

তিনি স্বঘোষিত নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের সহকারীদের কিছু মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদের (mutilation) ঘটনা ঘটেছে। **কিন্তু তিনি কোনো কুরাইশকেই এই কর্মটি করার জন্য কোনো আদেশ বা নিষেধ কোনোটিই করেন নাই।**

আবু সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যরা মক্কায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা তাদের নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের মৃতদেহের খোঁজ করতে থাকেন। **মুহাম্মদ নিজেও তাঁর চাচা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের মৃতদেহের খোঁজে বের হোন।**

তিনি ওহুদ উপত্যকার নিম্নভাগে **হামজার লাশটির** সন্ধান পান। প্রিয় সমবয়সী চাচার বিকৃত লাশ প্রত্যক্ষ করে তিনি অতিশয় আবেগে আপ্লুত ও ক্রোধান্বিত হন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী হামজার লাশের খোঁজে বাহিরে বের হন এবং **তিনি তাকে পেট চেরা, কলিজা উধাত্ত এবং নাক ও কান কাটা অবস্থায় উপত্যকার নিম্নভাগে খুঁজে পান।**

মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আল-জুবায়ের আমাকে বলেছেন যে, যখন আল্লাহর নবী তা দেখেন, তখন **তিনি বলেন,**

"যদি বিষয়টি সাফিয়ার [1] জন্য অত্যন্ত দু:খদায়ক (miserable) না হতো ও আমার মৃত্যুর পর এটি প্রথায় (custom) পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো (যদি এই হাদিসটি সহি হয়, তাহলে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আল্লাহর নবী জানতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রত্যেকটি কর্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করবে। কিন্তু, এটাও সম্ভব যে, মূল আরবি রচনায় (text) চারটি অতিরিক্ত শব্দ যোগ করা হয়েছে) তবে আমি তাকে এই অবস্থাতেই রেখে দিতাম, যাতে তার এই মৃতদেহ পশু ও পাখিদের উদরপূর্তির কারণ হয়।

যদি ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করে, তবে আমি তাদের ৩০ জনের অঙ্গচ্ছেদ করবো।"

আল্লাহর নবীর চাচার সঙ্গে যারা এমন ব্যবহার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবীর এই **মর্মযন্ত্রণা ও ক্রোধ** (grief and anger) যখন মুসলমানেরা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁরা বলেন,

"আল্লাহর কসম, যদি ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করে, তবে **তাদেরকে আমরা এমনভাবে অঙ্গচ্ছেদ করবো যা অন্য আরব কখনো কাউকে করেনি।"**

বুরায়েদা ইবনে সুফিয়ান বিন ফারওয়া আল-আসলামী < মুহাম্মদ বিন কাব আল-কুরাজি ও আরেকজন যাকে আমার অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই < ইবনে আব্বাস (হইতে বর্ণিত) আমাকে বলেছেন যে, আল্লাহর নবী ও তাঁর অনুসারীদের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে **আল্লাহ নাজিল করেন**,

১৬:১২৬-১২৭ - "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম। আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য ব্যতীত

নয়, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।"

তাই আল্লাহর নবী তাদেরকে ক্ষমা করেন ও ধৈর্যধারণ করেন এবং অঙ্গচ্ছেদ করা নিষেধ করেন।

এমন একজন যাকে আমার অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই < মিকসাম, যিনি ছিলেন আবদুল্লাহ বিন আল-হারিথের একজন মক্কেল (client) < ইবনে আব্বাস (হইতে বর্ণিত) আমাকে বলেছেন:

'আল্লাহর নবী হামজার মৃতদেহটি ঢিলা বড় জামায় (mantle) আবৃত করার আদেশ দেন। তারপর তিনি সাত বার 'আল্লাহ আকবর' উচ্চারণ করে তার জানাজা আদায় করেন।

তারপর সমস্ত মৃতদেহ একে একে জড়ো করে হামজার মৃতদেহের পাশে রাখা হয় এবং তিনি সবার জানাজা আদায় করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না **৭২ জনের জানাজা** শেষ হয়।

আমাকে বলা হয়েছে যে, সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব **তার ভাইয়ের লাশ** দেখার জন্য সামনে এগিয়ে আসেন। আল্লাহর নবী তার [সাফিয়া] ছেলে আল-জুবায়ের বিন আল-আওয়ামকে বলেন,

"তার কাছে যাও এবং তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো যাতে সে তার ভাইয়ের কী হাল হয়েছে তা না দেখে।"

সে তাকে বলে, "মা, আল্লাহর নবী তোমাকে ফিরে যাওয়ার আদেশ করেছেন।"

তিনি জবাবে বলেন "কেন? আমি শুনেছি যে, আমার ভাইয়ের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে। আল্লাহ সহায়, যা যা ঘটেছে তা আমাদের মেনে নেয়ার সামর্থ্য সে আমাদের দিয়েছে। আল্লাহ চাহে তো আমি ধীর ও শান্ত থাকবো।"

যখন জুবায়ের আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে আসে ও তাঁকে এই খবরটি জানায়, তিনি তাকে বলেন, সে যেন তাকে বাধা না দেয়।

সাফিয়া সেখানে যান, হামজার মৃতদেহ দেখেন এবং তার জন্য দোয়া করেন ও বলেন, "আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি ও তার কাছেই আমরা ফিরে যাব"। তিনি তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন।

তারপর আল্লাহর নবী তাকে সমাহিত করার আদেশ করেন।

আবদুল্লাহ বিন জাহাশের এক পরিবার সদস্য, যিনি ছিলেন **উমাইয়ামা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ও হামজার ভাগ্নে; হামজার মতই তার মৃতদেহের ও অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল।** পার্থক্য ছিল এই যে, তার কলিজা বের করে নেয়া হয়নি। তার কিছু পরিবার সদস্যের দাবী এই যে, আল্লাহর নবী তার মৃতদেহ ও হামজার মৃতদেহ একই কবরে সমাহিত করেছিলেন; কিন্তু আমি এই কাহিনী শুধু তার পরিবারের কাছ থেকেই শুনেছি। কিছু মুসলমান তাদের পরিবার সদস্যের মৃতদেহ মদিনায় নিয়ে আসে ও সমাহিত করে। আল্লাহর নবী এই কাজটি করতে নিষেধ করেন ও তারা যেখানে পড়ে আছে, সেখানেই তাদের কবর দিতে বলেন। **তাদের দুইটি বা তিনটি মৃতদেহ একই কবরে** সমাহিত করা হয়।

আমার পিতা ইশাক ইবনে ইয়াসার আমাকে বানু সালামা গোত্রের পণ্ডিত শায়খের (shaykh) বরাত দিয়ে বলেছেন, যখন আল্লাহর নবী লাশগুলো দাফন করার আদেশ দেন, তিনি বলেন, "আমর বিন আল-যামুহ ও আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারামের লাশের দিকে নজর রেখো; এই দুনিয়ায় তারা ছিল নিকট বন্ধু, তাই তাদেরকে একই কবরে সমাহিত করো।"

তারপর আল্লাহর নবী মদিনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য রওনা হন।' [2][3]

ইবনে হিশামের (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) নোট:

'যখন আল্লাহর নবী হামজার মৃতদেহের সামনে দাঁড়ান, তিনি বলেন, **"ইতিপূর্বে আমি কখনোই এমন আঘাত পাইনি। কখনোই আমি এত ক্রোধান্বিত হইনি।"**

তারপর তিনি বলেন, "জিবরাইল আমার কাছে এসেছে এবং বলেছে যে সাতটি বেহেশতের বেহেশত-বাসীদের মধ্যে হামজার নাম লিখিত আছে: **'হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আল্লাহ ও তার রসুলের সিংহ'।"**

আল্লাহর নবী, হামজা ও আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ছিলেন পালিত ভাই (foster-brothers); আবু লাহাবের কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এক ক্রীতদাসী (freedwoman) এদের প্রতিপালন করেন।' [4]

>>> ইবনে হিশামের ওপরোক্ত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহম্মদের চাচা আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর এই পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ মুহাম্মদের লালন পালন করেছেন। **চাচা আবু লাহাব তাঁর এক ক্রীতদাসীকে দাসত্ব মুক্ত করে এই অনাথ ভাতিজার লালন-পালন ও সেবা-যত্নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।**

চাচা আবু লাহাবের এই স্নেহ-ভালবাসার প্রতিদানে (!) **কৃতঘ্ন ভাতিজা মুহাম্মদ তাঁর এই চাচাকে শুধু নিজে অভিশাপ দিয়েই ক্ষান্ত হননি,** তাঁর অনুসারীরাও যেন তাঁর এই চাচাকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার (কিয়ামত) পূর্ব পর্যন্ত প্রতিদিন **"অভিশাপ বর্ষণ"** করে তার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

তাঁর এই চাচার অপরাধ এই যে, তিনি তাঁর ভাতিজা মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছিলেন এবং তাঁর আক্রমণাত্মক প্রচারণায় বাধা প্রদান করেছিলেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব ১২ ও পর্ব ৪১** এ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ তাঁর স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ (Psycho-Biography) কুরানে তাঁর সমসাময়িক **যে দু'জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন,** তার একজন হলেন এই আবু লাহাব **(পর্ব: ৩৯)**।

"আল্লাহ নামক" হাতিয়ারের মাধ্যমে গত ১৫ টি বছর (৬১০-৬২৫ সাল) যাবত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর মতবাদ প্রচার ও প্রসারে **যারাই তাঁকে নবী হিসাবে** অস্বীকার করেছেন, সমালোচনা করেছেন কিংবা তাঁর বাণী কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ

বাধাদান করেছেন; **তাঁদেরকেই তিনি** যথেচ্ছ অসম্মান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, শাপ-অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

সামান্য কবিতা লেখার অপরাধে তিনি **বিরুদ্ধবাদীদের অবলীলায় খুন করার আদেশ জারি করেছেন।** ১২০ বছরের অতিবৃদ্ধকে (**পর্ব-৪৬**), ছোট্ট সন্তানকে স্তন্যপান-রতা জননীকে (**পর্ব-৪৭**), অল্প কিছুদিন আগে বিবাহিত কুলবধুর স্বামীকে (**পর্ব-৪৮**), নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে (**পর্ব-৪৯**), স্ত্রীর চোখের সামনে তাঁর স্বামীকে (**পর্ব-৫০**)! বিভিন্ন অজুহাতে তিনি একটি গোত্রের সমস্ত মানুষকে তাঁদের শত শত বছরের ভিটেমাটি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে বিতাড়িত করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছেন (**পর্ব: ৫১-৫২**)।

তাঁর দীক্ষায় দীক্ষিত অনুসারীরা বদর যুদ্ধে প্রচণ্ড নৃশংসতায় খুন করেছেন তাঁদেরই একান্ত নিকটাত্মীয়দের। তাঁদেরকে বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে তাঁদেরই নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে আদায় করেছেন মুক্তিপণ!

হত্যার বদলে হত্যা! হিংসার বিনিময়ে হিংসা! ঘৃণার বিনিময়ে ঘৃণা!

সেই ধারাবাহিকতায় আজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও হারিয়েছেন তাঁরই এক একান্ত নিকট আত্মীয়কে। প্রকৃতপক্ষেই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর জীবনে এত বড় আঘাত ইতিপূর্বে কখনোই পাননি!

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন হামজার নিজের বোন এবং মুহাম্মদের নিজের ফুপু। তাঁদের মায়ের নাম ছিল 'হালা' (পর্ব-১২)।

[2] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME,

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৮৭-৩৮৯

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪২০-১৪২২

[4] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, ইবনে হিশামের নোট নম্বর -৬১৩, পৃষ্ঠা ৭৫৬**

৬৭: ওহুদ যুদ্ধ- ১৪: হামজার শোকে ক্রন্দন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একচল্লিশ
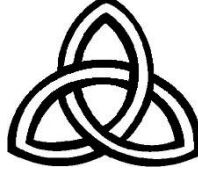
হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের **নৃশংস পরিণতি** ও তার পেট চেরা, কলিজা উধাত্ত এবং নাক ও কান কাটা বিকৃত লাশ প্রত্যক্ষ করে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কী পরিমাণ আবেগে আপ্লুত ও ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধ শেষে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁরা যখন মদিনায় নিকটবর্তী হন, তখন তাঁরা শুনতে পান যে, **শোকাহত মদিনার লোকেরা** তাঁদের নিহত পরিবার সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হাহাকার ও ক্রন্দন করছেন।

এই দৃশ্য অবলোকন করে মুহাম্মদ তাঁর চাচা হামজার শোকে আবারও ভীষণ আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। **তিনি তাঁর চোখের পানি সম্বরণ করতে পারেন না।** তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে আক্ষেপ করে বলেন যে, হামজার শোকে ক্রন্দন করে এমন কোনো মহিলা আজ নেই।

নবীর এই মনঃকষ্ট লাঘবে তাঁর কিছু মদিনাবাসী অনুসারী (আনসার) তাদের পরিবারের মহিলাদের নবীর কাছে এই আদেশ সহকারে পাঠিয়ে দেন যে, **তারা যেন নবীর কাছে যায় ও নবীর সান্ত্বনার জন্য তাঁর চাচার শোকে ক্রন্দন করে।**

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'আল্লাহর নবী মদিনায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলা হয়েছে যে, পথিমধ্যে হামনা বিনতে জাহাশ তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন; যখন তিনি সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হন, তখন তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ নিহত হয়েছেন। তিনি চীৎকার করে বলেন (exclaimed), "আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি ও তার কাছেই আমরা ফিরে যাব", এবং তিনি তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন।

তারপর তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর মামাতো ভাই হামজা নিহত হয়েছেন; তিনি একই বাক্য উচ্চারণ করেন।

তারপর তাঁকে যখন জানানো হয় যে, তাঁর স্বামী মুসাব বিন উমায়ের নিহত হয়েছেন, তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে চীৎকার ও ক্রন্দন (Shrieked and wailed) করেন।

আল্লাহর নবী বলেন, "মহিলাটির হৃদয়ে তাঁর স্বামী এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে; যার নমুনা হলো ভাইয়ের মৃত্যুতে তার আত্ম সম্বরণ ও স্বামীর মৃত্যুতে তার তীক্ষ্ণ চিৎকার ও বিলাপ।"

আল্লাহর নবী বানু আবদুল-আশহাল ও বানু জাফর গোত্রের এক আনসারদের জনবসতির পাশ দিয়ে যাত্রাকালে নিহতের শোকে শোকার্তদের হাহাকার ও ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পান।

আল্লাহর নবীর চোখ হয় জলে পরিপূর্ণ এবং তিনি ক্রন্দন করেন ও বলেন, "কিন্তু ক্রন্দনরতা কোনো মহিলা নাই যে, হামজার জন্য ক্রন্দন করে।"

যখন সা'দ বিন মুয়াদ ও উসায়েদ বিন হুদায়ের তাদের বাসস্থানে ফিরে আসেন, **তারা তাদের মহিলাদের আদেশ করেন যে তারা যেন নিজেদের কাপড়ে আবৃত করে যায় ও নবীর চাচার জন্য ক্রন্দন করে** (they ordered their women to gird themselves and go and weep for the apostle's uncle)।

বনি আবদুল-আশাল গোত্রের একজন লোকের বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে হাকিম বিন হাকিম বিন আববাদ বিন হুনায়েফ আমাকে বলেছেন:

যখন আল্লাহর নবী তাঁর মসজিদের দরজায় হামজার জন্যে তাদের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনতে পান, তিনি বলেন, "ঘরে যাও; আল্লাহ যেন তোমাদের কৃপা করে; তোমরা তোমাদের উপস্থিতির মাধ্যমে সত্যিই সাহায্য করেছ।"

(**ঐ দিন আল্লাহর নবী শোক প্রকাশে বিলাপ (lamentation) নিষিদ্ধ করেন।** আবু ওবায়েদা আমাকে বলেছেন যে যখন আল্লাহর নবী তাদের কান্নার শব্দ শুনতে পান, তিনি বলেন, "আল্লাহ যেন আনসারদের কৃপা করে; কারণ তাদের বহু বছরের রীতি এই যে, তারা অপরকে সান্ত্বনা দেয়। মহিলাদের বলে দাও, তারা যেন চলে যায়।" [1])

যখন আল্লাহর নবী তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন, তিনি তাঁর তরবারি তাঁর কন্যা ফাতেমাকে প্রদান করেন ও বলেন, "এর রক্ত পরিষ্কার করো; আল্লাহর কসম, এটা আজ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।"

আলী তাঁর তরবারিও তাঁকে দেন ও বলেন, "এটাও, এর রক্তও পরিষ্কার করো; আল্লাহর কসম, এটা আজ আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।"

আল্লাহর নবী বলেন, "যদি তুমি ভাল যুদ্ধ করে থাকো, সাহল বিন হুনায়েফ ও আবু দুযানাও তোমার সাথে ভাল যুদ্ধ করেছে।"' [2][3]

আল্লাহর নবীর তরবারির নামকরণ ছিল **'ধুল-ফাকার (Dhul-Faqar)'**। [4]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, ইবনে হিশামের নোট - নম্বর ৬১৪, পৃষ্ঠা ৭৫৬

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৩৮৯**

[3] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪২৫-১৪২৬

[4] Ibid **মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, ইবনে হিশামের নোট - নম্বর ৬১৬, পৃষ্ঠা ৭৫৬**

৬৮: ওহুদ যুদ্ধ–১৫: হামরা আল-আসাদ অভিযান

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– বিয়াল্লিশ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে সমবয়সী চাচা হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নৃশংস পরিণতিতে কীরূপে আবেগে আপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন এবং যুদ্ধস্থল থেকে মদিনায় ফিরে আসার প্রাক্কালে মৃত ও আহত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য শোকাহত মদিনার লোকজনদের হাহাকার ও ক্রন্দন প্রত্যক্ষ করে তিনি কীরূপে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

যুদ্ধ শেষে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তাঁর মৃত সহকারীদের ওহুদ প্রান্তেই সমাধিস্থ করেন। তারপর ঐ দিনই সন্ধ্যায় তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ওহুদ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় **'সাবাথ দিন' শনিবার (পর্ব-৫৬);** মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পরের দিন রবিবার তিনি ঘোষক মারফত অনুসারীদের ঘোষণা দেন যে, যারা আগের দিন ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারা সকলেই যেন আবু-সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে অবশ্যই সামিল হয়।

তিনি তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী স্থান "হামরা আল-আসাদ" পর্যন্ত গমন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই অভিযানকে **"হামরা আল-আসাদ অভিযান"** নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ: [1]

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮) ও আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩) বর্ণনা:

(ইবনে হুমায়েদ < সালামাহ <) মুহাম্মদ ইবনে ইশাক < হুসায়েন বিন আবদুল্লাহ <ইকরিমা হইতে বর্ণিত:

ওহুদ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি 'সাবাথ দিন' শনিবার। ১৬ তারিখ রবিবার সকালে আল্লাহর নবীর ঘোষক লোকদের এই বলে আহ্বান করেন যে, তারা যেন শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ঘোষণা করে যে, **যারা আগের দিন যুদ্ধে উপস্থিত ছিল, তারা ছাড়া অন্য কেউ এই অভিযানে অংশ না নেয়।**

জাবির বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম বলে, "হে আল্লাহর নবী, আমার পিতা আমাকে আমার সাত বোনের দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধে যেতে এই বলে বারণ করেছিলেন যে, কোনো পুরুষ মানুষের উপস্থিতি ব্যতিরেকে মহিলাদের ফেলে রেখে আমাদের দু'জনেরই যুদ্ধে যাওয়া সমীচীন নয়; এবং তিনি এমন লোক নন, যিনি তার পরিবর্তে আমাকে আল্লাহর নবীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে বেশি প্রাধান্য দেবেন। তাদের দেখাশুনার দায়িত্বে থাকার কারণে আমি পিছিয়ে পড়েছি।" আল্লাহর নবী তাকে অনুমতি দেন এবং সে তাঁর সাথে যাত্রা করে।

আল্লাহর নবীর এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল - শত্রুর মনোবল খর্ব করা; তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার মাধ্যমে তাদের এই ধারণা দেয়া যে, তারা যেন মনে করে যে, তাঁর শক্তি এখন ও অটুট এবং তাঁদের এই ক্ষতি তাঁদেরকে দুর্বল করতে পারেনি।

আয়েশা বিনতে উসমানের কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু আল-সায়িব নামক এক দাসের (freed slave) কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ বিন খারিজা বিন যায়েদ বিন থাবিত আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছেন:

বানু আবদুল-আশহাল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর নবীর এক অনুসারী, যিনি ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বলেন:

"আমি ও আমার এক ভাই ওহুদ যুদ্ধে উপস্থিত হই ও **আহত অবস্থায় ফিরে আসি**। যখন আল্লাহর নবীর ঘোষক আমাদেরকে শত্রুর পশ্চাদনুসরণ করা **বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করে**, আমি আমার ভাইকে বলি অথবা সে-ই আমাকে বলে, "আমরা কি

আল্লাহর নবী সঙ্গে অভিযানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবো? আমাদের কোনো পশু নেই যার উপর আমরা সওয়ার হই এবং **আমরা গুরুতর আহত।"**

কিন্তু, আমরা আল্লাহর নবীর সাথে যোগ দিই। যেহেতু আমার জখমটি ছিল কম গুরুতর, যখন সে কাহিল হয়ে পড়ে, তখন আমি তাকে কিছু সময়ের জন্য পশুর ওপর সওয়ার করি এবং আমরা পালাক্রমে পায়ে হেঁটে ও পশুর ওপর সওয়ার হয়ে যেখানে মুসলমানরা গিয়ে থেমেছিল সেখানে আসি।"

আল্লাহর নবী মদিনা থেকে প্রায় আট মাইল দূরবর্তী 'হামরা আল-আসাদ' পর্যন্ত যাত্রা করেন। তিনি সেখানে সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার (মার্চ ২৫-২৭, ৬২৫ সাল) পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং তারপর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আবদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযম আমাকে বলেছেন:

মা'বাদ বিন আবু মাবাদ আল খুজায়ি তাঁর পাশ দিয়ে গমন করে। তিহামার [Tihamah: Red Sea coastal plain of Arabia] খুজা গোত্রীয় মুসলমান ও মুশরিক উভয় লোকেরাই ছিলেন আল্লাহর নবীর সাথে জোটভুক্ত ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত। তারা তাঁর সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন যে, তারা এখানকার কোনো ঘটনাই তাঁর কাছে গোপন করবে না।

সেই সময় মা'বাদ ছিলেন মুশরিক (Polytheist), সে বলে, "মুহাম্মদ, তোমার (তাবারী: তোমার অনুসারীদের) ওপর যা ঘটেছে, তা আমাদের জন্য পীড়াদায়ক এবং আমরা কামনা করি আল্লাহ যেন তোমাকে নিরাপদ রাখে।"

তারপর, আল্লাহর নবীর হামরা আল-আসাদে অবস্থানরত অবস্থায়ই সে যাত্রা অব্যাহত রাখে **ও 'আল-রাওয়াহা (al-Rauha')** নামক স্থানে আবু সুফিয়ান ও তাঁর লোকজনদের সাক্ষাৎ পায়, **তারা তখন আল্লাহর নবী ও তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে আবার ফিরে আসার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।**

তারা বলে, "আমরা তার শ্রেষ্ঠ অনুসারী, নেতৃবর্গ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হত্যা করেছি। তারপর কি তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস না করেই আমরা ফিরে যাব? চলো, যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছে (survivors) তাদের কাছে ফিরে যাই এবং তাদেরকে শেষ করে ফেলি।"

যখন আবু সুফিয়ান মা'বাদকে দেখেন, তিনি বলেন, "খবর কী?"

জবাবে সে বলে, **"এমন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তোমাদের পশ্চাদনুসরণ করে (pursue you) আসছে, যার নমুনা আমি আগে কখনো প্রত্যক্ষ করিনি; তারা রাগে অগ্নিশর্মা।** তোমাদের যুদ্ধের সময় তাদের যারা অংশগ্রহণ করেনি, তারাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে; তারা যা করেছে [যুদ্ধে যোগ না দিয়ে] তার জন্য তারা দুঃখিত ও তোমাদের উপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ। এ রকম দৃশ্য আমি কখনোই দেখিনি।"

আবু সুফিয়ান বলেন, "এ কী বলছো তুমি?"

সে জবাবে বলে, **"আল্লাহর কসম, আমার মনে হয় না যে, তোমার অশ্বারোহী বাহিনী (Cavalry) অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে।"**

তিনি বলেন, "কিন্তু আমরা তাদের আক্রমণ করে যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছে, তাদেরকে নির্মূল করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

সে জবাবে বলে, **"কিন্তু আমার পরামর্শ হবে তোমরা যেন তা না করো।"**

তার এই উক্তিগুলো আবু সুফিয়ান ও তাঁর অনুসারীদের বিরত রাখে।

আবদুল কায়েস (Abdu'l-Qays) গোত্রের কিছু অশ্বারোহী তাঁর [আবু সুফিয়ান] পাশ দিয়ে গমন করে এবং তিনি জানতে পারেন যে, তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্য মদিনায় যাচ্ছে।

তিনি বলেন, **"তোমরা কি আমাদের এক বার্তা মুহাম্মদের কাছে পৌঁছে দেবে?** বিনিময়ে আগামীতে তুমি যখন উকাজ মেলায় যাবে, তখন আমি তোমার এই উটগুলোর পিঠ কিসমিস ভর্তি মালে বোঝাই করবো।"

তারা রাজি হয়, তিনি বলেন, "তার সাথে যখন দেখা হবে, তখন তাকে বলবে যে, তাদেরকে নির্মূল করার জন্য আমরা তার ও তার অনুসারীদের কাছে ফিরে আসার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

আল্লাহর নবী যখন হামরা আল-আসাদে অবস্থান করছিলেন, তখন অশ্বারোহীরা তাঁর পাশ দিয়ে গমন করে এবং আবু সুফিয়ান যা বলেছে, তা তাঁকে বলে। আল্লাহর নবী চিৎকার করে বলেন, "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তার প্রতি আস্থা জ্ঞাপনই সর্বোত্তম।" [2][3] - (অনুবাদ ও [**] যোগ- লেখক)

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

'পবিত্র আয়াত: **"যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে,** তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব **(৩:১৭২)"** বিষয়ে আয়েশা হইতে বর্ণিত:

তিনি উরওয়া-কে বলেছেন, "হে আমার বোনপো! সেই দিন তোমার পিতা, আল যুবায়ের ও আবু বকর ছিলেন তাদের মধ্যে (অর্থাৎ, যারা ওহুদ যুদ্ধের দিন আল্লাহ ও তার নবীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন); সেই সময়ে আল্লাহর নবী ছিলেন কষ্টে, যে কষ্ট তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন ভোগ করেছিলেন ও প্যাগানরা ফিরে গিয়েছিল; **আল্লাহর নবী এই ভেবে শঙ্কিত ছিলেন যে, তারা আবার ফিরে আসতে পারে।** সে কারণেই তিনি বলেছিলেন, "কে আছো তোমরা, যারা তাদের (অর্থাৎ, প্যাগান) পদচিহ্ন অনুসরণ করতে যাবে?" তারপর তিনি (এই উদ্দেশ্য) তাদের মধ্য থেকে **৭০ জনকে বাছাই** করেন।" (উপ-কথক (sub-narrator) যোগ করেছেন, " তাদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর ও আল-যুবায়ের।") **-৫:৫৯:৪০৪** [4]

- (অনুবাদ – লেখক)

মুহাম্মদ তাঁর স্ব-রচিত ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থ কুরানে যা বলেছেন:

৩:১৭২ – "**যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে,** তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব।"

>>> ওপরে বর্ণিত উদাহরণ, বানু আবদুল-আশহাল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর নবীর অনুসারী দুই ভাইয়ের উপাখ্যান।

৩:১৭৩- "যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, **তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।** তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী।"

>>> ওপরে বর্ণিত আবদুল কায়েস (Abdu'l-Qays) গোত্রের কিছু অশ্বারোহীর উপাখ্যান ও মুহাম্মদের জবাবের বিষয়ে বলা হচ্ছে।

৩:১৭৪ – "অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট।"

>>> ওপরে বর্ণিত মুহাম্মদের কুরান ও আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের (সিরাত ও হাদিস) বর্ণনায় আমরা জানতে পারছি যে, **'আবু-সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যদল' মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের পরাস্ত করার পর মক্কায় উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর পথিমধ্যেই তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন।**

দাবী করা হয়েছে, তাঁরা এই উদ্দেশ্যে **"দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন"** যে, তাঁরা আবার মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের **"সমূলে নির্মূল"** করবেন।

কিন্তু তা তাঁরা করেননি! **কারণ,** পথিমধ্যে মুহাম্মদের সাথে জোটভুক্ত ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত বানু খোজা গোত্রের মা'বাদ বিন আবু মাবাদ নামক এক ব্যক্তির মিথ্যা সংবাদ ("মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করে আসছে এবং তাঁরা রাগে অগ্নিশর্মা") ও পরামর্শ!

উক্ত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, লেখকরা পাঠকদের ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছেন,

"মুহাম্মদের সাথে জোটভুক্ত ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত একজন লোকের সংবাদের ওপর ভিত্তি করে আবু সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যদল ভীত হয়ে, তাঁদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন!"

প্রশ্ন হলো, "এই দাবীর সত্যতা কতটুক?"

কারণ? কারণ হলো:

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, মুহাম্মদের সমস্ত অনুসারীকে সমূলে বিনষ্ট করার কোনো অভিপ্রায়ই আবু-সুফিয়ান ও তাঁর অনুসারীদের ছিল না।

যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি:

যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আবু সুফিয়ান ওহুদ যুদ্ধে আগত মুহাম্মদ অনুসারী আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের (আনসার) স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তাঁরা এসেছেন তাঁদের যাবতীয় দুরবস্থার জন্য যে-ব্যক্তিটি দায়ী, সেই মুহাম্মদের সাথে মোকাবেলা করতে; তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নয় **(পর্ব: ৫৭)!**

আমরা আরও জেনেছি যে, তাঁরা বিজয়ী হয়েই 'যুদ্ধস্থান' পরিত্যাগ করে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। পরাজিত মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়!

যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি:

কুরাইশদের প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে মুহাম্মদ যখন আলীকে আবু-সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যদলের গতিবিধি পর্যালোচনা করার আদেশ সহকারে পাঠিয়েছিলেন; তখন কুরাইশ দলের মক্কায় প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য অবলোকন করে আলী আনন্দে এতই আত্মহারা হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নবীর নিষেধ আদেশও ভুলে গিয়েছিলেন **(পর্ব: ৬৫)**।

আমরা আরও জেনেছি, মুসলমানদের এহেন শোচনীয় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আবু সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যদল মুসলমানদের যথেচ্ছ হত্যা/বন্দীর মাধ্যমে সমূলে ধ্বংস করার অভিপ্রায় পোষণ করেননি।

যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি:

যুদ্ধ শেষে যখন আবু সুফিয়ান ফিরে যেতে মনস্থ করেন, তখন তিনি পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করেন ও উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, **"আজকের দিনটি হলো সেই দিনের (তাবারী: বদরের) বিনিময়ে।"** আমরা জেনেছি যে কুরাইশরা ওহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বদর যুদ্ধে তাঁদের **৭০ জন নিকট আত্মীয়ের নৃশংস খুন ও অপমানের প্রতিশোধ নিতে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয় (পর্ব-৫৪)।**

প্রশ্ন হলো, তাঁরা কি তাঁদের সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন?

এই প্রশ্নের জবাব হলো, "নি:সন্দেহে, হ্যাঁ।"

>>> ওহুদ যুদ্ধে আগত ৭০০ জন মুহাম্মদ অনুসারীর ৭০ জনকে তাঁরা হত্যা করেন; ৪ জন মুহাজির (আদি মক্কাবাসী) ও ৬৬ জন আনসার (আদি মদিনা বাসী)। এই যুদ্ধে আনসারদের দিতে হয়েছিল চরম মূল্য। মুহাম্মদের বহু অনুসারী হয়েছিলেন আহত। যে **চার জন মুহাজির নিহত** হয়েছিলেন তাঁরা হলেন:

১) হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব - মুহাম্মদের চাচা, হাশেমী গোত্রের।

২) আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ - মুহাম্মদের কাজিন, বানু উমাইয়া বিন আবদ-শামস গোত্রের।

৩) মুসাব ইবনে উমায়ের - মুহাম্মদের আরেক চাচা, বানু আবদ-দার গোত্রের। এবং

৪) শমাস ইবনে উসমান - বানু মাখযুম বিন ইয়াকাযা গোত্রের।

অন্যদিকে, ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কুরাইশদের সংখ্যা ছিল ৩০০০; তাঁদের ২২ জন এই যুদ্ধে নিহত হন। [5]

সুতরাং, কী কারণে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান ও তাঁর সহকারীরা পথিমধ্যে হঠাৎ করে মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন, তা মোটেও স্পষ্ট নয়।

>>> কুরান, সিরাত ও হাদিসের বর্ণনাকে **সত্য বিবেচনা করে তা প্রমাণের জন্য** অনেক ঐতিহাসিকই বিভিন্ন রকমের যুক্তি দেখিয়েছেন। যেমন, প্রখ্যাত স্কটিশ ঐতিহাসিক, এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস (Emeritus) উপাধি প্রাপ্ত আরবি ও ইসলামি

শিক্ষার প্রাক্তন প্রফেসার William Montgomery Watt (১৯০৯ -২০০৬ সাল) এই বিষয়টির সত্যতার সপক্ষে তাঁর মতামত যেভাবে তুলে ধরেছেন তা হলো:

"যদিও মুসলমানদের হতাহতের পরিমাণ ছিল বেশি, মক্কাবাসীর মক্কা প্রত্যাবর্তন করার লক্ষণ হলো এই যে, ***তারা মুসলমানদের দ্বারা কঠোরভাবে নাড়া খেয়েছিলেন এবং এমন অবস্থায় ছিলেন না যে তাঁরা মুসলমানদের শক্তি কেন্দ্র ("strongholds") মদিনা আক্রমণ করে*** *তাদের জন্য আরও সুবিধা অর্জন করতে পারে। মুহাম্মদ, সম্ভবত, তা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তাঁর হামরা আল-আসাদ যাত্রাটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষকে শক্তি প্রদর্শন ও মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতির পর তাদের মনোবল চাঙ্গা করা।" [6][7]*

['The retreat of the Meccans showed that they had been ***roughly handled by the Muslims,*** *even if the Muslim casualties had been higher,* ***and that they were not in a position to attack the "strongholds" of Medina*** *and so benefit from such advantage as they had gained'.* Muhammad presumably realized this, and his march out to Hamra al-Asad was primarily a display of strength to the enemy and the way of boosting the morale of the Muslims after their losses. (see Watt, Medina, page 28)*] [6][7]*

এই যুক্তিটির সমস্যা হলো এই যে:

কুরাইশদের তিন হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র ২২ জন নিহত হওয়ার পর অবশিষ্ট ছিল ২৯৭৮ জন। আর মুসলমানদের ৭০০ জন সৈন্যের ৭০জন নিহত হওয়ার পর অবশিষ্ট ছিল ৬৩০ জন; যাদের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক আগেই গিয়েছিলেন পালিয়ে ও আহত হয়েছিলেন অনেকে।

আদি বিশিষ্ট মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণিত "ওহুদ যুদ্ধ উপাখ্যানের" গত ১৪ টি পর্বের পর্যালোচনা ও যুদ্ধ শেষে পরাজিত ও পর্যুদস্ত ৬৩০ জন মুসলমান সৈন্যের

বিপরীতে ২৯৭৮ জন কুরাইশ সৈন্যের এমত পরিস্থিতি কোনোভাবেই প্রমাণ করে না যে, **"কুরাইশরা মুসলমানদের দ্বারা কঠোরভাবে নাড়া খেয়েছিলেন এবং এমন অবস্থায় ছিলেন না যে তাঁরা মুসলমানদের শক্তিকেন্দ্র মদিনা আক্রমণ করে।"**

যে প্রশ্নটি অবশ্যই করা যেতে পারে, তা হলো, "কুরাইশরা কি পথিমধ্যে তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন না?" **জবাব হলো, "হ্যাঁ"!** কুরাইশরা পথিমধ্যে তাঁদের সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিবর্তন করতে পারেন।

কিন্তু, তার চেয়েও বড় যে বাস্তবতা, তা হলো:

ইসলামের সকল ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে একপেশে! কারণ সেই ইতিহাসের প্রবর্তকরা হলেন শুধুই মুহাম্মদ (কুরান) ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীরা (সিরাত ও হাদিস); আত্মপক্ষ সমর্থনে পরাজিত বিরুদ্ধবাদী কাফেরদের প্রামাণিক সাক্ষ্যের কোনো দলিল ইসলামের ইতিহাসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই অবিশ্বাসী, সমালোচনাকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীদের বর্ণিত অপবাদ ও অভিযোগের ইতিহাসের সঠিকত্ব প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই (পর্ব-৪৪)।

ইসলামের ইতিহাস পাঠের সময় সত্যসন্ধানী প্রতিটি পাঠকেরই এই সত্য সর্বান্তকরণে সর্বদাই মনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক!

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] মুহাম্মদ ইবনে ইশাক এই অভিযানকে কোন আলাদা নামকরণে চিহ্নিত করেন নাই। তিনি ওহুদ যুদ্ধ শিরোনামেই এই অভিযানের বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে আল-তাবারী এই অভিযানকে **"হামরা আল-আসাদ অভিযান"** নামে নামকরণ করেছেন।

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME,

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৮৯-৩৯১ http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) **১৪২৭-১৪৩১**

[4] **Sahi Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 404:**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5651-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-404.html

[5] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক - পৃষ্ঠা ৪০১-৪০৩ ও ৭৫৯ (ইবনে হিশামের নোট # ৬৩৫)**

[6] **Ibid আল-তাবারী পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪২৭, xxxii -xxxiii**

[7] **William Montgomery Watt (1909-2006), Muhammad at Medina, Oxford 1956, page 21-29**
https://archive.org/details/muhammadatmedina029655mbp

৬৯: ওহুদ যুদ্ধ– ১৬: নবী-গৌরব ধুলিস্যাৎ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– তেতাল্লিশ

কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও তাঁর সৈন্যদল ওহুদ যুদ্ধ শেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হবার পরের দিন সকালে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের কীরূপে আবু সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন করার আদেশ জারি করেছিলেন ও তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে আট মাইল দূরবর্তী 'হামরা আল-আসাদ' পর্যন্ত গমন করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। কুরাইশরা মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে তাঁদের **সিদ্ধান্ত পরিবর্তন** করে "মুসলমানদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার" জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পুনরায় মদিনায় প্রত্যাবর্তন এবং সেই সিদ্ধান্ত **আবারও পরিবর্তন** করে তাঁদের মক্কায় প্রত্যাবর্তনের যে উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, তার সত্যতা কী কারণে প্রশ্নবিদ্ধ, তার **আংশিক আলোচনা**ও আগের পর্বে করা হয়েছে।

ইসলামের একান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ কারণে ইসলামের সকল ইতিহাস ভীষণ পক্ষপাতদুষ্ট, একপেশে ও মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ (পর্ব: ৪৪)! এই পক্ষপাতদুষ্ট ও একপেশে ইতিহাস থেকে সত্যকে আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ, গবেষণাধর্মী ও সময় সাপেক্ষ প্রচেষ্টা। **কিন্তু তা কখনোই অর্থহীন নয়।** কারণ: জগতের সকল প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ধর্মেশ্বর (ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মানবসৃষ্ট ঈশ্বর) ও তাদের নামে আরোপিত অপবিশ্বাস ও মিথ্যাচার প্রচার ও প্রসারের বাহন মূলত তিনটি:

১) পারিবার/সমাজ আরোপিত শিশুকালের মগজ ধোলাই (Childhood Indoctrination),

২) শাসক ও যাজক চক্রের পরস্পর নির্ভরতায় (symbiosis) ধর্মেশ্বরের লালন-পালন, ও

৩) অজ্ঞতা (Ignorance)

কোনো ব্যক্তির জন্মের স্থান ও তাঁর শিশুকালের বেড়ে উঠার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। শাসক-যাজক চক্রের তৎপরতাকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে। অন্যদিকে, অজ্ঞতাকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করা ও সত্য-সন্ধানের প্রচেষ্টা জগতের সকল মানুষই উদ্যোগী হয়ে করতে পারেন। ধর্মের অপবিশ্বাস রোধ ও তার করাল গ্রাস থেকে মুক্তির প্রতিষেধক হলো "জ্ঞান (Knowledge)"; **আর, যে কোনো জ্ঞান অর্জনের সর্বপ্রথম শর্ত হলো জানার আগ্রহ (Willing to learn); তারপর উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রচেষ্টা।**

ইন্টারনেট প্রযুক্তির আবিষ্কার, প্রসার ও সহজলভ্যতায় সত্যানুসন্ধান সহজতর। উদ্যোগী পাঠকরা ইচ্ছে করলেই **আদি উৎসে গিয়ে** (Primary source of Islamic annals) প্রকৃত তথ্য অনায়াসেই জেনে নিতে পারেন।

আজকের পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। এই ১৬০ কোটি মানুষ আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিন্তা-ভাবনায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা-মর্যাদায় পৃথিবীর সর্বনিম্ন **(পর্ব: ১৫);** ধর্মের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে এই পরিস্থিতি থেকে তাঁদের মুক্তি অসম্ভব!

ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর সঙ্গে বদর যুদ্ধকালীন ঘটনা সরাসরি ও বদর যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর বদর যুদ্ধের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত ঘটনা হলো নাখলা ও নাখলা পূর্ববর্তী অভিযান।

তাই মদিনায় মুহাম্মদের স্বেচ্ছা-নির্বাসনের (হিজরত) পর বদর যুদ্ধ-পূর্ববর্তী, বদর যুদ্ধকালীন ও বদর যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে ওহুদ যুদ্ধের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তাই ত্রাস-হত্যা ও হামলার আদেশের গত বিয়াল্লিশটি পর্বের **প্রাসঙ্গিক অতি চুম্বক ঘটনাগুলোর দিকে আর একবার মনোনিবেশ করা যাক:**

বদর যুদ্ধ-পূর্ববর্তী মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ড (পর্ব: ২৮-২৯):

মুহাম্মদ ও তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীরা (মুহাজির) তাঁদের মদিনা আগমনের মাস সাতেক পরে জীবিকার প্রয়োজনে **রাতের অন্ধকারে বাণিজ্যফেরত নিরীহ কুরাইশ কাফেলার ওপর অতর্কিত হামলা** করে তাদের মালামাল লুণ্ঠনের (ডাকাতি) অভিযান শুরু করেন। পর পর সাতটি ডাকাতি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সফলতা আসে অষ্টম বারে, নাখলা নামক স্থানে। কোনো মদিনাবাসী মুহাম্মদ-অনুসারীই (আনসার) এই আটটি হামলার কোনোটিতেই অংশগ্রহণ করেননি।

ওহুদ যুদ্ধের ঠিক চোদ্দ মাস আগে **নাখলা অভিযানে** মুহাজিররা বাণিজ্যফেরত নিরীহ কুরাইশ পথযাত্রীর মালামাল লুণ্ঠন, একজনকে খুন এবং দু'জনকে বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত দেয়ার মাধ্যমে **ইসলামের ইতিহাসের আগ্রাসী ও নৃশংস রক্তাক্ত পথযাত্রার সূচনা করেন (পর্ব:২৯)।**

নিরীহ মানুষকে খুন করা, বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে মুক্তিপণ আদায় করা ও তাঁদের **মালামাল লুণ্ঠন করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়া উপার্জিত অর্থে পার্থিব সচ্ছলতার প্রয়াসকে** মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তাঁর সৃষ্ট স্রষ্টা আল্লাহর ঐশী বাণী অবতারণার মাধ্যমে **(২:২১৭)** বৈধতা প্রদান করেন।

সর্বজনবিদিত এ সকল গর্হিত আগ্রাসী নৃশংস কর্মকাণ্ড মুহাম্মদের প্রচারিত ইসলাম নামক মতবাদে “মহৎ কর্ম (জেহাদ)" হিসাবে স্থান লাভ করে!

বদর যুদ্ধকালীন মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ড (পর্ব: ৩০-৪৩):

নাখলা অভিযানের ঠিক দুই মাস পর, ওহুদ যুদ্ধের ঠিক এক বছর আগে, ইসলামের ইতিহাসের প্রথম বৃহৎ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বদর প্রান্তে সংঘটিত হয় (১৫ই মার্চ ৬২৪ সাল)।

এই যুদ্ধের কারণ হলো, নাখলা ও নাখলা পূর্ববর্তী অভিযানের অনুরূপ হামলায় কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান বিন হারবের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী এক বিশাল

বাণিজ্য-বহরের ওপর **মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরদের অতর্কিত আক্রমণে তাঁদের মালামাল লুণ্ঠন; আরোহীদের খুন, পরাস্ত ও বন্দীর প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে কুরাইশদের প্রতিরক্ষা চেষ্টা। (পর্ব: ৩০)**।

এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতার ৭২ জন কুরাইশকে (দু'জন বন্দীহত্যা সহ) নৃশংসভাবে করেন খুন ও ৭০ জন কুরাইশকে করেন বন্দী। খুন করার পর চব্বিশ জন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের লাশ চরম অশ্রদ্ধায় বদরের এক নোংরা শুকনো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। বন্দীদের নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে **সর্ব্বোচ্চ ৪০০০ দেরহাম মুক্তিপণ** আদায় করে দেয়া হয় মুক্তি। অন্যদিকে, কুরাইশদের হাতে মোট ১৪ জন মুহাম্মদ অনুসারী হন খুন - ছয় জন মুহাজির ও আট জন আনসার।

বদর যুদ্ধে কুরাইশরা ছিলেন সংখ্যায় ও শক্তিতে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের তুলনায় অনেক বেশি। কুরাইশদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৫০ জন আর মুহাম্মদ-অনুসারীদের সংখ্যা ছিল তাঁদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম (প্রায় ৩১৩ জন); তা সত্ত্বেও তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কাছে অত্যন্ত করুণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন! **কী কারণে কুরাইশদের এই চরম পরাজয় ঘটেছিল তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ পর্ব-৩৪ এ করা হয়েছে।**

মুহাম্মদ তাঁর এই সফলতার পেছনের কারণ হিসাবে তাঁর কল্পিত আল্লাহর পরম করুণা ও অলৌকিকত্বের দাবি করেন ও ঘোষণা দেন যে, এই অলৌকিক সফলতায় হলো তাঁর সত্যবাদিতা আর কুরাইশদের মিথ্যাচারের প্রমাণ।

মুহাম্মদ তাঁর এই দাবির সপক্ষে যে সব ঐশী বাণীর অবতারণা করেন তাঁর কিছু নমুনা:

৮:৯ - তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, **আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।**

৩:১২৩-১২৪ - **বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন**, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। (১২৪) - আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে-তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয়

যে, **তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন।**

৮:১২- যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, **আমি সাথে রয়েছি তোমাদের,** সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। **আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব।** কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়।

৮:১৭- সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, **বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন।** আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, **বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং** যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত।

৮:৪৩-৪৪- **আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন;** বেশী করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন; যা কিছু অন্তরে রয়েছে। (৪৪)-**আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্যদল মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে বেশী,** যাতে আল্লাহ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌছায়।

৮:৫২- --এরা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং **সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের পাকড়াও করেছেন তাদেরই পাপের দরুন।** নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা।

লুটের মালে (গণিমত) জীবিকা বৃত্তির বৈধতা:

৮:১- আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনিমতের হুকুম। বলে দিন, **গনিমতের মাল হল আল্লাহর এবং রসূলের।**

৮:৪১ - আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে **যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য** এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; --

৮:৬৯- **সুতরাং তোমরা খাও গনিমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে।**

>>> ধারণা করা কঠিন নয়, মুহাম্মদের প্রচারিত এ সকল বাণী বদর যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত সাফল্যে উল্লসিত ও গনিমতের মাল উপার্জনে উজ্জীবিত **মুহাম্মদ-অনুসারীদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে।** তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে,

"মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সত্যই আল্লাহর নবী, তাঁর বাণী অবশ্যই সত্য এবং সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতা বাহিনী' তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যুদ্ধ করেছেন বলেই তাঁরা এই অসম যুদ্ধে অবিশ্বাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছেন।"

বদর যুদ্ধ-পরবর্তী মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ড (পর্ব: ৪৬-৫১):

বদর যুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে ওহুদ যুদ্ধ কাল পর্যন্ত **গত একটি বছরে** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অতি বৃদ্ধ ইহুদী কবি আবু আফাক কে খুন; পাঁচ সন্তানের জননী আসমা-বিনতে মারওয়ান কে খুন; কাব বিন আল-আশরাফ কে খুন; একজন নিরপরাধ ইহুদিকে খুন এবং সর্বোপরি বনি কেইনুকা গোত্রের সমস্ত লোককে তাঁদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুট ও ভাগাভাগি **বিনা বাধায় সম্পন্ন করেন**। (বনি নদির গোত্রকে উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের পরে)।

অবিশ্বাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর্যুপরি একের পর এক এইসব সফলতা মুহাম্মদ অনুসারীদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে। তাঁদের অধিকাংশই বোধ করি এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, "স্বয়ং আল্লাহ ও তার ফেরেশতাকুল সর্বদাই তাঁদের সাহায্যে নিয়োজিত; তাঁদেরকে পরাজিত করার ক্ষমতা কারও নেই!"

আবদুল্লাহ বিন উবাই সহ যে সব অল্প সংখ্যক মদিনাবাসী মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ সমালোচনা বা বিরোধিতা করেন, তাঁদেরকে তাঁরা মুনাফিক রূপে আখ্যায়িত করেন।

তারপর, এই ওহুদ যুদ্ধ! কী ঘটেছিল সেদিন?

এমনই এক পরিস্থিতিতে ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহৎ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। **আদি উৎসের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো,** মক্কাবাসী কুরাইশরা বদর যুদ্ধে তাঁদের প্রিয়জনদের খুন ও অপমানের প্রতিশোধ নিতে এই যুদ্ধের অবতারণা করেন এবং কুরাইশরা যখন মুসলমানদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে মুহাম্মদের বহু অনুসারীকে করেন খুন, আহত ও পর্যুদস্ত; তখন,

"আকাশ থেকে আল্লাহ তাঁদেরকে রক্ষার জন্য কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেননি।"

নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই মনোভাবে অটুট ছিলেন যে, মহান আল্লাহপাক তাঁদের সাহায্য করবেন। কিন্তু, তার কোন আলামত প্রত্যক্ষ না করে **নিশ্চিতরূপে তাঁরা হতাশ হয়েছিলেন এবং নবীর প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের নবীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ওহুদ প্রান্তে ফেলে রেখে দিকভ্রান্ত অবস্থায় পালিয়ে যান।**

যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই,

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) বর্ণনায়:

"পলায়নরত লোকেরা যুদ্ধে এতই পরিশ্রান্ত ছিলেন যে, তাঁরা জানতেন না, তাঁরা কী করছেন (**পর্ব-৬০**)।"

'সেনারা আল্লাহর' নবীকে পরিত্যক্ত করে পালিয়ে যায়, কিছু লোক সূদুর আল-আ'ওয়াসের নিকটবর্তী আল-মুনাককা পর্যন্ত গমন করে। **ওসমান ইবনে আফফান** ও তাঁর সাথে ওকবা বিন উসমান এবং সা'দ বিন উসমান নামের দুইজন আনসার আল-আ'ওয়াসের নিকটবর্তী ও মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত সূদুর আল-জালাব পাহাড় পর্যন্ত গমন করে। তারা **সেখানে তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করে** ও তারপর আল্লাহর নবীর

কাছে ফিরে আসে। তারা দাবি করে যে, তিনি তাদের বলেছেন, **"সেই দিন তোমরা দিগদিগন্তে (far and wide) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলে।"'**

'মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন' এই খবরটি সা'দ বিন উসমানই (আনসার) প্রথম মদিনা-বাসীদের জানিয়েছিলেন। [1]

(Abu Jafar Al tabari says: 'The army had fled and abandoned the Messenger of God, some of them getting as far as al-Munaqqa, near al-A'was. **Uthman b. Affan** together with Uqbah b. Uthman and Sa'd b. Uthman, two men of the Ansar, fled as far as al-Jalab, a mountain in the neighborhood of Medina, near al-A'was. They stayed there for three days and then came back to the Messenger of God. They claimed that he said to them, "on that day you were scattered far and wide."') [1]

ইবনে কাথিরের (১৩০১-১৩৭৩ সাল) বর্ণনায়:

আল সূদদির (মৃত্যু ৭৪৫ সাল) রেফারেন্সে ইবনে কাথিরের বর্ণনা আল-তাবারীর বর্ণনারই অনুরূপ। [2]

('As-Suddi said, "When the disbelievers attacked Muslim lines during the battle of Uhud and defeated them, some Muslims ran away to Al-Madinah, while some of them went up Mount Uhud, to a rock and stood on it. On that, the Messenger of Allah kept heralding, `Come to me, O servants of Allah! Come to me, O servants of Allah!' Allah mentioned that the Muslims went up the Mount and that the Prophet called them to come back, and said, ((And remember) when you ran away without even casting a side glance at anyone, and the

Messenger was in your rear calling you back)." Similar was said by Ibn `Abbas, Qatadah, Ar-Rabi` and Ibn Zayd.)' [2]

সর্বোপরি, আল-আমীন উপাধিপ্রাপ্ত রাজসাক্ষী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনায়:

৩:১৫৩- "আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, অথচ রসূল ডাকছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পেছন দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন।"

>>> ওহুদ যুদ্ধ ক্ষেত্রের এমন এক পরিস্থিতিতে **যে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন** স্বাভাবিকভাবেই করা যেতে পারে তা হলো,

"সেই পরিস্থিতিতে ঠিক কতজন মুহাম্মদ-অনুসারী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না গিয়ে মুহাম্মদের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন?"

"আক্রান্ত মুহাম্মদ" পর্বের বিস্তারিত আলোচনা ও অন্যান্য উৎসের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে **আমরা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কিছুটা ধারণা পেতে পারি:**

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮) বর্ণনা:

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, আক্রান্ত অবস্থায় মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কাছে **("আল্লাহর কাছে নয়")** বেহেশতের প্রলোভন দেখিয়ে জীবন রক্ষার আবেদন করেন এই বলে:

"আমাদের জন্য কে তার জীবন বিক্রি করবে?"

তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন **মাত্র ছয় জন মুহাম্মদ অনুসারী; যাদের পাঁচ জনই হন নিহত এবং একজন গুরুতররূপে আহত** ও অল্প সময়ের মধ্যে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। **(পর্ব-৬১)**

ইবনে কাথিরের (১৩০১-১৩৭৩ সাল) বর্ণনা:

'আল-বুখারী যা নথিভুক্ত করেছেন, তা হলো কায়েস বিন আবি হাযিম বলেছেন, "আমি তালহার হাত দেখেছি, সেটি ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত; কারণ ওহুদ যুদ্ধের দিন তিনি নবীকে তা দিয়ে রক্ষা করেছিলেন।"

দু'টি সহি হাদিসে নথিভুক্ত আছে যে, আবু উসমান আন-নাহদি বলেছেন, "সেই দিন (ওহুদ) যখন আল্লাহর নবী যুদ্ধ করেছিলেন তখন নবীর সঙ্গে ছিলেন **শুধুমাত্র তালহা ইবনে ওবায়েদুল্লাহ ও সা'দ**।"' [3]

(Al-Bukhari recorded that Qays bin Abi Hazim said, "I saw Talhah's hand, it was paralyzed, because he shielded the Prophet with it.'' meaning on the day of Uhud. It is recorded in the Two Sahihs that Abu `Uthman An-Nahdi said, "On that day (Uhud) during which the Prophet fought, only Talhah bin `Ubaydullah and Sa`d remained with the Prophet.") [3]

>>> অর্থাৎ, "সেই পরিস্থিতিতে ঠিক কতজন মুহাম্মদ অনুসারী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না গিয়ে মুহাম্মদের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন?"

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব হলো দুই থেকে ছয় জন মুহাম্মদ অনুসারী; যাদের সবাই নিহত হয়েছিলেন!

ইবনে ইশাক বর্ণনায় আমরা আরও জেনেছি যে,

"আল্লাহর নবীকে রক্ষার জন্য মুসাব বিন উমায়ের যুদ্ধ চালিয়ে যান যতক্ষণে তাকে হত্যা করা হয়। যে ব্যক্তিটি তাকে হত্যা করে, তার নাম ইবনে কামিয়া আল-লেইথি, যে মনে করেছিল যে সেই [মুসাব] ছিল আল্লাহর নবী। তাই সে কুরাইশদের কাছে ফিরে আসে ও বলে, "আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি।"

ওহুদ যুদ্ধের যে-সময়টিতে মুহাম্মদ আহত ও আক্রান্ত হন, তখন মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁদের নবীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ওহুদ প্রান্তে ফেলে রেখে দিকভ্রান্ত অবস্থায় পালিয়ে যান; যে ঘটনার সাক্ষ্য হয়ে আছে মুহাম্মদের নিজেরই জবানবন্দী **(কুরান-৩:১৫৩)**।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহর নবীকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিলেন মুসাব এবং সেই অবস্থায়ই মুসাবকে হত্যা করে ইবনে কামিয়া আল-লেইথি। এমনই এক পরিস্থিতিতে কী ভাবে ইবনে কামিয়া মুসাবকে (নবীর বডি-গার্ডকে) মুহাম্মদ (নবী ভেবে) ভুল করতে পারেন? মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মক্কায় অবস্থান করেছিলেন সুদীর্ঘ **৫২ টি বছর** ও বিভিন্ন ঘটনাবহুল পরিস্থিতিতে সেখানে তাঁর ধর্মপ্রচার করেছেন দীর্ঘ ১২-১৩ টি বছর। ইবনে কামিয়া আল-লেইথি মুহাম্মদকে চিনতেন না, **এমন একটি দাবির গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু?**

তাছাড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে ইবনে কামিয়ার সঙ্গে ছিলেন আরও বহু কুরাইশ; **তাঁরাও কি মুহাম্মদকে চিনতেন না?**

কামিয়ার কাছ থেকে পাওয়া এমন একটি **"অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর"** পাওয়ার পর অন্যান্য **কুরাইশদের সেই স্থানে ছুটে যাওয়াই কি স্বাভাবিক ছিল না?**

"আমি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি" এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটির শোনার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে কুরাইশরা সেই খবরের সত্যতা যাচাই করার কোনো চেষ্টাই করেনি, **এমন বর্ণনা কতটা বিশ্বাসযোগ্য?**

বরং এটাই কি স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্পন্ন নয় যে, যুদ্ধের সেই পরিস্থিতিতে আহত ও আক্রান্ত মুহাম্মদকে ওহুদ প্রান্তে ফেলে রেখে তাঁর যে অনুসারীরা সবেগে পলায়ন করেছিলেন, "তাঁদেরই একজন" ধারণা করেছিলেন যে, কুরাইশদের আক্রমণে মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন ও এই গুজবটি অন্যান্যদের মধ্যে প্রচার করেছেন?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক আরও বর্ণনা করেছেন যে, আক্রান্ত মুহাম্মদকে রক্ষার জন্য যে ছয় জন মুহাম্মদ অনুসারী যুদ্ধরত ছিলেন, তাঁদের পাঁচ জন নিহত ও এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত (ও অল্প সময় পরে নিহত) হওয়ার পর,

"সেই মুহূর্তে কিছু সংখ্যক মুসলমান পুনরাগমন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে শত্রুদের দূরে তাড়িয়ে দেন (পর্ব- ৬১)।"

এ এক অতি আশ্চর্য বর্ণনা!

কারণ ওহুদ যুদ্ধে কুরাইশদের তিন হাজার সৈন্যের ২২ জন নিহত হয়। যদি আমরা ধরেও নিই যে এই ২২ জন সৈন্যের সবাই "উক্ত ঘটনাটির আগে" নিহত হয়েছিলেন, তথাপি সেই মুহূর্তে কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৯৭৮ জন। **তাঁদের সবাই তখন যুদ্ধের ময়দানে।** মুসলমানদের মত গনিমতের মাল আহরণ কিংবা অন্যান্য কাজে তাঁরা লিপ্ত ছিলেন না।

এমনই এক অবস্থায় দিকভ্রান্ত, পর্যুদস্ত, দিগ্বিদিক ছুটাছুটি অবস্থায় পলায়নরত কিছু মুহাম্মদ-অনুসারী পুনরায় ফিরে এসে ২৯৭৮ জন কুরাইশ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে মুহাম্মদকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন, **এমন কাহিনী আরব্য উপন্যাসের রূপকথাকেও হার মানায়!**

সুতরাং, প্রশ্ন হলো, "কী ঘটেছিল সেদিন?"

ওহুদ প্রান্তে সেদিন সত্যিই কী ঘটেছিল, তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু, যে-বিষয়টি আমরা সুনিশ্চিত ভাবে জানি তা হলো, **"মুহাম্মদের সম্মান ও প্রশংসার হানি হয়, এমন কোন বিষয়ে চিন্তা করাও ইসলামী মতবাদে নিষিদ্ধ;** আর তাঁর অসম্মান হয়, এমন কোনো বিষয়ের প্রচার ইসলামী মতবাদে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ।"

কিন্তু, ওপরে বর্ণিত সমস্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তই কি স্বাভাবিক নয় যে, "আহত ও আক্রান্ত মুহাম্মদ সেদিন তাঁর কিছু অতি বিশ্বস্ত অনুসারীদের সহায়তায় (যারা তাঁকে ফেলে তখনও পালিয়ে যাননি) নিজেও পালিয়ে বেঁচেছিলেন?”

>>> আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, ওহুদ যুদ্ধে আগত ৭০০ জন মুহাম্মদ-অনুসারীর ৭০ জনকে কুরাইশরা হত্যা করেন (পর্ব-৬৮)।

নিহতদের ৬৬ জনই ছিলেন আনসার, চার জন মুহাজির । নিহত আনসার ও মুহাজিরদের এই **"অত্যন্ত অসামঞ্জস্য অনুপাত"** প্রায় নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে যে, ওহুদ যুদ্ধে সেদিন কুরাইশদের সঙ্গে আনসাররাই মূলত: যুদ্ধ করেছিলেন; মুহাজিররা নয়।

অধিকাংশ মুহাজির সফলভাবে পলায়ন করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকে ও আল-তাবারীর বর্ণনায় **আমরা এই সত্য ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি।** আক্রান্ত মুহাম্মদকে রক্ষার জন্য যে ছয় জন অনুসারী এগিয়ে এসে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন **"তাঁদের পাঁচ জনই ছিলেন আনসার"।**

"— আনাস বিন আল-নাদির, **ওমর বিন আল-খাত্তাব** ও তালহা বিন ওবায়েদুল্লাহ ও তাদের সংগে অবস্থানরত মুহাজির ও আনসারদের কাছে আসেন; তারা ছিলেন বিমর্ষ। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, **"কী কারণে তোমরা এখানে বসে আছো?" (পর্ব-৬২)**

"ওসমান বিন আফফান পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন মদিনায় নিকটবর্তী পাহাড়ে; **ফিরে এসেছিলেন তিন দিন পর (ওপরে বর্ণিত)।"**

হ্যাঁ, তাই! আনসাররা যখন নবীকে রক্ষার জন্য জীবন বাজি রেখে কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তখন ওমর ইবনে খাত্তাব ও ওসমান ইবনে আফফান সহ অধিকাংশ মুহাজির নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছিলেন।

ওহুদ যুদ্ধ শেষে রণাঙ্গনের এমনই পরিস্থিতি ছিল যে, যুদ্ধে আগত কুরাইশ মহিলারা হিন্দ বিনতে ওতবার নেতৃত্বে **"বিনা বাধায়"** হামজা-সহ আরও কিছু মুহাম্মদ অনুসারীর কান ও নাক কেটে নিয়ে তা দিয়ে তাঁরা তৈরি করেন গলার হার, পায়ের মল ও কানের দুল এবং তারপর তাঁরা তা উৎসর্গ করেন সেই মানুষটিকে, যিনি তাঁদের প্রতিশোধস্পৃহা নিবৃত্ত করেছিলেন **(পর্ব-৬৪)।**

কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এ সকল ভীষণ পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেননি, এমন বিবেচনা অযৌক্তিক। আবু সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যদল যদি **"মুসলমানদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার"** অভিলাষী হতেন, তবে এমত পরিস্থিতিতে **মুসলমানদের চেয়ে প্রায় পাঁচ গুন বেশি সৈন্য-শক্তি মজুত থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের আক্রমণ না করে, তাঁদের সাথে শুধুমাত্র বাক্য বিনিময় করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতেন না।**

আবু সুফিয়ান ও তাঁর সহকারী কুরাইশরা এতটা নির্বোধ ছিলেন, এমনটি মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

সত্য হলো, উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরম দৃষ্টান্তের অধিকারী কুরাইশ সম্প্রদায় শুধুমাত্র ভিন্ন-ধর্মাবম্বলী হওয়ার কারণে কোনো ধর্মগুরু ও তাঁর অনুসারীদের নির্মূল করার মানসিকতার অধিকারী কখনোই ছিলেন না **(পর্ব: ৪০-৪৩)**; তাঁরা এসেছিলেন বদর যুদ্ধে তাঁদের প্রিয়জনদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এবং তা চরিতার্থ করে তাঁরা ফিরে গিয়েছিলেন।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪১১-১৪১২

[2] **ইবনে কাথিরের কুরান-তাফসীর**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=488&Itemid=46

[3] Ibid **ইবনে কাথির**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=46

৭০: ওহুদ যুদ্ধ -১৭: বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারে কলা-কৌশল! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ- চুয়াল্লিশ

ওহুদ যুদ্ধে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গৌরব কীভাবে ধূলিসাৎ হয়েছিল এবং তাঁর অধিকাংশ অনুসারীরা তাঁকে যুদ্ধ ময়দানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে ইতস্তত ও দিকভ্রান্ত অবস্থায় ঊর্ধ্বশ্বাসে কীভাবে পলায়ন করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

"হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রে কী কী দোষ ছিল এবং তিনি কী কী অন্যায় সাধন করেছেন?"

পৃথিবীর সকল মুহাম্মদ-অনুসারীদেরকে যদি কেউ এই অতি সাধারণ প্রশ্নটি করেন, তবে সেই **প্রশ্নকারী নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ-অনুসারীদের রোষানলের (পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়) শিকার হবেন।** কিন্তু জগতের যে কোনো মুহাম্মদ-অনুসারীকে যদি প্রশ্ন করা হয়,

"হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রে গুণাবলী কী কী এবং তিনি কী কী মহৎ কর্ম সাধন করেছেন?"

আমি নিশ্চিত যে, একজন অক্ষরজ্ঞানহীন সাধারণ মুহাম্মদ-অনুসারীও এই প্রশ্নের জবাবে সত্য-মিথ্যায় সমৃদ্ধ মুহাম্মদের অনেক **"মহিমাকীর্তন"** করতে পারবেন; একজন প্রাথমিক স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীও এ বিষয়ে পাঁচ-দশ পৃষ্ঠার রচনা লিখতে পারবেন; আর উচ্চশিক্ষিত ইসলামের অপণ্ডিত ও পণ্ডিতরা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা রচনা করতে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা ও বয়ান করতে পারবেন।

কিন্তু তাঁদেরকে যদি **"মাত্র দু'টি শব্দে (Word)"** মুহাম্মদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে বলা হয়, তাহলে তাঁদের অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিভিন্ন রকমের মহিমাময় শব্দ উদ্ধৃত করবেন। আর আমাকে যদি এই প্রশ্নটি করা হয়, তাহলে আমার নিঃসন্দেহ জবাব হবে,

"একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা (Devotion and Concentration)"।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সর্বদাই ছিলেন একনিষ্ঠ ও একাগ্র। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে নবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। **এটিই ছিল তাঁর অনুক্ষণের চিন্তা (Obsession) ও প্রচেষ্টা।** নবী-জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবহুল পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। ওহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, মুসলমানদের চরম বিপর্যয়ের সময় আল্লাহর নামে মুহাম্মদের প্রতিশ্রুত **ফেরেশতাকুলের আগমন ও আল্লাহর সাহায্যের দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার পর** মুহাম্মদ তাঁর "ভূলুণ্ঠিত নবী-গৌরব" পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন।

নিজে আহত ও পর্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও ওহুদ যুদ্ধের পরের দিন প্রত্যুষে **তিনি তাঁর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়** ঘোষক মারফত ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের কীভাবে আবু-সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা **"হামরা আল-আসাদ অভিযান পর্বে"** করা হয়েছে (পর্ব-৬৮)।

ঠিক কতজন অনুসারী তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, **তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা** মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আবু জাফর আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) তাঁদের বর্ণনার কোথাও উল্লেখ করেননি। **কিন্তু** ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে **এই উদ্দেশ্যে ৭০ জনকে বাছাই করেন** (৫:৫৯:৪০৪)। [1]

পৃথিবীর অধিকাংশ মুহাম্মদ-অনুসারীই ইমাম বুখারীর বর্ণনাকে কুরানের পরেই ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল বলে আখ্যায়িত করেন। তারই

ভিত্তিতে আমরা ধারণা করতে পারি যে, সেইদিন **মুহাম্মদ তাঁর ৭০ জন অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে ২৯৭৮ জন কুরাইশ সৈন্যকে অনুসরণ করেছিলেন।**

যে-সমস্ত ঐতিহাসিক মনে করেন যে মুহাম্মদের এই অভিযানটি **শত্রুপক্ষকে শক্তি প্রদর্শনের এক মুহাম্মাদী কৌশল,** তাঁরা, বোধ করি, ভুলে যান যে, আবু-সুফিয়ান ও তাঁর সৈন্যদল মুসলমানদের চরম বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেই ওহুদ প্রান্তর ত্যাগ করেছিলেন (**পর্ব-৬৯**)।

আর সেই ঘটনার পরদিন ৭০ জন বিপর্যস্ত ও পরাজিত অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে বিজিত ২৯৭৮ জন কুরাইশ সৈন্যকে মুহাম্মদের শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করতে যাওয়া যে "আবু-সুফিয়ান কে দেখানোর জন্য নয়", তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। মুহাম্মদের হামরা আল-আসাদ যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য - মুসলমানদের মনোবল চাঙা ও তাঁর নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

মুহাম্মদ ছিলেন এক পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালকের অবস্থান থেকে সমাজের 'সর্বময় কর্তা' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস কখনোই মসৃণ নয়। **মুহাম্মদের জীবনেও তা ছিল না।** তিনি তাঁর কর্মময় নবী-জীবনে বহু বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। আর সেই বাধাকে অতিক্রান্ত করার প্রচেষ্টায় তিনি বিভিন্ন কলা-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন।

উদ্দেশ্য সাধনের বাহন হিসাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন "তাঁর আল্লাহকে।" সেই আল্লাহর নামে তিনি (ও তাঁর অনুসারীদের সহায়তায়) রচনা করেছেন শ্লোক; শুনিয়েছেন সেই শ্লোকের বাণী তাঁর চারপাশের মানুষদের। **(পর্ব ১৭-১৯)।**

তাঁর আগ্রাসী প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের কটাক্ষ ও সমালোচনার জবাব প্রদানের বাহন হিসাবে তিনি তাঁর সৃষ্ট **"আল্লাহর নামে" রচনা করেছেন শ্লোক।** নিজের প্রাধান্য বিস্তার ও অনুসারীদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তিনি আল্লাহর নামে অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন; প্রতিপক্ষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ভীতি-প্রদর্শন, শাপ-অভিশাপ করেছেন

যথেচ্ছ; এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানেও আল্লাহর নামে রচনা করেছেন শ্লোক। **(পর্ব-১৬)**।

তাঁর নীতি ছিল, "The end justifies the means"।

তারই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে, লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে তিনি সর্বজনবিদিত **গর্হিত অপরাধকেও** (খুন, লুণ্ঠন, মুক্ত মানুষকে দাস-দাসীতে রূপান্তর, দাসী-ভোগ, ইত্যাদি) মহৎ কর্ম আখ্যা দিয়ে **"জেহাদ"** নামে তাঁর মতবাদে স্থান দিয়েছেন।

আল্লাহর নামে রচিত মুহাম্মদের এ সব শ্লোক স্বাভাবিকভাবেই রচিত হয়েছে **সর্বজনবিদিত কোনো বিষয়, তাঁর জানা কোনো বিষয় ও অনুমানের ভিত্তিতে**। **(পর্ব ১-৯)**।

অথবা সেসব রচিত হয়েছে তাঁরই জীবনের কোনো ঘটনা কিংবা তাঁর সমসাময়িক চারপাশের কোনো বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর।

অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করে তার ফলাফল জানার পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর আল্লাহর নামে "ওহী বার্তা" জনগণদের অবহিত করান।

ওহী নাজিলের এই প্রক্রিয়াতেই বদর যুদ্ধ শেষ ও তার ফলাফল নির্ধারিত হওয়ার পরে মুসলমানদের সফলতার কারণ হিসাবে মুহাম্মদ তাঁর কল্পিত আল্লাহর পরম করুণা ও অলৌকিকত্বের ঘোষণা দিয়ে দাবি করেছিলেন যে, তাঁর এই অলৌকিক সফলতাই হলো তাঁর সত্যবাদিতা আর কুরাইশদের মিথ্যাচারের প্রমাণ।

আর ওহুদ যুদ্ধ শেষ ও তার ফলাফল নির্ধারিত হওয়ার পরে মুসলমানদের চরম বিফলতার কারণ হিসাবে মুহাম্মদ তাঁর কল্পিত আল্লাহর নামে, **"একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া (৩:১৬৫) মুহাম্মদ তাঁর এই পরাজয়ের সম্পূর্ণ দায়ভার তাঁর অনুসারীদের ওপর আরোপ করেন।"**

তিনি দাবি করেন যে,

"---এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান।-- (৩:১৪০)।"

এই দাবি প্রমাণের জন্য মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে কমপক্ষে ৬০ টি বাণী অবতারণা করেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮) বর্ণনা:

"মুহাম্মদ বিন ইশাক আল-মুত্তালিবি হইতে > যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল বাক্কাই হইতে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক বিন হিশাম আমাদের জানিয়েছেন: **ওহুদ যুদ্ধের দিন যা ঘটেছিল, তারই বর্ণনা ও তীব্র তিরস্কারযোগ্য ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে আল্লাহপাক সুরা ইমরানে ৬০ টি আয়াত নাজিল করে।"** [2] [3]

>>> আর, সেই বাণীগুলোর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন কলা-কৌশলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে,

"তাঁর অনুসারীদের ইমানের দুর্বলতার কারণেই এই চরম বিপর্যয় ও পরাজয় ঘটেছে!"

তারপর তিনি তাঁর অনুসারীদের আহ্বান করেন যে, **তারা যেন তাদের সেই ইমানের দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়ে আল্লাহ "এবং" তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে।**

আল্লাহর নামে তিনি তাঁর অনুসারীদের বিভিন্ন সান্ত্বনার বাণী শোনান; হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন করেন; করেন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে **বিষোদগার** ও তাঁর শক্তিমত্তার **আস্ফালন;** তাদেরকে বেহেশতের **প্রলোভন** দেন ও দাবি করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে যারা নিহত, তারা মৃত নয়, বরং তারা জীবিত এবং আল্লাহর দরবারে তারা এখন অনন্ত সুখে অবস্থান করছেন **এবং সর্বোপরি**,

"আল্লাহর নামে নিজেই নিজের যথেচ্ছ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে নিজেই নিজের কর্তৃত্বের অনুমোদন দেন।"

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর ভাষায় সেই বাণীগুলো হলো:

"তিনি" পরিজনদের কাছ থেকে বের হলেন:

৩:১২১ - আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ সব বিষয়েই শোনেন এবং জানেন।

ফেরেশতার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান ও তা মিথ্যা প্রমাণিত:

৩:১২২-১২৪ - যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। (১২৩)- **বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল।** কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। (১২৪)- আপনি যখন বলতে লাগলেন

মুমিনগণকে-তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, **তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন।**

৩:১২৫ - অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, **তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।**

>>> মুহাম্মদ এই বাণীগুলো কোন যুদ্ধ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন, সে ব্যাপারে ইসলামের পণ্ডিতরা একমত নন। এক পক্ষ মনে করেন যে, মুহাম্মদের এই বাণী বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত।

অপর পক্ষ মনে করেন যে, এই বাণীগুলো বদর যুদ্ধের উদাহরণ টেনে ওহুদ যুদ্ধে দেয়া মুহাম্মদের প্রতিশ্রুতি **(৩:১২৪)**।

কিন্তু ওহুদ যুদ্ধে যখন মুহাম্মদের সেই দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয় ও মুসলমানদের চরম পরাজয় ঘটে, তখন তিনি দাবী করেন যে, এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল শর্তসাপেক্ষ (৩:১২৫); যেহেতু তাঁর অনুসারীরা ধৈর্যধারণ না করে পলায়ন করেছিলেন, তাই কোনো সাহায্য আসেনি। [4][5]

যার সরল অর্থ হলো - মুহাম্মদ তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হওয়ার দায়ভার চাপাচ্ছেন তাঁর অনুসারীদের উপর।

তারপর, তাঁর অনুসারীদের সান্ত্বনা ও প্রতিপক্ষকে অভিশাপ বর্ষণ:

৩:১২৬-১২৭ - বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে, **যাতে ধ্বংস করে দেন কোন কোন কাফেরকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন**-যেন ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়।

তারপর, আল্লাহর নামে তাঁর আস্ফালন:

৩:১২৮-১২৯ - **হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই।** কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর। (১২৯)-আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সেসবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়।

মাঝে মাঝে ভাল উপদেশ:

৩:১৩০ - হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।

তারপর, ভীতি প্রদর্শন:

৩:১৩১ - **এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।**

তারপর, তাঁর বশ্যতা স্বীকার করার আহ্বান ও প্রলোভন দান:

৩:১৩২-১৩৩ - **আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ এবং রসূলের, যাতে** তোমাদের উপর রহমত করা হয়। (১৩৩)-তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং **জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন**, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।

মাঝে মাঝে আবারও ভাল উপদেশ:

৩:১৩৪-১৩৫ - যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (১৩৫) - তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।

আবারও প্রলোভন প্রদর্শন:

৩:১৩৬ - তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও **জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল।** যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান।

আবারও ভীতি প্রদর্শন:

৩:১৩৭-১৩৮ - তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে **তাদের পরিণতি কি হয়েছে।** (১৩৮) -এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী।

আবারও সান্ত্বনা দান:

৩:১৩৯ - **আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না।** যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।

তারপর, পরাজয়ের "অজুহাত" প্রদর্শন:

৩:১৪০ - তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। **এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান।**

আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।

>>> "এভাবে আল্লাহ জানতে চান"! মানেটা কী? আল্লাহ কি আগে জানতেন না কারা ইমানদার? এই অনন্ত মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে (যদি থাকে) নিয়ে মুহাম্মদের কী অদ্ভুত ও শোচনীয় তামাশা!

অজুহাতের পর অজুহাত:

৩:১৪১ - **আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান** এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে চান।

তারপর অনুসারীদের উপর আবারও তাঁর ব্যর্থতার দায়ভার চাপানোর চেষ্টা:

৩:১৪২-১৪৪ - **তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।** (১৪৩)- আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ। (১৪৪)- আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। **তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে?** বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।

আল্লাহর নামে তাঁর আস্ফালন:

৩:১৪৫- আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না-সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে-যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো

তারপর, খুন ও যুদ্ধের (জেহাদ) উৎসাহ প্রদান ও প্রলোভন প্রদর্শন:

৩:১৪৬-১৫০ - **আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে;** আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও

যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (১৪৭)-তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর। (১৪৮)-অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (১৪৯)- হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীণ হয়ে পড়বে। (১৫০) -বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।

তারপর, প্রতিপক্ষকে মুহাম্মদের হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন:

৩:১৫১: - **খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো।** কারণ, ওরা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোন সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর **ওদের ঠিকানা হলো দোযখের আগুন।** বস্তুতঃ জালেমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

তারপর, খুনের উৎসাহ প্রদান ও ব্যর্থতার দায়ভার অনুসারীদের উপর চাপানোর চেষ্টা:

৩:১৫২ - আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন **তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে।** এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর **কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ,** তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে **যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন।** বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

অনুসারীরা তাঁকে পরিত্যক্ত অবস্থায় কী ভাবে ফেলে গিয়েছিলেন তার বর্ণনা (পর্ব-৬৯):

৩:১৫৩- **আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, অথচ রসূল ডাকছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পেছন দিক**

থেকে। অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীণ হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন।

৩:১৫৪:

অলৌকিক কিচ্ছার অবতারণা (পর্ব: ২৩-২৫):

"অতঃপর তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মত। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল"।

তারপর, অনুসারীদের উপর আবারও তাঁর ব্যর্থতার দায়ভার চাপানোর চেষ্টা:

"আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মুর্খদের মত। তারা বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে-তোমার নিকট প্রকাশ করে না সে সবও। **তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।**

তারপর, নো সেন্স ও ননসেন্স কথাবার্তা (পর্ব-২২)!

"তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে। **তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা** আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ মনের গোপন বিষয় জানেন।

তারপর, আবারও তাঁর ব্যর্থতার দায়ভার অনুসারীদের উপর চাপানোর চেষ্টা:

৩:১৫৫ - তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল **শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন।**

তারপর, আবারও খুন ও যুদ্ধের (জেহাদ) উৎসাহ প্রদান ও প্রলোভন প্রদর্শন:

৩:১৫৬-১৫৮ - **হে ঈমাণদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে** এবং নিজেদের ভাই বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জেহাদে যায়,

তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না আহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন। (১৫৭) **আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।** (১৫৮) -আর তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহতই হও, অবশ্য আল্লাহ তা'আলার সামনেই সমবেত হবে।

মুহাম্মদ নিজেই নিজের গুণকীর্তন করেন ও তাঁর কর্তৃত্বের অনুমোদন দেন:

৩:১৫৯- **আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন** পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। **কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন।** অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন।

তারপর, আবারও খুন ও যুদ্ধের উৎসাহ প্রদান:

৩:১৬০-১৬৩: যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? **আর আল্লাহর ওপরই মুসলমানগনের ভরসা করা উচিত।** (১৬১)- আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। আর যে লোক গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে আসবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। (১৬২)- যে লোক আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত, সে কি ঐ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহর রোষ অর্জন করেছে? **বস্তুতঃ তার ঠিকানা হল দোযখ। আর**

তা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান! (১৬৩)- আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের আর আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে।

আবারও মুহাম্মদের নিজেই নিজের গুণকীর্তন:

৩:১৬৪- **আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন।** তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।

পরাজয়ের কারণ, "মুহাম্মদের ভুল" - বদর যুদ্ধে বন্দীদের খুন না করে মুক্তিপণ গ্রহণ:

৩:১৬৫- যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসে পৌছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌছে গিয়েছ, **তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌছেছে তোমারই পক্ষ থেকে।** নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল।

>>> 'ইবনে আবি হাতিম নথিভুক্ত করেছেন যে, ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, "বদর যুদ্ধের এক বছর পর যখন ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন মুসলমানেরা শাস্তি ভোগ করে **এই কারণে যে, তারা বন্দীদের মুক্তির জন্য অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছিল"। (পর্ব-৩৬)।**

উপরন্তু, মুহাম্মদ বিন ইশাক, ইবনে জুরায়েজ, আর-রাবি বিন আনাস এবং আস-সুদদি বলেন যে, এই আয়াতটির (বলো, "এটি তোমারই নিজের পক্ষ থেকে") মানে হলো, কারণ তোমরা তীরন্দাজরা আল্লাহর নবীর হুকুম অমান্য করে সেই স্থান পরিত্যাগ করেছিলে।' [6][7]

তারপর, আবারও তাঁর ব্যর্থতার দায়ভার অনুসারীদের ওপর চাপানোর চেষ্টা:

৩:১৬৬-১৬৭- আর যেদিন দু'দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে **এবং তা এজন্য যে, তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়। (১৬৭)- এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা**

মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। **তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।** সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে বস্তুতঃআল্লাহ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।

>>> এখানে মুহাম্মদ তাঁর পরাজয়ের দায়ভার 'আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তাঁর অনুসারীদের' ওপর চাপানোর চেষ্টা করছেন। আবদুল্লাহ বিন উবাই মদিনা ছেড়ে আগ বাড়িয়ে ওহুদ প্রান্তে গিয়ে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে জড়াতে রাজী ছিলেন না (পর্ব-৫৫)।[8]

কিন্তু, মুহাম্মদের এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয় এই কারণে যে, বদর যুদ্ধেও কিছু মুহাম্মদ-অনুসারী যুদ্ধে জড়াতে চাননি (পর্ব-৩০); তা সত্ত্বেও মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, মুহাম্মদের দাবিকৃত "ফেরেশতাকুলের সাহায্যে।"

মুহাম্মদের ভাষায়:

৮:৫-৭ - যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, **অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। (৬)- তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে,** তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। (৭) -আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে।[9][10]

আবারও নো সেন্স ও ননসেন্স কথাবার্তা!

৩:১৬৮-১৬৯ - ওরা হলো যে সব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। **তাদেরকে বলে দিন, এবার**

তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

আবারও প্রলোভন প্রদর্শন:

৩:১৬৯-১৭১ - আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং **তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।** (১৭০)- **আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে।** আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয় ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। (১৭১) -আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ, ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।

তারপর, হামরা আল-আসাদ অভিযান প্রসঙ্গে মুহাম্মদের বক্তব্য:

৩:১৭২-১৭৫ - যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। (১৭৩)-যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। (১৭৪)-অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, **তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না।** তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। (১৭৫)- **এরা যে রয়েছে, এরাই হলে শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে।** সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।

আবারও ভীতি প্রদর্শন:

৩:১৭৬ -১৭৭- আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমাদিগকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। তারা আল্লাহ তা'আলার কোন কিছুই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না।

আখেরাতে তাদেরকে কোন কল্যাণ দান না করাই আল্লাহর ইচ্ছা। **বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি।** (১৭৭)- যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ তা'আলার কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর **তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।**

আবারও নো সেন্স ও ননসেন্স কথাবার্তা ও ভীতি প্রদর্শন:

৩:১৭৮ - কাফেররা যেন মনে না করে যে আমি যে, অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। **আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে।** বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি।

পরিশেষে, মুহাম্মদের নিজেই নিজের কর্তৃত্বের অনুমোদন দান ও প্রলোভন প্রদর্শন:

৩:১৭৯- নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ, আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়বের সংবাদ দেবেন। **কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রসূল গণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর ওপর এবং তাঁর রসূলগণের ওপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন কর।** বস্তুতঃ তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহেযগারীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাক, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **Sahi Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 404:**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5651-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-404.html

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৩৯১-৪০১

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] ইবনে কাথিরের (১৩০১-১৩৭৩ সাল) কুরান-তাফসীর http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=498&Itemid=46#1

[4] Ibid ইবনে কাথিরের (১৩০১-১৩৭৩ সাল) কুরান-তাফসীর http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=494&Itemid=46

[5] তাফসীর যালালীন ও অন্যান্য: http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=3&tAyahNo=124&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[6] Ibid ইবনে কাথিরের (১৩০১-১৩৭৩ সাল) কুরান-তাফসীর http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=477&Itemid=46

[7] Sahi Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 375: http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5680-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-375.html

[8] Sahi Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 380: http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5675-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-380.html

[9] Ibid ইবনে কাথিরের (১৩০১-১৩৭৩ সাল) কুরান-তাফসীর http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1565&Itemid=63#1

[10] তাফসীর যালালীন ও অন্যান্য: http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=8&tAyahNo=5&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

৭১: ওহুদ যুদ্ধ– ১৮ (শেষ পর্ব): বন্দী হত্যা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পঁয়তাল্লিশ

ওহুদ যুদ্ধে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবী-গৌরব কীভাবে ধূলিস্যাৎ হয়েছিল এবং তিনি তাঁর সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের কী কী কলা-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের দু'টি পর্বে করা হয়েছে।

ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, **ওহুদ যুদ্ধ শেষ ও হামরা আল-আসাদ অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুহাম্মদের আদেশে তিন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।**

সেই তিন ব্যক্তির নাম:

১) মুয়াবিয়া বিন আল-মুঘিরা (Muawiya bin al-Mughira),

২) আবু আজযা আমর বিন আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন উহায়েব বিন হাদিফা বিন জুমাহ (Abu Azza al-Jumahi), এবং

৩) আল-হারিথ বিন সুয়ায়েদ বিন সামিত (Al-Harith b. Suwayd b. Samit)

মুয়াবিয়া বিন আল-মুঘিরা ও আবু আজযা আল-জুমাহি হত্যাকাণ্ডের উপাখ্যান মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের বর্ণনায় অনুপস্থিত। **কিন্তু** ইবনে হিশাম, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদি তা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে।

মুয়াবিয়া বিন আল-মুঘিরা এবং আবু আজযা আল-জুমাহি কে খুন:

ইবনে হিশাম (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) ও আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) বর্ণনা:

'আবু উবায়েদা বলেন:

"তাঁর সেই অভিযানের [হামরা আল-আসাদ] প্রাক্কালে, মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে, তিনি মুয়াবিয়া বিন আল-মুঘিরা ও আবু আযযাহ আল-জুমাহি-কে পাকড়াও করেন। মুয়াবিয়া বিন আল-মুঘিরা ছিল আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নানা, তাঁর মা আয়েশার বাবা। সে ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল। বলা হয়, যায়েদ বিন হারিথা ও আম্মার বিন ইয়াসির তাকে হত্যা করে।

ওসমান বিন আফফানের কাছে সে আশ্রয় নেয়। **ওসমান বিন আফফান আল্লাহর নবীর কাছে তার নিরাপত্তার আবেদন করে এবং তিনি তা মঞ্জুর করেন এই শর্তে যে, তিন দিন পর যদি তাকে পাওয়া যায়, তবে তাকে যেন খুন করা হয়।**

সে সেখানে তিন দিনের বেশি অবস্থান করে ও নিজেকে লুকিয়ে রাখে। আল্লাহর নবী তাঁর সেই দুইজন অনুসারীকে পাঠান ও বলেন, "তাকে তোমরা এই এই জায়গায় পাবে।" তারা তাকে সেখানে পায় ও হত্যা করে (আল তাবারী: **সে মক্কায় ফিরে যাওয়ার সময় রাস্তা ভুল করে এবং তিন দিন শেষ হওয়ার পর কিছু মুসলমানের হাতে ধরা পড়ে ও খুন হয়)।'** [1][2]

'আল্লাহর নবী আবু আজযা আমর বিন আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন উহায়েব বিন হাদিফা বিন জুমাহ-কে ও পাকড়াও করেন। আল্লাহর নবী তাকে বদর যুদ্ধে বন্দী করেছিলেন এবং সে পাঁচ কন্যার জনক ও দরিদ্র বিধায় বিনা মুক্তিপণেই তাকে তিনি এই শর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন যে, সে আর তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না **(পর্ব-৩৭)**।[3]

ওহুদ যুদ্ধের আগে, মক্কায় সাফওয়ান বিন উমাইয়া (Safwan b. Umayya) নামের এক নেতা তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাতে রাজি করান এই শর্তে যে, তিনি তাকে সমৃদ্ধশালী (Enrich) করবেন; আর যদি সে যুদ্ধে নিহত হয়, তবে তিনি তার কন্যাদের করবেন সমৃদ্ধশালী। মুসলমানদের হাতে সে কীভাবে ধরা পড়েছিল, তার কোনো বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। [4][5]

সে আল্লাহর নবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু তিনি বলেন, “এর পর তুই মক্কায় গিয়ে আর কখনোই যেন গালে হাত বোলাতে না পারিস ও বলিস, ‘আমি মুহাম্মদকে দুইবার ধোঁকা দিয়েছি’; **যুবায়ের, তার গর্দান নাও” এবং যুবায়ের তা-ই করে।’**

আমি শুনেছি, সায়েদ বিন আল-মুসায়েব হইতে বর্ণিত আছে যে আল্লাহর নবী তাকে বলেন, "বিশ্বাসীদের উচিত নয় যে, তারা একই সর্প দ্বারা দুইবার দংশিত হয়। **হে আসিম বিন থাবিত, এর কল্লা কেটে ফেল," এবং সে তা-ই করে।** [1][6]

আল-হারিথ বিন সুয়ায়েদ বিন সামিত কে খুন:

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

'আল-হারিথ বিন সুয়ায়েদ বিন সামিত ছিল এক মুনাফিক। সে মুসলমানদের সাথে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যখন সৈন্যরা যুদ্ধ শুরু করে তখন সে আল মুজাধধার বিন ধায়াদ আল-বালায়ি-কে আক্রমণ করে ও হত্যা করে।

তারপর সে মক্কায় কুরাইশদের সাথে যোগদান করে। তখন আল্লাহর নবী ওমরকে হুকুম করেন যে, যদি সে তাকে ধরতে পারে, তবে সে যেন তাকে খুন করে। কিন্তু সে তাকে [ওমর] এড়িয়ে মক্কায় পলায়ন করে।

তারপর সে তার ভাই আল-জুলাসের কাছে এই কামনা করে খবর পাঠায় যে, তাকে যেন ক্ষমা করা হয়, যাতে সে তার লোকজনদের সাথে মিলিত হতে পারে। আল-আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলা হয়েছে যে, এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাজিল করে,

৩:৮৬ - 'কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়েছে। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।' [7]

ইবনে হিশামের (মৃত্যু ৮৩৩ সাল) বর্ণনা:

'আল-হারিথ বিন সুয়ায়েদ যে কারণে আল মুজাধধার কে হত্যা করেছিল তা হলো আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত বিচ্ছিন্ন লড়াই গুলোর একটিতে **সে তার পিতা সুয়ায়েদ কে খুন করেছিল।**

যখন আল্লাহর নবী তাঁর কিছু অনুসারীদের সাথে ছিলেন, তখন হঠাৎ আল-হারিথ মদিনার একটি বাগান থেকে রক্তের দাগ লাগা পোষাকে বের হয়ে আসে। **আল্লাহর নবী ওসমান কে তার কল্লা কাটার হুকুম দেন।** অন্যেরা বলে, সেটি ছিল একজন আনসার, যে এই কাজটি করেছিল।' [8]

[এই আঠারটি পর্বে বর্ণিত ওহুদ যুদ্ধের সকল তথ্যসূত্র (References) ইসলামের ইতিহাসের আদি-উৎসের (Primary Sources of annals of Islam) ইংরেজি অনুবাদ থেকে সরাসরি অনূদিত: অনুবাদ, লেখক। (9)]

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৩১

[2] **অনুরূপ বর্ণনা: "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২)**,ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৩২-৩৩৪

[3] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৩১৭**

[4] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ৩৭০**

[5] **Ibid আল-তাবারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৮৫**

[6] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৬১৮, পৃষ্ঠা ৭৫৭

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[7] **Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, ৩৮৪**

[8] **Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ", ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৬০৭ - পৃষ্ঠা ৭৫৫-৭৫৬**

[9] ওহুদ যুদ্ধের বর্ণনার আদি-উৎস:

Ibid মুহাম্মদ ইবনে ইশাক পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৯১;

Ibid আল-তাবারী, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৮৪ -১৪৩১;

"কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির" – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), ভলুউম ২, পার্ট-১, পৃষ্ঠা-৪২-৪৯;

http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন **১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১৯৯-৩৩৪; ইংরেজি অনুবাদ:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ৯৯-১৬২

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi

ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ সাল):

"Do not leave this place--"

Volume 5, Book 59, Number 375:

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5680-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-375.html

Volume 4, Book 52, Number 276

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3491-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-276.html

The companions of the Prophet were divided into two groups

Volume 5, Book 59, Number 380:

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5675-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-380.html

Volume 3, Book 30, Number 108:

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/63-Sahih%20Bukhari%20Book%2030.%20Virtues%20Of%20Madina/2320-sahih-bukhari-volume-003-book-030-hadith-number-108.html

Broken canine tooth- 'Allah's Wrath has become severe'

Volume 5, Book 59, Number 400-403:

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5655-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-400.html

'Who will go on their (i.e. pagans') track?' He then selected seventy men (Q: 3:172)

Volume 5, Book 59, Number 404:

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5651-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-404.html

Ansar had more martyrs than any body else - seventy on the day of Uhud:

Volume 5, Book 59, Number 405:

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5650-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-405.html

কুরান: সুরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩:১২১-১৭৯

ইবনে কাথিরের (১৩০১-১৩৭৩ সাল) কুরান তফসীর

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=498&Itemid=46#1

তাফসীর যালালীন (১৪৫৯-১৫০৫)

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=3&tAyahNo=121&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

৭২: আল-রাজী দিবস (The day of Al-Raji)!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ- ছেচল্লিশ
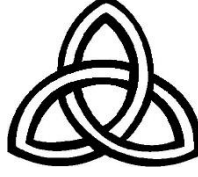
ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহৎ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ওহুদ যুদ্ধ কী কারণে সংঘটিত হয়েছিল; ওহুদ যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এক-তৃতীয়াংশ অনুসারী যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে মাঝপথ থেকে কী কারণে মদিনা প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছার আগে পথিমধ্যেই এক অন্ধকে মুহাম্মদ অনুসারীরা কী কারণে খুন করেছিলেন; এই যুদ্ধে ইহুদিদের ভূমিকা কী ছিল; মুসলমানরা যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার পরেও কী কারণে তাদের চরম পরাজয় ঘটেছিল; এই যুদ্ধে মুহাম্মদ নিজেও কীভাবে আক্রান্ত ও শারীরিক আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন; বহু কুরাইশের হত্যাকারী হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব-কে ওয়াহাশি নামের এক ক্রীতদাস বর্শার আঘাতে নির্মমভাবে কীভাবে হত্যা করে কুরাইশের প্রতিশোধস্পৃহা নিবৃত্ত করেছিলেন; হিন্দ বিনতে ওতবা প্রতিশোধ স্পৃহায় মৃত হামজার পেট চিড়ে কলিজা কেটে বের করে তার কিছু অংশ কীভাবে চিবানোর চেষ্টা করেছিলেন ও তাঁর সহকারী মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে হামজা ও অন্যান্য কিছু মৃত মুহাম্মদ-অনুসারীদের কান ও নাক কেটে তা দিয়ে গলার হার, পায়ের মল ও কানের দুল তৈরি করে সেগুলো তাঁরা ওয়াহাশিকে উৎসর্গ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন; সমবয়সী চাচা হামজার এই করুণ পরিণতিতে শোকাহত মুহাম্মদ কী রূপে তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশ ও ক্রন্দন করেছিলেন; এই যুদ্ধে মুহাম্মদের নবী গৌরব কীভাবে ধূলিস্যাৎ হয়েছিল এবং তিনি তাঁর সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের কী কী কলা-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন; যুদ্ধ শেষে

মুহাম্মদের নির্দেশে তিন ব্যক্তিকে কী কারণে খুন করা হয়েছিল - ইত্যাদি বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা গত আঠারটি পর্বে করা হয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধের মাস চারেক পরে (জুলাই-আগস্ট, ৬২৫ সাল) আদাল ও আল-কারা (Adal and al-Qara) গোত্রের কিছু লোক মুহাম্মদের কাছে এসে ঘোষণা দেয় যে, তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা মুহাম্মদের কাছে অনুরোধ করে, তিনি যেন তাদের এলাকার লোকদের কুরান শিক্ষা ও ইসলামের আদেশ নিষেধ শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁর কিছু অনুসারীকে তাদের সঙ্গে পাঠান।

মুহাম্মদ তাঁর ছয়জন অনুসারীকে তাদের সঙ্গে পাঠান। কিন্তু পথিমধ্যে **'আল-রাজী'** নামক স্থানে ঐ লোকেরা হুদায়েল (Hudhayl) গোত্রের কিছু লোককে ডেকে নিয়ে মুহাম্মদ-অনুসারীদের ওপর হামলা চালায়। তারা তাদের তিনজনকে সেখানেই খুন করে ও আল-যাহরান নামক স্থানে খুন করে আরও একজনকে।

বাকি দুইজন মুহাম্মদ অনুসারীকে তারা ধরে নিয়ে আসে মক্কায়। **পিতৃহত্যার প্রতিশোধস্পৃহায় হুজায়ের বিন আবু ইহাব আল-তামিমি ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া নামক দুই কুরাইশ তাদেরকে কিনে নিয়ে হত্যা করে।**

ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), ইবনে হিশাম ও আল-তাবারীর বর্ণনা: [1][2][3]

আসিম বিন উমর বিন কাতাদা (Asim b. 'Umar b.Qatada) হইতে > মুহাম্মদ ইবনে ইশাক হইতে > জিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই হইতে > আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক বিন হিশাম: [4]

'ওহুদ যুদ্ধের পরে কিছু আদাল ও আল-কারা গোত্রবাসী আল্লাহর নবীর কাছে আসে। তারা বলে যে, তাদের কিছু লোক ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তারা তাঁকে তাঁর কিছু অনুসারীকে তাদের এলাকার জনগণকে কুরান শিক্ষা ও ইসলামের আদেশ নিষেধ শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের সঙ্গে পাঠানোর অনুরোধ করে।

আল্লাহর নবী এই ছয়জন অনুসারীকে তাদের সঙ্গে পাঠান:

মারথাদ বিন আবু মারথাদ আল-ঘানায়ি - হামজার এক মিত্র;

খালিদ বিন আল-বুকায়ের আল-লেইথি - বানু আদি বিন কাব গোত্রের এক মিত্র;
আসিম বিন থাবিত বিন আবুল-আকলাহ - বানু আমর বিন আউফ বিন মালিক বিন আল-আউস গোত্রের এক ভাই;
খুবায়েব বিন আদি (Khubayb b. 'Adiy) - বানু জাহজাবা বিন কুলফা বিন আমর বিন আউফ গোত্রের এক ভাই;
যায়েদ বিন আল-দাথিননা বিন মুয়াবিয়া (Zayd b. al-Dathinna) - বানু বায়েদা বিন আমর বিন যুরায়েক বিন আবদু হারিথা বিন মালিক বিন ঘাদব বিন জুশাম বিন আল-খাযরাজ গোত্রের এক ভাই; এবং
আবদুল্লাহ বিন তারিক - বানু জাফর বিন আল-খাযরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আল-আউস গোত্রের এক মিত্র।
আল্লাহর নবী মারথাদ-কে তাদের নেতৃত্বে নিয়োগ করেন। দলটি যখন হিজাজের আল-হাদার (আসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থান) উপরি ভাগের এক জেলায় অবস্থিত **'আল-রাজী'** নামক স্থানে আসে, যেটি ছিল হুদায়েল গোত্রের জল-স্থান (Watering-place), তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে হুদায়েল গোত্রের (Hudhayl) কিছু লোককে ডেকে নিয়ে আসে।
যখন তারা প্রহরীবিহীন অবস্থায় মালপত্র নিয়ে বসে ছিল, তখন ঐ লোকেরা হাতে তরবারি উঁচিয়ে হঠাৎ তাদেরকে আক্রমণ করে। ফলে তারাও তরবারি নিয়ে ঐ লোকদের সাথে লড়াইয়ে প্রস্তুত হয়।
কিন্তু ঐ লোকেরা বলে যে, তাদেরকে হত্যা করার কোনো উদ্দেশ্যই তাদের নেই; উদ্দেশ্য হলো - তাদেরকে দিয়ে মক্কাবাসীদের কাছ থেকে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করা। ঐ লোকেরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলে যে, তারা তাদেরকে হত্যা করবে না।
মারথাদ, খালিদ ও আসিম বলে, "আল্লাহর কসম, আমরা কখনোই মুশরিকদের (Polytheist) কোন প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি মেনে নেব না।" তারপর তারা ঐ লোকদের সাথে লড়াই করতে থাকে যতক্ষণে না **তাদের সবাই মৃত্যুবরণ করে।**

আসিম-কে হত্যার পর হুদায়েলের ঐ লোকেরা তার কল্লাটি (Head) নিয়ে গিয়ে **সুলাফা বিনতে সা'দ বিনতে সুহায়েদ (Sulafa d. Sa'd d. Shuhayd)-এর কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিল। কারণ ওহুদ যুদ্ধে যখন সে [আসিম] তাঁর দুই সন্তানকে খুন করে তখন তিনি [সুলাফা] প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি কখনো তিনি তার কল্লাটি পান, তবে সেই মাথার খুলিতে করে তিনি মদ্যপান করবেন;** কিন্তু ভীমরুল (Hornet) তাকে রক্ষা করে।

(আল-তাবারী: **সুলাফা** ছিলেন আবদ আল-দার গোত্রের তালহা বিন আবি তালহার স্ত্রী, যে গোত্রটি মক্কার যুদ্ধ-ঝাণ্ডা রক্ষার দায়িত্বে। এই যুদ্ধ-ঝাণ্ডা রক্ষার দায়িত্ব পালন কালে তালহা ও **তার চার ছেলে সন্তান খুন হয়।**)

যখন তার লাশ ও তাদের মধ্যে ভীমরুল আসে, তারা বলে, "তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রেখে দাও, যখন ভীমরুল তাকে ছেড়ে চলে যাবে, তখন আমরা তার কল্লাটি নিতে পারবো।" কিন্তু আল্লাহ সেই পাথুরে নদী খাতে বন্যা প্রেরণ করে এবং তা আসিমের মৃতদেহ দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

যায়েদ, খুবায়েব ও আবদুল্লাহ বিন তারিক ছিল দুর্বল প্রকৃতির এবং তারা জীবন বাঁচানোর চেষ্টায় **তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ঐ লোকেরা তাদেরকে বন্দী করে বিক্রির জন্য মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করে।**

যখন তারা আল-যাহরান (al-Zahran) নামক স্থানে, আবদুল্লাহ তার বন্দীদশা শিথিল করে এবং তার তরবারি টেনে বের করে। **কিন্তু তারা তার কাছ থেকে পিছু হঠে গিয়ে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে, যতক্ষণে না তার মৃত্যু হয়।**

খুবায়েব ও যায়েদ কে তারা মক্কায় ধরে নিয়ে আসে।

হুজায়ের বিন আবু ইহাব আল-তামিমি নামের বানু নওফল গোত্রের এক মিত্র, উকবা বিন আল-হারিথ বিন আমির বিন নওফলের জন্য **খুবায়েব-কে ক্রয় করেন; যাতে উকবা বিন আল-হারিথ তাকে হত্যা করে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে।** আবু ইহাব ছিলেন আল-হারিথ বিন আমিরের ভাই, তারা ছিলেন একই মায়ের সন্তান।

সাফওয়ান বিন উমাইয়া তাঁর পিতা উমাইয়া বিন খালাফের খুনের প্রতিশোধস্পৃহায় যায়েদকে হত্যা করার জন্য ক্রয় করে। সাফওয়ান তাকে নিসটাস নামের তার কাছ থেকেই মুক্তিপ্রাপ্ত এক দাসের (freedman) সাথে আল-তানিমে পাঠান এবং তারা তাকে হত্যার জন্য হারাম থেকে বাহিরে নিয়ে আসে।

নিসটাস তাকে হত্যা করে।

তারপর তারা খুবায়েব-কে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার জন্য আল-তানিমে নিয়ে আসে। কয়েক রাকাত নামাজ পড়ার জন্য সে তাদের কাছে কিছু সময়ের আবেদন করে, তারা তাতে রাজি হয়। সে দুই রাকাত চমৎকার নামাজে পড়ে এবং তারপর লোকজনদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, "তোমরা হয়তো মনে করতে পার যে, আমি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সময় ক্ষেপণ করছি, এমনটি না হলে আমি হয়তো আরও বেশি সময় নামাজে থাকতাম।”

খুবায়েব বিন আদিই ছিল সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে মৃত্যুর আগে দুই রাকাত নামাজের প্রথা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তারপর তারা তাকে কাঠের ওপর খাড়া করে ও যখন তাকে বেঁধে ফেলে তখন সে বলে, "হে আল্লাহ, আমারা তোমার নবীর বার্তা পৌঁছে দিয়েছি, সুতরাং আগামীকাল তাকে বল আমাদের কী করা হয়েছে।"

তারপর সে বলে, "হে আল্লাহ, তাদেরকে গুনে রাখ ও একে একে হত্যা কর, তাদের কাউকেই পালাতে দিও না।"

তারপর তারা তাকে হত্যা করে।

সম্মানিত মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা খুবায়েব-কে বন্দী অবস্থায় ধরে রাখে এবং তারপর তারা তাকে হত্যা করে।’ [5] [**পর্ব-২৯**]

আল-ওয়াকিদির অতিরিক্ত বর্ণনা:

'লিহায়েন (Lihyan) গোত্রের লোকেরা তাদের দলপতি সুফিয়ান বিন খালিদ আল-হুদালি-কে (Sufyan b. Khalid Al-Hudhali) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচেষ্টায়

আদাল ও আল-কারা গোত্রের ঐ লোকদের ভাড়া করে প্রশিক্ষক পাঠানোর আবেদন সহকারে পাঠায়।' (অনুবাদ ও [**] যোগ – লেখক)

>>> **আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, "মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী নৃশংস কর্মকাণ্ডে আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ও স্বজন-হারা কুরাইশরা তাঁদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন।"**

খুবায়েব বিন আদি ও যায়েদ বিন আল-দাথিননার হত্যার মূল কারণ হলো উকবা বিন আল-হারিথ ও সাফওয়ান বিন উমাইয়ার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪২৬-৪৩৩
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৩২-১৪৩৭

[3] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৬৩; ইংরেজি অনুবাদ**:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৬
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] জিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ছাত্র (পর্ব-৪৪)

[5] Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ, ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৬৬৪, পৃষ্ঠা ৭৬১

৭৩: আবু সুফিয়ানকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুপ্তঘাতক প্রেরণ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ–সাতচল্লিশ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মদিনায় স্বেচ্ছানির্বাসনের (হিজরত) পর তাঁর ও তাঁর অনুসারীরা মক্কার কুরাইশ, মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় ও মদিনার চতুষ্পার্শ্বের অন্যান্য অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর যে আগ্রাসী, নৃশংস ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করেছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় আদাল ও আল-কারা গোত্রের কিছু লোক হুদায়েল গোত্রের কিছু লোকের সহায়তায় মুহাম্মদের ছয়জন অনুসারীকে কীভাবে আক্রমণ করে তাদের চারজনকে খুন এবং **খুবায়েব বিন আদি ও যায়েদ বিন আল-দাথিননা** নামের দুইজনকে বন্দী করে মক্কায় ধরে নিয়ে এসেছিলেন এবং হুজায়ের বিন আবু ইহাব আল-তামিমি ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া নামক দুই কুরাইশ **তাদেরকে কিনে নিয়ে কী কারণে হত্যা করেছিলেন,** তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

খুবায়েব বিন আদি ও যায়েদ বিন আল-দাথিননার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর, **অনতিবিলম্বে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারবকে হত্যার আদেশ সহকারে 'আমর বিন উমাইয়া (Amr bin Umayya)' নামক তাঁর এক আদি মক্কাবাসী অনুসারীকে (মুহাজির) মক্কায় প্রেরণ করেন।** আমরকে সাহায্য করার জন্য মুহাম্মদ তাঁর এক আদি মদিনাবাসী অনুসারীকে ও (আনসার) তার সঙ্গে পাঠান। কিন্তু এই দুই ঘাতক আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়। আবু সুফিয়ানকে হত্যার আগেই মক্কাবাসীরা 'আমর'-কে চিনে ফেলে এবং তারা তাদেরকে ধাওয়া করে। ঘাতকরা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

পালিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে ঘাতক আমর বিন উমাইয়া তিনজন মানুষকে অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করে, **যাদের একজন ছিলেন এক-চোখ-অন্ধ প্রতিবন্ধী।**

ঐ অন্ধ প্রতিবন্ধীর সতেজ চোখটির ভেতরে আমর তার ধনুকের আগা ঢুকিয়ে দিয়ে সজোরে চাপ দিতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা লোকটির চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকে তাঁর ঘাড়ের পিছন দিক দিয়ে বাহিরে বের হয়ে আসে!

কী অপরাধে ঐ অন্ধ প্রতিবন্ধী মানুষটিকে এমন অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করা হয়েছিল, তার প্রাণবন্ত বিবরণ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখে রেখেছেন!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-তাবারীর বর্ণনা: [1] [2] [3] [4]

[আল-তাবারী <] ইবনে হুমায়েদ হইতে < সালামা বিন আল ফাদল হইতে < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক হইতে < জাফর বিন আল-ফাদল বিন আল-হাসান বিন **আমর বিন উমাইয়া** হইতে বর্ণিত হয়েছে যে শেষ উক্ত ব্যক্তিটি বলেছেন:

'খুবায়েব ও তার সঙ্গীদের খুন হওয়ার পর **আল্লাহর নবী আমার [আমর বিন উমাইয়া] সাথে একজন আনসারকে সঙ্গে দিয়ে এই আদেশ সহকারে পাঠান যে, আমরা যেন আবু সুফিয়ানকে খুন করি**; তাই আমরা রওনা হই।

আমার সঙ্গীর কোনো উট ছিল না এবং তার পায়ে ছিল জখম, তাই আমি তাকে আমার উটের ওপর সওয়ার করে ইয়াজাজ উপত্যকা পর্যন্ত নিয়ে আসি ও তার এক কোণে পশুটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে আমরা বিশ্রাম নিই।

আমি আমার সঙ্গীর কাছে এই প্রস্তাব দিই যে, **আমরা আবু সুফিয়ানের বড়িতে যাব ও যখন আমি তাকে হত্যার চেষ্টা করবো, তখন সে চারদিকে নজর রাখবে।** যদি কোনো গোলমাল হয় কিংবা সে যদি কোনো বিপদের আশংকা করে, তবে সে যেন উটটির কাছে ফিরে আসে ও মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহর নবীকে খবরটি জানায়; সে আমাকে ফেলে রেখেই যেতে পারে এ কারণে যে, এই জায়গাটি আমার খুব পরিচিত ও আমি দ্রুত হাঁটতে পারি।

আমার কাছে ছিল ঈগলের পালকের মত এক ছোট ছুরি, যখন আমরা মক্কায় প্রবেশ করি, তখন আমি তা এমনভাবে প্রস্তুত রাখি, **যদি কেউ আমাকে ধরার চেষ্টা করে, তবে আমি তা দিয়ে তাকে খুন করতে পারি।**

আমার সঙ্গীর অনুরোধ এই যে আমরা সাত বার ক্বাবা প্রদক্ষিণ করি ও কয়েক রাকাত নামাজ পড়ে কাজটি শুরু করি।

আমি তাকে বলি যে, আমি মক্কাবাসীদের সম্বন্ধে তার চেয়ে অনেক ভাল জানি: সন্ধ্যার সময় তারা তার প্রাঙ্গণে পানি ছিটায় ও তাতে বসে থাকে, ফলে চিত্রবিচিত্র ঘোড়ার চেয়েও বেশি সহজে তারা আমাকে চিনতে পারবে।

কিন্তু সে আমাকে সেই অনুরোধ করতেই থাকে যতক্ষণ না সে যেটা চেয়েছে আমরা তা-ই করি। যখন আমরা ক্বাবা থেকে বের হয়ে তাদের সেই জটলার একটির পাশ দিয়ে যাই, তখন **এক লোক আমাকে চিনে ফেলে ও তার গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলে,**

"এই সেই 'আমর বিন উমাইয়া'!"

তারপর মক্কাবাসীরা আমাদের দিকে দৌড়ে আসে. ও বলে, **"আল্লাহর কসম, 'আমর' কোনো ভাল কাজে আসেনি। সে অনিষ্ট ছাড়া কখনো কোনো ভাল কিছু নিয়ে আসে না;"** কারণ ধর্মহীন সময়ে 'আমর' ছিল হিংস্র (Violent) ও অবাধ্য (Unruly) এক ব্যক্তি।

তারা আমাদের পিছু পিছু ছুটে আসে এবং আমি আমার সঙ্গীকে পালাতে বলি। কারণ আমি যে আশংকাটি করেছিলাম, ঠিক তাইই ঘটেছে, এই অবস্থায় আবু সুফিয়ানকে পাবার কোনো উপায়ই নেই।

আমরা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বের হয়ে আসি এবং পাহাড়ের ওপর উঠি ও **এক গুহার ভেতর ঢুকে সেখানে রাত্রিযাপন করি;** তাদের কাছ থেকে আমরা সফলভাবে পলায়ন করি, তারা মক্কায় ফিরে যায়।

গুহার ভেতরে ঢুকে আমি তার প্রবেশপথ আড়াল করার জন্য কিছু পাথর জড় করে রাখি ও আমার সঙ্গীকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন বন্ধ হবার পূর্ব পর্যন্ত চুপ থাকতে বলি; কারণ তারা সেই রাতে ও তার পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের সন্ধান করতে পারে।
যখন আমরা গুহার ভেতরে, তখন **ওসমান বিন মালিক বিন ওবায়েদুল্লাহ আল-তায়েমি তার ঘোড়ার ঘাস কাটার জন্য সেখানে আসে।** সে আমাদের নিকটে আসতেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে গুহার প্রবেশ পথের একদম সামনে এসে হাজির হয়।
আমি আমার বন্ধুকে তার পরিচয় বলি এবং আরও বলি যে, সে আমাদেরকে মক্কাবাসীদের কাছে ধরিয়ে দিতে পারে; **আমি বাহিরে বের হয়ে আসি ও ছুরিটি দিয়ে তার বুকে ছুরিকাঘাত করি।**
সে এত জোরে চিৎকার করে যে, মক্কাবাসীরা তার চিৎকার শুনতে পায় ও তারা তার দিকে ছুটে আসতে থাকে।
আমি গুহার মধ্যে ফিরে যাই ও আমার বন্ধুকে বলি যে, যেখানে সে আছে, সেখানেই যেন সে অবস্থান করে।
মক্কাবাসীরা তার চিৎকার অনুসরণ করে ছুটে আসে; **তারা যখন তার সন্ধান পায়, তখন সে মুমূর্ষু অবস্থায়। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, কে তাকে ছুরিকাঘাত করেছে; সে তাদেরকে বলে যে, আমিই ছিলাম সেই ব্যক্তি, তারপর তার মৃত্যু হয়।**
তারা জানতে পারে না, আমরা কোথায় আছি, তারা বলে, "আল্লাহর কসম, আমরা জানতাম যে 'আমর' কোনো ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি।"
তারা মৃত ব্যক্তিটিকে নিয়ে ও তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে, তারা আমাদের কোনো খোঁজ করেনি। পরিস্থিতি শান্ত হওয়া নাগাদ আমরা কিছুদিন গুহার মধ্যেই অবস্থান করি।
তারপর আমরা আল-তানিমে গমন করি এবং খুবায়েব কে ক্রুশ বিদ্ধ (Cross) অবস্থায় দেখি। আমার বন্ধু জিজ্ঞেস করে, তাকে ক্রুশ থেকে নিচে নামানো আমাদের উচিত কি না, কারণ সে তখন ওখানেই [বধ-কাষ্ঠে] ছিল।

আমি তাকে এই বিষয়টি আমার ওপর ছেড়ে দিতে বলি এবং তাকে আমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে বলি, কারণ এটির চারপাশে ছিল প্রহরী মোতায়েন; যদি সে এমন কিছু দেখে, যা তাকে ভীতিগ্রস্ত করে, তবে সে যেন অবশ্যই উটটি নিয়ে চলে যায় এবং যা কিছু ঘটেছে তা আল্লাহর নবীকে গিয়ে বলে।

আমি খুবায়েবের বধ-কাষ্ঠের ওপর উঠি, তার লাশটি তা থেকে মুক্ত করি ও আমার পিঠে করে নিয়ে আসি। খুব বেশি হলে আমার চল্লিশ ধাপ যাওয়ার পর তারা আমার উপস্থিতি জানতে পায়; আমি তার লাশটি নিচে নিক্ষেপ করি ও সেটি ধড়াস্ শব্দে পতিত হয়, যা আমি ভুলতে পারি না।

তারা আমার পেছনে দৌড়ে আসে এবং আমি আল-সাফরা যাওয়ার পথ ধরি; তারা আমার পশ্চাদ্ধাবনে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে যায়। আমার বন্ধু আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে এসে তাঁকে আমাদের ঘটনা গুলো জানায়।

আমি পদব্রজে চলতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দাজনান (মক্কার অদূরের এক পাহাড়) উপত্যকা দেখতে পাই। আমি আমার তীর ও ধনুক নিয়ে সেখানকার এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করি।

আমার সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় বানু আল-দিল গোত্রের এক-চোখওয়ালা এক লোক আসে, সে তার ভেড়াগুলো চড়াচ্ছিল।

যখন সে জিজ্ঞেস করে, আমি কে, আমি বলি, আমি বানু বকর গোত্রের একজন। সে বলে যে, সে-ও বানু বকর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, আল-দিল গোত্রের। [5]।

তারপর সে আমার পাশেই শুয়ে পড়ে ও গলার শব্দ উঁচু করে গান গাইতে শুরু করে:

'হবো না মুসলমান যতদিন থাকবো বেঁচে,

দেব না মনোযোগ তাদের ধর্মে।'

আমি মনে মনে বলি, "তুই শীঘ্রই টের পাবি!"

যেইমাত্র সে ঘুমিয়ে পড়েছে ও নাক ডাকা শুরু করেছে, আমি উঠে দাঁড়াই ও তাকে এমন ভয়ঙ্করভাবে খুন করি যা অন্য কোনো মানুষকে করা হয়নি। আমি আমার ধনুকের

আগাটি তার সতেজ চোখের উপর স্থাপন করি, তারপর তাতে তা সজোরে ছেঁদা করে (Bore down) প্রবিষ্ট করাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তার ঘাড়ের পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে আসে।

তারপর আমি শিকারের জন্তুর মত সেখান থেকে বের হয়ে আসি এবং বড় রাস্তা দিয়ে ঈগলের মত ছুটতে থাকি, গ্রামের পর গ্রাম, তারপর রাকুবায় ও তারপর আল-নাকি; **হঠাৎ সেখানে দুইজন মক্কাবাসী এসে হাজির হয়,** যাদেরকে কুরাইশরা আল্লাহর নবীর ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে পাঠিয়েছিল।

আমি তাদের চিনতে পারি ও তাদেরকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান করি; যখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে **আমি তাদের একজনকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করি**, আর অন্যজন করে আত্মসমর্পণ। আমি তাকে বেঁধে ফেলি ও আল্লাহর নবীর কাছে হাজির করি।

[আল-তাবারী <] ইবনে হুমায়েদ হইতে < সালামাহ হইতে < ইবনে ইশাক হইতে <সুলেয়মান বিন ওয়ারদান হইতে <তার পিতা হইতে < আমর বিন উমাইয়া হইতে বর্ণিত:

'মদিনায় পৌঁছার পর যখন আমি [আমর বিন উমাইয়া] কিছু শায়েখ (shaykhs) আনসারদের পাশ অতিক্রম করি, তারা আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়; কিছু নবীন লোক আমার নামটি শুনে ফেলে ও তারা দৌড়ে গিয়ে আল্লাহর নবীর কাছে খবর পৌঁছায়। আমি আমার ধনুকের দড়ি (bow string) দিয়ে বন্দীর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বেঁধে ফেলেছিলাম; আল্লাহর নবী তাকে দেখে এমনভাবে হেসে ওঠেন যে, তাঁর পেছনের দাঁতগুলো দৃষ্টিগোচর হয়।

তিনি আমার খবর জানতে চান এবং যখন আমি যা যা ঘটেছে তা তাঁকে বলি, **তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেন।'**

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা

অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

The narrative of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD) and Al-Tabari:

Ibn Hamayd told us from < Salama b. al-Fadl from < Muhammad b. Ishaq from < Jafar b. al-Fadl b. al-Hasan b. **Amr b. Umayya** that the last-named said:

'After the killing of Khubayb and his companions the apostle sent an Ansari with me telling us to go and kill Abu Sufyan, so we set out.

My companion had no camel and his leg was injured, so I carried him on my beast as far as the valley of Ya'jaj where we tethered our beast in the corner of a pass and rested there.

I suggested to my companion that we should go to Abu Sufyan's house and I would try to kill him while he kept watch. If there was a commotion or he feared danger he should take to his camel and go to Medina and tell the prophet the news; he could leave me because I knew the country well and was fleet-footed.

When we entered Mecca I had a small dagger like an eagle's feather which I held in readiness: if anyone laid hold of me I could kill him with it.

My companion asked that we might begin by going round the Ka'ba seven times and pray a couple of rak'as.

I told him that I knew more about the Meccans than he: in the evening their courts are sprinkled with water and they sit there, and I am more easily recognizable than a piebald horse.

However, he kept on at me until we did as he wanted, and as we came out of the Ka'ba we passed by one of their groups and a man recognized me and called out at the top of his voice,

`This is `Amr b. Umayya!'

Thereupon the Meccans rushed at us, saying, `By God,`Amr has come for no good. He has never brought anything but evil,' for Amr was a violent unruly fellow in heathen days.

They got up to pursue us and I told my companion to escape, for the very thing I feared had happened, and as to Abu Sufyan there was no means of getting at him.

So we made off with all speed and climbed the mountain and went into a cave where we spent the night, having successfully eluded them so that they returned to Mecca.

When we entered the cave I put some rocks at the entrance as a screen and told my companion to keep quiet until the pursuit should die down, for they would search for us that night and the following day until the evening.

While we were in the cave up came `Uthmaan b. Malik b. `Ubaydullah al-Taymi cutting grass for a horse of his. He kept coming nearer until he was at the very entrance of the cave.

I told my friend who he was and that he would give us away to the Meccans, and I went out and stabbed him under the breast with the dagger. He shrieked so loud that the Meccans heard him and came towards him.

I went back to the cave and told my friend to stay where he was. The Meccans hastened in the direction of the sound and found him at the last gasp. They asked him who had stabbed him and he told them that it was I, and died.

They did not get to know where we were and said, **'By God, we knew Amr was up to no good.'**

They were so occupied with the dead man whom they carried off that they could not look for us, and we stayed a couple of days in the cave until the pursuit died down.

Then we went to al-Tanim, and lo, Khubayb's cross. My friend asked if we should take him down from the cross, for there he was. I told him to leave the matter to me and to get away from me for guards were posted round it. If he was afraid of anything he must go to his camel and tell the apostle what had happened.

I ran up to Khubayb's cross, freed him from it, and carried him on my back.

Hardly had I taken forty steps when they became aware of me and I threw him down and I cannot forget the thud when he dropped.

They ran after me and I took the way to al-Saafra' and when they wearied of the pursuit they went back and my friend rode to the prophet and told him our news.

I continued on foot until I looked down on the valley of Dajnan (A mount near Mecca). I went into a cave there taking my bow and arrows, and while I was there in came **a one-eyed man** of B. al-Dil driving a sheep of his.

When he asked who I was I told him that I was one of B. Bakr. He said that he was also, adding of B. al-Dil clan [5]. Then he lay down beside me and lifting up his voice began to sing:

I won't be a Muslim as long as I live,

Nor heed to their religion give.

I said (to myself), `You will soon know!' and as soon as the badu was asleep and snoring I got up and killed him in a more horrible way than any man has been killed. I put the end of my bow in his sound eye, then I bore down on it until I forced it out at the back of his neck.

Then I came out like a beast of prey and took the highroad like an eagle hastening until I came out at a village which, (said the narrator), he described; then to Rakuba and al-Naqi where suddenly there appeared two Meccans whom Quraysh had sent to spy on the apostle.

I recognized them and called on them to surrender, and when they refused I shot one and killed him, and the other surrendered. I bound him and took him to the apostle.'

According to Ibn Humayd < from Salamah < Ibn Ishaq from < Sulayman b. Wardan < from his father **<`Amr b. Umayya**:

'When I got to Medina I passed some shaykhs of the Ansar and when they exclaimed at me some young men heard my name and ran to tell the apostle.

Now I had bound my prisoner's thumbs with my bow string, and when the apostle looked at him he laughed so that one could see his back teeth.

He asked my news and when I told him what had happened he blessed me'.

>>> আবু আফাক, আসমা-বিনতে মারওয়ান, কাব বিন আল-আশরাফ ও আবু রাফিকে হত্যার জন্য মুহাম্মদ যে গুপ্তঘাতকদের পাঠিয়েছিলেন তারা সকলেই ছিলেন সফলকাম। ঐ লোকগুলোকে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা করে **ঘাতকরা মুহাম্মদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন (পর্ব: ৪৬-৫০)**।

আবু সুফিয়ানকে হত্যার লক্ষ্যে মুহাম্মদের পাঠানো এই ঘাতক আমর বিন উমাইয়া তার উদ্দেশ্য সাধনে বিফলকাম হয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু পথিমধ্যে তিনজন লোককে খুন ও একজনকে বন্দী করে ধরে নিয়ে আসার কৃতিত্বে **সেও হয়েছিল মুহাম্মদের আশীর্বাদপুষ্ট।**

তথাকথিত মডারেট মুসলমানদের (ইসলামে কোনো কমল, মডারেট বা উগ্রবাদী শ্রেণীবিভাগ নেই) সিংহভাগই **"মদিনায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এ সকল**

অমানুষিক নৃশংস কর্ম-কাণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ" - 'সিরাতে' যার পরিমাণ হলো মুহাম্মদের নবুয়ত পরবর্তী জীবনের ৮২ শতাংশ। (পর্ব-৪৫)।

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুহাম্মদ-অনুসারীদেরই ভাষ্য সংগৃহীত ও লিখিত এই প্রাণবন্ত উপাখ্যানগুলো বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের শৌর্য-বীর্যের অলংকার হিসাবে। তাঁদের পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না যে, মুহাম্মদের মৃত্যুর শত/সহস্র বছর পরে একদিন তা সর্বজনগৃহীত মানবতার মাপকাঠিতে **চরম নেতিবাচক আচরণ** বলে পরিচিত হবে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1,

ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৬১৮, পৃষ্ঠা ৬৭৩

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ", ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৯১৩, পৃষ্ঠা ৭৯০**

[3] **Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ", A. Guillaume এর ভূমিকা (Introduction), পৃষ্ঠা xlii**

[4] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৩৭-১৪৪১

[5] 'আমর' ছিল দামরা গোত্রের, যেটি ছিল বানু বকর গোত্রের এক অংশ। আল-দিল গোত্রটিও ছিল বানু বকর গোত্রের এক অংশ।

৭৪: বির মাউনা (Bir Mauna) উপাখ্যান!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– আটচল্লিশ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমর বিন উমাইয়া নামক তাঁর এক আদি মক্কাবাসী অনুসারীকে (মুহাজির) কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান ইবনে হারব-কে গুপ্তহত্যার আদেশ সহকারে কীভাবে মদিনা থেকে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন এবং আবু সুফিয়ানকে হত্যায় ব্যর্থ হয়ে এই ঘাতক মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে এক এক-চোখ অন্ধ প্রতিবন্ধীসহ তিনজন মানুষকে কী কারণে খুন করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধে মুহাম্মদের চরম পরাজয়, নবী-গৌরব ধূলিসাৎ এবং সমবয়সী চাচা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব সহ ৭০ জন অনুসারীর খুন; এই যুদ্ধের মাস তিনেক পর **'আল-রাজী** দিবস' ও তার পরের ঘটনায় তাঁর আরও ছয়জন অনুসারীর নৃশংস খুন এবং তারপর তাঁর প্রেরিত গুপ্তঘাতক কর্তৃক **আবু-সুফিয়ানকে গুপ্তহত্যায় ব্যর্থতার** পর মুহাম্মদের জীবনের **পরবর্তী বৃহৎ বিষাদময় ঘটনাটি সংঘটিত হয় 'বির মাউনা (Bir Mauna) নামক স্থানে।**

ঘটনাটি ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের মাস চারেক পরে। মুহাম্মদ তাঁর মিত্র **বানু আমির গোত্রের দলপতি আবু বারা আমির বিন মালিকের আমন্ত্রণে** তার এলাকার জনগণকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ৪০জন অনুসারীকে (মতান্তরে ৭০জন) প্রেরণ করেন।

দলটি যখন বির মাউনা নামক স্থানে পৌঁছে ,তখন বানু আমির গোত্রেরই আমির বিন তোফায়েল (Amir b. Tufayl) নামের এক লোক **বানু সুলায়েম গোত্রের লোকদের সহায়তায় মুহাম্মদ অনুসারীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়।**

আমির বিন তোফায়েল ছাড়া **বানু আমির গোত্রের অন্য কোনো লোক এই হামলায় জড়িত ছিলেন না।** এই হামলায় তারা মুহাম্মদের মাত্র একজন অনুসারী ছাড়া বাকি সবাইকেই হত্যা করে।

এই ঘটনার পর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে **প্রতিদিন সকালের নামাজে (ফজর) এক মাস যাবত ঐ হামলাকারীদের উদ্দেশে অভিশাপ বর্ষণ করেন।**

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল-তাবারীর বর্ণনা: [1][2][3]

ইবনে হুমায়েদ হইতে < সালামাহ হইতে <মুহাম্মদ ইবনে ইশাক:

(ওহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর) আল্লাহর নবী শওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিন, যিলকদ, যিলহজ (তৃতীয় হিজরি) ও মহরম মাস (চতুর্থ হিজরি) পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করেন, তখন তীর্থযাত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক ছিল মুশরিকরা (Polytheist)।

তারপর ওহুদ যুদ্ধের চার মাস পর সফর মাসে (যার শুরু হয়েছিল জুলাই ১৩, ৬২৫ সাল), **তিনি তাঁর লোকদের বির মাউনায় প্রেরণ করেন; কারণটি ছিল এই:**

আমার পিতা ইশাক বিন ইয়াসার < আল-মুঘিরা বিন আবদুল রাহমান বিন আল-হারিথ বিন হিশাম হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] যা বলেছেন, যেমনটি বলেছেন আবদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসরা (Traditionists), তা হলো:

বানু আমির বিন সা'সাহ গোত্রের নেতা, 'বল্লম খেলোয়াড়' আবু বারা আমির বিন মালিক বিন জাফর, মদিনায় আল্লাহর নবীর কাছে উপঢৌকন নিয়ে আসে ও তাঁকে তা গ্রহণ করার আবেদন জানায়।

আল্লাহর নবী তা প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, তিনি কোনো মুশরিকের দেয়া উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারেন না এবং তিনি তাকে এই বলে আহ্বান করেন যে, যদি সে তাঁকে তা গ্রহণ করাতে চায়, তবে যেন সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।
আল্লাহর নবী তাকে ইসলাম ধর্ম ব্যাখ্যা করেন ও তাকে তা গ্রহণের আহ্বান জানান। যদিও তখন সে তা গ্রহণ করে না, কিন্তু ইসলাম থেকে সে খুব দূরেও ছিল না।
সে জবাবে বলে, "হে মুহাম্মদ, **নাজাদের (Najd) লোকদের কাছে যদি তুমি তোমার কিছু অনুসারীদের পাঠাতে** ও তারা যদি তাদেরকে তোমার বিষয়টি বলতো, তবে আমার বিশ্বাস, তারা তোমার পক্ষে জবাব দিত।"
আল্লাহর নবী বলেন, **তিনি ভীত এই কারণে যে**, নাজাদের লোকেরা তাদেরকে হত্যা করতে পারে।
জবাবে আবু বারা বলে যে **সে তাদের নিরাপত্তা দেবে**, তিনি তাদেরকে পাঠাতে পারেন ও লোকদের তাঁর ধর্মে আমন্ত্রণ করতে পারেন।
তাই আল্লাহর নবী বানু সায়দা গোত্রের আল-মুনধির বিন আমরের সঙ্গে **তাঁর সেরা অনুসারীদের মধ্য থেকে ৪০ জনকে (আল তাবারী ও ইমাম বুখারীর মতে ৭০ জনকে) প্রেরণ করেন।** যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল আল-হারিথ বিন আল-সিমমা; বানু আদি বিন আল-নাজজার গোত্রের হারাম বিন মিলহান নামের এক ভাই; উরওয়া বিন আসমা বিন আল-সালত আল-সুলামি; নাফিব বিন বুদায়েল বিন ওয়ারকা আল-খুযায়ি; আমির বিন ফুহায়েরা নামের আবু বকরের মুক্তি প্রাপ্ত দাস (Freedman) ।
তারা বির মাউনা (Bi'r Ma'una) স্থানটিতে বিশ্রামের জন্য থামার পূর্ব পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখে। **বির মাউনা স্থানটি ছিল** বানু আমির গোত্র ও বানু সুলায়েম গোত্রের দুই জেলার মধ্যবর্তী, বানু সুলায়েম গোত্রের অধিক নিকটবর্তী একটি জায়গা।
সেখানে অবতরণ করার পর তারা আল্লাহর নবীর চিঠিটি সহকারে হারাম বিন মিলহান-কে আল্লাহর শত্রু **আমির বিন তোফায়েলের (Amir b. Tufayl)** কাছে পাঠায়। যখন

সে তার কাছে আসে, চিঠিটি দেখার আগেই সে দ্রুতবেগে ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করে ও **হত্যা করে।**

তারপর সে বানু আমির গোত্রের লোকদের তাদের বিরুদ্ধে আহ্বান করে, কিন্তু সে যা চায়, তা তারা প্রত্যাখ্যান করে ও বলে যে, তারা এই লোকদেরকে দেয়া আবু বারা-র নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না।

তারপর সে আবেদন করে **বানু সুলায়েম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত উসেইয়া, রীল ও ধাকওয়ান (Usayya, Ri'l and Dhakwan) গোত্রের লোকদের। তারা তাতে রাজি হয়** ও তাদের বিরুদ্ধে জড়ো হয় এবং মুহাম্মদ অনুসারীরা তাদের উটগুলো নিয়ে যেখানে অবস্থান করছিল, তারা সেই স্থান ঘেরাও করে।

এই অবস্থায় মুহাম্মদ অনুসারীরা তাদের তরোয়াল উঁচিয়ে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যুদ্ধ করে। **একমাত্র বানু দিনার বিন আল-নাজজার গোত্রের কা'ব বিন যায়েদ ছাড়া সকলেই নিহত হয়;** তারা যখন তাকে ফেলে রেখে চলে যায়, তখনও তার শ্বাস ছিল। পরে তাকে নিহতদের মধ্যে থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত সে জীবিত ছিল, সেই যুদ্ধে সে শহীদ হয়।

আমর বিন উমাইয়া আল-দামরি ও বানু আমর বিন আউফ গোত্রের এক আনসার তৃণভূমিতে তাদের উট চড়াচ্ছিল **শিবিরের ওপর শকুনের চক্কর দেয়ার দৃশ্য দেখতে পাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা জানতো না যে, তাদের সহচরদের হত্যা করা হয়েছে।** [4]

এই দৃশ্য যে খুবই সংকটজনক কিছু একটা ঘটার আলামত, তা তারা জানতো। তাই কী ঘটেছে, তা অনুসন্ধানের জন্য তারা সেখানে যায় **ও দেখতে পায় যে, তাদের লোকেরা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে,** আর যে অশ্বারোহীরা তাদেরকে খুন করেছে, তারা নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমরের মত ছিল এই যে, তাদের উচিত আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে যাওয়া ও তাঁকে এই খবরটি জানানো। কিন্তু আনসারটি বলে, যে স্থানে খুন করা হয়েছে আল-মুনধিরকে, সে সেই স্থানটি পরিত্যাগ করে যেতে পারবে না; আর সে এটিও সহ্য করতে পারবে

না যে, লোকেরা তার এমন একটি কাজের জন্য বলাবলি করবে; তাই সে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ লোকদের সাথে যুদ্ধ করে।

তারা 'আমর'-কে বন্দী করে নিয়ে যায়, কিন্তু যখন সে বলে, সে মুদারের [অঞ্চলের] এক লোক, তখন আমির বিন আল-তোফায়েল তার মাথার চুল কেটে তাকে ছেড়ে দেয়। কথিত আছে যে, সে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল তার মায়ের দেয়া এক শপথের (Oath) কারণে।

'আমর' আল-কারকারা (al-Qarqara) নামক স্থানের ঐ জায়গাটি পর্যন্ত পৌঁছে যেখানে শুরু হয়েছে আল কানাত স্থানটির, **সেখানে সে বানু আমির গোত্রের দুইজন লোককে দেখে;** তারা সেখানকার এক ছায়াময় স্থানে তার সঙ্গে থেমেছিল।

বানু আমির গোত্রের সাথে আল্লাহর নবীর এক মৈত্রী চুক্তি ছিল, যে ব্যাপারে ‘আমর’ কিছুই জানতো না।

তাদেরকে প্রশ্ন করার পর যখন সে জানতে পারে যে, তারা বানু আমির গোত্রের, **তখন সে তাদেরকে একা একাই রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঘুমিয়ে পড়ে; তারপর সে তাদের আক্রমণ করে ও হত্যা করে।**

তার ধারণা ছিল এই যে, তাদেরকে খুনের মধ্যমে সে আল্লাহর নবীর অনুসারীদের হত্যার সমুচিত প্রতিশোধ নিয়েছে।

কিন্তু যখন সে আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও তাঁকে সে যা করেছে তা খুলে বলে, তিনি বলেন, **"তুমি যে দুইজন লোককে হত্যা করেছ, তার রক্ত-মূল্য আমাকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।"**

তারপর আল্লাহর নবী বলেন, **"এই ঘটনাটি আবু বারার কর্মের ফল। আমি এমনটি ঘটতে পারে এই আশংকায় এই অভিযানে যেতে চাইনি।"**

আবু বারা যখন এই খবরটি শুনতে পায়, তখন সে 'আমিরের' কারণে আল্লাহর নবীকে দেয়া তাঁর অনুসারীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও প্রাণহানির ঘটনায় **মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।**

হাসান বিন থাবিত ও কাব বিন মালিক, আবু বারার ছেলেদের [কবিতার মাধ্যমে] আমির বিন আল-তোফায়েলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকে। [এরপর সিরাতে বড় এক কবিতা--]

যখন হাসান বিন থাবিত ও কাব বিন মালিকের উত্তেজক কথাগুলো আমির বিন আবু বারার ছেলে রাবিয়ার কানে পৌঁছে, **তখন সে 'আমির বিন আল-তোফায়েলকে আক্রমণ করে।** সে তার বল্লম দিয়ে তার ঊরুতে আঘাত করে, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সে তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়।

আমির তার ঘোড়ার ওপর থেকে পড়ে যায় এবং সে বলে, "এইটিই হলো আবুল বারার কাজ; যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে তার প্রতিশোধ নেয়ার ভার আমি আমার চাচার (অর্থাৎ, আবু বারা) ওপর ছেড়ে দেব এবং আমার মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না; কিন্তু আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে কী করা যায় তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নেব।"'

(সম্ভবত, যে-কারণে ঐ দুইজন লোককে হত্যার জন্য মুহাম্মদকে বানু আমির গোত্রকে মুক্তিপণ দিতে হবে, কিন্তু তাঁর সহকারীদের মৃত্যুর জন্য তিনি তাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ দাবি করতে পারবেন না, তা হলো এই যে, **প্রকৃতপক্ষে সুলায়েম গোত্রের লোকেরাই মুহাম্মদ অনুসারীদের খুন করেছিল; যদিও আমির বিন আল-তোফায়েল তাদেরকে আহ্বান করেছিল।** খুব বেশি হলে আবু বারা-কে এই কারণে দায়ী করা যায় যে, সে তার নিজের ক্ষমতার চেয়ে বাড়িয়ে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল; তার দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে সে ছিল মর্মাহত, যা হাসান বিন থাবিত তার কবিতায় উল্লেখ করেছে।) [5]

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [6]

‘আবদুল আজিজ হইতে উদ্ধৃত: আনাস বলেছেন, "কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য **আল্লাহর নবী ৭০ জন লোককে পাঠান, যাদেরকে আল-কুররা (Al-Qurra) বলে অভিহিত করা**

হয়। বির মাউনা কূপের নিকটবর্তী একটি স্থানে বনি সুলায়েম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত রীল ও ধাকওয়ান নামের দুই গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের সামনে এসে হাজির হয়।

তারা (অর্থাৎ, আল-কুররা) বলে, "আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসিনি, আমরা আল্লাহর নবীর জন্য কিছু কাজ করার উদ্দেশ্যে তোমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি।" কিন্তু (কাফেররা) তাদের খুন করে।

তাই, আল্লাহর নবী সকালের নামাজের সময় তাদেরকে এক মাস যাবত অভিশাপ বর্ষণ করেন। সেটিই ছিল আল-কুনুত পড়ার শুরু, আমরা এর আগে আল-কুনুত বলি নাই।'

(অনুবাদ ও [**] যোগ – লেখক)

>>> ইসলামের ইতিহাসে বির মাউনার এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পর পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদের বাণী ও কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনার পূর্বে ওহুদ যুদ্ধ ও ওহুদ যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ অত্যন্ত আবশ্যক। তাই ত্রাস-হত্যা ও হামলার আদেশের গত বিশটি পর্বের (পর্ব: ৫৪-৭৩) প্রাসঙ্গিক ঘটনা প্রবাহের দিকে অতি সংক্ষেপে আর একবার মনোনিবেশ করা যাক:

১) **ওহুদ যুদ্ধে মুহাম্মদের চরম পরাজয়, নবী-গৌরব ধূলিসাৎ** এবং সমবয়সী চাচা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব সহ ৭০ জন অনুসারীর খুন।

২) **বিনষ্ট নবী-গৌরব পুনরুদ্ধার ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কলা-কৌশল** অংশ হিসাবে মুহাম্মদের হামরা আল-আসাদ অভিযান এবং আল্লাহর নামে কমপক্ষে ৬০ টি ঐশী বাণীর অবতারণা করে বিভিন্ন কলা কৌশলে এটিই প্রমাণ করার চেষ্টা যে, "তাঁর অনুসারীদের ইমানের দুর্বলতার কারণেই এই চরম বিপর্যয় ও পরাজয় ঘটেছে! তাই তাদের উচিত এই যে, তারা যেন তাদের সেই ইমানের দুর্বলতা স্বীকার করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয় (**পর্ব: ৬৮-৭০**)।

৩) এই যুদ্ধের মাস তিনেক পর 'আল-রাজী' ও তার পরের ঘটনায় তাঁর আরও ছয়জন অনুসারীর নৃশংস খুন **(পর্ব-৭২)**। **আবারও চরম ব্যর্থতা!**

৪) তারপর তাঁর প্রেরিত গুপ্তঘাতক কর্তৃক আবু-সুফিয়ানকে গুপ্তহত্যায় **ব্যর্থতা!**

৫) তারপর ওহুদ যুদ্ধের মাস চারেক পরে বির মাউনার এই বিষাদময় ঘটনায় তাঁর ৪০-৭০ জন অনুসারীর নৃশংস খুন। **আবারও চরম ব্যর্থতা!**

৬) আমর বিন উমাইয়া আল-দামরি কর্তৃক বানু আমির গোত্রের দুইজন লোককে **খুনের রক্ত-মূল্যের অর্থ জোগাড়ের ব্যবস্থা করা!**

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর মুহাজির সহচররা মদিনায় হিজরত করার পরে তাদের **পরিবার পরিজনদের ভরণ পোষণের নিমিত্ত কোনো সৎ জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় জড়িত ছিলেন, এমন ইতিহাস নির্ভরযোগ্য আদি উৎসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।**

নাখলা অভিযানে কুরাইশদের মালামাল লুণ্ঠন ও দুইজন বন্দীর মুক্তিপণের উপার্জন **(পর্ব-২৯)**, বদর যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত সফলতার পর কুরাইশদের শিবির লুণ্ঠন ও ৬৩ জন বন্দীর মুক্তিপণের উপার্জন **(পর্ব- ৩৭)**, বনি কেইনুকা গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাঁদের সম্পত্তি লুট করার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থসম্পদ **(পর্ব- ৫১)**, ইত্যাদি কি এতদিন অবশিষ্ট আছে?

কীভাবে জোগাড় হবে রক্ত-মূল্যের অর্থ?

কীভাবে জোগাড় হবে পরিবার পরিজনদের ভরন-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা?

কীভাবে পুনরুদ্ধার হবে মুহাম্মদের বিনষ্ট নবী-গৌরব ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা?

গত চারটি মাসের একের পর এক এ সকল ব্যর্থতা! বিনষ্ট নবী-গৌরব পুনরুদ্ধার ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর সকল কলাকৌশল কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে? মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ, তিনি তা কখনো হতে দিতে পারেন না!

তাই তিনি,

আমর বিন উমাইয়াহ কর্তৃক খুন হওয়া বনি আমির গোত্রের ঐ দু'জন নিরপরাধ লোকের **খুনের রক্ত-মূল্য পরিশোধের আবেদন নিয়ে বনি নাদির গোত্রের ইহুদিদের কাছে যান।**

কোনোরূপ জড়িত না থাকা সত্ত্বেও বনি নাদির গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীর এই অপকর্মের মাশুল দিতে রাজি থাকা সত্ত্বেও **কী কৌশলে** মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ হিজরতের চতুর্থ বর্ষে (৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ) বনি নাদির গোত্রকে তাঁদের শত/সহস্র বছরের আবাসস্থল ও ভিটে-মাটি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে বিতাড়িত করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা **"বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাদের সম্পত্তি লুট! (পর্ব- ৫২)"** করা হয়েছে।

[বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাদের সম্পত্তি লুটের ঘটনাটি ঘটেছিল বির মাউনার ঘটনার পর, কিন্তু এই ঘটনাটি বনি কেইনুকা গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাঁদের সম্পত্তি লুটের ঘটনার (পর্ব-৫১) অনুরূপ হওয়ায় তা আমি পাশাপাশি আলোচনা করেছি।]

এই আমর বিন উমাইয়াহ আল দামরিই হলো মুহাম্মদের সেই অনুসারী, যাকে মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে গুপ্তহত্যার উদ্দেশ্যে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। **এই সেই ঘাতক,** যে আবু-সুফিয়ানকে হত্যায় ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে আসার সময় এক এক-চোখ অন্ধ প্রতিবন্ধী লোকের **ঘুমন্ত অবস্থায় লোকটির সতেজ চোখের ভিতর তার ধনুকের আগা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে** তাঁর ঘাড়ের ওপাশে এফোঁড়-ওফোঁড় করে অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছিল **(পর্ব-৭৩**); লোকটির অপরাধে ছিল এই যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়ার আগে যে-গানটি গেয়েছিলেন, তার একটি কলি ছিল,

'হবো না মুসলমান যতদিন থাকবো বেঁচে,
দিব না মনোযোগ তাদের ধর্মে।'

আর অন্যদিকে, স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বনি নাদির গোত্রের সমস্ত লোককে **"বিনা অপরাধে ঐশী বাণীর অজুহাতে"** তাঁদের শত-সহস্র বছরের আবাস স্থল থেকে প্রায় এক বস্ত্রে বিতাড়িত করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো,

ইসলামের ইতিহাসের এই দুই ঘটনার কোনটি বেশি নৃশংস?

বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ বনি আমির গোত্রের রক্ত-মূল্যের অর্থ, তাঁর পরিবার পরিজনদের ভরন-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, তাঁর অনুসারীদের 'গণিমতের মালে জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি তাঁর বিনষ্ট নবী-গৌরব পুনরুদ্ধার ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সফলকাম হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৪২-১৪৪৮

[2] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৩৩-৪৩৬
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **অনুরূপ বর্ণনা: "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২)**
ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৫২

[4] **Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ", ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৬৭৫ - পৃষ্ঠা ৭৬২**
'সেই আনসারের নাম, আল-মুনধির বিন মুহাম্মদ বিন উকবা বিন উবায়েদা বিন আল-জুলাহ'।

[5] **Ibid আল-তাবারী নোট, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৪৫**

[6] The Prophet therefore invoked evil upon them for a month
Sahi Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 414: (to -422)
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5641-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-414.html

৭৫: বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদ: শেষ দৃশ্য!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– উনপঞ্চাশ
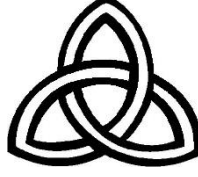
স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কর্মময় নবী জীবনে ওহুদ যুদ্ধের চরম ব্যর্থতার পর ওহুদ যুদ্ধ পরবর্তী চারটি মাসে আবু সুফিয়ান বিন হারব-কে হত্যা চেষ্টা, 'আল-রাজী'ও বীর মাউনা-র অভিযান কীরূপ করুণ ব্যর্থতায় সম্পন্ন হয়েছিল, তার আলোচনা গত তিনটি পর্বে করা হয়েছে।

বীর মাউনা অভিযানে আমর বিন উমাইয়া আল-দামরি নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী কীভাবে বানু আমির গোত্রের দুইজন নিরীহ লোককে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেছিলেন এবং সেই খুনের রক্তমুল্য পরিশোধ করতে মুহাম্মদ কেন বাধ্য ছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

বীর মাউনার ঘটনার পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) **কী অজুহাতে মদিনায় অবস্থিত 'বনি-নাদির' নামক এক ইহুদি গোত্রের সমস্ত মানুষ কে তাঁদের শত শত বছরের পৈত্রিক ভিটে-মাটি থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত** করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি করায়ত্ত করার মাধ্যমে বনি আমির গোত্রের রক্ত-মূল্য, তাঁর পরিবার পরিজনদের ভরন-পোষণের অর্থ এবং তাঁর নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছিলেন - তার আংশিক আলোচনা **"বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদ ও তাদের সম্পত্তি লুট!"** পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদের কর্মময় নবী জীবনের পরবর্তী অংশের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে 'বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদ' ঘটনা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত!

তাই উৎসাহী পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন এই নৃশংস হৃদয়বিদারক উপাখ্যানের শেষ অংশটি পড়ার আগে **এই উপাখ্যানের প্রথম অংশটির (পর্ব-৫২) উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নেন।**

বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদ উপাখ্যানের পরবর্তী অংশ

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল তাবারীর বর্ণনা: [1]

পূর্ব প্রকাশিতের পর (Resumption of the narrative):

'তাই তারা তাদের উঠগুলোর পিঠ যথাসম্ভব বহনযোগ্য জিনিস-পত্র দিয়ে বোঝাই করে। **লোকেরা তাদের বসত বাড়ীর দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত ধ্বংস করে তার যা কিছু সম্ভব তা তাদের উঠের পিঠের উপর স্থাপন করে** ও তা নিয়ে রওনা হয়। কিছু লোক যায় খাইবার, অন্যরা যায় সিরিয়ায়।

যে লোকগুলো খাইবারে গমন করে তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল সাললাম ইবনে আবুল হুকায়েক [পর্ব-৫০], কিনানা বিন আল-রাবি বিন আবুল হুকায়েক ও হুয়েই বিন আখতাব। সেখানে যাওয়ার পর তারা হয় পরাধীন বাসিন্দা।

আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছেন যে, **তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের মহিলাদের, সন্তানদের, কিছু সম্পদ**; খঞ্জনি ও বাঁশি, তাদের পিছনে গায়িকারা তা বাজাতে বাজাতে আসে।

তাদের মধ্যে ছিল উরওয়া বিন আল-ওয়ারদ আল-আবসির স্ত্রী উম্মে 'আমর', যাকে তারা তার কাছ থেকে খরিদ করেছিল; সে ছিল বনি গিফার গোত্রের এক মহিলা। এমন ধুমধাম ও জাঁকজমক সহকারে (তারা গমন করে), যা সেই সময়ে অন্য কোন গোত্রের ক্ষেত্রে কখনো পরিলক্ষিত হয় নাই।

তারা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর নবীর কাছে ফেলে আসে এবং তা তাঁর ব্যক্তিগত ধন-সম্পদে পরিণত হয়, যা তিনি তাঁর ইচ্ছামত বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারেন। আনসারদের বঞ্চিত করে তিনি সেগুলো মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করেন। ব্যতিক্রম শুধু সাহল বিন হুনায়েফ এবং আবু দুজানা সিমাক বিন খারাশা নামের দুই আনসার,

যারা তাদের দারিদ্র্যতার অভিযোগ আনে ও সে কারণে তিনি তাদেরকেও কিছু দান করেন।

সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে বনি নাদির গোত্রের মাত্র দু'জন লোক মুসলমান হন: ইয়ামিন বিন উমায়ের আবু কা'ব বিন 'আমর' বিন জিহাশ, ও আবু সা'দ বিন ওহাব।

ইয়ামিন পরিবারের লোকদের একজন আমাকে বলেছেন যে আল্লাহর নবী ইয়ামিন কে বলেন, "তুমি কী জানো যে তোমার জ্ঞাতিভাই (cousin) আমার সাথে কী রূপ ব্যবহার করেছে ও সে কী প্রস্তাব করেছে?

তার পরিপ্রেক্ষিতে, ইয়ামিন এক লোককে অর্থের বিনিময়ে 'আমর' বিন জিহাশ কে খুন করার জন্য পাঠায়; ঐ লোকটি তাকে খুন করে, যা তারা জানিয়েছে।'

(আল তাবারী হইতে বর্ণিত: 'আল-ওয়াকিদির উদ্ধৃতি: তারা যখন আল্লাহর নবীর উপর পাথর নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র করে, --**'আমর' বিন জিহাশ** পাথর নিক্ষেপের জন্য ছাদের উপর উঠে। এই খবরটি আরশ থেকে আল্লাহর নবীর কাছে পৌঁছে (News of this came to the Prophet from Heaven)--।') [2][3]

বনি নাদির গোত্রের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ 'সুরা হাশর' নাজিল করে [সুরা: ৫৯]; যেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত আছে কী ভাবে আল্লাহ তাদের উপর প্রতিহিংসার প্রকাশ ঘটিয়েছে, তার নবীকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করেছে ও তিনি তাদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ নাজিল করে

৫৯:২ - "তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা

তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"

>>> এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো, লোকেরা তাদের বসত বাড়ীর দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত ধ্বংস করে এবং তা তাদের উটির পিঠের ওপর স্থাপন করে রওনা হয়; **যেটি ছিল আল্লাহর প্রতিহিংসা গ্রহণ।**

৫৯:৩ - "আল্লাহ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন।"

>>> **অর্থাৎ, তরবারি মারফত।**

"আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব।"

>>> **আরও আছে জাহান্নাম।**

৫৯:৪-৫ - "এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) - **তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ** এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন।"

>>> **অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমেই সেগুলো কাটা হয়েছিল; এটি কোনো ধ্বংস নয়, বরং আল্লাহর প্রতিশোধ গ্রহণ ও অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করণ।**

৫৯:৬- "আল্লাহ বনু-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"

>>> **অর্থাৎ বনি নাদির গোত্রের কাছ থেকে।**

৫৯:৭- "আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্নীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল

তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

>>> মুসলিমরা জোরপূর্বক যে কৃষি-জমি ও বসত-বাড়ি (farms) হস্তগত করেছে, তার মালিক হলো আল্লাহ ও তার রসুল।

৫৯:৮-১০ - "এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। (৯) -যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১০) -আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।"

>>> **তাই আল্লাহর নবী এই সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করেন; ব্যতিক্রম শুধু** সাহল বিন হুনায়েফ এবং আবু দুজানা সিমাক বিন খারাশা যারা তাদের দারিদ্র্যের অভিযোগ আনে ও তাই তিনি তাদেরকেও কিছু দান করেন।

৫৯:১১–১৪- "আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি?"

>>> **এর মানে হলো, আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তাঁর সহকারী** ও যারা তাদের মতই মানসিকতার অধিকারী [**বিস্তারিত, পর্ব: ৫২**]।

"তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই

মিথ্যাবাদী। (১২)- যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩)- নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৪)- তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচন্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কান্ডজ্ঞানহীণ সম্প্রদায়।"

>>> **অর্থাৎ বনি আল-নাদির**

৫৯:১৫ -**"তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"**

>>> অর্থাৎ বনি কেইনুকা গোত্রের পরিণতি [বিস্তারিত, পর্ব: ৫১]।

৫৯:১৬ -১৭ - "তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি। (১৭]) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালেমদের শাস্তি।" [4][5]

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল, আয়াত নম্বর, >>> ও [**] যোগ - লেখক।]

Resumption of Ibne Ishaq's narrative:

'So they loaded their camels with what they could carry. Men were destroying their houses down to the lintel of the door which they

put upon the back of their camels and went off with it. Some went to Khaybar and others went to Syria. Among their chiefs who went to Khaybar were Sallam b. Abu'l-Huqayq, Kinana b. al-Rabi b. Abu'l-Huqayq, and Huyayy b. Akhtab. When they got there the inhabitants became subject to them.

'Abdullah b. Abu Bakr told me that he was told that they carried off the women and children and property with tambourines and pipes and singing-girls playing behind them. Among them was Umm 'Amr, wife of 'Urwa b. al-Ward al-'Absi, whom they had bought from him, she being one of the women of B. Ghifar. (They went) with such pomp and splendour as had never been seen in any tribe in their days.

They left their property to the apostle and it became his personal property which he could dispose of as he wished.

He divided it among the first emigrants to the exclusion of the Ansar, except that Sahl b. Hunayf and Abu Dujana Simak b. Kharasha complained of poverty and so he gave them some.

Only two of B. al-Nadir became Muslims: Yamin b. 'Umayr Abu K'b b. 'Amr (W. has 'a cousin of 'Amr') b. Jihash, and Abu Sa'd b. Wahb who became Muslims in order to retain their property. One of Yamin's family told me that the apostle said to Yamin, 'Have you seen the way your cousin has treated me and what he proposed to do?' Thereupon Yamin gave a man money to kill 'Amr b. Jihash and he did kill him, or so they allege.

Concerning B. al-Nadir the Sura of Exile came down in which is recorded how Allah wreaked His vengeance on them and gave His apostle power over them and how He dealt with them.

Allah said:

'He it is who turned out those who disbelieved of the scripture people from their homes to the first exile. You did not think that they would go out and they thought that their forts would protect them from Allah. But Allah came upon them from a direction they had not reckoned and He cast terror into their hearts so that they destroyed their houses with their own hands and the hands of the believers.' (Sura 59). That refers to their destroying their houses to extract the lintels of the doors when they carried them away.

'So consider this, you who have understanding. Had not Allah prescribed deportation against them,' which was vengeance from Allah, 'He would have punished them in this world,' i.e. with the sword, 'and in the next world there would be the punishment of hell' as well.

'The palm-trees which you cut down or left standing upon their roots. It was by Allah's permission, and to humble evildoers' i.e. they were cut down by Allah's order; it was not destruction but was vengeance from Allah,

'The spoil which Allah gave the apostle from them,' i.e. from B. al-Nadir.

'You did not urge on your cavalry or riding camels for the sake of it, but Allah gives His apostle power over whom He wills and Allah is Almighty,' i.e. it was peculiar to him,

'The spoil which Allah gave the apostle from the people of the towns belongs to Allah and His apostle'. What the Muslims gallop against with horses and camels and what is captured by force of farms belongs to Allah and the apostle.

'And is for the next of kin and orphans and the poor and the wayfarer so that it should not circulate among your rich men; and what the apostle gives you take and abstain from what he forbids you.' He says this is another division between Muslims concerning what is taken in war according to what Allah prescribed to him.

Then Allah said,

'Have you seen those who are disaffected,' meaning 'Abdullah b. Ubayy and his companions and those who are like-minded 'who say to their brothers of the scripture people who disbelieve,' i.e. the B. al-Nadir, up to the words

'Like those who a short time before them tasted the misery of their acts and had a painful punishment,' i.e. the B.Qaynuqa'. Then as far as the words

'Like Satan when he said to man Disbelieve, and when man disbelieved he said, I am quit of you. I fear Allah the Lord of the worlds and the punishment of both is that they will be in hell everlastingly. That is the reward of the evildoers.'

>>> ইসলামের ইতিহাসের প্রাপ্তিসাধ্য (Available) দলিলগুলোর মধ্যে **সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো মুহাম্মদের স্বরচিত গ্রন্থ কুরান।** অবিশ্বাসী কাফেররা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের **ঠিক কী অত্যাচার করতেন,** তার সুনির্দিষ্ট (Specific) উল্লেখ কুরানের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না; কথিত অত্যাচারের বর্ণনা **অত্যন্ত ভাসা-ভাসা।** অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদ কিংবা তাঁর কোনো অনুসারীকে **কোনোরূপ শারীরিক আঘাত** করেছেন, এমন উদাহরণ সমগ্র কুরানে একটিও নেই।

অন্য দিকে,

স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে অমানুষিক নৃশংসতা দেখিয়েছেন, তাঁদেরকে খুন করেছেন; সন্ত্রাসী কায়দায় হামলা চালিয়ে তাঁদের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লুট করেছেন; তাঁদের কে ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করেছেন; মুক্ত মানুষকে বন্দী করে দাস ও দাসীতে (যৌনদাসী) রূপান্তরিত করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন - সেই সব চরম অমানবিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস "আল্লাহর উদ্ধৃতি" দিয়ে মুহাম্মদ তাঁর নিজস্ব জবানবন্দিতে (কুরান) সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কৃত এমনি বহু নৃশংসতার একটির সাক্ষ্য হলো সুরা আল-হাশরের এই ২-১৭ নম্বর আয়াত! **সাক্ষ্যদাতা স্বয়ং মুহাম্মদ!**

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME,

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৩৭-৪৩৯

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৪৮-১৪৫৩

[3] **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৮৩

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi

[4] **ইবনে কাথিরের কুরান তফসির:**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1614&Itemid=115

[5] **তাফসীর যালালীন ও অন্যান্য:**

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=59&tAyahNo=2&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

৭৬: ধাতুল-রিকা (Dhatul-Riqa) হামলা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পঞ্চাশ

ওহুদ যুদ্ধ, 'আল-রাজী' ও বীর মাউনা-র চরম ব্যর্থতার পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) মদিনায় অবস্থানরত বনি নাদির নামক এক ইহুদি গোত্রের সমস্ত মানুষকে তাঁদের শত শত বছরের আবাসস্থল ও ভিটে মাটি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে কী ভাবে বিতাড়িত করে তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি করায়ত্ত করেছিলেন তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

উপার্জিত সেই অর্থে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ **তাঁর পরিবার-পরিজনদের ভরন-পোষণের ব্যবস্থা করেন**, কিছু সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে জিহাদের জন্য **ঘোড়া ও যুদ্ধ-অস্ত্র খরিদ করেন**।

নৃশংস ও অমানবিক কায়দায় উপার্জিত এই লুটের মালের **সবটুকুই** মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বাণী বর্ষণের মাধ্যমে "**বিশেষ করে তাঁর ও তাঁর পরিবারের বাৎসরিক ভরণ-পোষণের জন্য বৈধ" করেছিলেন (পর্ব ৫২)।**

বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদের পর খন্দক যুদ্ধ (ফেব্রুয়ারি, ৬২৭ সাল) পর্যন্ত সময়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ধাতুল-রিকা, দ্বিতীয় (শেষ) বদর, দুমাতুল-জানদাল (Dumatul-Jandal) নামের বেশ কয়েকটি হামলা সম্পন্ন করেন।

তবে বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদের ঠিক পরেই কোন হামলাটি সংগঠিত হয়েছিল, সে ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। **মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের মতে তা ছিল ধাতুল-রিকা হামলা। এই হামলায় তারা 'ঘাতাফান (Ghatafan)' গোত্রের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করে।**

'ঘাতাফান' হলো মক্কা ও মদিনার পূর্ব দিকে উত্তর আরবের এক **গোত্র-সমষ্টি**; হিজাজ (লোহিত সাগর, জর্ডান, নাজাদ ও আসির পরিবৃত স্থান - বর্তমান সৌদি আরবের পশ্চিম অঞ্চল) ও সামমার পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে তাদের অবস্থান। তাদের অঙ্গ দলগুলোর কয়েকটি হলো:

১) আবস (Abs),

২) আশজা (Ashja), ও

৩) ধুবায়ান (Dhubyan): এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো হলো,

(ক) ফাযারাহ (Fazarah) - ইউয়েনা বিন হিসনের (Uyaynah b. Hisn) গোত্র,

(খ) মুররাহ (Murrah),

(গ) থালাবাহ (Thalabah); ও অন্যান্য।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল) ও আল তাবারীর বর্ণনা:

[প্রাসঙ্গিক বিষয়, অলৌকিক কিচ্ছা **(পর্ব-৩৮)** পরিহার।]

"বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদ অভিযানের পর আল্লাহর নবী রাবির দুই মাস [রবি-উল আওয়াল ও রবি-উস সানি] এবং জুমাদি-উল আওয়াল মাসের কিয়দংশ (অগাস্ট ১১ হইতে অক্টোবরের শেষ, ৬২৫ সাল) মদিনাতেই অবস্থান করেন।

তারপর তিনি নাজাদের [মধ্য সৌদি আরব] ঘাতাফান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু মুহারিব (Muharib) ও বানু থালাবা (Thalaba) গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন; তিনি নাখাল (Nakhl) পর্যন্ত পৌঁছেন। এটিই হলো ধাতুল রিকা হামলা।

সেখানে তারা ঘাতাফান গোত্রের এক বড় দলের সম্মুখীন হন। দুই দল একে অপরের মুখোমুখি হয়, কিন্তু কোনো সংঘর্ষ সংঘটিত হয় না। **কারণ তারা একে অপরের ভয়ে ছিল ভীত।**

আল্লাহর নবী **ভয়-নামাজ (৪:১০২)** সম্পাদন করেন ও তারপর তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে ফিরে আসেন। ----

*[৪:১০২ - যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং **তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়।** অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। **কাফেররা চায় যে, তোমরা কোন রূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে।** যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্নরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।]*

সাদাকা বিন ইয়াসার হইতে < আকিল বিন জাবির হইতে < জাবির বিন আবদুল্লাহ আল আনসারি হইতে বর্নিত:

আমরা আল্লাহর নবীর সাথে ধাতুল-রিকা অভিযানে নাখাল পর্যন্ত গমন করি। **এক পর্যায়ে মুসলমানদের একজন এক মুশরিক মহিলাকে খুন করে। সেই সময় তার স্বামী ছিল বাহিরে।** যখন আল্লাহর নবী মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পথে, মহিলার স্বামী ফিরে এসে ঘটনাটি জানার পর প্রতিজ্ঞা করে যে মুহাম্মদ-অনুসারীদের উপর এর প্রতিশোধ না নিয়ে সে ক্ষান্ত হবে না।-------’। [1][2][3]- (অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।)

‘After the attack on B. al-Nadir the apostle stayed in Medina during Rabi'ul-Akhir and part of Jumada. Then he raided Najd making for B. Muharib and B. Tha'laba of Ghatafan, until he stopped at Nakhl. This was the raid of Dhatu'l-Riqa'.

There a large force of Ghatafan was encountered. The two forces approached one another, but no fighting occurred, for each feared

the other. The apostle led the prayer of fear; then he went off with the men.

(T. Muhammad b. Ja'far b. al-Zubayr and Muhammad b. 'Abdu'l-Rahman from 'Urwa b. al-Zubayr from ABu Hurayra: We went with the apostle to Najd until at Dhatu'l-Riqa' he met a number of Ghatafan.There was no fighting because the men were afraid of them. The prayer of fear came down (Sura 4:102) and he divided his companions into two sections, one facing the enemy and the other behind the apostle. ---)

Sadaqa b. Yasar from Aqil b. Jabir from Jabir b. 'Abdullah al-Ansari said:

We went with the apostle on the raid of Dhatu'l-Riqa' of Nakhl and a man killed the wife of one of the polytheists. When the apostle was on his way back her husband, who had been away, returned and heard the news of her death. He swore that he would not rest until he had taken vengeance on Muhammad's companions. ----'.

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল তাবারীর বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো:

১) মক্কাবাসী কুরাইশ বাণিজ্য বহরের ওপর হামলা **(পর্ব-২৯),** বনি কেউনুকা গোত্রের ওপর হামলা **(পর্ব-৫১)** ও বনি নাদির গোত্রের ওপর হামলার মতই, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ঘাতাফান গোত্রের ওপর হামলা করতে গিয়েছিলেন!

এখানে আক্রমণকারী গোষ্ঠী নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা। আর আক্রান্ত জনগোষ্ঠী হলেন ঘাতাফান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু মুহারিব ও বানু থালাবা গোত্রের লোকেরা।

২) **এই ঘটনার পূর্বে ঘাতাফান গোত্রের কোনো লোক মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর কোনোরূপ আক্রমণের চেষ্টা করেছিলেন, এমন আভাস কোথাও নাই।**

৩) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই আক্রমণাত্মক হামলা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ঘাতাফান গোত্রের লোকেরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের এই প্রচেষ্টা ছিল **"মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা"**।

৪) ঘাতাফানদের এই আত্মরক্ষা বাহিনী সংখ্যা ও শক্তিতে আক্রমণকারী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারী বাহিনীর সমকক্ষ ছিলেন।

৫) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ঘাতাফানদের আত্ম-রক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে কোনো সুবিধা করতে পারবে না উপলব্ধি করে কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই মদিনায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৬) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অমানুষিক বর্বরতায় বনি কেউনুকা ও বনি নাদির গোত্রের সমস্ত লোক যে শোচনীয় পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন, **ঘাতাফান গোত্রের লোকেরা তাঁদের শক্তি বলে বনি কেউনুকা ও বনি নাদির গোত্রের অনুরূপ সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।**

৭) এমত পরিস্থিতিতেও মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ঘাতাফানদের **'এক নিরপরাধ মহিলাকে তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে খুন করেছিলেন!"**

প্রশ্ন হলো,

"আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ও সংক্ষুব্ধ এই লোকেরা যদি এহেন আগ্রাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ ও তাঁদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কর্মকৌশল হিসাবে একক বা সম্মিলিতভাবে আক্রমণকারী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি-আক্রমণ (Counter attack) ও পরাস্ত করার চেষ্টা করেন, তবে কি তাকে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম রূপে আখ্যায়িত করা যায়?

মদিনায় আগমন পরবর্তী সময়ে একের পর এক মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এ সকল আগ্রাসী আক্রমণে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত মক্কাবাসী কুরাইশ সম্প্রদায়, বিতাড়িত বনি

কেউনুকা ও বনি নাদির গোত্র এবং আক্রান্ত ঘাতাফান গোত্রের লোকদের প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা কি অন্যায়?"

মুহাম্মদের সাথে সুর মিলিয়ে তাঁর অনুসারীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত এই মানুষগুলো ও তাঁদের কর্মকাণ্ডকে **আইয়্যামে জাহিলিয়াত** (অন্ধকারের যুগ/বাসিন্দা) রূপে আখ্যায়িত করে আসছেন।

কিন্তু ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে ইসলাম-অনুসারীদেরই বর্ণনায় তাদের এই দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৪৫-৪৪৭
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭,** ইংরেজী অনুবাদ: M.V. McDonald, Annotated by W. Montogomery Watt, নিউ ইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-345-4 (pbk.), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৫৪-১৪৫৭

[3] **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩৮৪-৩৯১; ইংরেজি অনুবাদ**:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ১৮৮-১৯২
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

৭৭: খন্দক যুদ্ধ-১: কী ছিল তার কারণ?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ- একান্ন

বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদের মাস দুই পরে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা বিনা উস্কানিতে **ঘাতাফান গোত্রের** অন্তর্ভুক্ত বানু মুহারিব ও বানু থালাবা গোত্রের উপর হামলার অভিপ্রায়ে সুদূর নাখাল (Nakhl) পর্যন্ত গমন করার পর কী কারণে তারা তা না করে **এক নিরপরাধ মহিলাকে তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে খুন করে** মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

বনি নাদির গোত্র উচ্ছেদের পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে বড় আক্রমণটির সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেটি হলো খন্দক যুদ্ধ (The Battle of the Ditch); মক্কাবাসী কর্তৃক মদিনায় শেষ আক্রমণ।

খন্দক যুদ্ধটি (পরিখার যুদ্ধ) সংঘটিত হয়েছিল ওহুদ যুদ্ধের (মার্চ, ৬২৫ সাল) দুই বছর পর; ৬২৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। ইসলামে নিবেদিত প্রাণ আদি ও বিশিষ্ট মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে:

খন্দক যুদ্ধের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন,

"বনি নাদির গোত্রের এক দল লোক!"

কারণ হলো,

"বছর দেড়েক আগে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক বর্বরতায় বিনা অপরাধে, ঐশী বাণীর অজুহাতে, এই লোকগুলো ও তাঁদের গোত্রের সমস্ত মানুষকে তাঁদের শত শত বছরের আবাসস্থল মদিনা থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও করায়ত্ব করেছিলেন!" (পর্ব: ৫২ ও ৭৫)।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1] [2]

([আল-তাবারী] <ইবনে হুমায়েদ হইতে <সালামাহ হইতে<) মুহাম্মদ ইবনে ইশাক হইতে < ইয়াজিদ বিন রুমান [মৃত্যু-৭৪৭ সাল] হইতে <আল-যুবায়ের বিন উরওয়া বিন আল-যুবায়ের [মৃত্যু-৭১২ সাল] পরিবারে এক মক্কেল হইতে < আবদুল্লাহ বিন কাব বিন মালিক [মৃত্যু-৭১৫ সাল] হইতে প্রাপ্ত এমন একজন যার বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই; এবং মুহাম্মদ বিন কাব আল-কুরাজি ও আল-জুহরী [মৃত্যু-৭৪২ সাল], ও আসিম বিন উমর বিন কাতাদা [মৃত্যু-৭৩৭ সাল], ও আবদুল্লাহ বিন আবু বকর [মৃত্যু-৭৪৭ সাল], ও আমাদের অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] নিম্নে বর্ণিত উপাখ্যানটি বলেছেন; তাঁদের প্রত্যেকেই এর কিছু অংশের অবদান রেখেছেন: **'আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক ইহুদি একটি দল গঠন করে;** যাদের মধ্যে ছিল সাললাম ইবনে আবুল হুকায়েক আল-নাদরি, ও হুয়েই বিন আখতাব আল-নাদরি ও কিনানা বিন আবুল হুকায়েক আল-নাদরি, হাওয়াদা বিন কায়েস আল-ওয়ালি, ও আবু আমমার আল-ওয়ালি; যাদের সাথে ছিল **বনি আল-নাদির** ও বনি ওয়াইল (মদিনার আউস মানাত গোত্রের অন্তর্ভুক্ত) গোত্রের আরও কিছু লোক।

তারা মক্কার কুরাইশদের কাছে গমন করে ও তাদেরকে এই বলে আমন্ত্রণ করে যে, তারা যেন তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নবীর ওপর আক্রমণ চালায়, যাতে তারা তাঁর কাছ থেকে সর্বাংশে মুক্তি পেতে পারে।

কুরাইশরা বলে,

"তোমরা, ইহুদিরা, হলে প্রথম ধর্মগ্রন্থের লোক [অর্থাৎ, তওরাত] এবং তোমরা মুহাম্মদের সাথে আমাদের বিবাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত। আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ, না কি তার ধর্ম?"

তারা জবাবে বলে যে,

অবশ্যই তাদের ধর্ম তার ধর্মের চেয়ে উত্তম এবং এ ব্যাপারে তাদের দাবি তার দাবির চেয়ে বেশি সঠিক।

(এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাজিল করে:

*[*যা ঘটেছিল]*

৪:৫১- *"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে* ***এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে"।***

*[*অভিশাপ]*

৪:৫২ *– "এরা হলো সে সমস্ত লোক,* ***যাদের উপর লানত করেছেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং।*** *বস্তুত: আল্লাহ যার উপর লা'নত করেন তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না"।*

*[*কটুক্তি]*

৪:৫৩ *– "তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে? তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না"। - অর্থাৎ, ভবিষ্যদ্বাণী (Prophecy)*

*[*পূর্ববর্তীদের উপকথা]*

৪:৫৪ – *"নাকি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম* ***আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য"।***

*[*হুমকি]*

৪:৫৫- *"অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে।* ***বস্তুতঃ (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট"।*** *[3])*

এই কথাগুলো কুরাইশদের আনন্দিত করে এবং তারা আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তাদের ঐ আমন্ত্রণে সানন্দে সাড়া দিয়ে সমবেত হয় ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

তারপর ইহুদিদের ঐ দলটি কায়েস আইলান (Qays 'Aylan) এর **'ঘাতাফান' গোত্রের কাছে যায় ও তাদেরকে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আমন্ত্রণ জানায়**, ও বলে যে, তারা এই কাজে তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করবে এবং এই অভিযানে কুরাইশরা

নেতৃত্ব দেবে। তাই, তারাও তাদের সাথে যোগদান করে (তাবারী: তারা তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়)।

কুরাইশরা আবু সুফিয়ান বিন হারবের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করে ।

'ঘাতাফান' দল; বানু ফাযারাহ গোত্র ইউয়েনা বিন হিসন বিন হুদায়েফা বিন বদরের নেতৃত্বে, **বানু মুররা গোত্র** আল-হারিথ বিন আউফ বিন আবু হারিথা আল-মুররির নেতৃত্বে ও **আশজা গোত্র** মিসা'র বিন রুখায়েলা বিন নুওয়ায়েরা বিন তারিফ বিন সুহমা বিন আবদুল্লাহ বিন হিলাল বিন খালাওয়া বিন আশজা বিন রায়েথ বিন ঘাতাফানের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করে।'

আল তাবারীর (৮৩৯-৮২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'ইবনে হুমায়েদ [মৃত্যু-৮৬২ সাল] হইতে < সালামাহ [মৃত্যু-৮০৬ সাল] হইতে < মুহাম্মদ ইবনে ইশাক হইতে বর্ণিত:

প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য মোতাবেক, **যে কারণে আল্লাহর নবী খন্দক যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা হলো আল্লাহর নবী কর্তৃক বনি আল-নাদির গোত্রকে তাঁদের আবাসস্থল থেকে বিতাড়িত।'** [2] [4]

ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল, আয়াত নম্বর, < ও [**] যোগ - লেখক।

The narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): [1] [2]

'([Al-Tabari:] According to Ibne Humayd – Salamah) Muhammad bin Ishaq - Yazid b.Ruman, client of the family of al-Zubayr b. 'Urwa b. al-Zubayr, and one whom I have no reason to suspect from 'Abdullah b. Ka'b b. Malik, and Muhammad b. Ka'b al-Qurazi, and al-Zuhri, and

Asim b. 'Umar b. Qatada, and Abdullah b. Abu Bakr and other traditionists of ours told me the following narrative, each contributing a part of it:

A number of Jews who had formed a party against the apostle, among whom were Sallam b. Abu'l-Huqayq al-Nadri, and Huyayy b. Akhtab al-Nadri and Kinana b. Abu'l-Huqayq al-Nadri, and Haudha b. Qays al-Wa'ili, and Abu 'Ammar al-Wa'ili with a number of B. al-Nadir and B. Wa'il (were a clan of the Aws Manat of Medina) went to Quraysh at Mecca and invited them to join them in an attack on the apostle so that they might get rid of him altogether.

Quraysh said, **'You, O Jews, are the first scripture people and know the nature of our dispute with Muhammad. Is our religion the best or is his?'**

They replied that certainly their religion was better than his and they had a better claim to be in the right.

(It was about them that God sent down,

'Have you not considered those to whom a part of the scripture was given who believe in idols and false deities and say to those who disbelieve, These are more rightly guided than those who believe? These are they whom God hath cursed and he whom God has cursed you will find for him no helper' as far as His words, 'Or are they jealous of men because of what God from His bounty has brought to them?' i.e. prophecy.

'We gave the family of Abraham the scripture and wisdom and we gave them a great kingdom and some of them believed in it and some of them turned from it, and hell is sufficient for (their) burning'.) [4:51-55]

These words rejoiced Quraysh and they responded gladly to their invitation to fight the apostle, and they assembled and made their preparations.

Then that company of Jews went off to Ghatafan of Qays 'Aylan and invited them to fight the apostle and told them that they would act with them and that Quraysh had followed their lead in the matter; so they too joined in with them (T. and agreed to what they suggested.)

Quraysh marched under the leadership of Abu Sufyan b. Harb; and Ghatafan led by Uyayna b. Hisn b. Hudhayfa b. Badr with B. Fazara; and al-Harith b.'Auf b. Abu Haritha al-Murri with B. Murra; and Mis'ar b. Rukhayla b. Nuwayra b. Tarif b. Suhma b. 'Abdullah b. Hilal b. Khalawa b. Ashja' b. Rayth b. Ghatafan with those of his people from Ashja' who followed him.'

The narratives of Al-Tabari (839-923 AD):

'In this year the battle of the Messenger of God at the trench took place in the month of Shawal, According to Ibne Humayd <Salamah < Ibne Ishaq.

What brought on the battle of Messenger of God at the trench, according to what has been reported, was what happened because

of the expulsion of Banu Al-Nadir from their settlements by the Messenger of God.’ [2]

>>> আদি উৎসে ইসলামে নিবেদিত প্রাণ মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, বনি নাদির গোত্রের একদল লোক মক্কায় গমন করেন ও **কুরাইশদের কাছে** প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁরা তাদের সাধারণ শত্রু (Common enemy) মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করবেন।

উত্তর আরবের **ঘাতাফান গোত্রের কাছেও তাঁরা এই মর্মে সাহায্যের আবেদন জানান।** খন্দক যুদ্ধের প্রায় ষোল মাস আগে এই ঘাতাফান গোত্রের লোকেরা কীভাবে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণাত্মক হামলার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

যেহেতু খন্দক যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মারফত **বিতাড়িত** বনি নাদির (ও বনি কেউনুকা) গোত্র; **আক্রান্ত** মক্কাবাসী কুরাইশ সম্প্রদায় ও তাঁদের উত্তর আরব মিত্র এবং ঘাতাফান ও অন্যান্য গোত্রের সমন্বয়ে (Army of the Confederates); তাই এই যুদ্ধটিকে বলা হয় **"মিত্র দলের আক্রমণ (আল-আহযাব)"**।

মুহাম্মদ তাঁর ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ (Psycho-biography) কুরানের **সুরা আল-আহযাব-এর কিছু অংশে এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।** এই সুরার অন্যান্য অংশে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর পত্নীঘটিত সমস্যা, তাঁর যৌন সমস্যা (**৩৩:৫০-৫২**) ও তাঁর পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করার বৈধতা বিষয়ক **একান্ত পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা প্রসঙ্গে**। (**পর্ব-৩৯**)।

আদি উৎসের মুহাম্মদ অনুসারীদেরই বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের নির্মম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে **আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত** ইহুদি বনি নাদির গোত্র, মক্কাবাসী কুরাইশ সম্প্রদায় ও ঘাতাফান গোত্রের সম্মিলিত প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ স্পৃহাই হলো খন্দক যুদ্ধের মূল প্রেক্ষাপট।

অর্থাৎ,

"বদর যুদ্ধ (পর্ব: ৩০-৪৩) ও ওহুদ যুদ্ধের (পর্ব: ৫৪-৭১) মতই খন্দক যুদ্ধের মূল কারণ হলো মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক ও অমানবিক কার্যকলাপে আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত অতিষ্ঠ জনপদবাসীর প্রতিরক্ষা চেষ্টা।"

[*] **"কুরান কার বাণী?"** - এই প্রসঙ্গের আলোচনা পর্ব-১৪-তে করা হয়েছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা তাঁর আবিষ্কৃত "আল্লাহর নামে" প্রতিপক্ষকে দিয়েছেন যথেচ্ছ শাপ-অভিশাপ (পর্ব: ১১-১২) ও হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন (পর্ব: ২৬-২৭); তাঁর চারিপাশের মানুষদের শুনিয়েছেন পূর্ববর্তীদের উপকথা (পর্ব: ১৭) এবং করেছেন নিজেই নিজের যথেচ্ছ গুণগান ও প্রশংসা (পর্ব: ১৯)।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ৪৫০

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৬৩-১৪৬৫

http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] **ইবনে কাথিরের (১৩০১-১৩৭৩ সাল) কুরান-তাফসীর**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=651&Itemid=59

[4] সালামাহ বিন আল ফাদল আল আবরাশ (মৃত্যু ১৯১ হিজরি, ৮০৬ সাল) ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ছাত্র। (পর্ব-৪৪)।

৭৮: খন্দক যুদ্ধ-২: খন্দক খনন

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– বাহান্ন
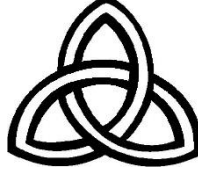
স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের অমানবিক নির্মম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে **চরম ক্ষতিগ্রস্ত** ইহুদি বনি নাদির গোত্রের কতিপয় লোকের উদ্যোগে **আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত** ও সংক্ষুব্ধ মক্কাবাসী কুরাইশ সম্প্রদায় ও ঘাতাফান গোত্রের লোকেরা প্রতিশোধ ও প্রতিরক্ষা স্পৃহায় কীভাবে তাঁদের সাথে একাত্ম হয়ে মুসলমানদের প্রতি আক্রমণের (Counter attack) অভিপ্রায়ে মদিনার উদ্দেশে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

খন্দক যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, তখন মদিনার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক ছিল গিরি-লাভা, পাহাড়-পর্বত ও বৃক্ষরাজি সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বলয়ের সুবিধায়। **উত্তর দিকটি ছিল অরক্ষিত।**

সালমান ফারসী (Salman al-Farisi) নামের এক আদি পারস্যবাসী মুহাম্মদকে পরামর্শ দেন যে, যদি তারা **মদিনার উত্তর দিকে খন্দক খনন** করতে পারে, তবে তার মাধ্যমে তারা মিত্র-বাহিনীর (Army of the Confederates) আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারবে। তাঁর এই পরামর্শ মুহাম্মদের মনঃপুত হয়।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনার উত্তর দিকে এক খন্দক খনন করেন। **এই খন্দকটি তাঁরা দুর্গম স্থানগুলোর (পাহাড় ও বৃক্ষ-জলাভূমি) সাথে সংযুক্ত করে দেন।** (**নীচের চিত্র**)
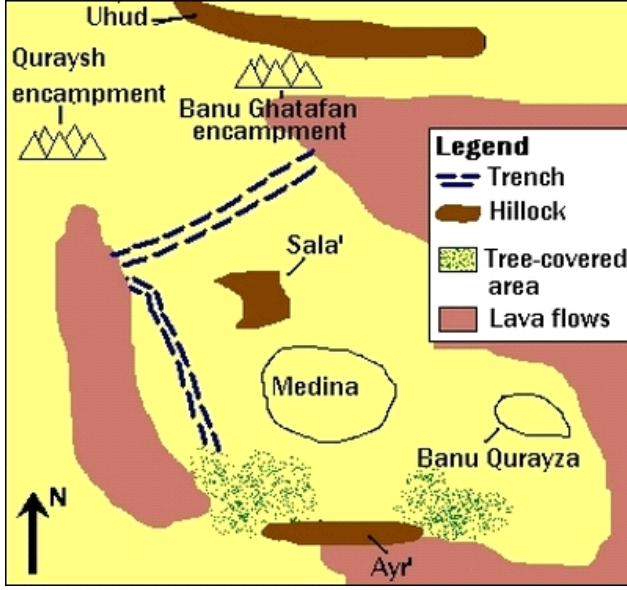
মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

[প্রাসঙ্গিক বিষয়, অলৌকিক কিচ্ছা **(পর্ব-৩৮**) পরিহার।]

'যখন আল্লাহর নবী তাদের অভিসন্ধি জানতে পারেন, তখন তিনি মদিনার পাশে এক খন্দক খনন করেন; তিনি নিজেও সে কাজে অংশ গ্রহণ করেন ও মুসলমানদের বেহেশতের পুরষ্কারের আশা দিয়ে এই কাজে উৎসাহিত করেন।

মুসলমানরা তাঁর সাথে কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কিছু **আনুগত্যহীন লোক** তাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে ও আল্লাহর নবীর অজ্ঞাতে ও তাঁর অনুমতি ছাড়াই কাজে ফাঁকি দিয়ে গোপনে তাদের পরিবারের সাথে সময় কাটাতে শুরু করে। [1]

কোনো জরুরী কাজে যদি কোনো মুসলমানের এই কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সে আল্লাহর নবীর কাছে তার অনুমতি প্রার্থনা করে ও তিনি তা মনজুর করেন। সঠিক কাজের প্রতি বাসনা ও সম্মানবোধের কারণে সে তার সেই জরুরি কাজটি সম্পন্ন করে পুনরায় এই কাজে যোগদান করে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ নাযিল করে:

[যা ঘটেছিল]

২৪:৬২- "মুমিন তো তারাই; যারা আল্লাহর ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলের সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের জন্যে অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।"

এই অংশটি নাজিল হয় ঐ মুসলমানদের বিষয়ে **যারা আল্লাহ ও তার নবীর আদেশ মান্য করতো** এবং শুভ ফলের আশা ও তার সম্মান করতো।

তারপর যারা কাজে গাফিলতি করে দূরে অবস্থান করতো ও আল্লাহর নবীর অনুমতি ছাড়া কাজ ছেড়ে চলে যেতো, **সেই মুনাফিকদের উদ্দেশে আল্লাহ বলে:**

[হুমকি]

২৪:৬৩-৬৪ – "রসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (৬৪) মনে রেখো নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা আছে, তা আল্লাহরই। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ই জানেন।"

মুসলমানেরা খন্দক খনন শেষ হওয়া পর্যন্ত এই কাজে নিয়োজিত থাকে। এই কাজটি করার সময় তারা জুয়ায়েল নামের এক মুসলমানকে নিয়ে, যাকে আল্লাহর নবী 'আমর' নামে নামকরণ করে, এক ছন্দময় পদ্য (work song) রচনা করেন; যার বচন ছিল:

"পরিবর্তন করেছে সে নাম তার জুয়ায়েল থেকে আমর যেদিন;
সেই কাঙ্গালের সাহায্য হয়েছে সেদিন।"

('He changed his name from Ju'ayl to 'Amr;
And was a help to the poor man that day.')

যখন তারা 'আমর' শব্দটি উচ্চারণের কাছে আসে, আল্লাহর নবী বলেন 'আমর'; এবং যখন তারা 'সাহায্য' শব্দটি উচ্চারণের কাছে আসে, আল্লাহর নবী বলেন 'সাহায্য'।

[---- এরপর 'সিরাতে' কিছু অলৌকিক কিচ্ছার বর্ণনা---]

আল্লাহর নবীর খন্দক খনন সম্পন্ন হওয়ার পর; আল-জুরুফ ও জাঘাবার [Zaghaba (al-Ghaba)] যে স্থানটিতে রুমার জলস্রোত প্রবাহিত, সেই স্থানটিতে এসে **কুরাইশরা** তাদের শিবির স্থাপন করে। তাদের সঙ্গে ছিল **দশ হাজার সৈন্য;** যাদের মধ্যে ছিল তাদের ভাড়াটে কালো লোক এবং তাদের পক্ষে যোগদানকারী বানু কিনানা ও **তিহামার** জনগণ। [2]

ঘাতাফান গোত্রের লোকেরাও তাদের পক্ষে যোগদানকারী নাজাদের লোকদের নিয়ে ওহুদের দিকে ধানাব নাকমা (Dhanab Naqma) স্থানটিতে এসে থামে।

আল্লাহর নবী ও মুসলমানেরা সা'ল [মধ্য মদিনার এক পাহাড়] কে পেছনে ফেলে **তিন হাজার সৈন্য** সহকারে বের হয়ে আসেন। **খন্দকটি তাঁর ও শত্রুবাহিনীর মাঝখানে** রেখে তিনি সেখানে তাঁর শিবির স্থাপন করেন এবং মহিলা ও শিশুদেরকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করেন।' [3]

আল তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'মুহাম্মদ বিন উমর [আল-ওয়াকিদি] হইতে বর্ণিত, যে লোকটি আল্লাহর নবীকে এই খন্দক খননের পরামর্শ দেন, তিনি হলেন **সালমান**। আল্লাহর নবীর সাথে সালমান এই যুদ্ধটিতেই প্রথম অংশগ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি ছিলেন একজন মুক্ত মানুষ (a free man)।

তিনি বলেন, **"হে আল্লাহর নবী, পারস্য দেশে যদি কখনও আমরা পরিবেষ্টিত হয়ে যাই; তখন খন্দক খনন করে আমরা নিজেদের রক্ষা করি।"'**

মুহাম্মদ বিন বাশশার [মৃত্যু: ৮৬৬ সাল] < মুহাম্মদ বিন খালিদ ইবনে আথমান <কাথির বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আউফ আল-মুযানি [মৃত্যু: ৭৬৭-৭৭৭ সালের মধ্যে] < তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আমর) < তার পিতা (আমর বিন আউফ) হইতে বর্ণিত: 'আল্লাহর নবী 'আল-আহযাব বছরে **বানু হারিথা গোত্রের দুই শেখের দুর্গ থেকে শুরু করে আল-মাধাদ (al-Madhad) পর্যন্ত খন্দক খনন করেন**। [4] [5]

প্রতি ৪০ কিউবিট [প্রায় ৬০ ফুট] অংশের কার্যভার তিনি দশ জন মুসলমানের উপর ন্যস্ত করেন। মুহাজির ও আনসাররা সালমানকে নিয়ে বিতর্কে নামে। আনসাররা বলে, "সালমান আমাদেরই একজন।" মুহাজিররা বলে, "সালমান আমাদেরই একজন।" তাই আল্লাহর নবী বলেন, "সালমান আমাদেরই একজন, নবীর উম্মতের একজন।"' [6]
-(অনুবাদ,< ও [**] যোগ–লেখক)

>>> আদি উৎসের ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মিত্র বাহিনীর **দশ হাজার সৈন্যের** সেনা ছাউনিটি ছিল খন্দকটির উত্তর দিকে; আর তাদের পিঠ ছিল ওহুদ পাহাড়ের দিকে।
"তাঁদের সরাসরি সম্মুখে ছিল **'খন্দকের বাধা'** ও খন্দকের ওপারে মুসলমান বাহিনী। **খন্দকের এই বাধাটি অতিক্রম করা মিত্র বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না; যে কারণে তাঁরা সদল বলে মুসলমানদের সরাসরি আক্রমণ করতে পারেননি।" (নীচের চিত্র)**। [7]
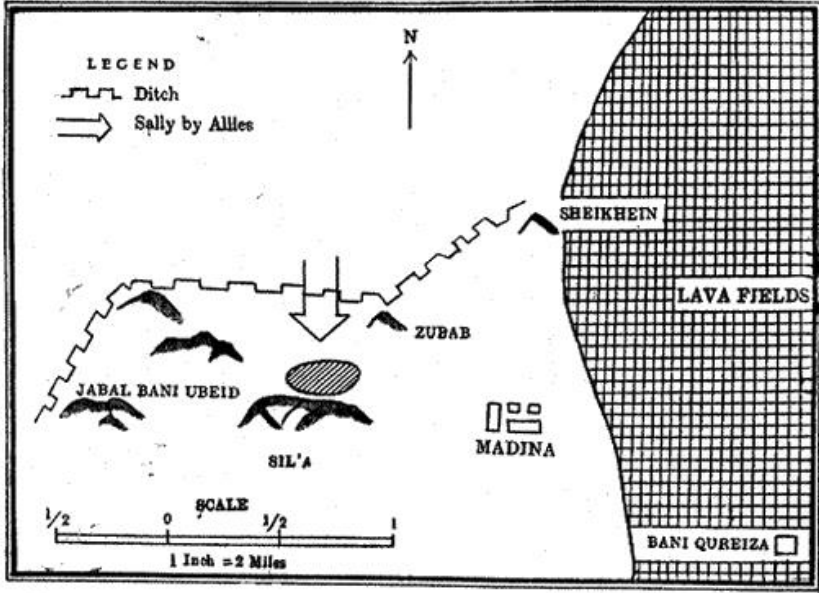
MAP 3: THE BATTLE OF THE DITCH

অন্যদিকে,

মুহাম্মদের নেতৃত্বে মুসলমান বাহিনীর **তিন হাজার সৈন্যের** সেনা ছাউনিটি ছিল খন্দকটির দক্ষিণে।

“তাঁদের সরাসরি সম্মুখে ছিল তাঁদের খননকৃত **'প্রতিরক্ষা খন্দক'** ও খন্দকের ওপারে মিত্র বাহিনী; **যে খন্দকটির কারণে তাঁরা মিত্র বাহিনীর সরাসরি আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।** আর তাঁদের পেছনটি ছিল মদিনার দিকে:

তাঁদের সরাসরি পিছনেই ছিল সাল পর্বত (Sal’/Sala/Sali), তার পিছনে মদিনা এবং তারও পিছনে বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা।"

>>> মদিনায় অবস্থিত সম্পদশালী তিনটি বড় ইহুদী গোত্রের দুইটিকে অনেক আগেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বিতাড়িত করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছেন; বদর যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পর বনি কেউনুকা গোত্রকে (**পর্ব: ৫১**) ও ওহুদ যুদ্ধের মাস ছয়েক পর বনি নাদির গোত্রকে (**পর্ব: ৫২ ও ৭৫**)। **অবশিষ্ট আছে শুধু 'বনি কুরাইজা' গোত্র।**

একমাত্র অবশিষ্ট এই **'বনি কুরাইজা গোত্রের অবস্থান' ছিল মদিনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।** তাঁদের সম্মুখটি ছিল মুসলমান বাহিনীর পিছন দিকে।

"তাঁদের সম্মুখে ছিল পর্যায়ক্রমে মদিনা শহর, তার সামনে সাল পর্বত ও মুসলমান বাহিনী, তারও সামনে খন্দক এবং তারও সামনে কুরাইশ ও ঘাতাফানের নেতৃত্বে মিত্র বাহিনী। যৌনাঙ্গের কেশ দেখে সনাক্তকরণ পদ্ধতিতে তাঁদের সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৭০০- ৯০০ জন।"

খন্দক যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনায় একমাত্র অবশিষ্ট এই সম্পদশালী বনি কুরাইজা গোত্রের সমস্ত সক্ষম প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সদস্য ও একজন মহিলাকে **একটা একটা করে গলা কেটে হত্যা** করে তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন ও তাঁদের সমস্ত মহিলা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের দাস ও যৌন-দাসী তে রূপান্তরিত করে নিজেদের মধ্যে কীভাবে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন, তার আংশিক আলোচনা **'আবু-লাহাব তত্ত্বে (পর্ব ১২)'** করা হয়েছে।

মুহাম্মদের নেতৃত্বে ৬২৭ সালে সংঘটিত এই **"নৃশংস গণহত্যার"** ন্যায্যতার সপক্ষে মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁদের রচিত মুহাম্মদের জীবনী গ্রন্থ (সিরাত) ও হাদিস গ্রন্থে যে অজুহাত পেশ করেন, ত হলো:

"তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করিয়াছিল!"

কিন্তু,

"কী ছিল সেই চুক্তি এবং কী ছিল তার শর্তাবলী?", সে ব্যাপারে সিরাত বা হাদিসের কোথাও কোনো উল্লেখ নেই। **এটি কি সেই চুক্তি যা ইসলামের ইতিহাসে "মদিনা সনদ" নামে বিখ্যাত?** এই প্রশ্নের উত্তর যদি হয় 'হ্যাঁ', তবে অনেক আগেই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ **"স্বয়ং"** কীভাবে সেই চুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা **'মদিনা সনদ তত্ত্বে (পর্ব- ৫৩)'** করা হয়েছে।

"তাহারা মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করিয়াছিল!" এই অজুহাত প্রসঙ্গের আলোচনায় সর্বদাই যে-বিষয়টি মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন, তা হলো:

"মিত্রবাহিনীর অবস্থান খন্দকের ওপারে, তাঁরা খন্দক অতিক্রমে ব্যর্থ। এমতাবস্থায়, ইচ্ছা করলেও তাঁরা বনি কুরাইজা গোত্রকে সৈন্যবলে সাহায্য করতে অসমর্থ।"

উৎসাহী পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন আদি উৎসে বর্ণিত খন্দক যুদ্ধের পরবর্তী পর্বগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিরপেক্ষভাবে মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন;

এবং,

মিত্রবাহিনীর কোনো লোকের প্ররোচনায় বনি কুরাইজা গোত্রের মানুষরা তাঁদের ৬০০-৯০০ জন সক্ষম জনবল নিয়ে **তাঁদের চেয়ে চার গুণের অধিক সুসজ্জিত মুসলমান সেনাবাহিনীকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার আত্মঘাতী চেষ্টা করেছিলেন কি না;** কিংবা তাঁরা **তাঁদের সম্মুখে অবস্থানরত** মদিনায় অবশিষ্ট মুসলমান (মহিলা, শিশু ও অন্যান্য) ও অস্ত্রসজ্জিত তিন হাজার মুসলমান সেনাবাহিনী এবং খন্দকের বাধা অতিক্রম করে **খন্দকের ওপারের মিত্র বাহিনীকে গোপনে কোনোরূপ সাহায্য করেছিলেন কি না, তা জানার চেষ্টা করেন।**

এ বিষয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা **'বনি কুরাইজা গণহত্যা'** পর্বে করা হবে।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] 'আনুগত্যহীন লোক' - অর্থাৎ 'মুনাফিক' (Disaffected); নামেমাত্র মুসলমান, যারা গোপনে মুহাম্মদের অনেক কর্মপন্থার বিরোধিতা করতেন। বলা হয়, তাদের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ বিন উবাই।

[2] 'তিহামা': আরব উপদ্বীপের লোহিত সাগর উপকূলীয় সমভূমি।

[3] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME,

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫১-৪৫২

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[4] 'বানু হারিথা গোত্র': আল আউস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যাদের অবস্থান ছিল মদিনার উত্তর-পূর্ব দিকে।

[5] 'আল-মাধাদ': আল-খাযরাজ গোত্রের অধীনে বানু সালিমাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু-হারাম গোত্রের দুর্গ, যার অবস্থান ছিল সা'ল পাহাড়ের পশ্চিমে।

[6] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৬৫-১৪৭১

[7] **Another Image: William Montgomery Watt (1909-2006), 'Muhammad at Medina', Oxford 1956, page 152**

https://archive.org/stream/muhammadatmedina029655mbp#page/n173/mode/2up

৭৯: খন্দক যুদ্ধ-৩: সালমান ফারসীর উপাখ্যান!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– তেপ্পান্ন

সালমান ফারসী নামের এক অনুসারীর পরামর্শে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা মদিনার উত্তর দিকে কীভাবে খন্দক খনন করেছিলেন; খন্দকটি তারা কোথা থেকে কোথায় সংযোগ করেছিলেন; মুহাম্মদের নেতৃত্বে মুসলমান বাহিনী, আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী এবং ইউয়েনা বিন হিসন, আল-হারিথ বিন আউফ ও মিসা'র বিন রুখায়েলার নেতৃত্বে ঘাতাফান বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রের কোথায় অবস্থান নিয়েছিলেন; মদিনার তিনটি সম্পদশালী ইহুদি গোত্রের দুইটিকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা জোরপূর্বক বিতাড়িত করার পর **একমাত্র অবশিষ্ট বনি কুরাইজা গোত্রের অবস্থান** কোথায় ছিল - ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

খন্দক খননের মাধ্যমে শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলা করার কৌশল তৎকালীন আরবের লোকেরা জানতেন না। **মুহাম্মদও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।**
কিন্তু পারস্যবাসীরা তা জানতেন। শত্রু-কবলিত হওয়ার আশংকা কালে প্রয়োজনবোধে তারা এই প্রতিরক্ষা কৌশলটি অবলম্বন করতেন। সালমান ফারসীর 'খন্দক খনন পরামর্শ ও তার বাস্তবায়নের' মাধ্যমে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা খন্দক যুদ্ধে তাদের সম্ভাব্য চরম বিপর্যয় এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কে এই সালমান ফারসী?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক **"কীভাবে সালমান মুসলমান হয়েছিলেন (How Salman became a Muslim)"** শিরোনামে সালমান ফারসীর উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) সেই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার: [1]

আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাহমুদ বিন লাবিদের তথ্যের ভিত্তিতে, আসিম বিন উমর বিন কাতাদা আল-আনসারি আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] যা বর্ণনা করেছেন:

সালমানের নিজের বর্ণনায় আমি [আবদুল্লাহ বিন আব্বাস] যা শুনেছি তা হলো,

"আমার আদি নিবাস ছিল পারস্যের [বর্তমান ইরান] ইস্পাহান প্রদেশের জেয়য়ি (Jayy) নামক গ্রামে। আমার পিতা ছিলেন ঐ গ্রামের প্রধান জোতদার (land owner), তার কাছে আমি ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এত গভীর ছিল যে, তিনি আমাকে সর্বদাই বাড়ির ভেতরে রাখতেন, যেন আমি ছিলাম এক ক্রীতদাস।

আমি প্রবল আগ্রহে পারস্য পুরোহিতদের মত **'পবিত্র অগ্নিশিখা'** জ্বালিয়ে রাখার কাজে নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করেছিলাম যে, আমি এক মুহূর্তের জন্যও অগ্নি নির্বাপিত হতে দিতাম না।

আমার পিতা ছিলেন এক বিশাল কৃষি ফার্মের মালিক। একদিন যখন তিনি তাঁর ফার্মে উপস্থিত হতে পারেননি, তিনি তখন আমাকে সেখানে যেতে বলেন ও এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে বলেন। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে কিছু নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, 'ওখানকার কাজে নিজেকে বেশিক্ষণ আটকে রাখবে না, কারণ তুমি আমার কাছে এই ফার্মের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; তাতে তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আমার কাজের ব্যাঘাত হবে।'

তাই আমি ফার্মে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হই। যখন আমি একটি খ্রিষ্টান চার্চের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি সেখানকার লোকদের প্রার্থনার শব্দ শুনতে পাই। আমি তাদের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, কারণ আমার পিতা আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে দিতেন না।

তাদের প্রার্থনার শব্দ শোনার পর তারা কী করছে তা দেখার জন্য আমি সেখানে যাই। তাদের প্রার্থনা আমাকে তৃপ্ত করে ও আমি তাদের উপাসনায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং আমার মনে হয়, তাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম। আমি সিদ্ধান্ত নিই, সূর্যাস্তের আগে আমি তাদেরকে ছেড়ে চলে যাব না। তাই আমার আর ফার্মে যাওয়া হয় না।

যখন আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাদের ধর্মের উৎস স্থান কোথায়, **তারা বলে, 'সিরিয়া'।**

আমি আমার পিতার কাছে ফিরে আসি। তিনি আমাকে খোঁজার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন ও আমার জন্য এমন দুশ্চিন্তায় ছিলেন যে, তাঁর সারাদিনের সমস্ত কাজে ব্যাঘাত ঘটেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান, আমি কোথায় ছিলাম। তাঁর নির্দেশ পালন না করার জন্য তিনি আমাকে বকাবকি করেন।

আমি তাকে জানাই যে, চার্চে প্রার্থনারত কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা দেখে তাদের ধর্মের প্রতি আমি এতই মুগ্ধ হয়ে পড়ি যে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি তাদের সঙ্গেই সময় কাটাই।

তিনি বলেন, **'বৎস, ঐ ধর্ম ভাল নয়; তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম তার চেয়ে ভাল।'**

আমি বলি, **'না! তাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভাল।'**

আমি কী করবো, তা ভেবে আমার পিতা শঙ্কিত হয়ে পড়েন, তাই তিনি আমার পায়ে শেকল বেঁধে বাড়িতে বন্দী করে রাখেন।

আমি ঐ খ্রিষ্টানদের কাছে খবর পাঠিয়ে জানতে চাই, কখন সিরিয়া থেকে খ্রিষ্টান বণিকদের কাফেলা আসবে। তারা তা আমাকে জানায় এবং আমি তাদেরকে বলি:

'যখন তারা তাদের ব্যবসার কাজ শেষ করে নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইবে, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, তারা আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে কি না।'

তারা তা-ই করে। আমি আমার পায়ের শেকল ছিঁড়ে তাদের সাথে সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হই।

সেখানে পৌঁছার পর আমি জানতে চাই, তাদের ধর্মের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিটি কে; তারা তাদের বিশপের [উচ্চপদস্থ খ্রিষ্টীয় যাজক] প্রতি আমাকে নির্দেশ করে। আমি তার কাছে গমন করি ও তাকে বলি যে, তাদের ধর্ম আমার পছন্দ এবং আমি তার সঙ্গে থেকে গির্জায় সাহায্য, ধর্ম শিক্ষা ও প্রার্থনা করতে আগ্রহী। সে আমাকে ভিতরে ঢোকার আমন্ত্রণ করে ও আমি তা-ই করি।

তবে সে ছিল অসৎ প্রকৃতির লোক। সে ভক্তদের হুকুম করতো দান-খয়রাত করতে ও এই কাজে তাদের রাজি করাতো। যখন ভক্তরা তার কাছে টাকা-পয়সা নিয়ে আসতো, তখন সে তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ না করে নিজের ভাণ্ডারে জমা করতো। এভাবে সে সাত ভাণ্ড (jar) ভর্তি সোনা ও রূপা মজুত করে।

এই দৃশ্য অবলোকন করার পর তার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে। কিছুদিন পর যখন সে মারা যায় ও খ্রিষ্টানরা তাকে সমাহিত করার জন্য একত্রে জড়ো হয়, আমি তাদেরকে তার অসৎ কর্মের খবর জানাই।

তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়, কীভাবে আমি এই খবরগুলো জানতে পেরেছি। আমি তাদেরকে তার অর্থ-ভাণ্ডারের (Treasure) কাছে নিয়ে যাই ও জায়গাটি দেখাই। তারা সেখান থেকে সাত ভাণ্ড সোনা ও রূপা উদ্ধার করে।

সেগুলো প্রত্যক্ষ করা মাত্র তারা বলে,

'খোদার কসম, আমরা এই লোককে কখনো সমাধিস্থ করবো না'; তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে ও তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করে। এরপর তারা নতুন বিশপ নিয়োগ করে।

আমি এমন কোনো অ-মুসলিমকে দেখিনি, যে এই লোকটির [নব-নিযুক্ত বিশপ] চেয়ে অধিক ধর্মচারী, তপস্বী, পরকালে ব্রতী ও দৃঢ়-সর্বদা। আমি তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়ি। এর আগে আমি কখনো কারও অনুরাগী হইনি।

বহু বছর যাবত আমি তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করি, যতদিনে না তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। তাঁর প্রতি আমার কীরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, তা তার মৃত্যুকালে আমি তাঁকে

অবহিত করি **ও তাঁর কাছে আমি জানতে চাই, তাঁর এই শেষ অবস্থায় তিনি আমাকে কার উপর আস্থা রাখার পরামর্শ দেবেন ও কী আদেশ মান্য করতে বলবেন।**

তিনি বলেন, 'বৎস, আমি এমন কাউকে জানি না, যে আমার মত। অধিকাংশ লোক তাদের আসল ধর্ম হয় বিকৃত করে অথবা বর্জন করে, ব্যতিক্রম হলো **'মওসিল (Mausil)'** এর এক লোক; যে লোকটি আমার মতই বিশ্বাসী, তুমি নিজেকে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করো।'

তাই তার মৃত্যু ও সমাধিকর্ম সম্পন্ন করার পর, আমি নিজেকে মওসিলের বিশপের সাথে জড়িত করি। আমি তাকে বলি, অমুক লোক [আগের বিশপ], তাঁর মৃত্যুকালে আমাকে তার সন্ধান জানিয়েছেন।

আমি তাঁর সঙ্গে অবস্থান করি ও আবিষ্কার করি যে, তাঁর সম্বন্ধে আমাকে যা যা বলা হয়েছিল, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। কিন্তু অচিরেই তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় ও আগের বিশপের মত তাঁর কাছেও আমি সেই একই প্রশ্ন করি।

তিনি জবাবে বলেন যে, **'নাসবিন (Nasibin)'** নামক স্থানে একজন আছে, যে তাঁর মত একই পথ অনুসরণ করে; তিনি আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার সুপারিশ করেন।

(তারপর বিভিন্ন স্থানে একইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি; একইরূপ বাক্য প্রয়োগ ও বিস্তারিত বর্ণনা, পার্থক্য শুধু স্থানের নাম: মওসিল (Mausil), নাসবিন (Nasibin), আম্মুরিয়া (Ammuriya) ও অবশেষে মুহাম্মদ - তাই অনুবাদকারী তাঁর অনুবাদ সংক্ষিপ্ত করেছেন)

আমি নাসবিনের সেই ভাল লোকটির সাথে কিছুদিন অবস্থান করি। তার মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে **আম্মূরিয়ায়** তার এক সহকর্মীর কাছে যাওয়ার সুপারিশ করেন।

আমি তার সাথে কিছুদিন অবস্থান করি ও নিজেকে শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত করার মাধ্যমে কিছু গবাদিপশু ও ছোট এক পাল ভেড়ার মালিক হই। তারপর যখন তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তিনি কোন লোকের সুপারিশ করেন কি না, আমি তা জিজ্ঞাসা করি।

তিনি বলেন, এমন কাউকে তিনি চেনেন না, যে তাঁর মতই জীবন অতিবাহিত করে; **কিন্তু ইব্রাহিমের ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে শীঘ্রই এক নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর জন্ম হবে আরবে ও দেশান্তরিত হয়ে (migrate) তিনি যাবেন এমন এক দেশে, যার অবস্থান হবে দুই লাভা বেল্টের মাঝখানে ও যার মাঝখানে থাকবে পাম গাছ (তালজাতীয় বৃক্ষ)।**

যে চিহ্নের সাহায্যে তাঁকে অভ্রান্ত ভাবে চেনা যাবে তা হলো:

১) তাঁকে কোনো কিছু **খাবারের জন্য** দেয়া হলে তা তিনি ভক্ষণ করবেন; তবে

২) তাঁকে কোনো **দানসামগ্রী** (Alms) দেয়া হলে তা থেকে তিনি কিছুই নেবেন না; আর

৩) তাঁর দুই স্কন্ধের মাঝখানে থাকবে **নবুয়তের সীল**। [**পর্ব: ৪৬**]।

'যদি তুমি সক্ষম হও, তবে সেই দেশে গমন করো।'

("He told me that he knew of no one who followed his way of life, but that a prophet was about to arise who would be sent with the religion of Abraham; he would come forth in Arabia and would migrate to a country between two lava belts, between which were palms. He has unmistakable marks. He will eat what is given to him but not things given as alms. Between his shoulders is the seal of prophecy. 'If you are able to go to that country, do so.'")

তার মৃত্যুর পর আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা ছিল ততদিন আমি আম্মূরিয়ায় অবস্থান করি। এরপর **কালবাইট (Kalbite) গোত্রের** বণিকদের একটি দল আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আমার মালিকানাধীন গবাদি-পশু ও ভেড়ার পালের বিনিময়ে তারা আমাকে তাদের সঙ্গে আরবে নিয়ে যেতে রাজি কি না। [2]

আমার সেই প্রস্তাবে তারা রাজি হয় ও আমি তাদের সঙ্গে আরবের উদ্দেশে যাত্রা করি। **কিন্তু ওয়াদি'ল কুরা (Wadi'l Qura) নামক স্থানে পৌঁছার পর তারা আমাকে এক ইহুদির কাছে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়।**

আমি অনেকগুলো পাম গাছ দেখি ও আশা করি, হয়তো এইটিই সেই শহর, যার বর্ণনা আমার গুরু (Master) আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম না।

অতঃপর মদিনার বানু-কুরাইজা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আমার মনিবের এক জ্ঞাতি ভাই (cousin) আমাকে কিনে নেয় ও মদিনায় নিয়ে আসে। আল্লাহর কসম, এই জায়গাটি দেখামাত্র আমার গুরুর বর্ণনা মতে আমি তা চিনতে পারি।

আমি সেখানেই বসবাস করি, আর আল্লাহ নবী প্রেরিত হন ও বসবাস করেন মক্কায়। কিন্তু আমি তার কোন খবর জানাতাম না, কারণ আমি সম্পূর্ণরূপে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। অতঃপর তিনি মদিনায় হিজরত করেন।

আমার মনিবের এক পাম গাছের চুড়ায় যখন আমি কাজে নিয়োজিত ছিলাম ও আমার মনিব ঐ গাছের নিচে বসেছিলেন, তখন হঠাৎ মনিবের এক জ্ঞাতিভাই (Cousin) তার কাছ এসে বলে,

'বানু কেইলার ('Qayla') উপর আল্লাহর গজব পড়ুক! তারা এই মুহূর্তে কুবায় ('Quba') এক লোককে ঘিরে সমবেত হয়েছে, লোকটি আজকে মক্কা থেকে এসেছে ও দাবি করছে যে, সে একজন নবী।' [3]

আমি তা শুনতে পেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠি, আমার মনে হয়, আমি মনিবের ওপর পড়ে যাব। আমি পাম গাছ থেকে নিচে নামি ও তার জ্ঞাতিভাই কে বলা শুরু করি,

'কী বললে? কী বললে তুমি?''

আমার মনিব ভীষণ ক্ষেপে ওঠেন ও আমাকে একটা ঘুষি দিয়ে বলেন, 'এর দ্বারা তুই কী বুঝাতে চাস? তুই তোর কাজে যা?'

আমি বলি, 'কিছু মনে করবেন না, আমি শুধু এই খবরের সত্যতা জানতে চাচ্ছিলাম।'

আমার কাছে সামান্য কিছু খাবার ছিল, যা আমি সংরক্ষণ করেছিলাম। সেই সন্ধ্যায় তা নিয়ে আমি আল্লাহর নবীর কাছে গমন করি; তিনি তখন কুবায়। আমি তাঁকে বলি, 'আমি শুনেছি যে আপনি একজন সৎ মানুষ ও আপনার সহচররা অপরিচিত বিদেশী। এখানে কিছু দানসামগ্রী আছে ও আমি মনে করি, এর ওপর আপনার দাবি অন্যদের চেয়ে বেশি।'

তারপর আমি তাকে সেটা দিই। আল্লাহর নবী তাঁর সহচরদের বলেন, 'খাও!', কিন্তু তিনি নিজে তাতে তাঁর হাত লাগালেন না ও তার কিছুই খেলেন না। আমি নিজেকে বলি, **'এটি হলো এক।'**

তারপর আমি আল্লাহর নবীর কাছ থেকে চলে আসি ও কিছু খাবার সংগ্রহ করি। অত:পর তা আমি তার কাছে নিয়ে আসি ও বলি, 'আমি দেখেছি যে আপনি দানসামগ্রী খাদ্য থেকে কিছুই খান না; এখানে কিছু খাবার আছে, যা আমি স্বেচ্ছায় আপনাকে দিলাম।' আল্লাহর নবী তা খেলেন ও তাঁর অনুসারীদেরও কিছু দিলেন। আমি মনে মনে বলি, **'এই হলো দুই!'**

তারপর আমি আল্লাহর নবীর কাছে আবার আসি, তখন তিনি ছিলেন **'বাকি উল-ঘারকাদ** ('Baqi`u-'l-Gharqad')'; যেখানে তিনি তাঁর এক সহচরের লাশের কফিন বহনকারী লোকদের অনুসরণ করছিলেন। [4]

যখন তিনি তাঁর সহচরদের সাথে বসেছিলেন, আমি তাঁকে সালাম করি ও তাঁর পিছন দিকে এসে তাঁর পিঠের 'সীল' দেখার চেষ্টা করি; যার বর্ণনা আমার গুরু আমাকে দিয়েছিলেন।

যখন আল্লাহর নবী দেখতে পান যে আমি তার পিঠ দেখার চেষ্টা করছি, তিনি বুঝতে পারেন যে আমি সত্যকে জানার চেষ্টা করছি। তাই তিনি তাঁর চাদরটি ফেলে দেন ও তাঁর পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত রেখে শুয়ে পড়েন। **তার পিঠের সীলটি দেখে আমি তা চিনতে পারি।**

তারপর আমি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ি, তাঁকে চুম্বন করি ও কাঁদতে থাকি।

আল্লাহর নবী বলেন, 'এখানে এসো।'
আমি তাঁর সামনে এসে বসে পড়ি ও আমার ঘটনাগুলো তাঁকে খুলে বলি; যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, হে ইবনে আব্বাস।
আল্লাহর নবী চাইতেন যে, আমার জীবনের ঘটনাগুলো তাঁর সহচররা শুনুক।"

তারপর,

মুহাম্মদের পরামর্শে সালমান তার ইহুদি মনিবের সাথে **'মুক্তিপণের'** ব্যাপারে এই চুক্তিতে রাজি হন যে, তিনি ৩০০ টি গর্ত খুঁড়ে সেখানে তার মনিবের জন্য ৩০০টি পাম-গাছ লাগিয়ে দেবেন; এবং আরও দেবেন ৪০ **ওকিয়া** (*okes/Uqiyahs*) সোনা। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সালমানকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন। সেই 'মুক্তিপণের' বিণিময়ে সালমান হন দাসত্ব-মুক্ত, এক মুক্ত মানুষ। [5]

দাসত্বের কারণে সালমান বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নাই। **দাসত্ব মুক্ত হয়ে মুক্ত মানুষ হিসাবে সালমান খন্দক যুদ্ধেই প্রথম অংশ গ্রহণ করেন।**

- (অনুবাদ, টাইটেল, [**] ও নম্বর যোগ - লেখক)।

>>> A. GUILLAUME অনুদিত মুহাম্মদ ইবনে ইশাক রচিত ও ইবনে হিশাম সম্পাদিত 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' নামক ৬২১ পৃষ্ঠার মুহাম্মদের সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ জীবনীগ্রন্থে (Complete Biography) **"নব্য মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের অকথ্য অত্যাচারের উপাখ্যান"** লিপিবদ্ধ আছে **মাত্র আড়াই পৃষ্ঠা।**

অন্যদিকে ঐ একই গ্রন্থে "কী ভাবে সালমান মুসলমান হয়েছিলেন" তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে **চার পৃষ্ঠা ব্যাপী!**

অর্থাৎ,

মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনার চেয়ে সালমান ফারসীর মুসলমান হওয়ার বর্ণনা **দেড় গুণের ও বেশি!**

শুধু তাইই নয়, 'মদিনা সনদ' উপাখ্যানের মতই, মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনায় ও মুহাম্মদ ইবনে ইশাক **কোন তথ্য-সূত্রের (ইসনাদ) উল্লেখ**

করেননি। কিন্তু সালমান ফারসীর মুসলমান হওয়ার বর্ণনায় তিনি উদ্ধৃত করেছেন সু-নির্দিষ্ট তথ্য-সূত্র। **(পর্ব: ৪৪-৪৫)**।

তা সত্ত্বেও,

কী কারণে সালমান ফারসীর উপাখ্যানের সাথে সাধারণ মুসলমানদের পরিচিতি **"যৎসামান্য";** অথচ নব্য মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের অকথ্য অত্যাচারের উপাখ্যান জগতের প্রায় প্রত্যেকটি ইসলাম বিশ্বাসী ও অনেক অবিশ্বাসীর **"অতি পরিচিত"** তার বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব: ৪৩**-এ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৮

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] কালবাইট গোত্র: সম্ভবত, তারা আরবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করতেন।

[3] 'বানু কেইলার ('Qayla'): জনসাধারণের পরিগণিত ধারণা এই যে, আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা ছিলেন মাতা 'কেইলার' বংশধর' **(পর্ব-৪৬)**। 'কেইলা' ছিলেন কাহিল বিন উধরা বিন সা"দ বিন যায়েদ বিন লেইথ বিন সু'দ বিন আসলাম বিন আল-হাফ বিন কুদাহর কন্যা (Ibid: ইবনে ইশাক- পৃষ্ঠা ৭১৩)।

[4] 'বাকি উল-ঘারকাদ ('Baqi`u-'l-Gharqad')': মদিনার এক কবরস্থান, যার অবস্থান ছিল শহরের বাহিরে।

[5] ওকিয়া (oke/Uqiyah): একটি সাধারণ মধ্যযুগীয় পণ্য ওজন পরিমাপ। এক ওকিয়া (oke/Uqiyah) = মোটামুটি এক আউন্স।

৮০: খন্দক যুদ্ধ- ৪: বনি কুরাইজা গোত্রের ভূমিকা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– চুয়ান্ন

মক্কাবাসী কুরাইশদের সঙ্গে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের তৃতীয়/শেষ যুদ্ধটি (খন্দক যুদ্ধ) কী কারণে সম্পন্ন হয়েছিল; সালমান ফারসী নামের এক আদি পারস্যবাসী কীভাবে মুসলমান হয়েছিলেন ও তাঁর পরামর্শে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনার উত্তর দিকে কীভাবে খন্দক খনন করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের তিনটি পর্বে করা হয়েছে।

অন্তত: যে তিনটি কারণে খন্দক যুদ্ধটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী, তা হলো:

১) **খন্দক খননের** মাধ্যমে মুসলমানদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা; নেপথ্যের নায়ক সালমান ফারসী। মিত্রবাহিনীর কাছে এটি সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা, যাকে মোকাবেলা করার কোন প্রস্তুতিই তাদের ছিল না।

২) যুদ্ধক্ষেত্রে দু'পক্ষের সুসজ্জিত বিশাল সৈন্য বাহিনী সমবেত হওয়া সত্ত্বেও **অতি অল্প সংখ্যক হতাহতের ঘটনার** মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি।

৩) যুদ্ধশেষে মুহাম্মদের নেতৃত্বে **"বনি কুরাইজা গণহত্যা!"**

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার আলোকে এই যুদ্ধে খননকৃত খন্দকটির অবস্থান, মুহাম্মদের নেতৃত্বে মুসলমান বাহিনীর অবস্থান, মিত্র বাহিনীর অবস্থান, বনি কুরাইজা ইহুদি গোত্রের অবস্থান এবং মদিনা ও তার চারপাশের ভৌগলিক পরিবেশের যে-চিত্র অংকিত হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব: ৭৮-এ** করা হয়েছে।

আদি উৎসের বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো:

খন্দকের বাধার কারণে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা **'সদলবলে'** মুসলমান বাহিনীকে সরাসরি আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। **কিন্তু,** মিত্রবাহিনী ও মুসলমান বাহিনীর কিছু সদস্য **'এককভাবে'** খন্দক অতিক্রম করে এপার-ওপার যোগাযোগ করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

আল্লাহর শত্রু **হুয়েই বিন আখতাব আল-নাদরি; কাব বিন আসাদ আল-কুরাজির নিকট আসে,** যে আল্লাহর নবীর সাথে এক চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিল।

*(**আল-তাবারী:** 'আল্লাহর শত্রু হুয়েই বিন আখতাব কাব বিন আসাদ আল-কুরাজির নিকট আসে, যার কাছে ছিল বানু কুরাইজার চুক্তি ও অঙ্গীকারপত্র। কাব তার লোকজনের পক্ষে আল্লাহর নবীর সাথে এক সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি (Truce) করেছিল, চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে সে তাঁর সাথে অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল।)*

যখন কাব শুনতে পায় যে, হুয়েই তার কাছে আসছে, **সে তার মুখের ওপরই দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়।**

যখন সে ভেতরে ঢোকার অনুমতি প্রার্থনা করে, **তখন সে তার সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে ও বলে যে, সে অলুক্ষণে,** মুহাম্মদের সাথে চুক্তিপত্রের সময় সে নিজে ছিল উপস্থিত, **সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কোনো অভিপ্রায়ই তার নেই,** কারণ সে সর্বদাই তাঁকে অনুগত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিরূপে দেখেছে।

তখন হুয়েই তাকে এই বলে অভিযুক্ত করে যে, সে তাকে তার ভুট্টা (তাবারী: 'জইয়ের মণ্ড') খেতে দিতে চায় না বলেই দরজা বন্ধ করে তাকে বাহিরে রেখেছে। **এতে সে এতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে, সে তার দুর্গের দরজা খুলে দেয়।**

সে বলে, "সুসংবাদ, কাব, আমি তোমার কীর্তি অমর (immortal fame) করার নিমিত্তে এক বিরাট সেনাবাহিনী সঙ্গে এনেছি। আমি কুরাইশ বাহিনী ও তাদের নেতাদের সাথে এসেছি, যে-স্থানটিতে **রুমার জলস্রোত প্রবাহিত** সেখানে এসে তাদের থামিয়েছি; ঘাতাফান বাহিনী ও তাদের নেতাদের আমি থামিয়েছি ওহুদের দিকে ধানাব নাকমা নামক স্থানে। তাদের সাথে আমার এক দৃঢ় চুক্তি (firm agreement) হয়েছে এবং

তারা আমার সাথে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আমরা মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের শেষ না দেখে ফিরে যাব না।" [3]

কাব বলে, **"আল্লাহর কসম, তুমি আমার জন্যে এনেছ এক চিরস্থায়ী-লজ্জা** (immortal shame) এবং এক অন্তঃসারশূন্য মেঘমালা, যে তার পানি খালি করা অবস্থায় গর্জায় ও চমকায়, ও যার ভেতরে কিছুই অবশিষ্ট নেই। **হে হুয়েই, ধিক্ তোমাকে, আমাকে (তাবারী: 'ও মুহাম্মদ কে') ত্যক্ত করো না,** কারণ আমি তাঁকে সর্বদাই অনুগত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিরূপে দেখেছি।"

হুয়েই কাব-কে ভুলানোর চেষ্টা করতেই থাকে, যতক্ষণে না সে হাল ছেড়ে দেয়, যখন হুয়েই তাকে এই বলে প্রতিশ্রুতি দান করে যে, যদি কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদকে হত্যা না করেই প্রত্যাবর্তন করে, তবে সে কাবের দুর্গে প্রবেশ করে তার সাথে থাকবে ও পরিণতির জন্য অপেক্ষা করবে।

এইভাবে কাব তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং তার ও আল্লাহর নবীর মধ্যে যে-চুক্তি ছিল, তা ছিন্ন করে।

(আল-তাবারী: 'কিন্তু হুয়েই কাব কে ভুলানোর চেষ্টা করতেই থাকে যতক্ষণে না সে তার কাছে হার মানে, যখন হুয়েই তাকে আল্লাহর শপথ করে প্রতিজ্ঞা করে এই বলে যে, "যদি কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদকে হত্যা না করেই প্রত্যাবর্তন করে তবে তোমার দুর্গে আমি তোমার সঙ্গে প্রবেশ করবো; যাতে তোমার যে পরিণতি হবে, আমারও হবে তেমনই।" তখন কাব বিন আসাদ তার চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তার ও আল্লাহর নবীর সাথে যে লিখিত প্রতিশ্রুতি ছিল তা অস্বীকার করে।')

যখন আল্লাহর নবী ও মুসলমানেরা **এই খবর শুনতে পান;** তখন আল্লাহর নবী বানু আল-হারিথা বিন আল-খাযরায গোত্রের **আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা** নামের এক ভাই ও **খাওয়াত বিন যুবায়ের** নামের বানু আমর বিন আউফ গোত্রের আর এক ভাইকে সঙ্গে দিয়ে সেই সময়ের **আউস গোত্র প্রধান সা'দ বিন মুয়াধ** বিন আল নুমান ও বানু সা'য়েদা বিন কাব বিন খাযরায গোত্রের সেই সময়ের **আল-খাযরায গোত্র প্রধান সা'দ বিন**

উবাদা বিন দুলায়েম-কে **এই খবরের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য সেখানে পাঠান।** তিনি তাদেরকে বলেন,

"যদি ঘটনাটি সত্য হয়, তবে সেই খবরটি আমাকে হেঁয়ালিপূর্ণভাবে এমনভাবে জানাবে, যা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু জনগণের প্রত্যয় হারাবার কারণ না হয়। আর যদি তারা তাদের চুক্তির প্রতি হয় বিশ্বস্ত, তবে তা তোমরা সবার সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করবে।"[4] [5]

তারা সেখানে গমন করে ও দেখে যে, তারা যা শুনেছিল তার চেয়ে অবস্থা আরও শোচনীয়।

তারা আল্লাহর নবী সম্বন্ধে অপমানজনক উক্তি করে ও বলে, "কে এই আল্লাহর নবী? মুহাম্মদের সাথে আমাদের কোনোই চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই।"

সা'দ বিন মুয়াধ তাদেরকে গালাগালি করে, তারাও তাকে গালাগালি করে। সে [সা'দ বিন মুয়াধ] ছিল হঠকারী মেজাজের লোক। সা'দ বিন উবাদা তাকে বলে, "তাদেরকে অপমান করা বন্ধ করো, কারণ তাদের ও আমাদের মধ্যের দ্বন্দ্ব এতই গুরুতর যে, তা কোনো পাল্টা অভিযোগের বিষয় নয়।"

তারপর এই দুই সা'দ আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে আসে ও তাঁকে সালাম করার পর বলে, **"আদাল ও আল-কারা"**, অর্থাৎ, (এটি) আল-রাজীতে খুবায়েব ও তার বন্ধুদের সাথে আদাল ও আল-কারার বিশ্বাসঘাতকতার মতই একটি ঘটনা। [**পর্ব: ৭২**]।

আল্লাহর নবী বলেন, "আল্লাহু আকবার! Be of good cheer, you Muslims."

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

Resumption of the narrative of Ibne Ishaq (704-768 A.D): [1] [2]

The enemy of God Huyayy b. Akhtab al-Nadri went out to Ka'b b. Asad al-Qurazi who had made a treaty with the apostle.

(Al-Tabari: 'The enemy of God Huyayy b. Akhtab went out and came to Ka'b b. Asad al-Qurazi, who was the possessor of the treaty and covenant of the Banu Qurayza. Kab had made a truce with the messenger of God for his people, making a contract and covenanting with him on it'.)

When Ka'b heard of Huyayy's coming **he shut the door of his fort in his face, and when he asked permission to enter he refused to see him, saying that he was a man of ill omen and that he himself was in treaty with Muhammad and did not intend to go back on his word** because he had always found him loyal and faithful.

Then Huyayy accused him of shutting him out because he was unwilling to let him eat his corn. This so enraged him that he opened his door.

He said 'Good heavens, Ka'b, I have brought you immortal fame and a great army. I have come with Quraysh with their leaders and chiefs which I have halted where the torrent-beds of Ruma meet; and Ghatafan with their leaders and chiefs which I have halted in Dhanab Naqma towards Uhud. They have made a firm agreement and promised me that they will not depart until we have made an end of Muhammad and his men.' [3]

Ka'b said: **'By God, you have brought me immortal shame** and an empty cloud which has shed its water while it thunders and lightens

with nothing in it. **Woe to you Huyayy leave me (Tabari: and Muhammad)** as I am, for I have always found him loyal and faithful.'

Huyayy kept on wheedling Ka'b until at last he gave way in giving him a solemn promise that if Quraysh and Ghatafan returned without having killed Muhammad he would enter his fort with him and await his fate.

Thus Ka'b broke his promise and cut loose from the bond that was between him and the apostle.

(Al-Tabari: 'But Huyayy kept wheedling Kab until he yielded to him, Huyayy having given him a promise and oath by God that, "if Quraysh and Ghatafan retreat without having killed Muhammad, I will enter yor fortress with you, so that whatever happens to you shall happen to me." So Kab bin Asad broke his treaty and renounced the bond that had existed between him and the Messenger of God.')

When the apostle and the Muslims heard of this the apostle sent Sa'b b. Mu'adh b. al Nu'man who was chief of Aus at the time, and Sa'd b. 'Ubada b. Dulaym, one of B. Sa'ida b. Ka'b b. Khazraj, chief of al-Khazraj at the time, together with 'Abdullah b. Rawaha brother of B. al-Harith b. al-Khazraj, and Khawwat b. Jubayr brother of B. 'Amr b. 'Auf, and told them to go and see whether the report was true or not. [4] [5]

'If it is true give me an enigmatic message which I can understand, and not undermine the people's confidence; and if they are loyal to their agreement speak out openly before the people.'

They went forth and found the situation even more deplorable than they had heard; they spoke disparagingly of the apostle, saying, 'Who is the apostle of God? We have no agreement or undertaking with Muhammad.'

Sa'd b. Mu'adh reviled them and they reviled him. He was a man of hasty temper and Sa'd b. 'Ubada said to him, 'Stop insulting them, for the dispute between us is too serious for recrimination.'

Then the two Sa'ds returned to the apostle and after saluting him said:

"Adal and al-Qara' i.e. (It is) like the treachery of 'Adal and al-Qara towards the men of al-Raji', Khubayb and his friends. (v.s.)

The apostle said 'Allah akbar! Be of good cheer, you Muslims.'

>>> বনি কুরাইজার নৃশংস গণহত্যার ন্যায্যতার সপক্ষে মুহাম্মদ অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা গত ১৪০০ বছর যাবত যে-অভিযোগ (অজুহাত) পেশ করে আসছেন, তা হলো, **বনি কুরাইজার লোকেরা চুক্তি ভঙ্গ করে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন।** তাঁদের এই দাবির উৎস হলো আদি উৎসে লিখিত ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত ওপরে উল্লেখিত **২০-২৫ লাইনের বর্ণনা!** এই বর্ণনাটিকেই **ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে** মুহাম্মদ অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা **"বনি কুরাইজার গণহত্যার"** ন্যায্যতা প্রদান করে চলেছেন।

ঘটনার বিবরণে আমরা জানছি:

১) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা **"শুনতে পান"** যে, তাদের মারফত জোরপূর্বক মদিনা থেকে বিতাড়িত বনি নাদির গোত্রের নেতা হুয়েই বিন আখতাব, বনি কুরাইজা গোত্রের নেতা কাব বিন আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ও হুয়েইয়ের প্ররোচনায় কাব

'চুক্তিভঙ্গ' করেছেন। "**কে তাদের এই খবরটি জানিয়েছে**?" এ ব্যাপারে কোনো তথ্য এই উপাখ্যানের কোথাও নেই।

২) হুয়েই বিন আখতাব ছিলেন **সেই সব লোকদের একজন, যারা কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন** ও তাদেরকে এই বলে আমন্ত্রণ করেছিলেন যে, তারা যেন তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায়, যাতে তারা সকলেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে সর্বাংশে মুক্তি পেতে পারেন। **(পর্ব- ৭৭)**।

৩) হুয়েই বিন আখতাব ও কাব বিন আসাদের এই সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের **"কোনো প্রত্যক্ষদর্শী (Eye witness) ছিলেন",** এমন কোনো আভাস এই বর্ণনার কোথাও নেই। যুদ্ধের ঐ পরিস্থিতিতে যদি কোনো মুহাম্মদ অনুসারী **"মুহাম্মদ/আল্লাহর শত্রু"** এই হুয়েই বিন আখতাবকে বনি কুরাইজার নেতার সাথে **চাক্ষুস দেখতেন,** তবে হুয়েই যে অক্ষত অবস্থায় ফিরে যেতে পারতেন না, তা শতভাগ নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

৪) ওপরে উল্লেখিত উপাখ্যান যদি **"শতভাগ সত্য হয়"** (**পর্ব- ৪৪**), তবে এই বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, **বনি কুরাইজার এই নেতা যখন শুনতে পান যে, হুয়েই তার সাথে দেখা করতে আসছেন তখন:**

ক) তিনি হুয়েই-এর **মুখের ওপরই তাঁর দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেন;**

খ) তিনি হুয়েই-কে **ভেতরে ঢোকার অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন;** ও

গ) এমনকি তিনি তাঁর সাথে **দেখা করতেও অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন।**

ঘ) তিনি তাঁকে সাফ জানিয়ে দেন যে, **চুক্তি ভঙ্গ করার কোনো অভিপ্রায়ই তাঁর নেই!**

তারপর,

৫) হুয়েইয়ের **অসম্মানজনক উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে** ("অতিথিকে খেতে দেয়ার ভয়ে বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাখা') পর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি তাঁর দুর্গের দরজা খুলে দেন ও **হুয়েইয়ের প্রচণ্ড জেদাজেদির কারণে তিনি "হাল ছেড়ে দেন!"**

এই বিষয়টিকেই মুহাম্মদ ইবনে ইশাক **"এইভাবে কাব তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে"** বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অতঃপর,

৬) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই খবরটি **"শুনতে পান।"** খবরটি শুনে মুহাম্মদ চারজন লোককে এই ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য সেখানে পাঠান; তারা সেখানে গিয়ে দেখে যে তারা যা শুনেছিল তার চেয়ে **"অবস্থা আরও শোচনীয়।"**

"কী ভাবে তারা বুঝেছিলেন যে অবস্থা আরও শোচনীয়"?

বলা হচ্ছে, 'তারা আল্লাহর নবী সম্বন্ধে অপমানজনক উক্তি করে ও বলে, "কে এই আল্লাহর নবী? মুহাম্মদের সাথে আমাদের কোনোই চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই।"'

এ এক অত্যাশ্চর্য বর্ণনা!

কারণ?

কারণটি হলো, **"খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র!"**

সেই মানচিত্রটির দিকে আর একবার মনোনিবেশ করা যাক **(পর্ব: ৭৮):**

খন্দক যুদ্ধ ক্ষেত্রের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো:

"মিত্র বাহিনীর অবস্থান খন্দকের ওপারে, তারা খন্দক অতিক্রমে ব্যর্থ। এমতাবস্থায়, ইচ্ছা করলেও তারা বনি কুরাইজা গোত্রকে সৈন্যবলে সাহায্য করতে অসমর্থ।"

আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, মদিনায় অবস্থিত সম্পদশালী তিনটি বড় ইহুদি গোত্রের দু'টিকে অনেক আগেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা জোরপূর্বক বিতাড়িত করে তাঁদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছেন।

আমরা আরও জেনেছি যে, যদি আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তাঁর অনুসারীরা হস্তক্ষেপ না করতেন, **তবে বনি কেউনুকা ও বনি নাদির গোত্রের সমস্ত মানুষকে মুহাম্মদ ও তাঁর অন্যান্য অনুসারীরা হত্যা করতেন। (পর্ব: ৫১, ৫২ ও ৭৫)**।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে,

"মিত্র-বাহিনীর কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্যের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও; মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অসম্মান অথবা বিরুদ্ধাচরণ করার ভয়াবহ নৃশংস পরিণতি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও";

বনি কুরাইজার এই নেতা তাঁর ৬০০- ৯০০ জন জনবল নিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর তিন হাজার সুসজ্জিত অনুসারীর একেবারে নাগালের মধ্যে অবস্থান করে, "মুহাম্মদের অনুসারীদেরই সামনে মুহাম্মদের অসম্মান ও তাঁর অনুসারীদের গালাগালি করে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে 'চুক্তিপত্র' ছিন্ন করেছিলেন" - এমন একটি বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে এমন নাটকীয় "চুক্তিভঙ্গ" ও ছিন্ন করার কিচ্ছা যুক্তির বিচারে একেবারেই অবাস্তব। বনি কুরাইজা যদি সত্যিই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেন, তবে তাঁরা তা করতেন গোপনে; প্রকাশ্যে নয়!"

>>> ইসলামের ইতিহাসে **"মদিনা সনদ"** নামক চুক্তিশর্তটি ছাড়া মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে মদিনাবাসী ইহুদিরা অন্য কোনো চুক্তিশর্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, এমন কোনো চুক্তির অস্তিত্ব আদি উৎসে বর্ণিত সিরাত ও হাদিসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুতরাং, বনি কুরাইজার এই তথাকথিত চুক্তিভঙ্গ যে "মদিনা সনদ" নামের চুক্তিভঙ্গের অপবাদ, তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

আর "মদিনা সনদ" চুক্তির অস্তিত্ব কী কারণে প্রশ্নবিদ্ধ ও এই **তথাকথিত শান্তি চুক্তির** উপাখ্যান যদি শতভাগ সত্যও হয়, তথাপি এই চুক্তি পত্রে উল্লেখিত শর্তাবলী **বহু পূর্বেই** "মুহাম্মদ স্বয়ং" কীভাবে ভঙ্গ করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা 'মদিনা সনদ তত্ত্ব' পর্বে করা হয়েছে (**পর্ব: ৫৩**)।

আর, **"বনি কুরাইজার লোকেরা মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করিয়াছিল!,** এমন একটি দাবির সপক্ষে প্রমাণ অবশ্য আবশ্যক! এটি একটি নৃশংস গণহত্যার তদন্ত! সুনির্দিষ্ট চাক্ষুস প্রমাণ অত্যাবশ্যক!"

বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কোনোরূপ **আক্রমণ-চেষ্টা** কিংবা **হত্যাচেষ্টা** করেছিলেন; কিংবা তাঁরা মিত্রবাহিনীকে কোনোরূপ **সাহায্য-চেষ্টা**, কিংবা, ন্যূনতম পক্ষে তাদের সাথে সক্রিয়ভাবে কোনোরূপ **যোগাযোগ-চেষ্টা** করেছিলেন; এমন একটি দৃষ্টান্তও আদি উৎসের বর্ণনার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

গণহত্যা একটি মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ!

তা সে যেইই সংঘটিত করুক না কেন, যে নামেই সংঘটিত হোক না কেন! মানব ইতিহাসে যুগে যুগে বহু নৃশংস গণহত্যা ঘটেছে, ভবিষ্যতেও হয়তো তা ঘটবে। ঐ সব গণহত্যার নায়কদের নাম আজ ইতিহাসের পাতায়, মহাকালের আস্তাকুঁড়ে! আজকের পৃথিবীর কোনো মানুষই প্রকাশ্য জনসম্মুখে সেই নায়কদের **'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব'** হিসাবে ভূষিত করার **ধৃষ্টতা প্রদর্শন** করেন না।

একমাত্র ব্যতিক্রম,

মুহাম্মদ ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীরা!

৬২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, বনি কুরাইজার সেই ভয়াবহ হৃদয়বিদারক অমানুষিক নৃশংস গণহত্যার (পর্ব: ১২) নায়ক হওয়া সত্ত্বেও, আজকের পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ প্রকৃত ইতিহাস জেনে অথবা না জেনে (অধিকাংশ জনগণই এই দলে)

মুহাম্মদকে **'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব'** হিসাবে ভূষিত করে তাঁর ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্রতে ব্রতী। ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ এই অনুসারীদের অমানবিক নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডে পৃথিবীর মানুষ আজ আতঙ্কিত। এমনটি না হলে, এই লেখার কোনো প্রয়োজনই ছিল না (**পর্ব: ২৯ ও ১০)**।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৩
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৭১-১৪৭৩

[3] 'রুমার জলস্রোত প্রবাহিত [জাঘাবা (Zaghaba/al-Ghaba)] - মদিনা থেকে আট মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। [পর্ব: ৭৮]

[4] আল-আউস ও আল-খাযরায গোত্র ছিল তৎকালীন মদিনায় ইহুদীদের বিপরীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি আরব গোত্র। [পর্ব: ৫০]।

[5] আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ছিলেন তার গোত্রের একজন নেতা ও কবি। তিনি ছিলেন মদিনার সেই লোকদের একজন যিনি 'হিজরতের' এক বছর আগে **"দ্বিতীয় আকাবা-য়"** মুহাম্মদের আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। তিনি বদর, ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হিজরি ৮ সালে মুতার যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

৮১: খন্দক যুদ্ধ-৫: মুহাম্মদের উৎকোচ!
ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পঞ্চান্ন

ইসলামের ইতিহাসে খন্দক যুদ্ধটি কী কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; মদিনায় একমাত্র অবশিষ্ট ইহুদি বনি কুরাইজার গোত্র প্রধান কাব বিন আসাদ আল-কুরাজির নিকট **এই যুদ্ধের বছর দেড়েক আগে** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মারফত জোরপূর্বক মদিনা থেকে বিতাড়িত ইহুদি বনি নাদির গোত্রের হুয়েই বিন আখতাব নামের এক নেতার আগমন ও কথোপকথন কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল; হুয়েইয়ের প্রচণ্ড জেদাজেদির কারণে কাব কীভাবে **"হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন"** ও এই ঘটনাটি শোনার পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেরিত চারজন অনুসারী সেখানে গমন করার পর কীভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তারা যা শুনেছিল তার চেয়ে অবস্থা আরও শোচনীয় - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসে ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, ওহুদ যুদ্ধের মতই খন্দক যুদ্ধেও মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। (**পর্ব: ৫৪-৭১**)

আরবের বিভিন্ন গোত্রের সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর আক্রমণ নিজ শক্তিবলে মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। আদি পারস্যবাসী সালমান ফারসীর পরামর্শে খন্দক খনন, মদিনার ভৌগলিক পরিবেশ ও আবহাওয়াজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তারা মিত্রবাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু মিত্রবাহিনীর বিশাল সৈন্যবহরের আগমন প্রত্যক্ষ করে **মুহাম্মদের বহু অনুসারী অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।**

মিত্রবাহিনীর দশ হাজার সৈন্যের সেনা ছাউনিটি ছিল খন্দকটির উত্তরে, আর মুসলমান বাহিনীর তিন হাজার সৈন্যের সেনা ছাউনিটি ছিল খন্দকটির দক্ষিণ দিকে। মুসলমান বাহিনীর সৈন্যরা খন্দকের কিনারায় সর্বক্ষণ পাহারায় ছিলেন।

মিত্রবাহিনী **প্রায় এক মাস** যাবত খন্দকের ওপাশে অবস্থান করেছিলেন। **কিন্তু তারা সদলবলে খন্দক অতিক্রমে ব্যর্থ হওয়ার কারণে** দুই পক্ষের মধ্যে কিছু তীর নিক্ষেপের ঘটনা ছাড়া কোনোরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

ওহুদ যুদ্ধের মতই এই যুদ্ধেও মুহাম্মদ-অনুসারীদের অনেকেই মুহাম্মদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। **যথারীতি**, আল্লাহর নামে মুহাম্মদ তাদেরকে 'আনুগত্যহীন' (মুনাফিক) ঘোষণা দিয়ে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করেন। (পর্ব- ৬৯)।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৮০) পর:

‘পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে ও ভীতি সর্বত্রই বিরাজ করতে থাকে। তাদের কাছে শত্রুর আগমন ঘটে **উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে** যতক্ষণে না বিশ্বাসীরা অলীক কল্পনায় মগ্ন হয় ও আনুগত্যহীন লোকদের আনুগত্যহীনতা এতই বৃদ্ধি পায় যে, বানু আমর বিন আউফ গোত্রের মুয়াত্তিব বিন কুসিয়ার (Mu'attib b. Qusyahr) নামের এক ভাই বলে,

"মুহাম্মদ আমাদের কাছে অঙ্গীকার করতো এই বলে যে, আমরা **খসরু ও সিজারের** কোষাগারের মালিক হবো; **কিন্তু আমাদের কেউই আজ পায়খানায় (privy) যেতেও নিরাপদ বোধ করি না!"** [3] [4] [5]

('Muhammad used to promise us that we should eat the treasures of Chosroes and Caesar and today not one of us can feel safe in going to the privy!')

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, বানু হারিথা বিন আল-হারিথ গোত্রের আউস বিন কেইজি (Aus b. Qayzi) নামের এক লোক তার লোকদের এক বিরাট জনসমাবেশে আল্লাহর নবীকে বলে,

"আমাদের বাড়িঘর শত্রুর নিকট উন্মুক্ত; সুতরাং চলো, আমরা আমাদের বাড়িঘরে ফিরে যাই, কারণ তা মদিনার বাইরে।"

আল্লাহর নবী ও মুশরিকরা (polytheists) বিশ দিনেরও বেশি, **প্রায় এক মাস,** সেখানে অবস্থান করে; সামান্য কিছু তীর নিক্ষেপ ও অবরোধের ঘটনা ছাড়া কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

যখন লোকদের অবস্থা আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে, তখন আল্লাহর নবী ঘাতাফান গোত্রের দলপতি ইউয়েনা বিন হিসন বিন হুদায়েফা বিন বদর ও আল-হারিথ বিন আউফ বিন আবু হারিথা আল-মুররির **[পর্ব: ৭৭]** কাছে প্রস্তাব করেন যে, যদি তারা তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ না করে ও তাদের দলের জনগণদের নিয়ে ফিরে যায়, তবে তার বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মদিনার এক-তৃতীয়াংশ খেজুর প্রদান করবেন; যা মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন উবায়েদুল্লাহ বিন শিহাব আল-জুহরীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আসিম বিন উমর বিন কাতাদা ও অন্য একজন আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] জানিয়েছেন। (আল তাবারী: 'ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ < মুহাম্মদ বিন ইশাক <আসিম বিন উমর বিন কাতাদা ও মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আল-জুহরী [**পর্ব:৪৪**] হইতে বর্ণিত:')। [6]

অতঃপর তাদের মধ্যে এক চুক্তি (peace) সম্পাদিত হয়, **যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।** এটিতে কোনো স্বাক্ষর করা হয়নি ও এটি কোনো সুনির্দিষ্ট চুক্তিপত্র ছিল না, ছিল নিছক এক চুক্তি-আলোচনা।

("When conditions pressed hard upon the people the apostle - according to what 'Asim b. 'Umar b. Qatada and one whom I do not suspect told me from Muhammad b. Muslim b. 'Ubaydullah b. Shihab al-Zuhri - sent to 'Uyayna b. Hisn b. Hudhayfa b. Badr and to al- Harith b. 'Auf b. Abu

Haritha al-Murri who were leaders of Ghatafan and offered them a third of the dates of Medina on condition that they would go back with their followers and leave him and his men, so peace was made between them so far as the writing of a document. It was not signed and was not a definite peace, merely peace negotiations (T. and they did so).--").

যখন আল্লাহর নবী তা বাস্তবায়নের মনস্থ করেন, তিনি দুই সা'দ-কে ডেকে পাঠান, তাদেরকে তিনি এ বিষয়ে অবহিত করেন ও তাদের **পরামর্শ** আহ্বান করেন।

তারা বলে: "এই কর্মটি কি আপনি আমাদের করতে বলেন, নাকি এটি আপনার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম, যা আমাদের অবশ্য পালনীয়? নাকি, এটি এমন যা আপনি আমাদের জন্য করছেন?" [**পর্ব: ৩২**]।

তিনি বলেন: **"এটি এমন যা, তোমাদের উপকারের জন্য আমি করছি।** আল্লাহর কসম, আমি এটি করতাম না, যদি না আমি দেখতাম যে, আরবরা একত্রে তোমাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছে ও তারা সমস্ত দিক থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে; তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের এই আক্রমণ আমি বিনষ্ট করতে চাই!"

সা'দ বিন মুয়াধ বলে: "আমরা ও এই লোকেরা ছিলাম মুশরিক ও মূর্তিপূজারী, আল্লাহকে জানতে না পারায় আমরা তাকে মানতাম না এবং তারা কস্মিনকালেও একমাত্র কিনে নিয়ে খাওয়া ছাড়া (তাবারী: 'আমাদের) একটি খেজুরও খাওয়ার আশা করে নাই। এখন আল্লাহ আমাদের ইসলামের মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেছে, সম্মানিত করেছে ও আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে করেছে সুবিখ্যাত; **আমাদের সম্পত্তি কি আমরা তাদের দিতে পারি? আমরা অবশ্যই তা দেব না। আমরা তাদেরকে তরবারির আঘাত ছাড়া আর কিছুই দেব না**, যতক্ষণে না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে।"

আল্লাহর নবী বলেন, 'You shall have it so।"

সা'দ চুক্তি-পত্রটি নেয়, তাতে যা লিখা ছিল তা মুছে ফেলে ও বলে: "আমাদের বিরুদ্ধে তারা সবচেয়ে খারাপ যা করতে পারে, করুক!"'- (অনুবাদ ও [**] যোগ – লেখক)

মুহাম্মদ তাঁর নিজস্ব জবানবন্দীতে (কুরান) যা উল্লেখ করেছেন:

[যা ঘটেছিল]

৩৩:১০ - যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল **উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে** এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং **তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে**।

৩৩:১১ - সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।

৩৩: ১২- এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও **রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়**।

৩৩:১৩ -এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, **আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা**।

৩৩:১৪ - যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না।

৩৩:১৫ - অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

[অত:পর, হুমকি!]

৩:১৬-১৭ - বলুন! তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। **তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।**

৩:১৭ - বলুন! **কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন** অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। [7] [8]

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা (৫:৫৯:৪২৯):

‘আয়েশা হইতে বর্ণিত:

নিম্নোক্ত কোরানের আয়াতটি প্রসঙ্গে: "যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে (উপত্যকার পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে) এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল-"(**৩৩:১০**)। এই ঘটনাটি ঘটেছিল খন্দক যুদ্ধের দিন।' [9] - (অনুবাদ – লেখক)

>>> মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ (Psycho-biography) কুরান ও আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত উপাখ্যানের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - শুধু আনুগত্যহীনেরাই নয়, **এই যুদ্ধে মুহাম্মদের প্রতি একান্ত বিশ্বাসীরাও জীবনের এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মুহাম্মদ নিজেও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না!**

যে কারণে, তিনি সেই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের চেষ্টায় নিজ উদ্যোগে মিত্র বাহিনীর ঘাতাফান গোত্রের দুই নেতাকে উৎকোচ (ঘুষ) প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন।

উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে শত্রুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এই কার্যক্রমকে যদি **"মুহাম্মদের কূটনীতি (Diplomacy)"** নামে আখ্যায়িত করা হয়, তবে মানতেই হবে যে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন একজন **"কূট কূটনীতিক",** যে-কূটনীতিকদের একমাত্র নীতি হলো,

"উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে যা কিছু করণীয়, তার সবই বৈধ (The end justifies the means)!" (পর্ব- ৭০)।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৩-৪৫৪

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৭৩-১৪৭৫

[3] আল-তাবারীর মতে, যারা **"উচ্চভূমি"** থেকে আগমন করেছিল অর্থে ইউয়েনা বিন হিসনের গোত্রের লোকদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যারা নাজাদের উচ্চভূমি থেকে এসেছিল। আর যারা **"নিম্নভূমি"** থেকে আগমন করেছিল অর্থে মক্কার কুরাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

[4] **খসরু পারভিজ (খসরু -২)** [CHOSROES /KHOSRU II]) ছিলেন সাসানিদ সাম্রাজ্যের (Sasanian Empire) এক পারস্য সম্রাট, রাজত্ব কাল ৫৯৮-৬২৮ সাল। সাসানিদ সাম্রাজ্যের রাজত্ব কাল ছিল ৪২৭ বৎসর (২২৪ -৬৫১ সাল)। ৬৩৭ সালে খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের শাসন আমলে মুসলমানরা প্রথম পারস্যের কিয়দংশ দখল করে; তারপর, পর পর বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর ৬৫১ সালে মুসলমানরা সম্পূর্ণ পারস্য দখল করে ও সাসানিদ সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

[5] '**সিজার** (Caesar)' – রোমান একনায়ক জুলিয়াস সিজার (খ্রিষ্টপূর্ব ২০৮ সাল) এর নামানুসারে আহরিত খেতাব, সম্রাট পক্ষীয় ব্যক্তির উপাধি।

[6] অনুরূপ বর্ণনা: **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৪৭৭-৪৮০

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi

[7] **ইবনে কাথিরের কুরান তফসির:**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1869&Itemid=89

[8] **তাফসীর যালালীন ও অন্যান্য:**

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=33&tAyahNo=10&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[9] **সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৪২৯:**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5626-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-429.html

৮২: খন্দক যুদ্ধ- ৬: আলী ইবনে আবু তালিবের নৃশংসতা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– ছাপ্পান্ন

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা খন্দক যুদ্ধে কীরূপ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন; মুহাম্মদের বহু অনুসারী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওহুদ যুদ্ধের মতই খন্দক যুদ্ধেও কীভাবে মুহাম্মদের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন; অবস্থা দুঃসহ আকার ধারণ করার পর মুহাম্মদ ঘাতাফান গোত্রের দলপতি ইউয়েনা বিন হিসন ও আল-হারিথ বিন আউফ নামের দুই ব্যক্তির কাছে **কী শর্তে উৎকোচ (ঘুষ) প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন**; কী কারণে তিনি সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৮১) পর:

'কোনোরূপ যুদ্ধ ছাড়াই অবরোধ অব্যাহত থাকে। কিন্তু কুরাইশদের কিছু অশ্বারোহী, যাদের মধ্যে ছিল **আমর বিন আবদু উদ্দ বিন আবু কায়েস** (Amr b. 'Abdu Wudd b. Abu Qays) নামের বানু আমির বিন লুয়াভির (B. 'Amir b. Lu'ayy) গোত্রের এক ভাই; মাখযুম গোত্রের **ইকরিমা** বিন আবু জেহেল ও **হুবায়েরা** বিন আবু ওহাব; কবি **দিরার** বিন আল-খাত্তাব ও বানু মুহারিব বিন ফিহির গোত্রের **ইবনে মিরদাস** নামের এক ভাই তাদের বর্ম-আবরণ পরিধান করে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বানু কিনানা গোত্রের ঘাঁটিতে গমন করে ও বলে, "তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ও তারপর জেনে নাও কারা আজ সত্যিকারের বীর যোদ্ধা।" [3]

খন্দকের কিনারে এসে থামার পূর্ব পর্যন্ত তারা দ্রুতগতিতে সামনে অগ্রসর হয়। যখন তারা তা দেখতে পায় তখন তারা বিস্ময়ে বলে ওঠে, "এটি একটি কৌশল, যা আরবরা কখনোই ব্যবহার করে নাই!"

তারপর তারা খন্দকের এক সংকীর্ণ অংশের কাছে আসে ও তাদের ঘোড়াদের তাড়ন করে সবেগে এমনভাবে ধাবন করায়, যাতে **তারা তা অতিক্রম করে খন্দক ও সা'ল [পর্বত] এর মধ্যবর্তী জলাভূমি-সদৃশ (swampy) স্থানে এসে পৌঁছে।**

যে স্থানটির ভেতর দিয়ে তারা অতিক্রম করেছিল, সেই স্থানটি আটকে রাখার জন্য **কিছু মুসলমানদের সঙ্গে আলী সেখানে আসে**; আর তাদের সম্মুখে দ্রুতবেগে এসে হাজির হয় ঐ অশ্বারোহীরা। আমর বিন আবদু উদ্দ ছিল সেই লোক, যে **বদর যুদ্ধে** জখম হয়ে বিকলাঙ্গ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিল ও সেই কারণে সে ওহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়নি। খন্দক যুদ্ধে সে তার পদমর্যাদা প্রকাশের জন্য এক বিশেষ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসে। তার সঙ্গের লোকজনকে নিয়ে সে সেখানে এসে থামে ও মুসলমানদের যে কাউকে তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করে।

আলী সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ও তাকে বলে, "আমর, তুমি কী আল্লাহর কসম কেটে প্রতিজ্ঞা করেছ যে, যদি কোনো কুরাইশ তোমাকে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব করে, তবে তুমি তার যে কোন একটি গ্রহণ করবে?"

"হ্যাঁ, আমি তা করেছি," সে বলে।

আলী জবাবে বলে, **"তাহলে, আমি তোমাকে আল্লাহ ও তার রসুল এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান করি।"**

সে বলে যে, এসবে তার কোনো প্রয়োজন নেই।

আলী বলে, **"তাহলে, আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য তলব করি।"**

সে জবাবে বলে, **"হে আমার ভাতিজা, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না।"** (ইবনে হিশাম: 'আমর তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে সে কে। যখন আলী তাকে তা

জানায়, তখন সে বলে, "তোমার কোন আংকেল কে পাঠাও, যে কিনা তোমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ; হে আমার ভাতিজা, **আমি তোমার রক্ত ঝরাতে চাই না।")**

আলী বলে, **"কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই।"**

এতে আমর এতই ক্রুদ্ধ হয় যে, সে তার ঘোড়া থেকে নেমে আসে ও ঘোড়াটির পেছনের পায়ের শিরা কেটে তাকে বিকলাঙ্গ করে (তাবারী: 'অথবা তার মুখে প্রহার করে'); তারপর সে আলীর দিকে অগ্রসর হয় ও তারা একে অপরের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে। [4] **আলী তাকে হত্যা করে** ও তার সঙ্গের অন্যান্য অশ্বারোহীরা খন্দকের ভেতর দিয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করে।'

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'আমরের সাথে আর যে-দু'জন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তারা হলো: মুনাববি বিন উসমান বিন উবায়েদ বিন আল-সাববাক বিন আবদুল-দার (যে তীরবিদ্ধ হয়েছিল ও মক্কায় আসার পর মৃত্যুবরণ করেছিল); ও বানু মাখজুম গোত্রের **নওফল বিন আবদুল্লাহ** বিন আল-মুঘিরা। নওফল খন্দকের মধ্যে ঝাঁপ দেয় ও সেখানে আটকে পড়ে।

তারা তাকে পাথর বর্ষণ করে।

সে বলে, "হে আরববাসী, খুন করা এর চেয়ে অধিক শ্রেয়!"

তাই আলী নিচে নেমে আসে ও তাকে হত্যা করে।

মুসলমানেরা তার মৃতদেহ তুলে আনে। তারা আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে, তারা এই মৃতদেহ তাদের কাছে বিক্রি করবে কিনা।

আল্লাহর নবী বলেন: "তার মৃতদেহ ও তার মূল্যের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা যা ভাল মনে করো, এটি দিয়ে তা-ই করো।" এভাবে তিনি এটি [তার মৃতদেহ] দিয়ে যা তাদের ইচ্ছা, তাইই করার অনুমতি প্রদান করেন।'- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

(‘------Ali accepted the challenge and said to him: "Amr, you swore by God that if any man of Quraysh offered you two alternatives you would accept one of them?'

'Yes, I did,' he said. Ali replied, **'Then I invite you to God and His apostle and to Islam.'** He said that he had no use for them. Ali went on, 'Then, I call on you to dismount.

He replied, **'O son of my brother, I do not want to kill you.'** (I.H: 'Amr asked him who he was, and when he told him he said: 'Let it be one of your uncles who is older than you, my nephew, **for I don't want to shed your blood.**')

Ali said, **'But I want to kill you.'**

This so enraged 'Amr that he got off his horse and hamstrung it and (Tabari. or beat its face); then he advanced on 'Ali, and they fought, the one circling round the other.

Ali killed him and their cavalry fled, bursting headlong in flight across the trench”.) [1]

Al-Tabari added:

(‘Two men were killed along with Amr: Munabbih b. 'Uthman b. 'Ubayd b. al-Sabbaq b.'Abdu'l –Dar [he was hit by an arrow and died in Mecca]; and Naufal b. 'Abdullah b. al-Mughira of the Banu Makhzum.

Nawfal plunged into the trench and became trapped down in it.

They pelted him with stones.

He said, 'People of the Arabs, a slaying is better than this!'

So 'Ali went down and killed him.

The Muslims took the body. They asked the Messenger of God to sell them his body. The Messenger of God said: "We have no need of his body or its price. Do with it as you like." So he left them to do as they pleased with it.') [2]

>>> আদি উৎসে ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই ওপরে উল্লেখিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো:

খন্দক যুদ্ধে আমর বিন আবদু উদ্দ নামের এক কুরাইশ আলী ইবনে আবু তালিবের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে আলীকে রক্তাক্ত অথবা হত্যা করতে রাজি ছিলেন না। **অন্যদিকে, আলী ইবনে আবু তালিব তাঁকে হত্যা করার জন্য ছিলেন উদগ্রীব,** যদি না তিনি মুহাম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

মুহাম্মদের দীক্ষায় দীক্ষিত অনুসারীরা কীরূপ অবলীলায় তাদেরই একান্ত নিকটাত্মীয়দেরও প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় খুন করার অভিপ্রায়ে উজ্জীবিত তার বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব: ৩৬**-এ করা হয়েছে। **আলী ইবনে আবু তালিবও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।**

কে এই আমর বিন আবদু উদ্দ? তাঁর সাথে কি আলীর কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল, যে সম্পর্কের কারণে তিনি আলীকে হত্যা করতে চাননি?

ইবনে হিশামের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, **আমর বিন আবদু উদ্দ ছিলেন আলীর পিতা আবু তালিবের বন্ধু!** সেই সূত্রে আলী ছিলেন তাঁর "ভাতিজা সমতুল্য"; আলীর সাথে তাঁর কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না। **তথাপি,** এই কুরাইশ তাঁর বন্ধুপুত্রের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অথবা হত্যা করতে চাননি।

>>> কোনো মুহাম্মদ অনুসারী তথাকথিত মডারেট (ইসলামে কোনো কোমল, মডারেট বা উগ্রবাদী শ্রেণীবিভাগ নেই) পণ্ডিত কিংবা অপণ্ডিতকে যখন **"কুরান"** নামক মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থে অবিশ্বাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে **মুহাম্মদের শত শত হিংস্র,**

অমানবিক ও নৃশংস নির্দেশ ও শাপ-অভিশাপ, হুমকি-শাসানী, ভীতি-প্রদর্শন এবং আদি উৎসের নিবেদিতপ্রাণ মুহাম্মদ অনুসারীদেরই (লেখক ও বর্ণনাকারী) বর্ণিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থ **সিরাত ও হাদিস** গ্রন্থে **মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সংঘটিত সন্ত্রাস, খুন, জখম, নৃশংসতা ও দাসত্ব-বন্ধন** (Enslavement) বিষয়ে আলোকপাত করা হয়, তখন তাঁরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে দু'টি অজুহাত পেশ করেন তা হলো:

১) ঐ সমস্ত নির্দেশ ও কার্যকলাপ শুধু মাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য।

২) তৎকালীন সমাজে এটিই ছিল রীতি!

প্রথম অজুহাত সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ:

"ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ" এর গত পঞ্চান্নটি পর্বের আলোচনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, রাতের অন্ধকারে বাণিজ্যফেরত নিরীহ কুরাইশ বাণিজ্যবহরের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী আক্রমণ; আবু আফাক, আসমা-বিনতে মারওয়ান, ক্বাব বিন আল-আশরাফ ও আবু রাফিকে খুন; বনি কেইনুকা ও বনি নাদির ইহুদি গোত্রকে উচ্ছেদ **(পর্ব: ৪৬-৫২)** - ইত্যাদি অত্যন্ত অমানাবিক, গর্হিত ও নৃশংস কর্মকাণ্ডের কোনোটিই কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হয়নি। তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীকে কখনো কোনো শারীরিক আঘাত অথবা আক্রমণ করেননি। বনি কেইনুকা গোত্রকে উচ্ছেদের ঘটনায় প্রথম হত্যাকারী ব্যক্তিটি ছিলেন একজন মুহাম্মদ অনুসারী, বনি কেইনুকা গোত্রের লোকেরা নয় (**পর্ব: ৫১**)।

বদর যুদ্ধের উপাখ্যানের **(পর্ব: ৩০-৪৩)** বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরাই ছিলেন আগ্রাসী ও আক্রমণকারী, কুরাইশরা নয়।

ওহুদ যুদ্ধের কারণ হলো, বদর যুদ্ধে কুরাইশদের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের নৃশংসতার প্রতিশোধ স্পৃহায় কুরাইশদের প্রতি-আক্রমণ। **আর খন্দক যুদ্ধের কারণ** হলো, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা বনি নাদির (ও বনি কেইনুকা) গোত্রকে উচ্ছেদ, ঘাতাফান গোত্রের ওপর আক্রমণ, বদর যুদ্ধের নৃশংসতা ও কুরাইশ বাণিজ্যবহরের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অব্যাহত আক্রমণ! "ত্রাস, হত্যা ও

হামলার আদেশ" এর পরবর্তী পর্বগুলোতে পাঠকরা এরূপ আরও অনেক উদাহরণ জানতে পারবেন।

প্রশ্ন হলো, "ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে এমনই শত শত প্রামাণিক তথ্যের (Evidence) উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ-অনুসারীরা কী কারণে দাবী করেন যে, মুহাম্মদের এই সকল হিংসাত্মক বাণী, আদেশ, নিষেধ ও কর্মকাণ্ড শুধু মাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য?"

উত্তর হলো, "দুটি কারণে।"

এক: সিংহভাগ মুহাম্মদ-অনুসারীই ইসলামের ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায় সম্পর্কে **সম্পূর্ণ অজ্ঞ!**

দুই: **ইসলামী পরিভাষার মারপ্যাঁচ!** ন্যায়-অন্যায়ের সর্বজনগ্রাহ্য পরিচিত রূপ ও শব্দমালার অর্থ ইসলামিক পরিভাষায় সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বহন করতে পারে। **(পর্ব: ৩৩)**। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ইসলাম-বিশ্বাসীদের আক্রমণাত্মক আগ্রাসী হামলা বা যুদ্ধ পরিচালনার পর যদি অবিশ্বাসীরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণে সামিল হয়, তবে তা হবে **"যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি"**! সেই পরিস্থিতিতে একজন সাচ্চা মুহাম্মদ-অনুসারীর একান্ত কর্তব্য হলো 'জিহাদ'!

আর দ্বিতীয় অজুহাতও সত্য নয়, কারণ:

নিজ ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে তৎকালীন আরবের লোকেরা **ভিন্ন ধর্ম মতাবলম্বী** কোনো ব্যক্তি বা জনপদের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ, খুন, জখম, লুট (গণিমত), দমন, নিপীড়ন ও দাস ও দাসী-করণের মত গর্হিত কর্মে সচরাচর লিপ্ত হতেন, **এমন দাবি সম্পূর্ণরূপে অসত্য!** (**পর্ব: ৩২**)।

বদর যুদ্ধ উপাখ্যানের বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা আরও জেনেছি যে, যুদ্ধের সেই সময় ও তার পরবর্তী পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আচরণের তুলনায় কুরাইশদের আচরণ ছিল অধিক শালীন ও মানবিক **(পর্ব: ৩১ ও ৩৯);** খন্দক যুদ্ধ উপাখ্যানের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আবার ও সেই একই দৃশ্য দেখতে পেয়েছি।

>>> ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে মুহাম্মদের মৃত্যুর পর শুরু হয় ইসলামের ইতিহাসের খুলাফায়ে রাশেদিনের রাজত্বকাল (৬৩২-৬৬১ সাল); **যা মূলত মুহাম্মদের দুই শ্বশুর ও দুই জামাইয়ের রাজত্বকাল** (শ্বশুর: আবু বকর ও ওমর; জামাই: ওসমান ও আলী)। আবু বকর ইবনে কাহাফা, ওমর ইবনে খাত্তাব ও ওসমান ইবনে আফফানের নেতৃত্বে মুহাম্মদ-অনুসারীরা **ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নামে** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবিশ্বাসী কাফের রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ৬৩২ সাল থেকে ৬৫৪ সাল পর্যন্ত **কমপক্ষে ১৯ টি** আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করে। আবু বকরের দুই বছরের (৬৩২-৬৩৪ সাল) শাসন আমলে ৩টি, ওমর ইবনে খাত্তাবের দশ বছরের (৬৩৪-৬৪৪ সাল) শাসন আমলে ১২টি ও ওসমান ইবনে আফফানের বার বছরের (৬৪৪-৬৫৬) শাসন আমলে ৪টি। (বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে)।

যুদ্ধ মানেই হলো আক্রমণ, দমন, নিপীড়ন, খুন, জখম, রক্তপাত, লুট (গণিমত), দখল ও সেকালের দাস ও দাসী-করণ! উদ্দেশ্য যাইই হোক না কেন, ফলাফল প্রচুর রক্তপাত!

এই সব যুদ্ধে অগণিত অবিশ্বাসী কাফেরদের খুন, জখম ও দাস ও দাসী-করণের ফসল - ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা নামের আড়ালে **আরব সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা!**

আবু বকর ও ওমর ছিলেন ভাগ্যবান! কারণ তাদের আমলে **"মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে"** কোনো বড় ধরণের সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ভাগ্যবান আবু বকর কোনো আততায়ীর ছুরির আঘাতে খুন হননি!

ওমর কোন **মুসলমান আততায়ীর** ছুরির আঘাতে খুন হননি; তিনি নির্মমভাবে খুন হয়েছিলেন **আবু লুলু ফিরোজ** নামের আদি পারস্যবাসী এক ক্রীতদাস কাফেরের ছুরির আঘাতে!

মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনার সূত্রপাত ও প্রসার ঘটে ওসমান ইবনে আফফান ও আলী ইবনে আবু তালিবের রাজত্বকালে (৬৪৪-৬৬১ সাল)। ওসমান ইবনে আফফানের শাসন আমলের শেষাংশ থেকে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে তা অত্যন্ত পাশবিক ও সহিংস রূপ ধারণ করে। পরিণতিতে ৬৫৬ সালে **আবু বকর**

পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর-এর নেতৃত্বে একদল মুহাম্মদ অনুসারী **৭৯ বছরের বৃদ্ধ ওসমান ইবনে আফফানকে কুরান পাঠ অবস্থায় নির্মমভাবে খুন করে**।

ওসমান হত্যার পর আরব সাম্রাজ্যবাদের অধিপতি হন আলী ইবনে আবু তালিব। আলীর ক্ষমতায় আহরণের পর **মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গৃহযুদ্ধ (ফিতনা) শুরু হয়।** ক্ষমতায় আসার পর পরই এক রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে প্রথমেই আলীকে যার সাথে মোকাবিলা করতে হয়, তিনি হলেন তার নিজেরই শাশুড়ি; নবীপত্নী আয়েশা বিনতে আবু বকর ও তার অনুসারী। ইসলামের ইতিহাসে যা **"উটের যুদ্ধ"** (Battle of the Camel /'Jange Zamal') নামে সুবিখ্যাত। তারিখটি ছিল: ডিসেম্বর, ৬৫৬ সাল। আলী ও আয়েশার নেতৃত্বে দু'পক্ষের অসংখ্য মুহাম্মদ-অনুসারী হন খুন ও জখম। জয়লাভ হয় আলীর। [5]

এরপরেই আলীকে যুদ্ধের মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হয় মুহাম্মদের আর এক বিশিষ্ট অনুসারী মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ও তার অনুসারীদের সাথে। ইসলামের ইতিহাসে যা **"সিফফিনের যুদ্ধ"** (Battle of Siffin) নামে বিখ্যাত। তারিখটি ছিল: জুলাই, ৬৫৭ সাল। **দুই পক্ষের অগণিত নিবেদিত প্রাণ মুহাম্মদ-অনুসারী হন খুন ও জখম।**

এই যুদ্ধের শেষে আলীর সাথে মতভেদের কারণে একদল মুহাম্মদ অনুসারী আলী ও তার অনুসারীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাসে যাদেরকে **"খারেজী"** (Kharijites) নামে আখ্যায়িত করা হয়। [6]

তারা বিদ্রোহ করে আলী ও তার অনুসারীদের (শিয়া মুসলমান) বিরুদ্ধে। তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে ৬৫৮-৬৫৯ সালে (হিজরি: ৩৮ সাল) আলী ও তার অনুসারীরা যে যুদ্ধ পরিচালনা করে, ইসলামের ইতিহাসে তা **"নাহরাওয়ানের যুদ্ধ"** (Battle of Nahrawan) নামে বিখ্যাত। **অমানুষিক নৃশংসতায় তারা ২৪০০ মুহাম্মদ অনুসারীকে (খারেজী) হত্যা করে**। ২৮০০ জন খারেজীর মাত্র ৪০০জন জীবিত ফিরে যেতে সক্ষম হয়। [7]

সিফফিন যুদ্ধের পরে আলী ওসমান হত্যার নায়ক মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেন!

পরবর্তীতে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সেনাপ্রধান **আমর বিন আল-আসের** (Amr bin Al As) নেতৃত্বে মুয়াবিয়ার সৈন্যরা মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ও তাঁর সৈন্যদের পরাস্ত করে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করে (জুলাই-আগস্ট, ৬৫৮ সাল)। আমর বিন আল-আসের সেনাদলের মুয়াবিয়া বিন হুদায়েজ (Muawiyah bin Hudayj) নামের এক সৈন্য **মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে নৃশংসভাবে খুন করে তার মৃতদেহ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।** [8]

মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে হত্যার পর মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, **আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-হাদরামি** (Abdallah bin Amr bin al-Hadrami) নামের তার এক প্রতিনিধিকে সিরিয়া থেকে বসরায় পাঠান। উদ্দেশ্য, সে যেন সেখানকার তামিম (Tamim) গোত্র ও অন্যান্য বসরা-বাসীকে আমর বিন আল-আস ও তার শাসন গ্রহণ করার আহ্বান জানায়।

ইবনে হাদরামি বসরায় এসে ওসমানের নির্মম হত্যার জন্য শোক প্রকাশ করে এবং তামিম গোত্রবাসী ও বসরার জনগণকে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান করে। তারা তার প্রস্তাব সমর্থন করে ও আমর বিন আল-আস ও মুয়াবিয়ার আনুগত্যের শপথ নেয়।

সেই সাময় আলীর পক্ষে বসরার ডেপুটি গভর্নর ছিলেন **যিয়াদ বিন আবিহি** (Ziyad bin Abihi) নামের এক আলী-পৃষ্ঠপোষক। এক চিঠি মারফত তিনি আলীকে এই খবরটি অবহিত করান। তিনি আলীকে আরও জানান যে, **তার পক্ষে বসরায় এমন কেউ নেই, যে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে।** [9]

এই খবরটি পাওয়ার পর আলী **আয়ান বিন দুবায়াহ আল-মুজাশি** (Ayan bin Dubay'ah al-Mujashi) নামের এক তামিমি-কে বসরায় প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য সে যেন তার গোত্রের লোকদের ইবনে হাদরামির পক্ষ থেকে আলীর পক্ষে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। আয়ান বসরায় এসে তার গোত্রের কিছু লোকদের একত্র করে ইবনে হাদরামি ও তার অনুসারীদের কাছে গমন করে ও ইবনে হাদরামির সমর্থকদের আলীর দলে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। কিন্তু তারা তার প্রস্তাবে শুধু যে অসম্মতি প্রকাশ

করে তাইই নয়, তারা তাকে গালাগালি করে ও তার সাথে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়। আয়ান সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। **পরবর্তীতে সেখানকার একদল লোক আয়ানের ওপর চড়াও হয় ও তাকে হত্যা করে।**

যিয়াদ আলীকে চিঠির মাধ্যমে এই খবরটি জানান। আলী ঘটনাটি জানার পর বানু তামিম গোত্রের ৫০জন (মতান্তরে ৫০০জন) লোককে সঙ্গে দিয়ে **জারিয়া বিন কুদামা আল-সাদি** (Jariyah bin Qudamah al-Sa'di) নামের তার এক প্রতিনিধিকে বসরায় পাঠান।

জারিয়া বসরায় এসে জিয়াদের সাথে পরামর্শ করে। তারপর সে তার নিজ গোত্রের লোকদের কাছে গমন করে ও আলীর দেয়া চিঠিটি তাদের পড়ে শোনায়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি পাশে আবদ্ধ করে ও অধিকাংশ লোকই তার আহ্বানে সাড়া দেয়।

তারপর সে ইবনে হাদরামির কাছে আসে এবং ইবনে হাদরামি ও তার সমর্থকরা যে-বাড়িতে অবস্থান করছিল, সেই বাড়িটি ঘেরাও করে তাদেরকে আত্মসমর্পণ ও আলীর বশ্যতা স্বীকারের আহ্বান জানায়। তারা তাতে রাজি হয় না। **তাই জারিয়া ঐ বাড়িটিতে আগুন দিয়ে ইবনে হাদরামী ও তার ৭০জন (মতান্তরে ৪০জন) সমর্থককে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করে।** যিয়াদ এই খবরটি আলীকে এক চিঠি মারফত অবহিত করায়। [10]

এ সমস্ত নৃশংস ঘটনার ধারাবাহিকতায় কুফা নগরীতে ৬৬১ সালের জানুয়ারি মাসে ইবনে মুলজাম আল-মুরাদি ও শাবিব বিন বাজারাহ নামের **দুই মুহাম্মদ অনুসারীর (খারেজী) বিষ মিশ্রিত তলোয়ারের আঘাতে আলী ইবনে আবু তালিবের জীবনের নির্মম পরিসমাপ্তি ঘটে!** [11]

ক্ষমতায় আসার পর আলী, ওসমান হত্যার কোনো বিচার করেননি। ওসমানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে তিনি যে কোনোরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি তাইই নয়, হত্যাকারীকে তিনি মিশরের গভর্নর পদে নিযুক্ত করে করেছেন পুরস্কৃত! আলী ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ও তার সমর্থকদের বিবাদ, যুদ্ধ

ও সহিংসতার প্রধান কারণ হলো, **"ওসমান হত্যার বিচার ও হত্যাকারীদের শাস্তি নিশ্চিত না করা।"**

আলী তার পাঁচ বছরের শাসন আমলে (৬৫৬-৬৬১ সাল) যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের সাথে জড়িত ছিলেন, তার সিংহভাগই ছিল মুসলমান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও নৃশংসতা! ওপরের ঘটনাগুলো আলী ইবনে আবু তালিব ও তার সমর্থকদের দ্বারা সংঘটিত বহু নৃশংস ঘটনার **অল্প কিছু উদাহরণ।**

আবু তালিব ও আবু লাহাব সহ হাশেমী বংশের "কোনো পৌত্তলিক সদস্য" **ধর্মের কারণে** কোন মানুষকে কখনো হত্যা করেছেন, রক্তাক্ত করেছেন কিংবা নিদেনপক্ষে কাউকে কোনো শারীরিক আঘাত করেছেন, এমন ইতিহাস কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম, হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। **(পর্ব-৬৩)** ।

অন্যদিকে, মুহাম্মদের মতবাদে উদ্বুদ্ধ আবু তালিব পুত্র আলী ইবনে আবু তালিব বদর, ওহুদ, ও খন্দক সহ ইসলামের ইতিহাসের অন্যান্য বহু যুদ্ধ/হামলায় অংশ গ্রহণ করেন ও **অমানুষিক নৃশংসতায় অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেন।** আলী একান্ত শিশুকাল থেকেই মুহাম্মদ-খাদিজা পরিবারে আশ্রিত ও পালিত হন (পর্ব: ৩৮); তিনি মুহাম্মদের জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ছায়ার মত তাঁর পাশে ছিলেন।

হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবের মতই আলীর চরিত্রের এই বিশেষ পরিবর্তনের কারণ নিঃসন্দেহে, **"মুহাম্মদের সান্নিধ্য ও তাঁর মতবাদে দীক্ষালাভ!"**

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৫৭

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৭৫ -১৪৭৬

[3] অনুরূপ ও আরও বিস্তারিত বর্ণনা: **কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৪৭০-৪৭২; ইংরেজি অনুবাদ**:** Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৩০-২৩১ http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] সওয়ারী তার ঘোড়াকে পিছনের পায়ের শিরা কেটে বিকলাঙ্গ (Hamstring) করেন ঐ সময়ে যখন তিনি এই মর্মে স্থিরসঙ্কল্প হন যে তিনি পলায়ন না করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন।

[5] **কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ** (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজী অনুবাদ: Aisha Bewley. Ta-Ha publication, London, 1997, ভলুউম ৭,
ISBN 1-897940-62—9 (pbk), পৃষ্ঠা xxi
http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=293

[6] “The first Kharijites were those who separated from the body of the Muslims in the Great *Fitna* in the wake up of the Battle of Siffin, refusing to acknowledge Ali after he had agreed to arbitration. They broke away, hence their name, ‘al-khawarij’, and elected their own khalif.”

[7] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ১৭,** ইংরেজী অনুবাদ: G. R Hawting, School of Oriental and African Studies, University of London, Published by - State University of New York press, Albany
ISBN 0-7914-2394—8 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ৩৩৮০-৩৩৯০ http://www.amazon.com/The-History-Al-Tabari-Eastern-Studies/dp/0791423948#reader_0791423948

[8] Ibid, পৃষ্ঠা ৩৪০৪-৩৪০৭

[9] আলীর মৃত্যুর পর যিয়াদ বিন আবিহি মুয়াবিয়ার আনুগত্য মেনে নেন। মুয়াবিয়া তাকে তার সৎ ভাই (half brother) হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে যিয়াদ ইরাকের বিখ্যাত গভর্নরদের একজন হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

[10] Ibid, পৃষ্ঠা ৩৪১৩-৩৪১৮

[11] Ibid, পৃষ্ঠা ৩৪৫৯-৩৪৬০

৮৩: খন্দক যুদ্ধ-৭: সাদ বিন মুয়াদ গুরুতর আহত!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– সাতান্ন

আদি উৎসে ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লেখনীতে খন্দক যুদ্ধে **আলী ইবনে আবু তালিবের নৃশংসতা** ও তার পিতার বন্ধু আমর বিন আবদু উদ্দ বিন আবু কায়েস নামের **এক কুরাইশের সংবেদনশীলতার** যে-উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

কুরানে বর্ণিত অবিশ্বাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শত শত হিংস্র, অমানবিক ও নৃশংস নির্দেশ এবং **সিরাত ও হাদিস গ্রন্থে** বর্ণিত মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সংঘটিত সন্ত্রাস, খুন, জখম, নৃশংসতা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড **"শুধু মাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য ও এটিই ছিল তৎকালীন সমাজে প্রচলিত রীতি"** দাবিটি কেন অসত্য, তার আলোচনাও আগের পর্বে করা হয়েছে।

খন্দক যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, এই যুদ্ধে সাদ বিন মুয়াদ (মুয়াধ) নামের মুহাম্মদের এক নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী তীরবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৮২) পর:

বানু হারিথা গোত্রের আবু লায়লা আবদুল্লাহ বিন সাহল বিন আবদুল-রাহমান বিন সাহল আল-আনসারী আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছেন:

খন্দক যুদ্ধের দিন আয়েশা, বানু হারিথা গোত্রের দুর্গে অবস্থান করছিলেন। এই দুর্গটি ছিল মদিনার শক্তিশালী দুর্গের একটি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাদ বিন মুয়াদের মা।

'আয়েশা বলেন, "আমাদের ওপর বোরখা আরোপ **[৩৩:৫৩]** হওয়ার পূর্বে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। [3]। সাদ আমাদের পাশ দিয়ে এত ছোট এক বর্ম-আবরণ পরিধান করে যাচ্ছিল যে, তার কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত পুরো হাতাটাই ছিল উন্মুক্ত। সে এক বর্শা হাতে নিয়ে তাড়াহুড়া করে যাচ্ছিল ও বলছিল, "অপেক্ষা কর! হামাল দেখুক যুদ্ধ (এটি একটি প্রবাদ বাক্য); মোক্ষম সময়ে মৃত্যুর পরোয়া করে কে?"

তার মা বলে, "এই ছেলে, তাড়াতাড়ি কর্। আল্লাহর কসম, তুই দেরি করে ফেলেছিস।"

আমি তাকে বলি, "আমার আশা ছিল এই যে, সাদের বর্ম-আবরণটি হবে এর চেয়ে আরও বেশি লম্বা", কারণ আমি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম তার শরীরের ঐ স্থানটির ব্যাপারে, যেখানে সে তীরবিদ্ধ হয়েছিল। **সাদ তীরবিদ্ধ হয়েছিল বাহুতে ও তীরটি তার ধমনি (Vein) ছিন্ন করেছিল।**

যে-লোকটি তাকে তীরবিদ্ধ করেছিল, সে ছিল বানু আমির বিন লুয়াভি গোত্রের **হিববান বিন কায়েস বিন আল-আরিকা**, যা আসিম বিন উমর বিন কাতাদা আমাকে জানিয়েছেন। যখন সে তাকে তীর-বিদ্ধ করে, তখন বলে: "এটা হলো আমার, আল-আরিকার পুত্রের।"

সাদ তাকে বলে, "জাহান্নামে আল্লাহ তোর মুখ করুক ঘর্মাক্ত। হে মাবুদ! যদি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়, তবে সে সময় পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রেখো। কারণ যে-লোকেরা তোমার নবীকে করেছে অপমান, বলেছে মিথ্যুক ও করেছে বিতাড়িত; অন্য যে কোনো লোকের চেয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমার বেশি পছন্দ। হে মাবুদ, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ নির্ধারণ করেছ, আমাকে শহীদে পরিণত করো **এবং বনি কুরাইজার ওপর আমার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ করার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে মৃত্যুবরণ করতে দিয়ো না।"'**

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

(Abu Layla 'Abdullah b. Sahl b. 'Abdu'l -Rahman b. Sahl al-Ansari, brother of B.

Haritha, told me that 'A'isha was in the fort of B. Haritha on that day. It was one of the strongest forts of Medina. The mother of Sa'd b. Mu'adh was with her.

'A'isha said: 'This was before the veil had been imposed upon us. Sa'd went by wearing a coat of mail so short that the whole of his forearm was exposed. He hurried along carrying a lance, saying the while, Wait a little! Let Hamal (The saying is proverbial) see the fight. What matters death when the time is right?

His mother said, "Hurry up, my boy, for by God you are late".

I said to her, "I wish that Sa'd's coat of mail were longer than it is", for I was afraid for him where the arrow actually hit him. Sa'd was shot by an arrow which severed the vein of his arm.

The man who shot him, according to what 'Asim b. 'Umar b. Qatada told me, was Hibban b. Qays b. al-'Ariqa, (She was Khadija's grandmother according to some) one of B. 'Amir b. Lu'ayy. When he hit him he said, "Take that from me, the son of al- 'Ariqa."

Sa'd said to him, "May God make your face sweat (arraq) in hell. O God, if the war with Quraysh is to be prolonged spare me for it, for there is no people whom I want to fight more than those who insulted your apostle, called him a liar, and drove him out. O God, seeing that you have appointed war between us and them grant me martyrdom and **do not let me die until I have seen my desire upon B. Qurayza."**') [1] [2]

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: (১:৮:৪৫২)

আয়েশা হইতে বর্ণিত:

খন্দক যুদ্ধের দিন সাদ বিন মুয়াদ তার বাহুর ভিতরের শিরায় তীরবিদ্ধ হয় ও আল্লাহর নবী তার দেখাশোনা করার জন্য মসজিদে এক তাঁবু খাটান। মসজিদে বনি গাফফার গোত্রের জন্যও একটি তাঁবু ছিল ও সাদের বাহুর রক্তক্ষরণের রক্ত সাদের তাঁবু থেকে বনি গাফফারের তাঁবুর দিকে বইতে থাকে। তারা চিৎকার করে বলে, "এই যে তাঁবুর বাসিন্দারা! তোমাদের ওখান থেকে আমাদের এখানে এটি কী আসছে?" তারা দেখে যে, সাদের ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে ও সাদ তার তাঁবুতে মৃত্যুবরণ করেছে।' [4]

[অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম- বই ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৭০]। [5]

(অনুবাদ – লেখক)

>>> সাদ বিন মুয়াদ ছিলেন মুহাম্মদের অন্যতম প্রধান অনুসারীদের একজন। তিনি ছিলেন মদিনার আল-আউস গোত্রের প্রধান। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, তিনি ছিলেন **হঠকারী মেজাজের লোক ও খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে চুক্তি ভঙ্গের অজুহাতে তিনি বনি কুরাইজার লোকদের গালাগালি ও অপমান করেন! (পর্ব: ৮০)**।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো: খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে সাদ বিন মুয়াদ, মক্কার বানু আমির বিন লুয়াভি গোত্রের **হিববান বিন কায়েস নামের এক কুরাইশের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে গুরুতর আহত হন।** তীরটি তাঁর কব্জি ও কনুইয়ের মাঝখানে বিদ্ধ হয় ও সেখানকার এক ধমনী ছিঁড়ে ফেলে। সেই ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে তিনি হন মৃত্যুপথ যাত্রী।

সাদ বিন মুয়াদের এই আহত হওয়ার ঘটনায় বনি কুরাইজা গোত্রের কোনো লোক কোনভাবে দায়ী ছিলেন, এমন ইঙ্গিত উক্ত বর্ণনার কোথাও নেই। তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কোনোরূপ আক্রমণ বা হত্যা চেষ্টা করেছেন, কিংবা তাঁরা মিত্রবাহিনীকে কোনোরূপ সাহায্য-চেষ্টা করেছেন, কিংবা ন্যূনতম পক্ষে তাঁরা মিত্রবাহিনীর কোনো

সদস্যের সাথে কোনরূপ সক্রিয় যোগাযোগ চেষ্টা করেছেন - এমন দৃষ্টান্তের সামান্যতম ইঙ্গিত খন্দক যুদ্ধ উপাখ্যানের গত ছয়টি পর্বের কোথাও নেই।

তা সত্ত্বেও,

সাদ বিন মুয়াদ **"বনি কুরাইজার উপর তার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ করার পূর্ব পর্যন্ত"** তাকে মৃত্যুবরণ করতে না দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করেন। বদর যুদ্ধ উপাখ্যানের বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, **মুহাম্মদের এই অনুসারী কতটা হিংস্র, নৃশংস ও প্রতিহিংসাপরায়ণ: (পর্ব: ৩৬)**।

*'বদর যুদ্ধে ধৃত সত্তর জন কুরাইশ বন্দিদের **সবাইকেই প্রচণ্ড নৃশংসতায় খুন** না করে মদিনায় ধরে নিয়ে আসা ও মুক্তিপণের মাধ্যমে তাঁদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার অনুশোচনায় মুহাম্মদের ক্রন্দন ও ঐশী বাণীর অবতারণা:*

৮:৬৭-৬৮-"নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্ চান আখেরাত। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা/ যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছাত।"

অত:পর, সা'দ বিন মুয়াদের প্রশংসায় মুহাম্মদের ঘোষণা:

*"যদি আল্লাহর আরশ থেকে গজব অবতীর্ণ হতো তবে একমাত্র সা'দ বিন মুয়াদ ছাড়া কেহই রক্ষা পেত না, **কারণ সেই শুধু বলেছিল, 'হে আল্লাহর নবী, লোকদের জীবিত ছেড়ে দেয়ার চেয়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডই আমার বেশি প্রিয়"**। [6]*

>>> মুহাম্মদের সেদিনের সেই ভুল সিদ্ধান্তের কারণে **সা'দ বিন মুয়াদ বদর যুদ্ধ-বন্দীদের ওপর তার জিঘাংসা চরিতার্থ করতে পারেননি! কিন্তু,** খন্দক যুদ্ধের পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর এই প্রিয় অনুসারীর আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেননি!

"বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা চুক্তি ভঙ্গ করে মিত্র বাহিনীকে সাহায্য করেছে" - এই অজুহাতে তাঁদেরকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করার পর তাঁদের কী শাস্তি দেওয়া

হবে, তা নির্ধারণের জন্য **মুহাম্মদ সা'দকে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করেন!** এই ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ বিচারকের রায়টি ছিল:

"তাদের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে হত্যা করো, সম্পত্তি দখল করো ও তাদের মহিলা ও শিশুদের বন্দী করো।" ('The men should be killed, the property divided, and the women and children taken as captives')।

সাদের এই ঘোষণার পরে পরেই মুহাম্মদ সা'দকে জানিয়ে দেন যে, **যে-রায়টি সে দিয়েছে, সেটিই ছিল আল্লাহর রায়** ('You have given the judgement of Allah above the seven heavens')।

উল্লেখ্য, কোনোরূপ ঐশী বাণীর আগমনের কিচ্ছা ছাড়াই মুহাম্মদ "আল্লাহর নামে" সাদের এই রায়ের সাথে তাঁর একাত্মতার ঘোষণা দেন। অতঃপর, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বনি কুরাইজা গোত্রের উপর পাশবিক গণহত্যা চালান। (বিস্তারিত আলোচনা 'বনি কুরাইজা গণহত্যা' পর্বে করা হবে)

খন্দক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাদ বিন মুয়াদের ভূমিকা ও অবস্থান কী ছিল, তা বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ না করে খন্দক যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আদি উৎসের সকল বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা খন্দক যুদ্ধ ও তার অব্যবহিত পরে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সংঘটিত **"বনি কুরাইজার নৃশংস গণহত্যার"** যে-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, **সেই ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ চরিত্র হলো সাদ বিন মুয়াদ।**

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME,

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৭-৪৫৮

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৭৬-১৪৮০

[3] বলা হয়, হিজরি ৫ সালে মুহাম্মদের পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশ (Zaynab bint Jahsh) এর সাথে মুহাম্মদের বিয়ের সময় কিছু অতিথির আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে **৩৩:৫৩** অবতীর্ণ হয়। হিজরি ৬ সালে সাফওয়ান ও আয়েশার সম্পর্কে রটনার পর নবী পত্নীদের প্রতি তা বাধ্যতামূলক করা হয়। (**পর্ব: ৩৯**)

৩৩:৫৩ – *'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, তবে অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ'।*

[4] **সহি বুখারী: ভলুম ১, বই নম্বর ৮, হাদিস নম্বর ৪৫২:**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/41-sahih-bukhari-book-08-prayers-salat/926-sahih-bukhari-volume-001-book-008-hadith-number-452.html

Narated By 'Aisha : On the day of Al-Khandaq (battle of the Trench') the medial arm vein of Sa'd bin Mu'ad was injured and the Prophet pitched a tent in the mosque to look after him. There was another tent for Banu Ghaffar in the mosque and the blood started flowing from Sa'd's tent to the tent of Bani Ghaffar. They shouted, "O occupants of the tent! What is coming from you to us?" They found that Sa'd' wound was bleeding profusely and Sa'd died in his tent.

[5] **অনুরূপ বর্ণনা: সহি মুসলিম- বই ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৭০**

http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12731-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4370.html

[6] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী** (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৭, ইংরেজী অনুবাদ: W. Montogomery Watt and M.V. McDonald, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-88706-345-4 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৩৫৬-১৩৫৯

http://books.google.com/books?id=efOFhaeNhAwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

৮৪: খন্দক যুদ্ধ-৮: বনি কুরাইজা গোত্রের সহিষ্ণুতা! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ–আটান্ন

সাদ বিন মুয়াদ নামের এক অন্যতম মুহাম্মদ অনুসারী খন্দক যুদ্ধে হিববান বিন কায়েস বিন আল-আরিকা নামের এক কুরাইশের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে কীরূপে গুরুতর আহত হয়েছিলেন; তীরবিদ্ধ ক্ষতস্থান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুপথযাত্রী এই মুহাম্মদ অনুসারী তাঁর মৃত্যুর আগে **"বনি কুরাইজা গোত্রের উপর তার আকাঙ্ক্ষা"** প্রত্যক্ষ করার মনোভাব কীভাবে ব্যক্ত করেছিলেন; **তাঁর সেই অন্তিম আকাঙ্ক্ষাটি কীরূপ বীভৎস ছিল**; স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কীভাবে তাঁর এই প্রিয় অনুসারীর জিঘাংসা চরিতার্থ করার ব্যবস্থা করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৮৩) পর:

ইয়াহিয়া বিন আববাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়ের, তার পিতা আববাদ এর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] যা জানিয়েছেন তা হলো:

'সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব অবস্থান নিয়েছিলে 'ফারি' তে, যেটি ছিল হাসান বিন থাবিত-এর দুর্গ। [3] [4]

তিনি [সাফিয়া] বলেন, "মহিলা ও শিশুদের নিয়ে হাসান আমাদের সঙ্গেই ছিল, **যখন এক ইহুদি সেখানে আসে ও দুর্গের চারদিকে হাঁটা শুরু করে।** বানু কুরাইজা আল্লাহর নবীর সাথে চুক্তিভঙ্গ করে যুদ্ধে যায়। আল্লাহর নবী ও মুসলমানেরা শত্রুর মোকাবিলায়

ছিল ব্যস্ত, তাই কেউ আমাদের বিরুদ্ধে বেঁকে বসলে তারা শত্রুদের পরিত্যাগ করে আমাদের কাছে আসতে পারতো না।

আমি হাসানকে বলি যে, সে হয়তো দেখেছে যে, এই ইহুদিটি দুর্গের চারপাশে হাঁটছে এবং **আমার আশঙ্কা এই যে,** সে হয়তো আমাদের দুর্বলতা আবিষ্কার করে আমাদের পেছনে অবস্থানকারী ইহুদিদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহর নবী ও তাঁর অনুসারীরা এত ব্যস্ত যে, তারা আমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না; **তাই অবশ্যই যেন সে নিচে যায় ও তাকে খুন করে।**

সে বলে, "মাবুদ তোমাকে ক্ষমা করুক, তুমি ভাল করেই জানো যে, আমি এমন লোক নই, যে এটা করতে পারে।"

যখন সে এটা বলে ও আমি দেখি যে, তার কাছ থেকে কোন সাহায্যের আশা নেই, **আমি গাঁট বেঁধে প্রস্তুত হই এবং একটা মুগুর নিয়ে দুর্গের ওপর থেকে তার কাছে নিচে নেমে আসি ও সেই মুগুর দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকি যতক্ষণে না তার মৃত্যু হয়।** **তাকে শেষ করার পর** আমি দুর্গের মধ্যে ফিরে আসি ও হাসানকে বলি যে, সে যেন নিচে গিয়ে তার কাপড়-চোপড় খুলে নেয়; সে পুরুষ মানুষ বিধায় আমি নিজে তা করতে পারিনি।

সে বলে, "বিনতে আবদুল মুত্তালিব, তার কাপড় খুলে নেয়ার প্রয়োজন আমার নেই। (তাবারী: 'তার সামগ্রী লুণ্ঠনের প্রয়োজন আমার নেই)।" [5] -অনুবাদ, টাইটেল, ও[**] যোগ- লেখক।

(Yahya b. 'Abbad b. 'Abdullah b. al-Zubayr from his father 'Abbad told me as follows:

Safiya d. 'Abdu'l-Muttalib was in Fari',the fort of Hassan b. Thabit. She said: 'Hassan was with us there with the women and children, when a Jew came along and began to go round the fort. The B. Qurayza had gone to war and cut our communications with the

apostle, and there was no one to protect us while the apostle and the Muslims were at the enemy's throats unable to leave them to come to us if anyone turned up.

I told Hassan that he could see this Jew going round the fort and I feared that he would discover our weakness and inform the Jews who were in our rear while the apostle and his companions were too occupies to help us, so he must go down and kill him.

"God forgive you," he said. "You know quite well that I am not the man to do that."

When he said that and I saw that no help was to be expected from him **I girded myself and took a club, and went down to him from the fort above and hit him with the club until I killed him.**

This done I went back to the fort and told Hassan to go down and strip him: I could not do it myself because he was a man.

He said, "I have no need to strip him Bint 'Abdu'l-Muttalib."' (Tabari: “I have no need for his spoils, daughter of Abd Al-Muttalib.”)

>>> ইসলামের ইতিহাসে খন্দক যুদ্ধ যে কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার অন্যতম হলো খন্দক যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত বংশ-বংশানুক্রমে বসবাসরত মদিনার তিনটি সম্পদশালী বড় ইহুদি গোত্রের দুইটিকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করার পর, মদিনায় তখনও অবশিষ্ট সর্বশেষ ইহুদি গোত্রর ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সংঘটিত **নৃশংস ও পাশবিক গণহত্যায় তাঁদের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা, সকল অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু ও মহিলাদের দাস ও যৌনদাসীকরণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করণ ও ধর্ষণ ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন!**

এই জঘন্য অপরাধের সপক্ষে মুহাম্মদ তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীদের অজুহাত এই যে, **"তাহারা চুক্তিভঙ্গ করিয়া মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করিয়াছিল!"**

কিন্তু, তাঁদের এই অজুহাতের সত্যতার সপক্ষে কোনোরূপ প্রামাণিক তথ্য (Evidence) আদি উৎসের ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত খন্দক যুদ্ধের বর্ণনার কোথাও নেই।

শুধু তাইই নয়,

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জনাতে পারি যে কোনোরূপ প্রমাণ ছাড়াই, শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এক মুহাম্মদ অনুসারী বনি কুরাইজার এক লোককে মুগুর হাতে আক্রমণ করে ও সেই মুগুরের আঘাতে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে! এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরেও বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে প্রতিহিংসা বশে কোনো মুহাম্মদ-অনুসারীকে কোনোরূপ আক্রমণ অথবা হত্যা চেষ্টা করেছিলেন, এমন আভাস কোথাও নেই। ওপরে উল্লেখিত বর্ণনায় মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট।

খন্দক যুদ্ধে বনি কুরাইজা গোত্রের ভূমিকা কী ছিল ও মুহাম্মদ ও মদিনাবাসী ইহুদিদের সাথে অনুষ্ঠিত তথাকথিত শান্তিচুক্তির অস্তিত্ব যদি শতভাগ সত্যও হয়, তথাপি সেই চুক্তির শর্ত খন্দক যুদ্ধ শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই মুহাম্মদ স্বয়ং তা কীভাবে ভঙ্গ করেছেন তার বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব: ৮০-তে** করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৮

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৭৯-১৪৮০

[3] সাফিয়া ছিলেন মুহাম্মদের নিজের ফুপু, আবদুল মুত্তালিবের সর্বশেষ স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা। তিনি ছিলেন বয়সে মুহাম্মদের চেয়ে সামান্য ছোট। **(পর্ব:১২)**।

[4] হাসান বিন থাবিত ছিলেন মদিনার খাযরাজ গোত্রের এক কবি। তিনি ছিলেন মুহাম্মদকে সমর্থনকারী বিশিষ্ট কবিদের একজন।

[5] “ভাষ্যকার (কায়রো সংস্করণের সম্পাদক) মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই উপাখ্যান (Tradition) পছন্দ করেন না এই বিবেচনায় যে এই ঘটনার বর্ণনায় নবীর এক অনুসারীর সম্মানহানি ঘটেছে। **আল-সুহায়েলির** [১১১৪-১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দ] মতে, অনেক পণ্ডিত এই উপাখ্যান প্রত্যাখ্যান করেন এই বিবেচনায় যে এই ঘটনার বর্ণনায় ইসনাদ [পর পর যাদের কাছ থেকে ঘটনাটি বিবৃত] বিঘ্নিত হয়েছে। উপরন্তু, যদি হাসানের কাপুরুষতা সত্য হতো তবে যে কবিরা তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতো (যেমন: কবি দিরার [Dirar] ও ইবনে আল-যিবারা [Al-Zibara]), তারা তা উল্লেখ করতেন। যেহেতু তারা তা উল্লেখ করেন নাই, এই উপাখ্যানের ভিত্তি অবশ্যই দুর্বল। আর অন্যদিকে যদি ঘটনাটি সত্য হয় তবে, হয়তো এমন ঘটেছিল যে হাসান ছিল অসুস্থ; সে কারণে সে যুদ্ধ করতে পারেন নাই। **আল-যারকানি** এই উপাখ্যানটি বিশ্বাস করেন। “এই ঘটনাটি সত্য হলে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী কবিরা তা উল্লেখ করতেন” - এই যুক্তিটি তিনি পরিহার করেন এই বলে যে, যা সত্য তা হলো তিনি ছিলেন নবীর সহচর যে তাকে রক্ষা করেছে; এ বিষয়ে তাদের নীরবতায় হলো নবীর নবুয়তেরই আর এক প্রমাণ।”

আল-সুহায়েলি: https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Suhayli

আল-যারকানি: http://www.shiapen.com/biographies/muhammad-bin-abdul-baqi-al-maliki.html

৮৫: খন্দক যুদ্ধ- ৯: মুহাম্মদ এর প্রতারণার স্বরূপ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– উনষাট

খন্দক যুদ্ধে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এক অনুসারী ও আত্মীয়া শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মদিনায় তখনও অবশিষ্ট বনি কুরাইজা গোত্রের এক ব্যক্তিকে কীভাবে উপর্যুপরি মুগুরের আঘাতে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। **এই হত্যাকাণ্ডের পরেও** বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কোনো মুহাম্মদ অনুসারীকে কখনো কোনো আক্রমণ বা হত্যাচেষ্টা করেছিলেন, এমন আভাসও আদি উৎসের ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম ঐতিহাসিকদের খন্দক যুদ্ধ উপাখ্যানের বর্ণনায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৮৪) পর:

'যা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন (৩৩:১০), তা হলো, যখন শত্রুর আগমন ঘটে উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে তখন আল্লাহর নবী ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন ভীত সন্ত্রস্ত ও সমস্যাগত। [পর্ব- ৮১]।

সেই সময় **নুইয়াম বিন মাসুদ বিন আমির** বিন উনায়েফ বিন থালবা বিন কুনফুদ বিন হিলাল বিন খালাওয়া বিন আশজা বিন রায়েথ বিন ঘাতাফান **আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও বলে যে, সে মুসলমান হয়েছে কিন্তু তার নিজস্ব লোকের কেউই এই ব্যাপারটি জানে না ও নবী তাকে যে আদেশ ইচ্ছা করেন, তা তাকে দিতে পারেন।**

আল্লাহর নবী বলেন, "তুমিই আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি, সুতরাং যদি পার, তবে যাও ও শত্রুদের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করো যাতে তারা আমাদের কাছ থেকে পিছু হটে, কারণ যুদ্ধ হলো প্রতারণা (for war is deceit)।" [3]

অত:পর নুইয়াম বানি কুরাইজা গোত্রের নিকট গমন করেন,

সেই বর্বর যুগে তিনি ছিলেন তাদের সমভাবাপন্ন এক সহচর। তাদের প্রতি তার বিশেষ ভালবাসা ও বন্ধনের বিষয়টি তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। যখন তারা স্বীকার করে যে, তারা তাকে সন্দেহভাজন মনে করে না, তখন তিনি বলেন:

"কুরাইশ ও ঘাতাফান তোমাদের মত নয়। এই ভূমি হলো তোমাদের। এটি তোমাদের সম্পদ, যেখানে আছে তোমাদের স্ত্রী-পরিবার ও সন্তানেরা। তোমারা তা পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতে পারবে না।

আর কুরাইশ ও ঘাতাফানরা এসেছে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যুদ্ধ করতে, **আর তোমরা তাদেরকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছ।** তাদের ভূমি, সম্পদ ও স্ত্রী-পরিবার এখানে নেই। তাই তারা তোমাদের চেয়ে আলাদা।

যদি তারা কোনো সুবিধা করতে পারে, তবে তারা তা পুরা দমে ভোগ করবে। কিন্তু যদি পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায়, তবে তারা তোমাদের পরিত্যাগ করে তাদের দেশে ফিরে যাবে ও তোমার দেশের এই লোকটির সাথে তোমাদেরই মোকাবিলা করতে হবে; যা করার সাধ্য তোমাদের নেই, যদি তারা তোমাদের একা ফেলে যায়।

সুতরাং, তাদের সাথে যোগদান করে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণে না তোমারা তাদের কিছু নেতৃবর্গকে জমানত হিসাবে তোমাদের হাতে জিম্মি করে রাখ, যারা তোমাদের সাথে থেকে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণে না তোমরা তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হবে।"

ইহুদিরা বলে যে, এটি এক অতি উত্তম পরামর্শ।

তারপর তিনি কুরাইশদের কাছে যান ও আবু সুফিয়ান বিন হারব ও তার দলের লোকদের বলেন:

"তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা কেমন তা তোমরা জানো, আমি মুহাম্মদকে ছেড়ে এসেছি। **সম্প্রতি আমি এমন কিছু শুনেছি, যা তোমাদেরকে অবহিত করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।** লক্ষ্য রাখবে, ঘটনাটি যেন গোপন থাকে।

যখন তারা বলে, তারা তা-ই করবে, তখন তিনি বলতে থাকেন, "আমার কথায় গুরুত্ব দাও, **মুহাম্মদের বিপক্ষে ইহুদিরা যা করেছে, তার জন্য তারা অনুতপ্ত।** ও তারা তাঁকে এই খবরটি যে বার্তা সহকারে জানিয়েছে, তা হলো:

'আপনি কী চান যে আমরা কুরাইশ ও ঘাতাফান, এই দুই গোত্রের কিছু নেতৃবর্গকে ধরে নিয়ে এসে আপনার হাতে সমর্পণ করি, যাতে আপনি তাদের কল্লা কাটতে পারেন? তারপর ওদের বাকি সবাইকে নির্মূল করার জন্য আমরা আপনার সাথে একযোগে কাজ করবো।'

তাদের এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে তিনি তাদের কাছে জবাব পাঠিয়েছেন। **সুতরাং ইহুদিরা যদি তোমাদের কাছে কোনো জিম্মি দাবি করে, তবে তাদের কাছে একজন জিম্মিও পাঠাবে না।"**

তারপর তিনি ঘাতাফানদের কাছে যান ও বলেন:

"তোমরা আমার বংশ ও আমার পরিবার; আমার সবচেয়ে প্রিয় লোক। আমি মনে করি না, তোমরা আমাকে সন্দেহ করতে পারো।"

তারা তাতে একমত হয়ে জানায় যে, তিনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে। **তারপর তিনি কুরাইশদের যে গল্পটি বলেছিলেন, তাদেরকে ও সেই একই গল্প শোনান।**

হিজরি ৫ সালের সওয়াল মাসের **সাবাহ রাত্রিতে** আল্লাহর নবীর পক্ষে আল্লাহপাক যে-কর্মটি সংঘটিত করান, তা হলো, আবু সুফিয়ান ও ঘাতাফান গোত্রের নেতারা ইকরিমা বিন আবু জেহেল-কে কিছু লোককে সঙ্গে দিয়ে বনি কুরাইজা গোত্রের লোকাদের কাছে এই বার্তাটি পাঠান যে, তাদের কোনো স্থায়ী ক্যাম্প নেই ও তাদের ঘোড়া ও উটের

প্রাণহানি ঘটে চলেছে; সুতরাং তারা যেন মুহাম্মদকে সমূলে শেষ করার জন্য অবশ্যই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

তারা জবাবে বলে যে, এই দিনটি হলো সাবাহ, যে-দিনটিতে তারা কোনো কিছুই করে না; যারা পবিত্র সাবাহ লঙ্ঘন করেছিল, তাদের কী পরিণতি হয়েছিল তা তাদের সবারই সুপরিচিত। [পর্ব-৫৬]।

"তাছাড়া আমরা তোমাদের সাথে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না, **যতক্ষণে না তোমরা তোমাদের কিছু লোককে জিম্মি হিসাবে আমাদের কাছে জমানত হিসাবে রাখবে,** যাদেরকে আমরা মুহাম্মদের শেষ দেখার পূর্ব পর্যন্ত ধরে রাখতে পারি। কারণ আমরা ভীত এই ভেবে যে, যদি যুদ্ধের পরিস্থিতি তোমাদের বিপক্ষে যায় ও তোমরা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হও, তবে তোমরা অবিলম্বে আমাদেরকে এখানে এই লোকটির কাছে ফেলে রেখে তোমাদের দেশে প্রস্থান করবে, যখন আমরা একা এই লোকটির মোকাবিলা করতে পারবো না।"

বার্তাবাহক যখন তাদের এই জবাবটি নিয়ে ফিরে আসে তখন কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্র বলে যে, "(তাবারী: 'এখন তোমরা জানলে') নুইয়াম তোমাদের যা বলেছিল, তাইই সত্যি। **সুতরাং বনি কুরাইজাকে জানিয়ে দাও যে, আমরা তাদেরকে একটা লোকও দেব না।** যদি তারা যুদ্ধ করতে চায়, তবে তারা যেন বাহিরে আসে ও যুদ্ধ করে।"

বনি কুরাইজা এই খবরটি পাওয়ার পর বলে: "নুইয়াম তোমাদের যা বলেছিল তাইই সত্যি। এই লোকেরা যুদ্ধে ইচ্ছুক ও যদি তারা সুবিধা করতে পারে, তবে তারা তার সুফল ভোগ করবে; কিন্তু যদি তারা তা না করতে পারে, তবে তারা আমাদেরকে এখানে এই লোকটির মোকাবেলায় ফেলে রেখে তাদের দেশে প্রস্থান করবে। সুতরাং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আমরা মুহাম্মদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবো না, যতক্ষণে না তারা জিম্মি প্রদানে রাজী হয়।"

কুরাইশ ও ঘাতাফান তা করতে রাজি হয় না। আল্লাহ তাদের মধ্যে বপন করে অবিশ্বাস ও তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে শীতরাত্রির তিক্ত শৈত্য-বায়ুপ্রবাহ, যা তাদের রান্নার সরঞ্জামকে করে তছনছ ও তাঁবুকে করে ভূপাতিত।
যখন আল্লাহর নবী তাদের কলহের খবর জানতে পারেন ও জানতে পারেন, কীভাবে আল্লাহ তাদের মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করেছিল, তখন তিনি হুদাইফা বিন আল-ইয়ামানকে ডেকে পাঠান ও ঐ রাত্রিতে তাদের সৈন্যরা কী করছে, তা দেখার জন্য তাকে তাদের কাছে পাঠান।'

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

Resumption of the narrative of Ibne Ishaq (704-768 A.D): [1] [2]
'As God has described, (Sura 33.10.) the apostle and his companions remained in fear and difficulty when the enemy came on them from above and below.

Then Nu'aym b. Mas'ud b. 'Amir b. Unayf b. Tha'laba b. Qunfud b. Hilal b. Khalawa b. Ashja'b. Rayth b. Ghatafan came to the apostle saying that he had become a Muslim though his own people did not know of it, and let him give him what orders he would.

The apostle said: 'You are only one man among us, so go and awake distrust among the enemy to draw them off us if you can, for war is deceit.'

Thereupon Nu'aym went off to B. Qurayza with whom he had been a boon companion in heathen days, and reminded them of his

affection for them and of the special tie between them. When they admitted that they did not suspect him he said:

'Quraysh and Ghatafan are not like you: the land is your land, your property, your wives, and your children are in it; you cannot leave it and go somewhere else.

Now Quraysh and Ghatafan have come to fight Muhammad and his companions and you have aided them against him, but their land, their property, and their wives are not here, so they are not like you.

If they see an opportunity they will make the most of it; but if things go badly they will go back to their own land and leave you to face the man in your country and you will not be able to do so if you are left alone.

So do not fight along with these people until you take hostages from their chiefs who will remain in your hands as security that they will fight Muhammad with you until you make an end of him.'

The Jews said that this was excellent advice.

Then he went to Quraysh and said to Abu Sufyan b. Harb and his company: 'You know my affection for you and that I have left Muhammad. Now I have heard something which I think it my duty to tell you of by way of warning, but regard it as confidential.'

When they said that they would, he continued: 'Mark my words, the Jews have regretted their action in opposing Muhammad and have sent to tell him so, saying: "Would you like us to get hold of some

chiefs of the two tribes Quraysh and Ghatafan and hand them over to you so that you can cut their heads off? Then we can join you in exterminating the rest of them.' He has sent word back to accept their offer; so if the Jews send to you to demand hostages, don't send them a single man.'

Then he went to Ghatafan and said: You are my stock and my family, the dearest of men to me, and I do not think that you can suspect me.' They agreed that he was above suspicion and so he told the same story as he had told Quraysh.

On the night of the **sabbath** of Shawwal A.H. 5 it came about by God's action on behalf of His apostle that Abu Sufyan and the chiefs of Ghatafan sent 'Ikrima b. Abu Jahl to B. Qurayza with some of their number saying that they had no permanent camp, that the horses and camels were dying; therefore they must make ready for battle and make an end of Muhammad once and for all.

They replied that it was the sabbath, a day on which they did nothing, and it was well known what had happened to those of their people who had violated the sabbath.

'Moreover we will not fight Muhammad along with you until you give us hostages whom we can hold as security until we make an end of Muhammad; for we fear that if the battle goes against you and you suffer heavily you will withdraw at once to your country and leave us while the man is in our country, and we cannot face him alone.'

When the messengers returned with their reply Quraysh and Ghatafan said (T. Now you know) that what Nu'aym told you is the truth; so send to B. Qurayza that we will not give them a single man, and if they want to fight let them come out and fight.
Having received this message B. Qurayza said: 'What Nu'aym told you is the truth. The people are bent on fighting and if they get an opportunity they will take advantage of it; but if they do not they will withdraw to their own country and leave us to face this man here. So send word to them that we will not fight Muhammad with them until they give us hostages.'
Quraysh and Ghatafan refused to do so, and God sowed distrust between them, and sent a bitter cold wind against them in the winter nights which upset their cooking pots and overthrew their tents.

When the apostle learned of their dispute and how God had broken up their alliance he called Hudhayfa b. al-Yaman and sent him to them to see what the army was doing at night.'
>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, খন্দক যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর ঘাতাফান গোত্রের নুইয়াম বিন মাসুদ বিন আমির নামের এক ব্যক্তি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে, যে-খবরটি তার পরিচিতজনদের কাছে ছিল অজানা। **যখন নুইয়াম বিন মাসুদ মিত্রবাহিনী ও তার গোত্রের লোকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মুহাম্মদের কাছে এসে এই খবরটি তাঁকে জানান, তখন মুহাম্মদ এই বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিটিকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন।** কুরাইশ, ঘাতাফান ও বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা নুইয়াম বিন মাসুদের ইসলাম গ্রহণ, তাঁদের সাথে তার বিশ্বাসঘাতকতা, মুহাম্মদের

সাথে তার সাক্ষাৎ, তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তার প্রতি মুহাম্মদের নির্দেশ - ইত্যাদি বিষয়ের কিছুই জানতেন না। তাঁদের এই অজ্ঞতার সুযোগে **মুহাম্মদ এই প্রতারকের প্রতারণায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন** ও তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশে ঘোষণা দেন যে, **"যুদ্ধ হলো প্রতারণা"**। [3]

মুহাম্মদের মতবাদে অবিশ্বাসী ও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি মুহাম্মদের প্রতারণা ও নির্দেশ যে শুধুমাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। প্রতারণার মাধ্যমে কাব বিন আল-আশরাফকে নৃশংসভাবে খুন কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হয়নি। [পর্ব: ৪৮]। [4]

আদি উৎসে খন্দক যুদ্ধ উপাখ্যানের গত আটটি পর্বের আলোচনায় কোথাও বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা কখনো মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কোনোরূপ **আক্রমণ বা হত্যা চেষ্টা** করেছেন; কিংবা তাঁরা মিত্রবাহিনীকে কোনোরূপ **সাহায্য-চেষ্টা** করেছেন; কিংবা নুন্যতম পক্ষে তাঁরা মিত্রবাহিনীর কোনো সদস্যের সাথে কোনরূপ সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত **যোগাযোগ চেষ্টা** করেছেন,

"এমন সুনির্দিষ্ট একটিও দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ (Evidence) কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি!"

যা পরিলক্ষিত হয়েছে তা হলো একটি অজুহাত:

১) "এইভাবে কাব তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং তার ও আল্লাহর নবীর মধ্যে যে-চুক্তি ছিল, তা ছিন্ন করে। --" **[পর্ব-৮০]**।

২) "বানু কুরাইজা আল্লাহর নবীর সাথে চুক্তিভঙ্গ করে যুদ্ধে যায়।" [**পর্ব: ৮৪**]।

৩) "--আর তোমরা তাদেরকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছ--" (ওপরে উদ্ধৃত)।

শুধু তাইই নয়, আমরা দেখেছি এই অজুহাতের সম্পূর্ণ বিপরীত এক চিত্র! অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত! এক মুহাম্মদ অনুসারী বনি কুরাইজার এক লোককে মুগুরের আঘাতে পিটিয়ে খুন করার পরেও বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে প্রতিহিংসা বশে কোনও মুহাম্মদ-অনুসারীকে বিরুদ্ধে কোনোরূপ সহিংসতার আশ্রয় নেননি! [**পর্ব: ৫২**]।

>>> খন্দক যুদ্ধের ওপরে উল্লেখিত বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, বনি কুরাইজা গোত্রের কোনো সদস্য মিত্র বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য কোনোরূপ যোগাযোগ চেষ্টা করেননি। বনি নাদির গোত্র-নেতা হুয়েই বিন আখতাব যেমন বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করেছিলেন, অনুরূপভাবে নুইয়াম বিন মাসুদকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বনি কুরাইজা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেছিলেন; যেন তারা মিত্র-বাহিনীর সঙ্গে যোগ না দেয়।

বরাবরের মতই, এই ঘটনার বর্ণনায়ও বনি কুরাইজা গোত্রের কোনো লোক মুসলমানদের কোনোরূপ আক্রমণ অথবা হত্যা চেষ্টা করেছেন, কিংবা তাঁরা মিত্রবাহিনীকে কোনোরূপ সাহায্য-চেষ্টা করেছেন – এমন একটি প্রমাণ ও কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি!

সুতরাং বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা চুক্তিভঙ্গ করে খন্দক যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন, এই দাবি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা!

"ইহা ইসলামের হাজারও মিথ্যাচারের একটি!"

সদলবলে খন্দক অতিক্রমে ব্যর্থ মিত্রবাহিনীর কাছ থেকে কোনোরূপ সাহায্যের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের একান্ত নাগালের মধ্যে বসবাস করে বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে সাহায্যে করেছিলেন, এই অজুহাত যুক্তির বিচারে কী কারণে **বাস্তবতা বিবর্জিত**, তার বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব: ৮০-তে** করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৫৮-৪৬০
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, **১৯৮৭**, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) **১৪৮০-১৪৮৩**

http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] **সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ২৬৭-২৬৯:**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3499-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-268.html

‘Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle called,: "**War is deceit**"’.

[4] **ইসলামে মিথ্যা ও প্রতারণা:**

http://wikiislam.net/wiki/Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Lying_and_Deception

৮৬: খন্দক যুদ্ধ– ১০ (শেষ পর্ব): মিত্রবাহিনীর প্রত্যাবর্তন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– ষাট

নুইয়াম বিন মাসুদ বিন আমির নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী কীভাবে তার নিজ জাতি-গোত্র ও মিত্রবাহিনীর লোকদের সাথে **বিশ্বাসঘাতকতা করে** গোপনে মুহাম্মদের কাছে এসেছিলেন; স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নুইয়াম-কে কীভাবে বনি কুরাইজা, কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্রের লোকদের **প্রতারিত করার নির্দেশ সহকারে নিযুক্ত করে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, "যুদ্ধ হলো প্রতারণা";** মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ নির্দেশে তাঁর এই অনুসারী কীভাবে তাঁদেরকে প্রতারিত করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৮৫) পর:

'মুহাম্মদ বিন কাব বিন আল-কুরাজির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইয়াজিদ বিন যিয়াদ আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছেন:

কুফার এক লোক হুদাইফাকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি সত্যিই আল্লাহর নবীকে দেখেছেন ও তাঁর সহকারী ছিলেন?" যখন তিনি জবাবে বলেন, "হ্যাঁ", তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, তাঁরা কীভাবে জীবনযাপন করতেন। তিনি জবাবে বলেন যে, তাদের জীবনযাপন ছিল কঠিন। [3]

সে [লোকটি] বলে, "আল্লার কসম, যদি আমরা তাঁর সময়ে বসবাস করতাম, তবে আমরা তাঁকে মাটিতে পা রাখতে দিতাম না, তাঁকে ঘাড়ে করে বহন করতাম।"

হুদাইফা বলেন, 'আমি এখনও দেখতে পাই যে, আমরা আল্লাহর নবীর সঙ্গে খন্দক যুদ্ধের সেই সময়, যখন তিনি রাত্রির কিছু অংশ নামাজে কাটান ও তারপর আমাদের দিকে ঘুরে বসেন ও বলেন,
"তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে উঠে যাবে ও মিত্র বাহিনীর সৈন্যরা কী করছে তা দেখে এসে আমাদের জানাবে?"-আল্লাহর নবী শর্ত রাখেন, সে যেন ফিরে আসে- **"আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবো, যেন সে আমার সাথে বেহেশতের সঙ্গী হয়।"** [4]
একজন লোকও উঠে দাঁড়ায় না, কারণ তারা ছিল খুবই ভীত, ক্ষুধার্ত ও তখন শীত ছিল প্রচণ্ড। যখন কেউই উঠে আসে না, তখন আল্লাহর নবী আমাকে ডাকেন, আর তাঁর সেই ডাকে আমাকে উঠে আসতে হয়।

মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা কী করছে, তা দেখার জন্য তিনি আমাকে যেতে বলেন ও বলেন যে, এখানে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে আমি যেন কোনোকিছু না করি (অর্থাৎ, নিজে আগ বাড়িয়ে যেন সে কিছুই না করে)।
তাই আমি বাইরে বের হই ও সেখানে গিয়ে তাদের সৈন্যদের সঙ্গে মিশে যাই, **তখন ঝড়-বায়ু ও আল্লাহর সৈন্যরা (God's troops) তাদের সাথে এমনভাবে মোকাবিলা করছিল** যে, তাদের না ছিল কোনো রান্নার পাত্র, না ছিল আগুন, না ছিল কোনো অক্ষত তাঁবু। [5]
আবু সুফিয়ান উঠে দাঁড়ায় ও বলে, "হে কুরাইশ, তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাশের লোকটিকে লক্ষ্য করে দেখো, কোন লোকটি তোমাদের পাশে বসে আছে।"
তাই আমি আমার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি, সে কে; সে বলে, সে অমুক।
তারপর আবু সুফিয়ান বলে, "হে কুরাইশ, আমাদের কোনো স্থায়ী তাঁবু নেই; অনেক ঘোড়া ও উট মরণাপন্ন; বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা ভঙ্গ করেছে তাদের ওয়াদা ও আমরা শুনেছি তাদের অস্বস্তিকর রিপোর্ট। তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাতাসের প্রচণ্ডতা, যা

আমাদের রান্নার সরঞ্জাম, কিংবা আগুন, কিংবা তাঁবু - কোনোকিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই। স্বচ্ছন্দ বোধ করো, কারণ আমি ফিরে যাচ্ছি।"

তারপর সে তার বেঁধে রাখা উটের কাছে যায়, তার ওপর চড়ে বসে ও তাকে আঘাত করলে উটটি তার তিন পায়ের ওপর ভর করে উঠে দাঁড়ায়; আল্লাহর কসম উটটি পুরাপুরি দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত বাঁধন মুক্ত হয় না।

যদি আল্লাহর নবী আমাকে তাঁর কাছে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত হতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি ইচ্ছা করলে একটি তীরের আঘাতে তাকে খুন করতে পারতাম।

'আমি আল্লাহর নবীর কাছে ফিরে আসি যখন তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর র‍্যাপারের (wrapper) ওপর দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলেন। যখন তিনি আমাকে দেখতে পান, তখন তিনি আমাকে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে বসার সুযোগ করে দেন ও র‍্যাপারটির এক প্রান্ত আমার দিকে ছুড়ে দেন; তারপর আমার তার উপর বসা অবস্থাতেই তিনি রুকু ও সেজদায় যান (তাবারী: 'এবং আমি তাঁকে বিরক্ত করি'); যখন তিনি নামাজ শেষ করেন, আমি তাঁকে খবরটি জানাই।

যখন ঘাতাফানরা জানতে পায় যে, কুরাইশরা কী করেছে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করে।' সেই দিন সকালে আল্লাহর নবী ও মুসলমানরা খন্দক পরিত্যাগ করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।'

(অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ – লেখক।)

মুহাম্মদের অভিশাপ:

সহি বুখারী: ভলুম ৮, বই নম্বর ৭৫, হাদিস নম্বর ৪০৫:

'আলী ইবনে আবু তালিব হইতে বর্ণিত: খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা আল্লাহর নবীর সঙ্গে ছিলাম। আল্লাহর নবী বলেন, **"আল্লাহ যেন তাদের (কাফেরদের) সমাধি-স্থল ও বাড়ি-ঘর (সহি মুসলিম: "অথবা, পাকস্থলী") আগুনে পূর্ণ করে**, কারণ তারা আমাদের এত

ব্যস্ত রেখেছিল যে আমরা সূর্যাস্তের আগে মধ্যবর্তী নামাজটি আদায় করতে পারিনি; সেই নামাজটি ছিল 'আছর নামাজ'।" [6] [7]   (অনুবাদ– লেখক।)

>>> আদি উৎসের ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় **খন্দক যুদ্ধের** সংক্ষিপ্তসার: [8]

১) বদর ও ওহুদ যুদ্ধের মতই খন্দক যুদ্ধের আদি কারণ হলো - **মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক ও অমানবিক কার্যকলাপ।** (**পর্ব- ৭৭**)।

২) মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের সেনা ছাউনিটি ছিল খন্দকটির উত্তর দিকে; আর তাঁদের সরাসরি সম্মুখে ছিল **খন্দকের বাধা**, যে-বাধাটি অতিক্রম করে সদল বলে মুসলমানদের সরাসরি আক্রমণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, মুসলমান বাহিনীর সৈন্যদের সেনা ছাউনিটি ছিল খন্দকটির দক্ষিণে। তাঁদের সরাসরি সম্মুখে ছিল তাদের খননকৃত 'প্রতিরক্ষা খন্দক' ও তার ওপারে মিত্র বাহিনী; আর তাঁদের সরাসরি পেছনেই ছিল সাল-পর্বত, তার পেছনে মদিনা **এবং তারও পেছনে ছিল বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা।** (**পর্ব- ৭৮**)।

৩) ওহুদ যুদ্ধের মতই এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা জীবনের এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন; সেই দু:সহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের চেষ্টায় **মুহাম্মদ নিজ উদ্যোগে মিত্র বাহিনীর ঘাতাফান গোত্রের দুই নেতাকে উৎকোচ (ঘুষ) প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন।** (**পর্ব- ৮১**)।

৪) আলী ইবনে আবু তালিবের পিতার কুরাইশ বন্ধু আমর বিন আবদু উদ্দ, তাঁর বন্ধু-পুত্র আলীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে আলীকে রক্তাক্ত অথবা হত্যা করতে রাজি ছিলেন না; পক্ষান্তরে আলী তাঁকে হত্যা করার জন্য ছিলেন উদগ্রীব! **(পর্ব- ৮২)।**

৫) বনি কুরাইজার নৃশংস গণহত্যার রায় প্রদানকারী ব্যক্তিটি ছিলেন অত্যন্ত হিংস্র, নৃশংস ও প্রতিহিংসাপরায়ণ; **সাদ বিন মুয়াদ নামের** মুহাম্মদের এই অনুসারী খন্দক যুদ্ধে গুরুতর আহত হন **ও বনি কুরাইজার ওপর তার বীভৎস আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ**

করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতে না দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেন। (পর্ব- ৮৩)।

৬) অন্তত যে-তিনটি কারণে খন্দক যুদ্ধটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী, তার অন্যতম হলো, যুদ্ধশেষে মুহাম্মদের নেতৃত্বে **"বনি কুরাইজা গণহত্যা!";** অজুহাত হলো, বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা চুক্তিভঙ্গ করে খন্দক যুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু,

আদি উৎসে খন্দক যুদ্ধ উপাখ্যানের বর্ণনার কোথাও বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের **"কখনো কোনোরূপ"** আক্রমণ বা হত্যা চেষ্টা করেছেন; কিংবা তাঁরা মিত্রবাহিনীকে কোনোরূপ সাহায্য-চেষ্টা করেছেন; কিংবা তাঁরা মিত্রবাহিনীর সাথে কোনরূপ সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন - এমন সুনির্দিষ্ট একটিও তথ্য বা প্রমাণ (Evidence) কোথাও বর্ণিত হয়নি!

যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো **"সর্বসাকুল্যে চার লাইনের ও কম"** কয়েকটি বাক্য, যথা:

"এইভাবে কাব তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং তার ও আল্লাহর নবীর মধ্যে যে-চুক্তি ছিল, তা ছিন্ন করে" (পর্ব-৮০)। -- "বানু কুরাইজা আল্লাহর নবীর সাথে চুক্তিভঙ্গ করে যুদ্ধে যায়" **(পর্ব: ৮৪)**। --"আর তোমরা তাদেরকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছ; -- মুহাম্মদের বিপক্ষে ইহুদিরা যা করেছে তার জন্য তারা অনুতপ্ত।" (**পর্ব: ৮৫**)।

শুধু তাইই নয়,

আমরা দেখেছি এই দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র, অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত! শুধুমাত্র সন্দেহের বশে এক মুহাম্মদ অনুসারী বনি কুরাইজার এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করার পরেও বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ সহিংসতার আশ্রয় নেননি (**পর্ব- ৮৪**)।

সুতরাং,

বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা চুক্তিভঙ্গ করে খন্দক যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন, এই দাবি "ইসলামের হাজারও মিথ্যাচারের একটি!"

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬০
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৮৩-১৪৮৫

[3] 'প্রাচীন আল-হিরাহ (Al-Hirah) শহরের সন্নিকটে, ইউফ্রেটিস নদীর কিনারে মুসলমানদের গ্যারিসন শহর (Garrison city) আল-কুফা স্থাপিত হয় ৬৩৮ সালে (হিজরি ১৭ সাল); খলিফা উমরের শাসন আমলে। উপরের বর্ণনাটি খন্দক যুদ্ধের বহু বছর পরে মুসলমানদের ইরাক দখলের পর এক নবীন কুফা বাসীর প্রশ্নের জবাবে হুদাইফার স্মৃতি-চারণ।'

[4] 'অর্থাৎ, সে শহিদদের (Martyrs) মত মৃত্যুবরণ না করা সত্বেও সুনিশ্চিত ভাবেই বেহেশতে দাখিল হবে।'

[5] 'আল্লাহর সৈন্যরা বলতে সম্ভবত: ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। তুলনা, কুরান: সুরা আল আহযাব **(৩৩:৯)** - "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।"'

[6] **সহি বুখারী: ভলুম ৮, বই নম্বর ৭৫, হাদিস নম্বর৪০৫:**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/108-Sahih%20Bukhari%20Book%2075.%20Invocations/7350-sahih-bukhari-volume-008-book-075-hadith-number-405.html

Narated By 'Ali bin Abi Talib : We were in the company of the Prophet on the day (of the battle) of Al-Khandaq (the Trench). The Prophet said, "May Allah fill their (the infidels') graves and houses with fire, as they have kept us so busy that we could not offer the middle prayer till the sun had set; and that prayer was the 'Asr prayer."

[7] **সহি মুসলিম: বই নম্বর ৪, হাদিস নম্বর ১৩১৩:**

http://www.hadithcollection.com/sahihmuslim/132-Sahih%20Muslim%20Book%2004.%20Prayer/10067-sahih-muslim-book-004-hadith-number-1313.html

[8] **খন্দক যুদ্ধঃ**

Ibid: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ) - পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৬০; আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) - পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৬৩-১৪৮৫

৮৭: বনি কুরাইজা গণহত্যা-১: মুহাম্মদের অজুহাত "জিবরাইল"!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একষট্টি

আদি উৎসের নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনার আলোকে মক্কাবাসী কুরাইশদের সঙ্গে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সংঘটিত তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধটির (খন্দক যুদ্ধ) বিশদ আলোচনা গত দশটি (**পর্ব: ৭৭-৮৬**) পর্বে করা হয়েছে।

তাঁদেরই বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো মদিনায় তখনও অবশিষ্ট তৃতীয় ও শেষ সম্পদশালী ইহুদি বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা চুক্তিভঙ্গ করে খন্দক যুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন, এমন দাবি **সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।**

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তাঁর ৬২ বছরের (৫৭০-৬৩২ খৃষ্টাব্দ) জীবদ্দশায় যে-সব মানবতাবিরোধী নৃশংস অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তার সবচেয়ে জঘন্যটি হলো **"বনি কুরাইজা গণহত্যা"!**

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ৬২৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে বনি কুরাইজা গোত্রের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের **এক এক করে গলা কেটে করা হয় খুন।** তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ভাগাভাগি করে করা হয় **যৌনদাসীতে রূপান্তর ও ধর্ষণ।** তাঁদের অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের করা হয় দাসে পরিবর্তন ও ভাগাভাগি। তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি করা হয় লুণ্ঠন **এবং পরবর্তীতে এই দাসীদের অনেককে নাজাদ অঞ্চলে (মধ্য সৌদি আরব অঞ্চল) নিয়ে গিয়ে করা হয় বিক্রি ও সেই উপার্জিত অর্থে ক্রয় করা হয় যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও ঘোড়া।**

এই জঘন্য অপরাধে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও আজকের পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ প্রকৃত ইতিহাস জেনে অথবা না জেনে (অধিকাংশ মানুষই এই দলে) মুহাম্মদকে **"মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ"** হিসাবে আখ্যায়িত করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই মানুষটির আদর্শ অনুসরণ, প্রচার ও প্রসারের ব্রতে ব্রতী।

গণহত্যার নায়ককে মহামানব রূপে প্রতিষ্ঠিত করার বাহন হলো **শক্তিশালী প্রোপাগান্ডা মাধ্যম** (**পর্ব- ৪৩**); হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন (**পর্ব: ২৬-২৭**); মিথ্যাচার, দমন, নিপীড়ন, ত্রাস-হত্যা-হামলা - যার আলোচনা গত ষাটটি পর্বে করা হয়েছে।

প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে **"নায়কের"** যাবতীয় নেতিবাচক কর্ম ও চরিত্রকে **গোপন রাখা**, আর তা সম্ভব না হলে বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে তার **বৈধতা প্রদান করা,** আর তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে প্রশ্ন ও প্রতিবাদকারীকে হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন, দমন, নিপীড়ন ও **প্রয়োজনে খুন করা।** শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ এমন পরিস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইতিহাসের এই নায়কদের যে মহামানব হিসাবে বহুসংখ্যক মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো "ইসলাম"! **(পর্ব- ৪৪)**। ইসলামের প্রোপাগান্ডা মাধ্যম এতই শক্তিশালী যে, পৃথিবীর সিংহভাগ মুসলমান ও প্রায় সমস্ত অমুসলমান জনগোষ্ঠীই বনি কুরাইজা, বনি নাদির, বনি কেউনুকা সহ মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সংঘটিত **অসংখ্য পাশবিকতার** (Atrocities) **ইতিহাস সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ।** ইন্টারনেট প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে এই পরিস্থিতির সামান্য কিছু উন্নতি হয়েছে।

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গর্হিত, নৃশংস, ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক জঘন্য অপরাধের একটি হলো এই 'বনি কুরাইজা গণহত্যা।' তাই সঙ্গত কারণেই এই জঘন্য অপরাধের বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে মুহাম্মদ-অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা গত ১৪০০ বছর যাবৎ এই উপাখ্যানের বিষয়ে সবচেয়ে বেশী তথ্যবিকৃতি, মিথ্যাচার ও কলা-কৌশল অবলম্বন করে চলেছেন। ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী তা তাদের অবশ্য কর্তব্য! **(পর্ব-১০)**।

তাই আমি আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই রচিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থ (সিরাত), হাদিসগ্রন্থ ও মুহাম্মদেরই রচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরানের আলোকে এই নৃশংস গণহত্যা উপাখ্যানের **প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করবো,** যাতে:

১) উৎসাহী মুক্তচিন্তার পাঠকরা আদি উৎসে বর্ণিত সিরাত, হাদিস ও কুরানে এই গণহত্যার বিষয়ে "আসলেই কী বর্ণিত আছে", তা জানতে পারেন ও সেই তথ্য-উপাত্তের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে **"সেই সময়টিতে সত্যিই কী ঘটেছিল"** তা অনুধাবন করতে পারেন;

এবং একই সাথে,

২) মুহাম্মদ-অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা **কীভাবে** আদি উৎসে বর্ণিত এই গণহত্যা উপাখ্যানের **"তথ্যবিকৃতি ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে"** সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমান ও অমুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন, তারও সম্যক ধারণা পেতে পারেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা:

আল-যুহরী আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] যা বলেছেন তা হলো:

'মধ্যাহ্নের নামাজের সময় **জিবরাইল এক খচ্চরের পিঠের ওপর বসানো জরির জিনের উপর সওয়ার হয়ে নকশি করা পাগড়ি পরিহিত অবস্থায়** আল্লাহর নবীর কাছে এসে হাজির হয়। সে আল্লাহর নবীর কাছে জানতে চায় যে, তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছেন কি না। জবাবে যখন তিনি বলেন, তিনি তা করেছেন, **তখন জিবরাইল তাঁকে বলে যে, ফেরেশতারা এখনও তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করেনি** এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে সে এইমাত্রই এখানে এসেছে।

"হে মুহাম্মদ, আল্লাহ তোমাকে বনি কুরাইজা গোত্রের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের দূর্গ ঝাঁকানোর জন্য ওখানে যাওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত।"

আল্লাহর নবী এই ঘোষণার আদেশ জারি করেন যে, কেউ যেন বনি কুরাইজা গোত্রের কাছে পৌঁছার পূর্বে আছরের নামাজ আদায় না করে।

আল্লাহর নবী আলীকে তার ঝাণ্ডা সহকারে সম্মুখে প্রেরণ করেন, লোকেরা সেখানে দ্রুত অগ্রসর হয়। আলী তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন, যে পর্যন্ত না তিনি দুর্গের নিকটবর্তী হন ও শুনতে পান যে, তারা আল্লাহে নবীর বিরুদ্ধে অপমানজনক উক্তি করছে। আল্লাহর নবীর সাথে রাস্তায় সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি ফিরে আসেন ও তাঁকে বলেন যে, ঐ বদমাশদের কাছে তাঁর যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহর নবী বলেন, "কেন? আমার মনে হয়, তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ যে, তারা আমার বিরুদ্ধে কটুবাক্য প্রয়োগ করেছে।"

জবাবে আলী যখন বলেন যে, বিষয়টি তাই, তখন তিনি বলেন, "যদি তারা আমাকে দেখতো, তবে এমন বাজে কথা বলতো না।"

আল্লাহর নবী তাদের কাছে আসেন ও বলেন,

"তোমরা হলে বানর সদৃশ, আল্লাহ কি তোমাদের লাঞ্ছিত করে সমুচিত প্রতিশোধ নেয়নি?"

তারা জবাবে বলে,

"হে আবুল কাশেম, তুমি তো বর্বর নও।"

আল্লাহর নবী বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের নিকট আসার পূর্বে আল-সাওরান নামক স্থানে, তার কিছু অনুসারীদের অতিক্রম করার সময় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান, কেউ তাদেরকে অতিক্রম করেছে কি না। তারা জবাবে বলে, দিহায়া বিন খালিফা আল-কালবি এক সাদা খচ্চরের পিঠের উপর বাসানো জরির জিনের ওপর সওয়ার হয়ে তাদেরকে অতিক্রম করেছে।

তিনি বলেন, **"ঐ লোকটিই ছিল জিবরাইল, বনি কুরাইজার দুর্গকে ঝাঁকুনি ও তাদের লোকদের অন্তরে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে।"**

বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের কাছে পৌঁছার পর আল্লাহর নবী তাদের যে-কুপটির কিনারায় এসে সাময়িকভাবে যাত্রা বিরতি দিয়েছিলেন, সেই কুপটির নাম হলো 'আনার কুপ'; তাঁর লোকেরা সেখানে এসে তাঁর সাথে যোগদান করে। কিছু লোক জোহর নামাজ

আদায় করে এসেছিল। তারা আছরের নামাজ আদায় না করেই সেখানে এসেছিল, কারণ আল্লাহর নবীর আদেশ ছিল এই যে, তারা যেন বনি কুরাইজা গোত্রের কাছে পৌঁছার আগে তা আদায় না করে।

তারা যুদ্ধ করার মত প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল; বনি কুরাইজার কাছে আসার পূর্বে তারা আছর নামাজ আদায় করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, কারণ এটিই ছিল নবীর আদেশ। তারা সেখানে পৌঁছার পর আছরের নামাজ আদায় করে।

আল্লাহ তার পাক কিতাবে এই কারণে তাদেরকে কোনো দোষারোপ করেননি, আল্লাহর নবীও তাদেরকে এই কারণে কোনো ভৎর্সনা করেননি। মা'বাদ বিন মালিক আল-আনসারীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমার পিতা ইশাক বিন ইয়াসার আমাকে এই ঘটনাটি বলেছেন।

আল্লাহর নবী তাদেরকে পঁচিশ রাত অবধি চারিদিক থেকে ঘেরাও করে রাখেন, যে পর্যন্ত না পরিস্থিতি তাদের জন্য দুঃসহ হয়ে ওঠে ও আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে।' [1] [2] [3]

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ৬৮:

'আয়েশা হইতে বর্ণিত: খন্দকের (যুদ্ধ) ঐ দিনটিতে ফিরে আসার পর আল্লাহর নবী তাঁর অস্ত্র নামিয়ে রাখেন ও তাঁর গোসল সম্পন্ন করেন। **মাথায় ধুলা ভর্তি অবস্থায় তখন জিবরাইল তাঁর কাছে আসে ও বলে, "তুমি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছ! আল্লাহর কসম, আমার অস্ত্র আমি এখনও নামিয়ে রাখিনি।"'**

আল্লাহর নবী বলেন**, "কোথায়** (এখন যেতে হবে)?" জিবরাইল বনি কুরাইজা গোত্রের দিকে নির্দেশ করে ও বলে, "এই দিকে।" তাই আল্লাহর নবী তাদের দিকে রওনা হন।' [4]

সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৪৪৯:

'আল-বারা হইতে বর্ণিত: **আল্লাহর নবী হাসান বিন থাবিত-কে বলেন, "(তোমার কবিতার মাধ্যমে) তাদের গালাগাল কর (abus e them), জিবরাইল তোমার সঙ্গে আছে (অর্থাৎ, তোমার সহায়ক)।"'** [5] (অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।)

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল), আল- ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ সাল), ইমাম বুখারি প্রমুখ আদি ও বিশিষ্ট মুসলমান ঐতিহাসিকদেরই ওপরে-বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, **তাঁর তিন হাজার সশস্ত্র অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে খন্দক যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই "জিবরাইলের নির্দেশে" অত্যন্ত ত্বরা করে (অনুসারীদের আছর নামাজ পড়ে আসারও অনুমতি ছিল না) বনি কুরাইজা গোত্রের ওপর সশস্ত্র হামলা চালান।**

এই অশরীরী জিবরাইল ও তার আদেশ/নির্দেশ একমাত্র মুহাম্মদ ছাড়া অন্য কেউই দেখতে বা শুনতে পান না (Hallucination) - চিকিৎসা শাস্ত্রে এই মানসিক বিভ্রমগুলো কী ধরনের রুগীর উপসর্গ; এই উপসর্গে (Command Hallucination) আক্রান্ত ব্যক্তিরা তার চারিপাশের মানুষদের জন্য কতটা বিপজ্জনক; আধুনিক চিকিৎসকরা এই সমস্ত রুগীর ও তার চারিপাশের মানুষদের নিরাপত্তার খাতিরে জরুরি ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং "কী কারণে মুহাম্মদ এ ধরণের মানসিক রোগগস্ত লোকদের একজন ছিলেন না" তার আলোচনা **"আবু-লাহাব তত্ত্ব" পর্বে (পর্ব-১২)** করা হয়েছে।

খন্দক যুদ্ধের গত দশটি পর্বের বিস্তারিত বর্ণায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, প্রায় এক মাস অবধি "কোনোরূপ যুদ্ধ ছাড়াই অবরোধ অব্যাহত থাকে"; মুসলমানরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত! সদলবলে মিত্রবাহিনীর খন্দক অতিক্রমে ব্যর্থ হওয়ার কারণে খন্দকের এপার ও ওপারে তীর নিক্ষেপ ও সামান্য বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া খন্দক যুদ্ধে কোনো বড় ধরনের সংঘর্ষ সংঘটিত হয়নি। **মুসলমানদের নিহতের সংখ্যা সর্বমোট ছয় জন। আর মিত্রবাহিনীর নিহতের সংখ্যা সর্বমোট তিন** (আমর বিন আবদু উদ্দ,

নওফল বিন আবদুল্লাহ ও মুনাববি বিন উসমান- মুনাববি নিহত হন মক্কায় ফিরে যাওয়ার পর) **(পর্ব-৮২)।**

অর্থাৎ মুসলমান বাহিনী এবং ফেরেশতা জিবরাইল ও অন্যান্য ফেরেশতাকুল অস্ত্রসমেত একমাস অবধি যুদ্ধ করে **"তিন জন কুরাইশকে"** হত্যা করেছেন। **এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার (যদি থাকে) শক্তিমত্তা নিয়ে কী নিদারুণ রসিকতা!**

উক্ত বর্ণনায় আরও দাবি করা হয়েছে, আলী ইবনে আবু তালিব বনি কুরাইজা গোত্রের দুর্গের নিকটবর্তী হয়ে শুনতে পান যে, "তারা আল্লাহে নবীর বিরুদ্ধে অপমানজনক উক্তি করছে।" কিন্তু সেই অপমানজনক উক্তিগুলো কী, তার সামান্যতম আভাস কোথাও নাই।

অপরপক্ষে, মুহাম্মদ বনি কুরাইজা গোত্রের নিকট পৌঁছার পর তাদেরকে কী ভাষায় সম্বোধন করেছিলেন, তার বর্ণনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, ""তোমরা হলে বানর সদৃশ..."।

আর তার প্রতিউত্তরে বনি কুরাইজার লোকেরা তাঁকে কী বলেছেন, তাও অত্যন্ত স্পষ্ট, "হে আবুল কাশেম, তুমি তো বর্বর নও।"

শুধু কি তাই! ওপরের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি, অসহায় বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখে **"তাদেরকে কবিতার মাধ্যমে গালাগাল"** করার জন্য মুহাম্মদ তাঁর এক অনুসারীকে নির্দেশ দিয়েছেন! আল্লাহর "রেফারেন্সে" মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যে কী পরিমাণ শাপ-অভিশাপ করেছেন, তা কুরানের পাতায় বর্ণিত আছে - যার আলোচনা **"অভিশাপ তত্ত্ব পর্বে" (পর্ব-১১)** করা হয়েছে।

কুরান, সিরাত ও হাদিসের সর্বত্রই এই একই চিত্র আমরা দেখতে পাই। অবিশ্বাসী কাফেররা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ঠিক কী অত্যাচার করতেন, তার সুনির্দিষ্ট (Specific) উল্লেখ কোথাও নেই **(পর্ব: ৫২)।**

"আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনার **খন্দক যুদ্ধ** উপাখ্যানের আলোকে 'বনি কুরাইজার নারকীয় গণহত্যা তদন্তে' আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, বনি কুরাইজার

লোকেরা মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন, এই দাবির সপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনোরূপ তথ্য-উপাত্ত ও চাক্ষুষ প্রমাণ কোথাও নেই। তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের কোনোরূপ আক্রমণ-চেষ্টা কিংবা হত্যা-চেষ্টা করেছেন; কিংবা মিত্রবাহিনীকে কোনোরূপ সাহায্য-চেষ্টা, কিংবা তাদের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ-চেষ্টা করেছেন - এমন একটি দৃষ্টান্তও আদি উৎসের বর্ণনার কোথাও উল্লেখিত হয়নি।"

আর, ওপরে উল্লেখিত বর্ণনায় যা অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - এই গণ হত্যার নায়ক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এই কর্মটি করেছিলেন,

"জিবরাইলের আদেশে!"

যে সব ইসলাম অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিত শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ **"ঐশী বাণীর অজুহাতে"** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বনি কুরাইজা গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও মুক্ত মানুষকে চিরকালের জন্য দাস-দাসী-করণের সপক্ষে নির্লজ্জ গলাবাজি করে চলেছেন, তাঁদের ও তাঁদের পরিবারকেও যদি অন্য কোনো তথাকথিত কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজী ও তার চেলা-চামুণ্ডারা **"একই রূপ অজুহাতে একইভাবে খুন-ধর্ষণ-লুণ্ঠন ও দাস-দাসী-করণের মাধ্যমে ভাগাভাগি করে নেন"**, তবেই, বোধ করি, তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন!

ঐ সব পীর-ফকির-কামেল-গুরু-বাবাজীদের সাথে মুহাম্মদের পার্থক্য এই যে, তাদের তুলনায় মুহাম্মদ অনেক অনেক বেশি সফল - যার আলোচনা **"কুরান কার বানী?"** পর্বে **(পর্ব: ১৪)** করা হয়েছে।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।]

The narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD):

'According to what al-Zuhri told me, at the time of the noon prayers Gabriel came to the apostle wearing an embroidered turban and riding on a mule with a saddle covered with a piece of brocade. He asked the apostle if he had abandoned fighting, and when he said that he had he said that the angels had not yet laid aside their arms and that he had just come from pursuing the enemy.
'God commands you, Muhammad, to go to B. Qurayza. I am about to go to them to shake their stronghold.'
The prophet ordered it to be announced that none should perform the afternoon prayer until after he reached B. Qurayza. The apostle sent 'Ali forward with his banner and the men hastened to it. 'Ali advanced until when he came near the forts he heard insulting language used of the apostle. He returned to meet the apostle on the road and told him that it was not necessary for him to come near those rascals. The apostle said, 'Why? I think you must have heard them speaking ill of me,' and when 'Ali said that that was so he added, 'If they saw me they would not talk in hat fashion.'
When the apostle approached their forts he said, 'You brothers of monkeys, has God disgraced you and brought His vengeance upon you?'
They replied, 'O Abu'l- Qasim, you are not a barbarous person.'
The apostle passed by a number of his companions in al-Saurayn before he got to B. Qurayza and asked if anyone had passed them. They replied that Dihya b. Khalifa al-Kalbi had passed upon a white

mule with a saddle covered with a piece of brocade. He said, 'That was Gabriel who has been sent to B. Qurayza to shake their castles and strike terror to their hearts.' When the apostle came to B. Qurayza he halted by one of their well near their property called The Well of Ana.

The men joined him. Some of them came after the last evening prayer not having prayed the afternoon prayer because the apostle had told them not to do so until he got to B. Qurayza.

They had been much occupied with warlike preparations and they refused to pray until they came to B. Qurayza in accordance with his instructions and they prayed the afternoon prayer there after the last evening prayer. God did not blame them for that in His book, nor did the apostle reproach them. My father Ishaq b. Yasar told me this tradition from Ma'bad b. Malik al- Ansari.

The apostle besieged them for twenty-five nights until they were sore pressed and God cast terror into their hearts.' [1]]2] [3]

Narratives of Imam Bukhari (810-870 AD):

Sahih Bukhari- *Volume 4, Book 52, Number 68:*

Narated By 'Aisha: When Allah's Apostle returned on the day (of the battle) of Al-Khandaq (i.e. Trench), he put down his arms and took a bath. Then Gabriel whose head was covered with dust, came to him saying, "You have put down your arms! By Allah, I have not put down my arms yet." Allah's Apostle said, "Where (to go now)?"

Gabriel said, "This way," pointing towards the tribe of Bani Quraiza. So Allah's Apostle went out towards them. [4]

Sahih Bukhari-*Volume 5, Book 59, Number 449:*

'Narrated Al-Bara: The Prophet said to Hassan, "Abuse them (with your poems), and Gabriel is with you (i.e, supports you)." (Through another group of sub narrators) Al-Bara bin Azib said, "On the day of Quraiza's (besiege), **Allah's Apostle said to Hassan bin Thabit, 'Abuse them (with your poems), and Gabriel is with you (i.e. supports you)."'** [5]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬১

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৮৫-১৪৮৮

[3] **অনুরূপ বর্ণনা: কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৪৯৬-৫৩১

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi

[4] **সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ৬৮:**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3826-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-068.html

[5] **সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৪৪৯:**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92--sp-608/5606-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-449.html

৮৮: বানু কুরাইজার গণহত্যা–২: কী ছিল মুহাম্মদের অভিপ্রায়? ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– বাষট্টি
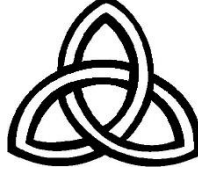
খন্দক যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) **"জিবরাইলের নির্দেশে"** তাঁর তিন হাজার সশস্ত্র অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে কীরূপ দ্রুততায় বনি কুরাইজার গোত্রের ওপর হামলা চালিয়েছিলেন, ভীত সন্ত্রস্ত বনি কুরাইজার লোকেরা প্রাণরক্ষার তাগিদে তাঁদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নিলে তাঁদেরকে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে রাখার মাধ্যমে কীভাবে **মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা** বনি কুরাইজার লোকদের **"অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন"** (মুহাম্মদের দাবি, তা ছিল 'আল্লাহর' কাজ!), ঘেরাওকৃত অবস্থায় মুহাম্মদ তাঁর এক বিশিষ্ট অনুসারীকে কীভাবে বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের **"কবিতার মাধ্যমে গালাগালি করার নির্দেশ"** দিয়েছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। তাঁদের এই সন্ত্রাস, ঘেরাও ও গালাগাল চলে দিনের পর দিন!

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল?

বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা প্রত্যক্ষ করেছেন, গত পাঁচটি বছরের (৬২২-৬২৭ সাল) মুহাম্মদের মদিনা জীবনে মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা কী অজুহাতে **অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করেছেন** ১২০ বছর বয়সী অতিবৃদ্ধ কবি আবু আফাক-কে, সন্তানকে স্তন্যপান অবস্থায় পাঁচ সন্তানের জননী কবি আসমা-বিনতে মারওয়ান-কে, কাব বিন আল-আশরাফ-কে, অতি সাধারণ এক ইহুদি ব্যবসায়ী আবু আবু রাফি-কে! **(পর্ব: ৪৬-৫০)**।

তাঁরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, মাত্র বছর তিনেক আগে **বনি কেইনুকা** গোত্র ও বছর দেড়েক আগে **বনি নাদির** গোত্রের সমস্ত মানুষকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কীভাবে **তাঁদের শত শত বছরের ভিটে-মাটি থেকে প্রায় এক বস্ত্রে জোরপূর্বক বিতাড়িত করে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি করেছেন লুণ্ঠন ও ভাগাভাগি!** (পর্ব: ৫১-৫২ ও ৭৫)।

তাঁরা জানেন, বনি কেউনুকা ও বনি নাদির গোত্রের "সমস্ত মানুষকে মুহাম্মদ হত্যা করতে চেয়েছিলেন", তাঁদের জীবন রক্ষা পেয়েছে অসীম সাহসী আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল ও তাঁর অনুসারীদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে।

এত কিছুর পরেও কি তাঁরা ধারণা করতে পারেননি যে, তাঁদের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে? মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজনদের নিয়ে দিনের পর দিন দুর্গ-মধ্যে অবরুদ্ধ বিভীষিকাময় জীবন অতিবাহন-কালে মৃত্যুভয়ে প্রকম্পিত বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা কী ভাবছেন?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৮৭) পর:

'কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্রের লোকেরা যখন বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের রেখে প্রস্থান করে, কাব বিন আসাদের কাছে দেয়া **প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্তে** হুয়েই বিন আখতাব বনি কুরাইজার লোকদের সঙ্গে তাদের দুর্গের ভেতরে অবস্থান নেয়। [**পর্ব: ৮০**]। যখন তারা নিশ্চিতরূপে অনুভব করে যে, আল্লাহর নবী তাদেরকে শেষ না করে ফিরে যাবে না, তখন **কাব বিন আসাদ** তার লোকদের বলে:

"হে ইহুদিরা, তোমাদের পরিস্থিতি যে কী, তা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ; আমি তোমাদের **তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করবো**। যেটি ভাল বলে মনে কর, সেটাই করো।

১) **আমরা এই লোকটিকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করবো,** কারণ আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনিই হলেন সেই নবী, যিনি প্রেরিত হয়েছেন, ও তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি, যার বিষয় তোমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ

আছে; **তাহলেই তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানরা রক্ষা পাবে।"**

তারা বলে, **"আমরা তৌরাতের আইন কখনোই বর্জন করবো না ও অন্য কিছুর বিনিময়ে কখনোই তা পরিবর্তন করবো না।"**

তিনি বলেন, "যদি তোমরা এই প্রস্তাবে রাজী না হতে পারো, তবে

২) **এসো, আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করি, যাতে আমাদের কোন পিছুটান না থাকে,** তারপর আমরা পুরুষরা উন্মুক্ত তরবারি হাতে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করি, যতক্ষণে না আল্লাহ আমাদের ও মুহাম্মদের মধ্যে ফয়সালা করেন। যদি আমরা ধ্বংস হই, তাই হবো ও আমরা কোনো সন্তান রাখবো না, যেন তারা আমাদের জন্য কোনো দুশ্চিন্তার কারণ হয়। যদি আমরা জয়ী হই তবে আমরা অন্য স্ত্রী ও সন্তান অর্জন করতে পারবো।"

তারা বলে, **"এই হতভাগ্য বেচারাদের কি আমাদের হত্যা করা উচিত? তারা যদি মরেই যায়, তবে জীবনে বেঁচে থেকে আর কী লাভ?"**

তিনি বলেন, "যদি তোমরা এই প্রস্তাবে রাজী না হতে পারো, তবে

৩) আজকের রাত্রিটি হলো সাবাহ-র পূর্বরাত্রি, আশা করা যায় যে, সে কারণে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা এই উপলব্ধি করবে যে, তারা আমাদের কাছ থেকে নিরাপদ। সুতরাং নেমে এসো নিচে, সম্ভবত, আমরা মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের **অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে পরাস্ত করতে পারবো।"**

তারা বলে, **"আমাদেরকে কি সাবাহ দিনটি অপবিত্র করতে হবে, যেমনটি করার কারণে আমাদের পূর্বপুরুষরা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল?"**

তিনি জবাবে বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে জন্মের পর থেকে কখনো এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তার সমাধান করেছে, যার মাধ্যমে সে জানে যে, এমন পরিস্থিতিতে তার কী করা উচিত।"

তারপর তারা আল্লাহর নবীর কাছে খবর পাঠায় এই বলে, "বনি আমর বিন আউফ গোত্রের (কারণ তারা ছিল আল-আউস গোত্রের মিত্র) **আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনধির-কে আমাদের কাছে পাঠান, যেন তার সাথে আমরা পরামর্শ করতে পারি।"** [3]

তাই আল্লাহর নবী তাকে তাদের কাছে পাঠান। যখন তারা তাকে দেখে, তখন তারা এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করে। **মহিলা ও শিশুরা তার সম্মুখে এসে কান্না শুরু করে। তিনি তাদের জন্যে হন দুঃখিত।**

তারা বলে, "এই আবু লুবাবা, তোমার কি মনে হয় যে, মুহাম্মদের সিদ্ধান্তের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত?"

তিনি বলেন, "হ্যাঁ"; তারপর তার গলার দিকে তার হাতের অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, যার মানে হলো ব্যাপক হত্যা (slaughter)।

আবু লুবাবা বলেন, **"আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে তাদেরকে মিথ্যা বলেছি, তা বুঝতে পেরে আমার পা সেখান থেকে সরছিল না।"**

তারপর তিনি তাদেরকে ছেড়ে চলে আসেন ও আল্লাহর নবীর কাছে প্রত্যাবর্তন না করে মসজিদের একটি থামের সাথে নিজেকে বেঁধে রাখেন ও বলেন, "**আমি যা করেছি তার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার পূর্বে আমি এই স্থানটি ছেড়ে যাব না,**" তিনি আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি আর কখনো বনি কুরাইজা গোত্রের নিকট যাবেন না ও যে-শহরে তিনি আল্লাহ ও তার নবীর ব্যাপারে মিথ্যা বলেছেন, সেখানে আর কখনো দেখা দেবেন না। [4]

আল্লাহর নবী তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষায় ছিলেন; তার এই ব্যাপারটি যখন তিনি শুনতে পান, তখন বলেন, "যদি সে আমার কাছে আসতো তবে আমি হয়তো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম, কিন্তু যে-ব্যবহারটি এখন সে করেছে, তা দেখার পর আমি তাকে তার ঐ স্থানটি ছেড়ে চলে যেতে দেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে।"

ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুসায়েত আমাকে বলেছেন, **আল্লাহর নবীর কাছে আবু লুবাবার ক্ষমাপ্রাপ্তির খবরটি আসে ভোর বেলায় (প্রত্যূষে),** তখন তিনি **উম্মে সালামার** গৃহে অবস্থান করছিলেন। [5] [6]

উম্মে সালামা বলে, "ভোর বেলায় যখন আমি শুনতে পাই, আল্লাহর নবী হাসছেন, আমি তাঁকে বলি, 'আপনি হাসছেন কেন? আল্লাহ যেন আপনাকে হাসি-খুশি রাখে!"

তিনি জবাবে বলেন, **"আবু লুবাবাকে ক্ষমা করা হয়েছে।"**

উম্মে সালামা বলে, "আমি কি পারি না এই সুখবরটি তাকে জানাতে?"

যখন তিনি বলেন যে, সে তা করতে পারে; তখন সে উঠে গিয়ে তার ঘরের দরজায় সামনে দাঁড়ায় (আল্লাহর নবীর বাসাটি ছিল মসজিদ সংলগ্ন, যেখানে আবু লুবাবা নিজেকে বেঁধে রেখেছিল) (এই ঘটনাটি ঘটেছিল মহিলাদের পর্দার বিধান জারি হওয়ার আগে) ও বলে, "হে আবু লুবাবা, আনন্দ করো, কারণ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছে।" লোকেরা তাকে মুক্ত করার জন্য ছুটে আসে। তিনি বলেন, "না, যতক্ষণে না আল্লাহর নবী আমাকে তাঁর নিজ হাতে মুক্ত না করেন।" আল্লাহর নবী ফজরের নামাজের জন্য তার পাশ দিয়ে গমনকালে তাকে মুক্ত করেন।' [7]

ইবনে হিশামের (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ) নোট:

'আবদুল্লাহ বিন আবু কাতাদা হইতে > ইসমাইল বিন আবু খালিদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সুফিয়ান বিন ইউয়েনাকে বলেছেন যে, আবু লুবাবার এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাজিল করে:

৮:২৭ - "হে ঈমানদারগণ, **খেয়ানত করো না আল্লাহর সাথে ও রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে।**"' [4]

'তিনি [আবু লুবাবা] গাছের গুঁড়ির (stump) সাথে ছয় রাত পর্যন্ত নিজেকে বেঁধে রাখেন। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় তার স্ত্রী তার কাছে আসতো ও নামাজের জন্য তার বাঁধন খুলে দিত। তারপর তিনি ফিরে গিয়ে আবার নিজেকে গাছের গুঁড়ির সাথে

বেঁধে রাখতেন, যা এক মুহাদ্দিস আমাকে জানিয়েছেন। তাঁর এই অনুশোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর তরফ থেকে নাজিল হয়:

৯:১০৩ **[৯:১০২]** - "আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।"' [7]

(অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।)

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ দুর্গের মধ্যে অবস্থানকালে **ভীত সন্ত্রস্ত বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা** যখন বুঝতে পারেন, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদেরকে শেষ না করে ফিরে যাবে না, তখন তাঁরা মুহাম্মদের কাছে এই মর্মে খবর পাঠান যে, তিনি যেন বনি আমর বিন আউফ গোত্রের আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনধির কে তাদের কাছে পাঠান, যেন তাঁরা তার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

তাঁদের এই প্রস্তাবে মুহাম্মদ, আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনধিরকে তাঁদের কাছে পাঠান। বনি কুরাইজার এই অসহায় অবস্থা ও তাঁদের পরিবার পরিজনদের কান্না-কাটি দেখে মুহাম্মদের এই প্রতিনিধি দুঃখিত ও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি তাঁদেরকে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেন ও **"একই সাথে ইশারায় জানিয়ে দেন যে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে।"**

বলা হচ্ছে যে, এই কর্মটি করার পরই তিনি অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা শুরু করেন, নিজেকে কষ্ট দেয়া শুরু করেন ও মসজিদ সংলগ্ন এক গাছের গুঁড়ির সাথে নিজেকে বেঁধে রেখে ঘোষণা দেন যে, তিনি আল্লাহ ও তাঁর নবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছেন ও যতক্ষণ পর্যন্ত না "আল্লাহ" তাকে ক্ষমা করবেন ততক্ষণ তিনি বন্দী অবস্থাতেই থাকবেন।

স্পষ্টত:ই তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত! এখন প্রশ্ন হলো:

১) "**কার ভয়ে আবু লুবাবা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত? আল্লাহর ভয়ে? নাকি মুহাম্মদের ভয়ে?** আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছেন কি না, তা তিনি কীভাবে জানবেন? তার কাছে তো তথাকথিত কোনো 'ওহী' আসে না! তাহলে? ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে তিনি কার কাছ থেকে "ক্ষমা পাবার" প্রতীক্ষা করছিলেন?"

এর জবাব হলো, "আল্লাহ" তাকে ক্ষমা করেছেন কি না, তা জানার একমাত্র বাহন হলো "মুহাম্মদ"; **অর্থাৎ, মুহাম্মদ তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেই স্থানটি ত্যাগ করে কোথাও যেতে রাজি ছিলেন না।** যার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই এই উপাখ্যানের শেষ দৃশ্যে! যখন লোকেরা তাকে মুক্ত করার জন্য ছুটে আসে, তখন তিনি তাদের সাফ জানিয়ে দেন যে "যতক্ষণে না আল্লাহর নবী তাকে নিজ হাতে মুক্ত না করবেন" ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি মুক্ত হবেন না। এর সরল অর্থ হলো, **প্রকৃতপক্ষে আবু লুবাবা ছিলেন মুহাম্মদের (আল্লাহর) ভয়ে ভীত!"**

২) **"আবু লুবাবা কি সত্যিই 'নবীর অভিপ্রায়' না জেনেই বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের এমনটি জানিয়েছিলেন?** নাকি বনি কুরাইজার অসহায় বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আবেগের বশে **"মুহাম্মদের প্রকৃত অভিপ্রায়"** প্রকাশ করার পর তিনি মুহাম্মদের ভয়ে ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত?"

এর অত্যন্ত **স্পষ্ট জবাব** আছে বনি কুরাইজা উপাখ্যানের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে। মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে মুহাম্মদ অনুসারীদের এই ঘেরাও, সন্ত্রাস ও গালাগাল চলে **দীর্ঘ ২৫ দিন!** এমত অবস্থায় যখন পরিস্থিতি তাঁদের জন্য অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে পড়ে, তখন তাঁরা "**বিনা শর্তে মুহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন"।**

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।]

The narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): [1] [2]

'Now Huyayy b. Akhtab had gone with B. Qurayza into their forts when Quraysh and Ghatafan had withdrawn and left them, to keep his word to Ka'b b. Asad; and when they felt sure that the apostle would not leave them until he had made an end of them Ka'b b. Asad said to them:

'O Jews, you can see what has happened to you; I offer you three alternatives. Take which you please.'

(i) We will follow this man and accept him as true, for by God it has become plain to you that he is a prophet who has been sent and that it is he that you find mentioned in your scripture; and then your lives, your property, your women and children will be saved.

They said, 'We will never abandon the laws of the Torah and never change it for another.' He said, 'Then if you won't accept this suggestion

(ii) let us kill our wives and children and send men with their swords drawn to Muhammad and his companions leaving no encumbrances behind us, until God decides between us and Muhammad. If we perish, we perish, and we shall not leave children behind us to cause us anxiety. If we conquer we can acquire other wives and children.'

They said, 'Should we kill these poor creatures? What would be the good of life when they were dead?' He said, 'Then if you will not accept this suggestion

(iii) tonight is the eve of the sabbath and it may well be that Muhammad and his companions will feel secure from us then, so

come down, perhaps we can take Muhammad and his companions by surprise.'

They said: 'Are we to profane our sabbath and do on the sabbath what those before us of whom you well know did and were turned into apes?'

He answered, 'Not a single man among you from the day of your birth has ever passed a night resolved to do what he knows ought to be done.'

Then they sent to the apostle saying, 'Send us Abu Lubaba b. 'Abdu'l-Mundhir, brother of B. 'Amr b. 'Auf (for they were allies of al-Aus), that we may consult him.' [3]

So the apostle sent him to them, and when they saw him they got up to meet him. The women and children went up to him weeping in his face, and he felt sorry for them. They said, 'Oh Abu Lubaba, do you think that we should submit to Muhammad's judgement?'

He said, 'Yes,' and pointed with his hand to his throat, signifying slaughter.

Abu Lubaba said, 'My feet had not moved from the spot before I knew that I had been false to God and His apostle.' Then he left them and did not go to the apostle but bound himself to one of the pillars in the mosque saying, 'I will not leave this place until God forgives me for what I have done,' and he promised God that he would never go to B. Qurayza and would never be seen in a town in which he had betrayed God and His apostle. [4] When the apostle

heard about him, for he had been waiting for him a long time, he said, 'If he had come to me I would have asked forgiveness for him, but seeing that he behaved as he did I will not let him go from his place until God forgives him.'

Yazid b. 'Abdullah b. Qusayt told me that the forgiveness of Abu Lubaba came to the apostle at dawn while he was in the house of Umm Salama. [5] [6]. She said: 'At dawn I heard the apostle laugh and I said: 'Why did you laugh? May God make you laugh!'

He replied, 'Abu Lubaba has been forgiven.'

She said, 'Cannot I give him the good news?' and when he said that she could she went and stood at the door of her room (The prophet's house was next door to the mosque where Abu Lubaba had tied himself.) (this was before the veil had been prescribed for women) and said, 'O Abu Lubaba, rejoice, for God has forgiven you'; and men rushed out to set him free.

He said, 'No, not until the apostle frees me with his own hand.' When the apostle passed him when he was going out to morning prayer he set him free.' [7]

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৩

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৮৭-১৪৯০

[3] বিন আউফ গোত্রটি ছিল আল-আউস গোত্রের মিত্র; আর বনি কুরাইজা গোত্র ছিল আল-আউস গোত্রের মিত্র।

[4] Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ", **ইবনে হিশামের নোট** নম্বর নম্বর ৭০৭, পৃষ্ঠা ৭৬৪

'*God sent down concerning Abu Lubaba according to what Sufyan b Uyayna from Ismail b Abu Khalid from Abdullah b Abu Qatada said, "O ye who believe, do not betray God and the apostle and be false to your engagement while you know what you are doing. (8:27)"'*

[5] 'ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুসায়েত ৯০ বছর বয়সে ৭৪০ খৃষ্টাব্দে (হিজরি ১২২ সাল) মৃত্যুবরণ করেন'।

[6] 'উম্মে সালামার প্রাক্তন স্বামী আবু সালামা ওহুদ যুদ্ধে (এপ্রিল, ৬২৬ সাল) নিহত হওয়ার পর মুহাম্মদ তাকে বিবাহ করেন। মুহাম্মদের প্রত্যেক স্ত্রী তাঁর গৃহের ভিন্ন ভিন্ন কামরায় অবস্থান করতেন; তাঁর গৃহটি ছিল মসজিদ সংলগ্ন। বলা হয় যে তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে পালাক্রমে রাত্রি যাপন করতেন'।

[7] Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ", **ইবনে হিশামের নোট** নম্বর নম্বর ৭০৮, পৃষ্ঠা ৭৬৪

'He remained tied to stump for six nights. His wife used to come to him at every time of prayer and untie him for prayer. Then he would return and tie himself to the stump according to what a traditionist told me, and the verse which came down about his repentance is the word of God, "And others who confess their sins have mingled good actions with bad; it may be that God will forgive them; God is forgiving, merciful" (9:103).'"

৮৯: বনি কুরাইজা গণহত্যা– ৩: “হত্যাকাণ্ড”প্রতিরোধের প্রচেষ্টা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– তেষট্টি
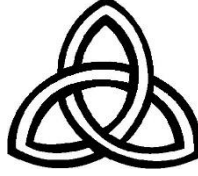
শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ বংশ-বংশানুক্রমে বসবাসরত মদিনায় তখনও অবস্থিত তৃতীয় ও শেষ সম্পদশালী ইহুদি বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সশস্ত্র অনুসারীদের দ্বারা **চারদিক থেকে অবরুদ্ধ, ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুঃসহ অবস্থায়** কী কারণে মুহাম্মদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁদের মিত্র আল আউস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বনি আমর বিন আউফ গোত্রের আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনধির-কে তাঁদের কাছে পাঠান, আবু লুবাবা তাঁদের করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁদেরকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন, কীভাবে তিনি তাঁদেরকে মুহাম্মদের অভিপ্রায় জানিয়ে দিয়েছিলেন ও তার পরেই তিনি তা **"মিথ্যা আখ্যা"** দিয়ে কীভাবে তাঁর সেই কর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে নিজেকে কষ্ট দেয়া শুরু করেছিলেন, কীভাবে তিনি সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

প্রশ্ন ছিল, "আবু লুবাবা কি সত্যিই 'নবীর অভিপ্রায়' না জেনেই বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের এমনটি জানিয়েছিলেন? নাকি বনি কুরাইজার অসহায় বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আবেগের বশে **"মুহাম্মদের প্রকৃত অভিপ্রায়"** প্রকাশ করার পর মুহাম্মদের ভয়ে তিনি ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত?"

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৮৮) পর:

'যে রাতে বনি কুরাইজা গোত্রের লোকরা আল্লাহর নবীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন, সেই রাতে থালাবা বিন সায়ায়া (Tha'laba b. Sa'ya) ও তার ভাই উসায়েদ (Usayd) বিন সায়ায়া এবং আসাদ বিন উবায়েদ (Asad b. 'Ubayd) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন; এই লোকগুলি ছিল বনি হাদল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, যার সঙ্গে বনি কুরাইজা বা বনি আল-নাদির গোত্রের সংশ্লিষ্টতা ছিল না (তাদের বংশতালিকা ছিল আরও অনেক ওপরে)।

আমর বিন সু'দা আল-কুরাজি' (Amr b. Su'da al-Qurazi) সেই রাতে বাইরে বের হয়ে আসেন ও আল্লাহর নবীর রক্ষীবাহিনীর কবলে পড়েন, তারা মুহাম্মদ বিন মাসলামার নেতৃত্বে পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন। তারা তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে।

ঘটনা হলো, আমর আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে বনি কুরাইজার লোকদের সাথে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন এই বলে, "আমি আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।"

মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাকে চিনতে পারেন ও বলেন, "হে আল্লাহ, আদর্শবান লোকের ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ (সম্মান) থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না', ও তাকে তিনি তার পথে যেতে দেন। তিনি সেই রাতে মদিনায় আল্লাহর নবীর মসজিদের দুয়ার পর্যন্ত গমন করেন; তারপর তিনি উধাও হয়ে যান। তিনি কোথায় গিয়েছেন, তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

যখন আল্লাহর নবীকে এই খবরটি জানানো হয়, তিনি বলেন, "আল্লাহ ঐ লোকটিকে তার বিশ্বস্ততার কারণে উদ্ধার করেছেন।"

কিছু লোকের অভিযোগ এই যে, যখন বনি কুরাইজার লোকেরা আল্লাহর নবীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি বনি কুরাইজার বন্দীদের সঙ্গে এক নষ্ট দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন; তারপর তার সেই পুরানো দড়ি সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়, কেউই জানে না যে, সে কোথায় গিয়েছে ও সে কারণেই আল্লাহর নবী ঐ উক্তিগুলো করেন। সত্যিই যে কী ঘটেছিল, তা আল্লাহই জানে।

সেইদিন সকালে তাঁরা যখন আল্লাহর নবীর সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, আল-আউস গোত্রের লোকেরা সেখানে **দৌড়ে হাজির হয়** (leapt up) ও বলে,
"হে আল্লাহর নবী, **তারা আমাদের মিত্র, খাযরাজদের নয়। সম্প্রতি আপনি আমাদের এই সহকর্মীর মিত্রদের সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করেছেন, তা আপনি জানেন।**"

ঘটনা হলো, আল্লাহর নবী আল-খাযরাজ গোত্রের মিত্র বনি কেইনুকা গোত্রের লোকদের ঘেরাও করেছিলেন। যখন তারা তাঁর সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, **আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল তাদের জন্য তাঁর কাছে আবেদন করেছিলেন ও তিনি তাকে তা দিয়েছিলেন।** [**পর্ব: ৫১**]।
সে কারণে যখন আল-আউস গোত্রের লোকেরা এমনটি আবেদন করে, আল্লাহর নবী বলেন, "হে আল-আউস, যদি তোমাদেরই কোনো এক লোক তাদের বিষয়ে রায় প্রদান করে, তবে কি তোমরা সন্তুষ্ট হবে?"

যখন তারা তাতে রাজি হয়, তখন তিনি বলেন যে, সাদ বিন মুয়াদ হলো সেই লোক।' [3]
(‘ ----- In the morning they submitted to the apostle's judgement and al-Aus leapt up and said, 'O Apostle, they are our allies, not allies of Khazraj, and you know how you recently treated the allies of our brethren.' Now the apostle had besieged B. Qaynuqa who were allies of al-Khazraj and when they submitted to his judgment 'Abdullah b. Ubayy b. Salul had asked him for them and he gave them to him; so when al-Aus spoke thus the apostle said: 'Will you be satisfied, O Al-Aus, if one of your own number pronounces judgement on them?' When they agreed he said that **Sa'd b. Mu'adh** was the man.’) (অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।)

>>> ওপরে বর্ণিত আদি উৎসের বর্ণনার প্রথম অংশটিতে বলা হচ্ছে যে, বনি কুরাইজা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আমর বিন সু'দা আল-কুরাজি নামের এক লোক মুহাম্মদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, যে-কারণে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁকে খুন করেননি, তিনি উধাও হয়ে গিয়েছেন; মুহাম্মদের ভাষায়, "আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেছে--।"

কিন্তু খন্দক যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, খন্দক যুদ্ধ উপাখ্যানের আদি উৎসের বর্ণনার (পর্ব: ৭৭-৮৬) কোথাও বনি কুরাইজা গোত্রের কোনো লোক মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের "কখনো কোনোরূপ" আক্রমণ বা হত্যা চেষ্টা করেছেন, কিংবা তাঁরা মিত্রবাহিনীকে কোনোরূপ সাহায্য-চেষ্টা করেছেন, কিংবা তাঁরা মিত্রবাহিনীর সাথে কোনোরূপ সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগ চেষ্টা করেছেন - এমন সুনির্দিষ্ট একটিও তথ্য বা প্রমাণ (Evidence) কোথাও নেই!
সুতরাং, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আমরা জানতে পাই যে, "বনি কুরাইজা গোত্রের ওপর চুক্তিভঙ্গ ও মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করার অজুহাত" ইসলামের হাজারও মিথ্যাচারের একটি"।
ওপরে বর্ণিত উপাখ্যানের শেষ অংশটিতে বলা হচ্ছে, বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর তাঁদের মিত্র আল-আউস গোত্রের লোকেরা দৌড়ে মুহাম্মদের কাছে এসে হাজির হন।
তারা মুহাম্মদকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, খাযরাজ গোত্রের দলপতি **আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের** আবেদন/হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে খাযরাজ গোত্রের মিত্র বনি কেইনুকা গোত্রের (ও বনি নাদির গোত্রের) লোকদের প্রতি মুহাম্মদ যেমন আচরণ করেছিলেন, তাঁদের সবাইকে হত্যা না করে প্রায় এক-বস্ত্রে বিতাড়িত করেছিলেন **(পর্ব: ৫১, ৫২ ও ৭৫); সেই একইরূপ আচরণ মুহাম্মদ যেন তাদের মিত্র বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের প্রতি করেন, বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের হত্যা না করেন!**
অর্থাৎ

"বনি কুরাইজার কাছে পাঠানো মুহাম্মদের প্রতিনিধি আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনধির যেমন নিশ্চিতরূপে জানতেন যে, মুহাম্মদের প্রকৃত অভিপ্রায় হলো "**বনি কুরাইজা গণহত্যা",** একইভাবে আদি মদিনাবাসী আল-আউস গোত্রের লোকেরা ও নিশ্চিত জানতেন যে, মুহাম্মদের প্রকৃত অভিপ্রায় হলো বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের গণহত্যা। তাই বনি কুরাইজার আত্মসমর্পণের পর, তারা উদ্বিগ্নচিত্তে দৌড়ে এসে মুহাম্মদের কাছে **"বনি কুরাইজার মানুষদের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন" করেন।**"

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মুহাম্মদ তাদের সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎক্ষণাৎই ঘোষণা দেন যে, **যদি তাদেরই কোনো লোক "রায় প্রকাশ করে", তবে তারা তাতে রাজি আছে কি না।** সেই মুহূর্তে আল-আউস গোত্রের লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই অনুমানও করতে পারেননি যে, মুহাম্মদ কার নাম ঘোষণা করতে যাচ্ছেন! ধারণা করা কঠিন নয় যে, তারা ভেবেছিলেন, যদি তাদের গোত্রের মধ্য থেকে কাউকে এই দায়িত্ব দেয়া হয় **"তবে বনি কুরাইজার লোকদের প্রাণ রক্ষা হবে।"** তারা মুহাম্মদের এই প্রস্তাবে যখন সানন্দে রাজি হন, তখন মুহাম্মদ ঘোষণা দেন, সেই ব্যক্তিটি হলো **"সাদ বিন মুয়াদ!"**

কে এই সাদ বিন মুয়াদ?

এই সেই সা'দ বিন মুয়াদ, যিনি ছিলেন মদিনার আল-আউস গোত্র প্রধান! **মুহাম্মদ নিযুক্ত এই বিচারকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল,** বনি কুরাইজার লোকদের সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল ও তাঁদের সম্পর্কে তিনি কী রূপ মনোভাব পোষণ করতেন - তা আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁদের সেই বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি:

১) মুহাম্মদের এই অনুসারী ছিলেন **অত্যন্ত হিংস্র, নৃশংস ও প্রতি-হিংসাপরায়ণ!** এই সেই সা'দ বিন মুয়াদ, বদর যুদ্ধ উপাখ্যানের বর্ণনায় আমরা জেনেছি যে এই ব্যক্তির প্রশংসায় মুহাম্মদ ঘোষণা দিয়েছিলেন:

"যদি আল্লাহর আরশ থেকে গজব অবতীর্ণ হতো তবে একমাত্র সা'দ বিন মুয়াদ ছাড়া কেহই রক্ষা পেত না, কারণ সেই শুধু বলেছিল, 'হে আল্লাহর নবী, লোকদের জীবিত ছেড়ে দেয়ার চেয়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডই আমার বেশি প্রিয়'।" (**পর্ব: ৩৬**)।

২) এই সেই সা'দ বিন মুয়াদ, যিনি ছিলেন **হঠকারী মেজাজের** লোক, খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে চুক্তি ভঙ্গের অজুহাতে যিনি বনি কুরাইজার লোকদের **গালাগালি ও অপমান করেন**! (**পর্ব: ৮০**)।

৩) এই সেই সা'দ বিন মুয়াদ, **যিনি খন্দক যুদ্ধে গুরুতর আহত হন!** তিনি আহত হন হিববান বিন কায়েস নামক এক কুরাইশের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে, বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা কোনোভাবেই তাঁর এই ঘটনার জন্য দায়ী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও, মুহাম্মদ নিযুক্ত মৃত্যুপথযাত্রী এই বিচারক, **"বনি কুরাইজার উপর তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ"** করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতে না দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করেন! (**পর্ব: ৮৩)**।

"সাদ বিন মুয়াদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বনি কুরাইজার প্রতি সা'দের প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার অভিপ্রায়ের বিষয়ে সম্যক অবহিত থাকা সত্ত্বেও আল-আউস গোত্রের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন একজন হঠকারী মেজাজের, প্রতিহিংসাপরায়ণ, তীরবিদ্ধ যুদ্ধাহত মৃত্যুপথযাত্রী "বনি কুরাইজার উপর তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে দৃঢ় সংকল্প" ব্যক্তিকে মুহাম্মদ **কী উদ্দেশ্যে** বনি কুরাইজার শাস্তিনির্ধারক রূপে নিযুক্ত করেছিলেন, তা উপলব্ধি করার জন্য কি মহাজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন আছে?"

ইসলামকে নিখুঁতভাবে জানার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো মুহাম্মদকে জানা! যে মুহাম্মদকে জানে, সে ইসলাম জানে। যে মুহাম্মদকে জানে না, সে ইসলাম জানে না!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৩

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, **১৯৮৭**, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) **১৪৯০-১৪৯২**

[3] আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল ছিলেন খাযরাজ গোত্র-প্রধান ও মদিনার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের একজন। তিনি ছিলেন মুসলমান, কিন্তু মুহাম্মদের কিছু সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কারণে তাঁকে সাধারণত: **"মুনাফিক (Hypocrite)"** নামে আখ্যায়িত করা হয়।

৯০: বনি কুরাইজা গণহত্যা–৪: রায় ঘোষণা- ‘ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ ও লুট’! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– চৌষট্টি
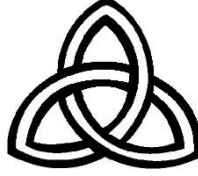
বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করার পর তাঁদের মিত্র **আল-আউস গোত্রের লোকেরা** তাঁদের প্রাণ রক্ষার প্রচেষ্টায় উৎকণ্ঠিত অবস্থায় মুহাম্মদের কাছে দৌড়ে এসে কী আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ তাদেরকে কী প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর সেই প্রস্তাবে রাজি হলে মুহাম্মদ সা'দ বিন মুয়াদ নামের তাঁর এক একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারীকে কী উদ্দেশ্যে বনি কুরাইজার বিরুদ্ধে ‘রায় প্রদানকারী’ রূপে ঘোষণা দিয়েছিলেন, মুহাম্মদের নির্বাচিত এই বিচারকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল, খন্দক যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হওয়ার পর এই বিচারক **'বনি কুরাইজার প্রতি প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার অভিপ্রায়'** কীভাবে ব্যক্ত করেছিলেন - তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1][2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৮৯) পর:

‘আল্লাহর নবী তাঁর মসজিদে [বানু] আসলামের রুফায়েদা নামের এক মহিলার তাঁবুর ভিতরে **সা'দ কে** রেখেছিলেন। মহিলাটি আহত লোকদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন ও যে সব মুসলমানের সেবা-যত্নের প্রয়োজন, তাদেরকে তিনি দেখাশুনা করতেন। খন্দক যুদ্ধে যখন সা'দ তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হন, তখন আল্লাহর নবী তাঁর লোকজনদের বলেন যে, তিনি পরে গিয়ে তার সাথে দেখা করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে যেন রুফায়েদার তাঁবুর ভিতরে রাখা হয়।

যখন আল্লাহর নবী তাকে বনি কুরাইজার ব্যাপারে বিচারকের ভূমিকায় নিযুক্ত করেন, **তার লোকেরা তার কাছে আগমন করে ও** তাকে এক খচ্চরের পিঠের উপর বসানো চামড়ার গদির উপর আরোহণ করায়, সে ছিল স্থূলকায় এক মানুষ। **তারা তাকে আল্লাহর নবীর নিকট নিয়ে আসে ও বলে, "তোমার মিত্রদের সাথে সদয় আচরণ করো,** সেই কারণেই আল্লাহর নবী তোমাকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করেছেন।"

যখন তারা তাকে জোরাজুরি করে, সে বলে, "এখন তার সময় এসেছে আল্লাহর নিমিত্তে কিছু করার, কোনো মানুষের অনুযোগে যত্নবান হওয়ার জন্য নয়।"

তার লোকদের যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক বানু আবদুল-আশহাল গোত্রের কোয়ার্টারে ফিরে আসে এবং **সা'দ সেখানে পৌঁছার আগেই** তাদের উদ্দেশে **তারা বনি কুরাইজার লোকদের নিধনের ঘোষণা দেয়, কারণ** তাকে তারা তাইই বলতে শুনেছিল।

যখন সা'দ আল্লাহর নবী ও মুসলমানদের কাছে পৌঁছে, আল্লাহর নবী তাদের নেতাকে অভিবাদন জানানোর জন্য **দাঁড়িয়ে পড়ার আদেশ দেন।**

কুরাইশ মুহাজিররা মনে করে যে, আল্লাহর নবী আনসারদের বোঝাতে চেয়েছেন, পক্ষান্তরে আনসাররা মনে করে যে, তিনি সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন, তাই তারা দাঁড়িয়ে যায় ও বলে, **"হে আবু আমর,** আল্লাহর নবী বিশ্বাস করে তোমাকে তোমার মিত্রদের ব্যাপারে নিযুক্ত করেছেন, যেন তুমি তাদের বিষয়ে রায় ঘোষণা করতে পারো।" [3]

সা'দ জবাবে বলে, "তোমরা কি আল্লাহর ওয়াস্তে অঙ্গীকারবদ্ধ যে, যে-রায় আমি ঘোষণা করবো, তা তোমরা মেনে নেবে?" তারা বলে "হ্যাঁ"।

সে আল্লাহর নবীর দিকে (তাকিয়ে) ও সম্মানহেতু তাঁর নাম উল্লেখ না করে বলে, "এটা কি তাঁর দায়িত্বে, যিনি এখানে উপস্থিত আছেন?" আল্লাহর নবী বলেন, "হ্যাঁ।"

সা'দ বলে, "তাহলে আমার রায় এই যে, 'তাদের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে হত্যা করো, তাদের সম্পত্তি বণ্টন করো ও তাদের মহিলা ও শিশু সন্তানদের বন্দী করো'।"

আলকামা বিন ওয়াককাস আল-লেইথি হইতে > আবদুল-রাহমান বিন আমর বিন সা'দ বিন মুয়াদ এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আসিম নিন উমর বিন কাতাদা আমাকে জানিয়েছেন:

আল্লাহর নবী সা'দ কে বলেন, "তুমি যে রায়টি দিয়েছো, সেটিই হলো সাত আসমানের ওপর অধিষ্ঠিত আল্লাহর রায়।"' (অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।)

>>> স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর জীবদ্দশায় (৫৭০-৬৩২ সাল) যে সব মানবতাবিরোধী নৃশংস অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তার সবচেয়ে গর্হিত, নৃশংস ও হৃদয়বিদারক ঘটনাটি হলো এই 'বনি কুরাইজা গণহত্যা।' **সে কারণেই** এই জঘন্য মানবতাবিরোধী অপরাধের বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে মুহাম্মদ অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা গত ১৪০০ বছর যাবৎ এই গণহত্যার বিষয়ে **সবচেয়ে বেশি** তথ্যবিকৃতি ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এই গণহত্যার সপক্ষে তারা সচরাচর যে-সব মিথ্যাচার ও কলা-কৌশলের আশ্রয় নেন, সেগুলো হলো:

"খন্দক যুদ্ধকালে তারা **'চুক্তি ভঙ্গ'** করে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিল!"

"বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা **'মুহাম্মদের প্রস্তাবে'** রাজি হয়েছিল!"

"তারা সা'দ বিন মুয়াদ কে **মধ্যস্থতাকারী** হিসাবে মেনে নিতে রাজি হয়েছিল!"

"সা'দের এই রায় ছিল ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ **'তৌরাত'** এর নিয়ম অনুযায়ী!"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থ ('সিরাত') ও হাদিস গ্রন্থের বনি কুরাইজা উপাখ্যানের বর্ণনায় আলোকে এই সব **'অজুহাত'** এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা যাক:

১) "খন্দক যুদ্ধকালে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিল"!

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম স্কলারদেরই বর্ণিত খন্দক যুদ্ধ উপাখ্যানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে [**পর্ব: ৭৭-৮৬**] আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, তাদের এই দাবির সপক্ষে **সুনির্দিষ্ট একটি প্রমাণও কোথাও নেই। Not a single One!**

২) "বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা 'মুহাম্মদের প্রস্তাবে' রাজি হয়েছিল!"

আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থের বনি কুরাইজা উপাখ্যানের বর্ণনায় [4] যে বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, **আত্মসমর্পণের পূর্বে** বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা **"মুহাম্মদের কাছে কোনোরূপ শর্ত আরোপ করেছিলেন" এমন আভাস কোথাও নেই।** বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের এমন ক্ষমতা ছিল না, তাঁরা ছিলেন অসহায় ও ভীত-সন্ত্রস্ত! তাঁরা মুহাম্মদের কাছে **বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ** করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শুধু তাইই নয়, **আত্মসমর্পণের পরে** বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা **"তাঁদের প্রাণভিক্ষার জন্য মুহাম্মদের কাছে কখনো কোনো আবেদন বা অনুরোধ করেছিলেন", এমন আভাসও কোথাও নেই!**

বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা নয়, আবদুল্লাহ বিন উবাই যেমন বনি-কেইনুকা ও বনি নাদির গোত্রের প্রাণভিক্ষার জন্য মুহাম্মদের কাছে আবেদন করেছিলেন, **তেমনিভাবে আল-আউস গোত্রের লোকেরা** বনি-কুরাইজা গোত্রের লোকদের প্রাণভিক্ষার জন্য মুহাম্মদের কাছে আবেদন করেছিলেন। **(পর্ব: ৮৯)**।

আল-আউস গোত্রের উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে **মুহাম্মদ আল-আউস গোত্রের লোকদেরকে** (বনি কুরাইজার লোকদের নয়) যে-প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন, তা হলো, বনি কুরাইজার বিষয়ে যদি আল-আউস গোত্রের কোনো লোক রায় প্রদান করে, তবে আল-আউস গোত্রের লোকেরা তাতে সন্তুষ্ট হবে কি না। মুহাম্মদের সেই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন আল-আউস গোত্রের লোকেরা, **বনি কুরাইজার লোকেরা নয়।** এই ঘটনার সময় বনি কুরাইজার কোনো লোক ঘটনাস্থলের আশেপাশে কোথাও ছিলেন, এমন তথ্যও কোথাও উল্লেখিত হয়নি।

৩) "তারা সা'দ বিন মুয়াদ কে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মেনে নিতে রাজি হয়েছিল!"

আল-আউস গোত্রের লোকদের নিকট প্রস্তাবিত মুহাম্মদের এই প্রস্তাবটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, **"এই প্রস্তাবে মুহাম্মদ সুনির্দিষ্ট (Specific) কোনো লোকের নাম উল্লেখ করেননি।" অর্থাৎ,** আল-আউস গোত্রের প্রতি মুহাম্মদের প্রস্তাবটি এমনটি

ছিল না যে, "যদি তোমাদের গোত্র-নেতা **'আবদুল্লাহ বিন মুয়াদ'** তোমাদের পক্ষ হতে বনি কুরাইজার বিষয়ে রায় প্রদান করে, তবে তোমরা তাতে সন্তুষ্ট হবে কি না।"

আল-আউস গোত্রের লোকেরা যখন উৎফুল্ল-চিত্তে মুহাম্মদের এই **"অনির্দিষ্ট** (non-specific/vague)" প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হন, সম্ভবত, এই আশায় যে, যদি তাদের গোত্রের মধ্য থেকে কাউকে এই দায়িত্ব দেয়া হয় "তবে বনি কুরাইজার লোকদের প্রাণ রক্ষা হবে", **তখন মুহাম্মদ 'সা'দ বিন মুয়াদের' নাম ঘোষণা করেন।** মুহাম্মদ নিশ্চিত জানতেন যে, তাঁর এই একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারী "তাঁর অভিপ্রায়ই" অনুগতভাবে পালন করবেন। **"মুহাম্মদের পলিটিক্স (চাতুরী)'** ছিল এইখানেই।

সুতরাং, আল-আউস গোত্রের লোকেরা তাদের গোত্র-নেতা 'সা'দ বিন মুয়াদের' রায় মেনে নিতে রাজি ছিলেন"- এই দাবির মধ্যে যে-সত্যতা আছে, তা হলো **"এক চতুরতার ইতিহাস।"** উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে মুহাম্মদ যে কীরূপ চতুরতার আশ্রয় অবলম্বন করতেন, এই ঘটনাটি হলো তারই এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ!

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার পর যখন মুহাম্মদ আল-আউস গোত্রের লোকদের উদ্দেশে 'সা'দ বিন মুয়াদের' নাম ঘোষণা করেন, তখন তারা উদ্বিগ্নচিত্তে **বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের বাঁচানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।**

তারা সা'দকে **বিভিন্নভাবে** এই মর্মে বারংবার অনুরোধ করতেই থাকেন যে, তিনি যেন বনি কুরাইজার লোকদের প্রতি সদয় হন। তাদের এই **পীড়াপীড়ির পরিপ্রেক্ষিতে** সা'দ ঘোষণা দেন যে, **"কোনো মানুষের অনুযোগে যত্নবান হওয়ার সময় তার নেই। এখন তার সময় এসেছে, "আল্লাহর নিমিত্তে কিছু করার"**।

অর্থাৎ মুহাম্মদের অভিপ্রায় চরিতার্থ করাকেই সা'দ বিন মুয়াদ তার একান্ত কর্তব্য বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এই বিষয়টি তীক্ষ্ণবুদ্ধির মুহাম্মদ সুনিশ্চিত জানতেন। মুহাম্মদ ও সা'দের অভিপ্রায় যে অভিন্ন, তা আল-আউস গোত্রের লোকেরা সুনিশ্চিত জানতেন। **তাই সা'দকে সদয় হওয়ার জন্য তাদের এত পীড়াপীড়ি!**

আর এর প্রমাণ হলো, মুহাম্মদের 'সা'দ বিন মুয়াদের' নাম ঘোষণার পর আল আউস গোত্রের কিছু লোক সেই স্থান পরিত্যাগ করে বানু আবদুল-আশহাল গোত্রের কোয়ার্টারে ফিরে আসে ও **"সা'দ সেখানে পৌঁছার আগেই"** তারা তাদের উদ্দেশে বনি কুরাইজার গণহত্যার ঘোষণা দেয়! মুহাম্মদের নিযুক্ত এই মধ্যস্থতাকারীর **রায় প্রদানের আগেই** তারা কীভাবে বনি কুরাইজার এই ভবিষ্যৎ পরিণতির খবর জানতে পেরেছেন, তাও এই ঘটনার বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট।

অন্যদিকে, সা'দ ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার আদেশ জারি করে মুহাম্মদ তাঁর এই যুদ্ধাহত ও মৃত্যুপথযাত্রী অনুসারীর "নবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও নবীর অভিপ্রায় পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত করেন।" ভক্তের প্রতি গুরুর এই অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন **ভক্তের গুরুভক্তির তীব্রতাকে বহু গুণে বৃদ্ধি করতে বাধ্য।** সা'দ যখন তার রায় ঘোষণা করেন, কোনোরূপ তথাকথিত ঐশী বাণীর আগমনের অপেক্ষা ও ঘটনা ছাড়াই উৎফুল্ল মুহাম্মদ "আল্লাহর নামে" সাদের এই রায়ের সাথে তাঁর একাত্মতার ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন হলো, 'সিরাতে' বনি কুরাইজার এই উপাখ্যানের প্রাণবন্ত ও বিস্তারিত (Vivid and detail) বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও **কী কারণে** ইসলাম-অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ দাবি করে আসছেন যে, **বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা** সা'দের রায় মেনে নিতে রাজি হয়েছিলেন? তাঁদের এই দাবির উৎস কী?”

তাঁদের এই দাবির উৎস হলো, **'সিরাত' রচনার একশত বছরেরও অধিক পরে** (**পর্ব: ৪৪**) ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) রচিত ছয়-সাত লাইনের এক 'হাদিস'; আর সেই হাদিসটি হলো:

সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ২৮০

‘আবু সাইদ আল-খুদরি হইতে বর্ণিত: **যখন বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা সা'দের রায় মেনে নিতে রাজি হয়,** আল্লাহর নবী সা'দকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠান, সে তখন তাঁর নিকটেই ছিল। সা'দ এক খচ্চরের পিঠে চড়ে সেখানে আসে ও যখন সে

নিকটবর্তী হয়, আল্লাহর নবী (আনসারদের) বলেন, "তোমাদের নেতার সম্মানে **উঠে দাঁড়াও।**" অতঃপর সা'দ সেখানে আসে ও আল্লাহর নবীর পাশে এসে বসে। আল্লাহর নবী তাকে বলেন, "এই লোকেরা তোমার রায় মেনে নিতে রাজি আছে।"

সা'দ বলে, "আমার রায় এই যে, তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করো ও তাদের মহিলা ও শিশুদের বন্দী করো।" তখন আল্লাহর নবীর মন্তব্য ছিল, "হে সা'দ! তোমার রায়টি হলো আল্লাহর রায় (অথবা তার অনুরূপ)।" [5]   (অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।)

কিন্তু, ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, দীর্ঘ ২৫ দিন যাবৎ চারদিক থেকে অবরুদ্ধ থাকার পর বনি কুরাইজার লোকেরা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত (**কুরান: ৩৩:২৬**) ও দুঃসহ অবস্থায় বিনা শর্তে মুহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। বনি কুরাইজার লোকেরা মুহাম্মদের কাছে **'কোনোরূপ** শর্ত আরোপ অথবা প্রাণভিক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন, এমন আভাস কোথাও নাই।

"'সিরাত' রচনার এক শতাব্দীরও অধিক পরে কোনোরূপ প্রামাণিক তথ্য ও ব্যাখ্যা (Evidence and explanation) ব্যতিরেকে এমন একটি দাবি যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বনি কুরাইজার গণহত্যার বৈধতা প্রদানের অপচেষ্টা, তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। যেখানে বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদের কাছে 'কোনোরূপ শর্ত আরোপ অথবা প্রাণভিক্ষার কোনো আবেদনই করেননি', সেখানে তারা 'সা'দের রায় মেনে নিতে রাজি হয়' এমন দাবি একেবারেই অবান্তর!"

৪) "সা'দের এই রায় ছিল ইহুদিদের পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ 'তৌরাত' এর নিয়ম অনুযায়ী!"

আদি উৎসের বর্ণনায় এই দাবির আদৌ কোনো ভিত্তি নেই, সা'দ বিন মুয়াদ একজন "তৌরাত বিশেষজ্ঞ" ছিলেন, এমন ইতিহাস আদি উৎসের কোথাও উল্লেখিত হয়নি।

সংক্ষেপে,

বনি কুরাইজার লোকেরা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুঃসহ অবস্থায় "বিনা শর্তে" মুহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। বনি কুরাইজা গোত্রের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর

থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা পর্যন্ত **"তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিণতির ব্যাপারে"** যে সকল ঘটনাপ্রবাহ সংঘটিত হয়েছিল, **তা ছিল মুহাম্মদ ও আল-আউস গোত্রের লোকদের মধ্যে।** বনি কুরাইজার কোনো লোক এ সব ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শুধুই অপেক্ষা!

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় আদি উৎসের বর্ণনার বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।]

The narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): [1] [2]

"The apostle had put Sa'd in a tent belonging to a woman of Aslam called Rufayda inside his mosque. She used to nurse the wounded and see to those Muslims who needed care. The apostle had told his people when Sa'd had been wounded by an arrow at the battle of the Trench to put him in Rufayda's tent until he could visit him later.

When the apostle appointed him umpire in the matter of B. Qurayza, his people came to him and mounted him on a donkey on which they had put a leather cushion, he being a corpulent man. As they brought him to the apostle they said, 'Deal kindly with your friends, for the apostle has made you umpire for that very purpose.' When they persisted he said, 'The time has come for Sa'd in the cause of God, not to care for any man's censure.'

Some of his people who were there went back to the quarter of B. 'Abdu'l-Ashhal and announced to them the death of B.

Qurayza before Sa'd got to them, because of what they had heard him say.
When Sa'd reached the apostle and the Muslims the apostle told them to get up to greet their leader. The muhajirs of Quraysh thought that the apostle meant the Ansar, while the latter thought that he meant everyone, so they got up and said **'O Abu' Amr**, the apostle has entrusted to you the affair of your allies that you may give judgment concerning them.' [3]
Sa'd asked, 'Do you covenant by Allah that you accept the judgement I pronounce on them?' They said yes, and he said, 'And is it incumbent on the one who is here?' (Looking) in the direction of the apostle not mentioning him out of respect, and the apostle answered yes.
Sa'd said, 'Then I give judgement that the men should be killed, the property divided, and the women and children taken as captives.'
'Asim b. 'Umar b. Qatada told me from 'Abdu'l-Rahman b. 'Amr b. Sa'd b. Mu'adh from 'Alqama b. Waqqas al-Laythi that the apostle said to Sa'd, 'You have given the judgement of Allah above the seven heavens'."

The Narratives of Imam Bukhari (810-870 AD):

'Narated By Abu Sa'id Al-Khudri: When the tribe of Bani Quraiza was ready to accept Sad's judgment, Allah's Apostle sent for Sad who was near to him. Sad came, riding a donkey and when he came near, Allah's Apostle said (to the Ansar), "Stand up for your leader." Then

Sad came and sat beside Allah's Apostle who said to him. "These people are ready to accept your judgment." Sad said, "I give the judgment that their warriors should be killed and their children and women should be taken as prisoners." The Prophet then remarked, "O Sad! You have judged amongst them with (or similar to) the judgment of the King Allah."' [5]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৬৪
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯২-১৪৯৩

[3] **"আবু আমর" হলো সা'দ বিন মুয়াদের সম্মান-সূচক নাম**, তারা তাকে এই সম্মান-সূচক নামে সম্বোধন করে। এই নামগুলোকে আরবে **'কুনাহ (Kunah/ Kunyah)'** নামে অভিহিত করা হয়। (পর্ব- ৬৫)।

[4] **'সিরাত'- আদি উৎসে বনি কুরাইজা উপাখ্যানের বর্ণনা:**

ক) Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৯

খ) Ibid "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী, পৃষ্ঠা-১৪৮৫-১৫০০

গ) "কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৪৯৬-৫৩১; ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৪৪-২৬১

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[5] **সহি বুখারী: ভলুম ৪, বই নম্বর ৫২, হাদিস নম্বর ২৮০:**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85-/3487-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-280.html
এই একই হাদিস বর্ণিত আছে: সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৪৪৭
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5608--sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-447.html

৯১: বনি কুরাইজা গণহত্যা- ৫: "দলে দলে ধরে এনে গর্ত পাশে এক এক করে জবাই!"

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পঁয়ষট্টি

বনি কুরাইজার লোকেরা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুঃসহ অবস্থায় বিনা শর্তে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে আত্মসমর্পণের পর তাঁদের মিত্র **আল-আউস গোত্রের** লোকেরা মুহাম্মদের নিকট বনি কুরাইজার লোকদের প্রাণভিক্ষার যে-আবেদন করেছিলেন, তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে মুহাম্মদ **চতুরতার আশ্রয়ে** সা"দ বিন মুয়াদ নামের তাঁরই এক একান্ত বিশ্বস্ত সহচরকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের মাধ্যমে কী কৌশলে **"তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করেছিলেন"**, তাঁর এই প্রিয় অনুসারীর অমানুষিক নৃশংস রায় ঘোষণার পর উৎফুল্ল মুহাম্মদ এই রায়ের সাথে কীভাবে **একাত্মতা ঘোষণা** করেছিলেন, মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে সংঘটিত মানব ইতিহাসের এই জঘন্য মানবতাবিরোধী অপরাধের বৈধতা প্রদানের অপচেষ্টায় মুহাম্মদ অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা সচরাচর কী ধরনের মিথ্যাচার, তথ্যবিকৃতি ও চতুরতার আশ্রয় অবলম্বন করেন, 'সিরাত' রচনার এক শতাব্দীরও অধিক পরে ইমাম বুখারী রচিত হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত **"বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা সা'দের রায় মেনে নিতে রাজি হয়েছিলেন"** দাবিটি কী কারণে মিথ্যাচার - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর তাঁদের বিরুদ্ধে রায় প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত যে সব ঘটনাপ্রবাহ সংঘটিত হয়েছিল, **তা ছিল মুহাম্মদ ও আল-আউস গোত্রের লোকদের**

মধ্যে, বনি কুরাইজার কোনো লোক এ সব ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। বনি কুরাইজা উপাখ্যানের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের বর্ণনায় **এর প্রমাণ আবারও সুস্পষ্ট।**

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৯০) পর:

'তারপর তারা আত্মসমর্পণ করে ও আল্লাহর নবী তাদেরকে মদিনার বনি আল-নাজজার গোত্রের আল-হারিথের কন্যার এলাকায় আটক করে রাখেন।

তারপর আল্লাহর নবী মদিনার বাজারটিতে গমন করেন (যেটি আজও মদিনার বাজার হিসাবেই আছে) **এবং সেখানে গর্ত খনন করেন।** অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন **এবং তাদের কল্লা কেটে ঐ গর্তগুলোর মধ্যে নিক্ষেপ করেন,** তাদেরকে দলে দলে তাঁর কাছে আনা হয়েছিল।

তাদের মধ্যে ছিল আল্লাহর শত্রু হুয়েই বিন আখতাব ও তাদের নেতা কাব বিন আসাদ। **[পর্ব: ৮০]।** তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৬০০ অথবা ৭০০জন, যদিও কিছু লোক তাদের এই সংখ্যা সর্বোচ্চ ৮০০ অথবা ৯০০ বলে ন্যস্ত করেন।

যেহেতু তাদেরকে দলে দলে আল্লাহর নবীর কাছে আনা হয়, তারা কাব-কে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে, **তাদেরকে কী করা হবে বলে তার মনে হয়।**

সে জবাবে বলে, **"তোমাদের বোধশক্তি কি কখনো হবে না? তোমরা কি দেখছো না** যে, তলবকারীরা কখনো তলব থামাচ্ছে না ও যাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারা আর ফিরে আসছে না? **আল্লাহর কসম এটি হলো মরণ!"**

আল্লাহর নবী তাদেরকে শেষ করার আগে পর্যন্ত এমনটি চলতে থাকে।

দড়ি দিয়ে দুই হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধা অবস্থায় হুয়েই-কে এক ফুল-অঙ্কিত ঢিলা পোশাক (তাবারী: 'গোলাপি রংয়ের কাপড়ের স্যুট') পরিহিত অবস্থায় ধরে আনা হয়, যে-পোশাকটির সবখানে সে আঙুলের মাথা সাইজের বহু ছিদ্র করে রেখেছিল, যাতে এটা লুটের মাল হিসেবে কেউ ব্যবহার করতে না পরে। যখন সে আল্লাহর নবীকে দেখে,

সে বলে, "ঈশ্বরের কসম, তোমার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য আমি নিজেকে দোষারোপ করি না, কিন্তু যে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে, সেইই হয় পরিত্যক্ত।"

তারপর সে লোকজনদের কাছে যায় ও বলে, "ঈশ্বরের আদেশ সত্য। একটি গ্রন্থ ও একটি ফরমান, ইসরাইলের সন্তানদের বিরুদ্ধে গণহত্যার উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে।" **অতঃপর সে বসে যায় ও তার কল্লা কেটে ফেলা হয়। --**

উরওয়া বিন আল-যুবাইয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আল-যুবায়ের [3] আমাকে জানিয়েছেন যে, **আয়েশা বলেছেন:**

'তাদের মাত্র একজন মহিলাকে খুন করা হয়। সে তখন প্রকৃতপক্ষে আমার [আয়েশার] সাথেই ছিল ও কথা বলছিল। যখন আল্লাহর নবী বাজারের মধ্যে তার লোকদের হত্যা করছিল, তখন সে সীমাতিরিক্ত হাসাহাসি করছিল। সেই মুহূর্তে হঠাৎ এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর তার নাম ধরে ডাকে।

আমি চিৎকার করে বলি, "হে আল্লাহ, ব্যাপার কী?"

সে জবাবে বলে, "আমাকে খুন করা হবে।"

আমি বলি, "কী কারণে?"

সে বলে, "আমি কিছু একটা করেছি।"

তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ও তার কল্লা কেটে ফেলা হয়।'

আয়েশা বলতেন, "তাকে যে খুন করা হবে, তা সর্বক্ষণ যাবৎ জানা সত্ত্বেও তার সেই আশ্চর্য খোশমেজাজ ও **অট্টহাসির ঘটনা আমি কখনো ভুলব না।"** [4] [5]

আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'ইবনে ইশাকের মতে বনি কুরাইজা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল জিলকদ মাসে [5] অথবা জিলহজ মাসের শুরুতে। যদিও **আল-ওয়াকিদি** [৭৪৮-৮২২ সাল] বলেছেন যে, আল্লাহর নবী তাদেরকে আক্রমণ করেছিলেন জিলকদ মাস শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে। তিনি বর্ণনা করেছেন (asserted), **আল্লাহর নবী** এই হুকুম জারি করেন যে, বনি কুরাইজার জমিতে যেন অবশ্যই খাত খনন করা হয়।

তারপর তিনি বসে পড়েন ও তাঁর উপস্থিতিতে আলী ও আল-যুবায়ের তাদের কল্লা কেটে ফেলা শুরু করেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, **ঐ দিন আল্লাহর নবী যে মহিলাটিকে হত্যা করেন, তার নাম ছিল বুনানা,** সে ছিল আল-হাকাম আল-কুরাজির স্ত্রী।

এই সেই মহিলা, যে জাঁতা নিক্ষেপ করে খাললাদ বিন সুয়ায়েদ-কে হত্যা করে। **আল্লাহর নবী** তাকে ডেকে আনার জন্য বলেন ও খাললাদ বিন সুয়ায়েদের হত্যার প্রতিশোধে **তার কল্লা কেটে ফেলেন।'** [6] [7]

সুন্নাহ আবু দাউদ, হাদিস নং ২৬৬৫

উম্মে মুমেনিন আয়েশা হইতে বর্ণিত: **'মাত্র একজন** ছাড়া বনি কুরাইজার আর কোনো মহিলাকে হত্যা করা হত্যা করা হয়নি। সে আমার সঙ্গেই ছিল, কথা বলছিল এবং পিঠ ও পেটের জোরে **হাসছিল** (অতিমাত্রায়) **যখন** আল্লাহর নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হউক) তরবারির মারফত তার লোকজনদের হত্যা করছিলেন।

হঠাৎ এক লোক মহিলাটির নাম ধরে ডাকে, "অমুক কোথায়?"

মহিলাটি বলে, "আমি।"। আমি জিজ্ঞাসা করি, "তোমার সাথে কী ব্যাপার?"

সে বলে, "আমি একটা নতুন কাজ করেছি।"

তিনি বলেন, **লোকটি তাকে ধরে নিয়ে যায় ও তার কল্লা কেটে ফেলে।**

তিনি বলেন, যদিও সে জানতো যে, তাকে হত্যা করা হবে তথাপি তার সেই অতিমাত্রায় **হাসির কথা আমি কখনোই ভুলবো না।'** [8] (অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।)

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি, আবু দাউদ (৮১৭-৮৮৯ সাল) প্রমুখ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - **"বনি কুরাইজা গণহত্যা"** দিনটিতে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মানব ইতিহাসের মানবতাবিরোধী অপরাধের সবচেয়ে জঘন্য হৃদয়বিদারক অমানুষিক ও নৃশংস ইতিহাসের **একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন!**

তাঁদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, ঐদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ৬০০-৯০০ জন বনি কুরাইজা গোত্রের লোককে, **তাঁদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পরে নিরস্ত্র ও বন্দী অবস্থায়** সদ্য খোঁড়া গর্ত পাশে দলবদ্ধভাবে ধরে নিয়ে এসে এক এক করে গলা কেটে খুন করে তাঁদের কাটা মুণ্ডু ও লাশগুলো গর্তে নিক্ষেপ করে।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসের সেই দিনটি কেমন হৃদয়বিদারক, ভয়ংকর ও বিভীষিকাময় ছিল, তা আজকের একবিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। **কারণ,** আজকের এই আধুনিক যুগের মত সেই আমলে একের অধিক লোককে নিমেষে হত্যা করার মত কোনো হাতিয়ার ছিল না। সেকালে না ছিল কোনো কামান-বন্দুক-রাইফেল বা মেশিনগান, না ছিল কোন বোমা বা রাসায়নিক অস্ত্র - যার সাহায্যে অল্প বা অধিক দূরত্বে অবস্থান করে **মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের আর্তনাদ ও ভয়ানক মরণযন্ত্রণা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করে** একই সাথে নিমেষেই বহু লোককে হত্যা করা সম্ভব ছিল। সেকালে প্রত্যেকটি মানুষকে অতি নিকট থেকে এক এক করে খুন করতে হতো। মৃত্যু পথযাত্রী সেই মানুষটির আর্তনাদ ও মরণযন্ত্রণা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করার কোনো উপায় ছিল না।

এমনই এক সময়ে, **"এক দিনে ৬০০-৯০০ জন নিরস্ত্র লোককে এক এক করে গলা কেটে খুন করার নৃশংসতার দৃশ্য কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে"** তার কিছুটা উপলব্ধি একটি সরল অংকের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি:

"ধরে নেয়া যাক, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই অমানুষিক নৃশংসতা শুরু করেছিলেন অতি প্রত্যুষের নামাজ (ফজর) শেষ করার পরে পরেই, আনুমানিক সকাল ৪টা ৩০ মিনিটে; এবং তা সমাপ্ত করেছিলেন মাগরিবের (সন্ধ্যার) নামাজের পর, আনুমানিক সন্ধ্যা ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত! **দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টার বিরতিহীন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যার অভিযান!**

৬০০ -৯০০ জন লোককে ১৬ ঘণ্টায় এক এক করে 'গলা কেটে খুন' অর্থাৎ ঘণ্টায় ৩৮-৫৬ জন লোকের শিরশ্ছেদ! অর্থাৎ, **সুদীর্ঘ ১৬ ঘণ্টা যাবত বিরতিহীন প্রতি ১-২ মিনিটে একজন লোকের 'কল্লা কেটে' তাঁর মস্তক ও লাশ গর্তে নিক্ষেপ!** যদি এই কর্মটি তাঁরা ৮ ঘণ্টায় সমাপ্ত করেন, তবে তা হবে প্রতি মিনিটে ১-২জন লোককে গলা কেটে খুন! বিরতিহীন ৮ ঘণ্টা যাবৎ।

'শুধু কি হত্যা!

আরও আছে, সদ্য খুন করা ঐ মানুষগুলোর স্ত্রী, মাতা, কন্যা, ভগ্নী ও ছোট সন্তানদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য বিলি-বণ্টনের ব্যাপার! **তার ওপর আছে** নিজ নিজ ভাগে পাওয়া বনি কুরাইজা মহিলাদের (যৌনদাসী) ধর্ষণের ব্যবস্থা! সেই দিনটি ছিল মানব ইতিহাসের এমনই এক ভয়াবহ দিন!

আদি উৎসের বনি কুরাইজা উপাখ্যানের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, যেদিন এই অমানুষিক নৃশংসতা সংঘটিত হয়েছিল, সেদিন ঘটনাস্থলে নবী পত্নী আয়েশা (৬১৩/৬১৪-৬৭৮ সাল) উপস্থিত ছিলেন ও তিনি এই ভয়াবহ নৃশংসতা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। **তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩-১৪ বছর।** ১৩-১৪ বছরের কোনো শিশুর চোখের সামনে যখন এমনই এক বিভীষিকাময় দৃশ্য সংঘটিত করা হয়, তখন সেই শিশুটির মনে এই ঘটনার বিরূপ প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে এটি আজ প্রমাণিত সত্য।

ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা যে দাবিটি সচরাচর করে থাকেন, তা হলো:

"হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজ হাতে কখনোই কাউকে যে হত্যা করেননি, শুধু তাইই নয়, তিনি কাউকে কখনো কোনো শারীরিক আঘাত পর্যন্ত করেননি। কোনো মহিলাকে হত্যা করার তো কোনো প্রশ্নই আসে না!"

কিন্তু আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় তাঁদের এই দাবির বিপরীত চিত্র বিদ্যমান। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ নিজে মদিনার বাজারে গিয়ে গর্ত খনন করেছিলেন ও এই হত্যাকাণ্ডে

সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল-ওয়াকিদির বর্ণনায় যা সুস্পষ্ট, তা হলো - 'বুনানা" নামের বনি কুরাইজার সেই মহিলাটিকে হত্যা করেছিলেন মুহাম্মদ স্বয়ং।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরে উল্লেখিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি সুস্পষ্ট, তা হলো - **যখন** বনি কুরাইজার লোকদেরকে বন্দী অবস্থায় হত্যার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের কাছে দলে দলে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, **তখনও পর্যন্ত তাঁরা জানতেন না যে, ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে কী করা হচ্ছে।** তাঁরা তাঁদের গোত্র নেতা কাব বিন আসাদকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাচ্ছেন, তাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে কী করা হবে।

প্রতি উত্তরে কাব বিন আসাদের জবাব ছিল, **"তোমরা কি দেখছো না যে, তলবকারীরা কখনো তলব থামাচ্ছে না ও যাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারা আর ফিরে আসছে না?"** অর্থাৎ তাঁদের সেই প্রশ্নের জবাব কাবেরও জানা ছিল না! তিনি তা জানতে পেরেছেন ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি পর্যালোচনার মাধ্যমে,

"এর মানে হলো মরণ!"

এই সহজ ব্যাপারটি তার লোকেরা কেন বুঝতে পারছে না, সে কারণেই তাঁর বিরক্তি, **"তোমাদের বোধশক্তি কি কখনো হবে না?"**

আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থের ('সিরাত') বনি কুরাইজার উপাখ্যানের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো – পরিবার-পরিজনসহ দুর্গ-মধ্যে মুহাম্মদ ও তাঁর অস্ত্রসজ্জিত অনুসারীদের দ্বারা দীর্ঘ ২৫ দিন যাবত চারদিক থেকে অবরুদ্ধ থাকার পর তাঁরা এতটাই অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, আত্মসমর্পণের আগে তাঁদের পরিণতির বিষয়ে তাঁরা মুহাম্মদের সাথে কোনোরূপ আপস-আলোচনা (negotiation) করবেন, **এমন ক্ষমতা তাঁদের ছিল না (কুরান: ৩৩:২৬)।**

এমনই এক অক্ষম, অসহায় ও ভীত-সন্ত্রস্ত প্রতিপক্ষের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর তাঁদের সাথে বহুগুণ শক্তিশালী বিজয়ী মুহাম্মদ (মুহাম্মদের সশস্ত্র সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার, আর বনি-কুরাইজার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সংখ্যা ৬০০-৯০০জন) আলাপ-আলোচনা

করে "বনি-কুরাইজার অনুরোধে এক মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছিলেন", এমন উদ্ভট দাবি **আরব্য উপন্যাসের কল্পকাহিনীকেও হার মানায়!**

"ভুললে চলবে না, তাঁরা ছিলেন নির্দোষ!"

বনি কুরাইজার বিরুদ্ধে মুহাম্মদের এই আক্রমণটি ছিল **"জিবরাইলের অজুহাতে"** [**পর্ব-৮৭**] এবং যে-অজুহাতে মুহাম্মদ তাঁদেরকে অভিযুক্ত করেছিলেন তার সপক্ষে সুনির্দিষ্ট একটি প্রমাণও কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি! [**পর্ব: ৭৭-৮৬**]! ধারণা করা কঠিন নয় যে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মুহাম্মদ **নিজেও তা জানতেন।** আর সেই কারণেই তিনি তাঁর আক্রমণের অজুহাত জিবরাইল-এর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের যদি সুনির্দিষ্ট একটি প্রমাণও মুহাম্মদের গোচরে থাকতো, তবে তাঁকে আর অশরীরী **জিবরাইলের অজুহাতের আশ্রয় নিতে হতো না।**

এই একই দৃশ্য আমরা অবলোকন করেছি বনি নাদির গোত্রের বিতাড়িত করার উপাখ্যানের বর্ণনায় (**পর্ব: ৫২ ও ৭৫**); তাঁদের বিরুদ্ধে আরোপিত অজুহাতেরও **"সুনির্দিষ্ট একটি প্রমাণও মুহাম্মদের গোচরে ছিল না।"** সে কারণেই সেখানেও মুহাম্মদকে চতুরতার মাধ্যমে জিবরাইলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

অপরপক্ষে, বনি কেইনুকা গোত্রকে উচ্ছেদের ঘটনায় মুহাম্মদ কোনো জিবরাইলের অজুহাতের আশ্রয় নেননি (**পর্ব: ৫১**); কারণ সেই ঘটনায় **একটি সুনির্দিষ্ট অজুহাত মুহাম্মদের গোচরে ছিল,** যাকে ইস্যু করে মুহাম্মদ তাঁদেরকে বিতাড়িত করেছিলেন। জিবরাইলের আশ্রয়ের তখন তাঁর কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

পাঠক, কল্পনা করুন!

"একজন স্বঘোষিত নবী বাজারের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্ত পাশে বসে আছেন। তাঁর হুকুমে তাঁর অনুসারীরা একটি গোত্রের ৬০০- ৯০০ জন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সদস্যদের বন্দী অবস্থায় দলে দলে গর্তের পাশে ধরে নিয়ে আসছে। তারপর এক এক করে তাঁদের "কল্লা কেটে" ফেলা হচ্ছে ও তাঁদের সেই বিচ্ছিন্ন মস্তক ও মৃতদেহ সেই গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হচ্ছে! তিনি সারাদিন ধরে সেই দৃশ্য অবলোকন করছেন!

একই সাথে নিহতের পরিবারের সমস্ত মহিলাকে **"যৌনদাসী"** হিসাবে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে তিনি ও তাঁর অনুসারীরা করছেন ধর্ষণ, তাঁদের সন্তানদের **"দাস হিসাবে"** নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন, তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি করছেন লুট ও ভাগাভাগি। আর এই কর্মের ন্যায্যতার সপক্ষে **"নবী"** তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করছেন,

'এটিই ছিল তাঁর আল্লাহর রায়!'"

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় আদি উৎসের বর্ণনার বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।]

The resumption of the narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD):

Then they surrendered, and the apostle confined them in Medina in the quarter of d. al-Harith, a woman of B. al-Najjar.

Then the apostle went out to the market of Medina (which is still its market today) and dug trenches in it. Then he sent for them and struck off their heads in those trenches as they were brought out to him in batches.

Among them was the enemy of Allah Huyayy b. Akhtab and Ka'b b. Asad their chief. There were 600 or 700 in all, though some put the figure as high as 800 or 900. As they were being taken out in batches to the apostle they asked Ka'b what he thought would be done with them. He replied, 'Will you never understand? Don't you see that the summoner never stops and those who are taken away do not

return? By Allah it is death!' **This went on until the apostle made an end of them.**

Huyayy was brought out wearing a flowered robe (Tabari: ‘rose colored suit of cloths’) in which he had made holes about the size of the finger-tips in every part so that it should not be taken from him as spoil, (A variant 'so that none should wear it after him' is worth mention.) with his hands bound to his neck by a rope.

When he saw the apostle he said, 'By God, I do not blame myself for opposing you, but he who forsakes God will be forsaken.' Then he went to the men and said, 'God's command is right. A book and a decree, and massacre have been written against the Sons of Israel.' **Then he sat down and his head was struck off. ----**

Muhammad b. Ja'far b. al-Zubayr [3] told me from 'Urwa b. al-Zubayr that 'A'isha said: 'Only one of their women was killed. She was actually with me and was talking with me and laughing immoderately as the apostle was killing her men in the market when suddenly an unseen voice called her name. 'Good heavens,' I cried, 'what is the matter?'

'I am to be killed,' she replied. 'What for?' I asked. 'Because of something I did,' she answered. **She was taken away and beheaded.**'

A'isha used to say, 'I shall never forget my wonder at her good spirits and her loud laughter when all the time she knew that she would be killed' [4]

Al-Tabari (839-923 AD) added:

‘According to Ibn Ishaq, the conquest of the Banu Qurayzah took place in the month of Dhu al-Qadah [5] or in the beginning of Dhu al-Hijjah. Al-Waqidi, however, has said that the Messenger of God attacked them a few days before the end of Dhu Al-Qadah. He asserted that the Messenger of God commanded that the furrows should be dug in the ground of the Banu Qrayza. **Then he sat down, and Ali and al-Zubayr began cutting off their heads in his presence. He asserts that the woman whom the prophet killed that day was named Bunanah,** the wife of al-Hakam al-Qurazi - it was she who had killed Khallad b Suwayd by throwing a mill-stone on him.

The messenger of God called for her and beheaded her in retaliation for Khallad b Suwad.’ [6] [7]

Sunnah Abu Dawud: Hadith Number 2665

Narated By 'Aisha, Ummul Mu'minin: No woman of Banu Qurayzah was killed except one. She was with me, talking and laughing on her back and belly (extremely), **while the Apostle of Allah (pbuh) was killing her people with the swords**. Suddenly a man called her name: Where is so-and-so? She said: I. I asked: What is the matter with you? She said: I did a new act. **She said: The man took her and beheaded her.** She said: I will not forget that she was laughing extremely although she knew that she would be killed. [8]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৪-৪৬৫

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯৩-১৪৯৫

[3] মুহাম্মদ বিন জাফর আল-যুবায়ের ৭২৮-৭২৯ (হিজরি ১১০ সাল) সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[4] Ibid “সিরাত রসুল আল্লাহ, **ইবনে হিশামের নোট-** নম্বর ৭১১, পৃষ্ঠা ৭৬৫

"এই সেই মহিলা যে জাঁতা নিক্ষেপ করে খাললাদ বিন সুয়ায়েদ (Khallad b Suwayd) কে হত্যা করেছিল।"

[5] হিজরি ৫ সালের জিলকদ মাস শুরু হয়েছিল ২৪ শে মার্চ, ৬২৭ সাল।

[6] Ibid, **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী,** পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯৯-১৫০০

[7] **আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ সাল)**

‘তিনি ছিলেন প্রথম দিকের এক মুসলিম ঐতিহাসিক ও হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জীবনী লেখক। তিনি খলিফা হারুন আল-রসিদ ও আল-মামুন এর শাসন আমলে তাঁদের দরবারের বিচারক (কাজী) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর লিখিত ইতিহাস বইগুলো হলো সবচেয়ে প্রথম দিকের (earliest) ও সবচেয়ে বিস্তারিত (detail) ইসলামের ইতিহাস, যা মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের **“সিরাত রসুল আল্লাহ”-** এর গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত সংযোজন। তিনি ছিলেন মুহাম্মদের সামরিক অভিযান (Military campaigns) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। বলা হয়, তিনি মোট ২১ টি বই লিখেছিলেন, যার মধ্যে একমাত্র "কিতাব আল-মাগাজি (Kitab al-Maghazi)” বইটিই টিকে আছে।’ তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের আর এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও "কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির" বইয়ের লেখক মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) এর শিক্ষক।

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi

[8] সুন্নাহ আবু দাউদ, হাদিস নং ২৬৬৫

http://www.hadithcollection.com/abudawud/240-Abu%20Dawud%20Book%2008.%20Jihad/16908-abu-dawud-book-008-hadith-number-2665.html

৯২: বনি কুরাইজা গণহত্যা–৬: "যৌনাঙ্গের লোম গজানো সকল পুরুষকে খুন!"

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– ছেষট্টি

বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা কীভাবে মদিনার বাজারে গিয়ে **গর্ত খুঁড়ে** সেই গর্ত-পাশে তাঁদের ৬০০-৯০০ জন নিরস্ত্র মানুষকে দলে দলে ধরে এনে এক এক করে **জবাই করে** তাঁদের কাটা মুণ্ডু ও লাশ সেই গর্তে নিক্ষেপ করেছিলেন, তাঁদেরকে দলবদ্ধভাবে ধরে আনার প্রাক্কালে বনি কুরাইজার লোকেরা তাঁদের নেতা কাব বিন আসাদের কাছে **কী জানতে চেয়েছিলেন**, তাঁদের সেই প্রশ্নের জবাবে কাব তাঁদেরকে কী জবাব দিয়েছিলেন, সেই জবাবটি কাব ঘটনাস্থলের **কোন আলামত** পর্যালোচনার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের বর্ণনায় যে-বিষয়টি সুস্পষ্ট, তা হলো, বনি কুরাইজার লোকদেরকে যখন বন্দী অবস্থায় হত্যার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের কাছে দলে দলে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল **তখনও পর্যন্ত** তাঁরা জানতেন না, ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে কী করা হবে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৯১) পর:

'ইবনে শিহাব আল-যুহরী আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছেন যে, থাবিত বিন কায়েস বিন আল-শামমাস, আল-যাবির বিন বাটা আল-কুরাজির কাছে গমন করে - যার আরেক নাম আবু আবদুল রাহমান। [3]

আল-যাবির পৌত্তলিক যুগে থাবিতকে প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন। আল-যাবিরের এক পুত্র আমাকে অবহিত করেছেন যে, **বুয়াথ যুদ্ধের দিন** তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বন্দী করেছিলেন ও তারপর তার কপালের ওপরের কেশগুচ্ছ কেটে ছেড়ে দিয়েছিলেন। [4]

থাবিত তার (তখন তিনি ছিলেন এক বয়োবৃদ্ধ মানুষ) কাছে যায় ও তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়, তিনি তাকে চিনতে পেরেছেন কি না। জবাবে তিনি বলেন, 'আমার মত একজন মানুষ তোমার মত একজন মানুষকে কেন চিনতে পারবে না?'

সে বলে, **"তুমি আমার যে উপকার করেছিলে তার ঋণ আমি পরিশোধ করতে চাই।"**

তিনি বলেন, "মহৎ লোকেরাই মহৎ লোকের ঋণ পরিশোধ করে।"

থাবিত আল্লাহর নবীর কাছে যায় ও তাঁকে বলে, **আল-যাবির তার প্রাণভিক্ষা দিয়েছিল**, সে কারণে তার সেই ঋণ তাকে সে পরিশোধ করতে চায়। আল্লাহর নবী বলেন যে, সে তার প্রাণভিক্ষা পেতে পারে। সে ফিরে এসে যখন তাকে বলে, আল্লাহর নবী তার প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন, তিনি বলেন, "এক বয়োবৃদ্ধ মানুষ তার **পরিবার ও সন্তানদের** ব্যতিরেকে কেন বাঁচতে চাইবে?"

থাবিত পুনরায় আল্লাহর নবীর কাছে যায়, তিনি তাকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের প্রাণভিক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। যখন সে তাকে তা বলে, তিনি বলেন, **"সম্পত্তি** ব্যতিরেকে হিজাজের এক পরিবার কীভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে?" থাবিত আল্লাহর নবীর কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে ও ফিরে এসে সে তাকে তা বলে।

তিনি বলেন, **"হে থাবিত, কী পরিণতি হয়েছে কাব বিন আসাদ নামের ঐ লোকটির** যার মুখমণ্ডলটি ছিল চীনা দর্পণের মত যার মাঝে তার গোত্রের কুমারী মেয়েরা নিজেদের দেখতে পেতো?"

সে বলে, "তাকে হত্যা করা হয়েছে।"

"এবং হুয়েই বিন আখতাব নামের মরুভূমির সর্দারের?"

"তাকে হত্যা করা হয়েছে।"

"এবং আমাদের অগ্রগামী দলের যখন আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম ও আযযাল বিন সামাওয়াল নামের পিছনের পাহারাদারটির যখন আমরা পলায়ন করছিলাম?"

"হত্যা করা হয়েছে।"

"এবং দুই গোষ্ঠীর?" যার মানে হলো বানু কাব বিন কুরাইজা ও বানু আমর বিন কুরাইজা।

"হত্যা করা হয়েছে।"

তিনি বলেন, "**তাহলে** আমি তোমাকে বলি কী, থাবিত, তোমার ওপর আমার দাবি এই যে, **তুমি আমার সঙ্গে আমার লোকদের দলে যোগ দাও। কারণ তাদের সবার খুন হওয়ার পর বেঁচে থাকায় কোনো আনন্দ নেই;** আমি আমার ভালবাসার মানুষগুলোর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য **এক মুহূর্ত**ও অপেক্ষা সহ্য করতে পারছি না।" [5]

অতঃপর থাবিত তার কাছে যায় ও তার কল্লা কেটে ফেলে।

যখন **আবু বকর** তার এ কথা, "আমার ভালবাসার মানুষগুলোর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য" শুনতে পান, তিনি বলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, সে তাদের সাথে **জাহান্নামে** মিলিত হবে অনন্ত কাল অবধি।"

আল্লাহর নবী এই হুকুম জারি করেন যে, তাদের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে যেন হত্যা করা হয়। (আল-তাবারী: 'তাদের যৌবনারম্ভ (puberty) হয়েছে এমন সবাইকেই যেন হত্যা করা হয়'।)।

আতিয়া আল-কুরাজি হইতে বর্ণিত > আবদুল মালিক বিন উমায়ের এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শু'বা বিন আল-হাজজাজ আমাকে বলেছেন:

আল্লাহর নবী এই হুকুম জারি করেন যে, বনি কুরাইজার সকল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে যেন হত্যা করা হয়। তখন আমি বালক ছিলাম ও **তারা দেখতে পায়, আমি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলাম না, তাই তারা আমাকে ছেড়ে দেয়।**

বানু আদি বিন আল-নাজজার গোত্রের আইয়ুব বিন আবদুল-রাহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবু সা'সা নামের এক ভাই আমাকে জানিয়েছেন যে, আল-মুনধিরের মা ও সালিত বিন কায়েসের ভগ্নি **সালমা বিনতে কায়েস** - তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর খালাদের একজন, যিনি তার সাথে জেরুজালেম ও মক্কা উভয় দিকেই মুখ করে নামাজ আদায় করেছেন ও তিনি ছিলেন মহিলাদের একজন যারা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেছেন - **রিফাব বিন সামাওয়াল আল-কুরাজির** ব্যাপারে তাঁর [আল্লাহর নবীর] কাছে সুপারিশ করে। সে [রিফাব] তাদের চিনতো ও তার শরণাপন্ন হয়েছিল। সে তাঁকে বলে যে, সে [রিফাব] তাকে কথা দিয়েছে, সে নামাজ আদায় করবে ও **উটের মাংস ভক্ষণ করবে**। তাই, তিনি তার সুপারিশ মঞ্জুর করেন। **তার [সালমা] কল্যাণে সে প্রাণভিক্ষা পায়**। [6] [7]।

সুন্নাহ আবু দাউদ, হাদিস নম্বর ৪৩৯০

'আতিয়া আল-কুরাজি হইতে বর্ণিত:

"আমি ছিলাম বনি কুরাইজার বন্দীদের একজন। তারা (সাহাবীরা) আমাদেরকে পরীক্ষা করে। যাদের লোম গজানো (তলপেটের নীচে) শুরু হয়েছিল তাদেরকেই হত্যা করা হয়েছিল, যাদের তা হয়নি, তাদেরকে হত্যা করা হয়নি। আমি ছিলাম তাদের একজন যাদের চুল গজায়নি।' [8] (অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।)

>>> আদি উৎসের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, **বনি কুরাইজার লোকেরা** মুহাম্মদের কাছে কোনো প্রাণভিক্ষার আবেদন করেননি। এমনকি, আল-যাবির বিন বাটা আল-কুরাজি নামের এক বয়োবৃদ্ধ লোককে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের প্রাণভিক্ষা ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলেন।

একইভাবে বনি নাদির গোত্র নেতা **হুয়েই বিন আখতাব** ইচ্ছে করলেই তাঁর জীবন বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে খন্দক যুদ্ধ শেষে তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে না গিয়ে মৃত্যু অবধারিত জেনেও, বনি কুরাইজার গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদ

ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে **কোনোরূপ সাহায্য না করা সত্ত্বেও**, কাব বিন আসাদকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে তিনি বনি কুরাইজার লোকদের সাথে অবস্থান করেছিলেন। (**পর্ব: ৮০ ও ৭৭**)।

এই একই রূপ দৃশ্য আমরা দেখতে পেয়েছি **বদর যুদ্ধ** উপাখ্যানের বর্ণনায়। **আবু আল বাখতারি বিন হিশাম** ইচ্ছে করলেই তাঁর প্রাণ বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলেন (**পর্ব-৩২**)।

কোনো কাপুরুষ ও প্রতারক কি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন সৎ সাহস দেখাতে পারে?

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় আদি উৎসের বর্ণনার বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।]

The resumption of narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): [1] [2]

‘Ibn Shihab al-Zuhri told me that **Thabit b. Qays** b. al-Shammas had gone to **al-Zabir b. Bata al-Qurazi** who was Abu 'Abdu'l-Rahman. [3] Al-Zabir had spared Thabit during the pagan era. One of al-Zabir's sons told me that he had spared him on the day of Bu'ath, having captured him and cut off his forelock and then let him go. [4] Thabit came to him (he was then an old man) and asked him if he knew him, to which he answered, 'Would a man like me not recognize a man like you?' He said, **'I want to repay you for your service to me.'** He said, 'The noble repays the noble.' Thabit went to the apostle and told him that al-Zabir had spared his life and he wanted to repay him for it, and the apostle said that his life would

be spared. When he returned and told him that the apostle had spared his life he said, 'What does an old man without family and without children want with life?' Thabit went again to the apostle, who promised to give him his wife and children. When he told him he said, 'How can a household in the Hijaz live without property?'
Thabit secured the apostle's promise that his property would be restored and came and told him so, and he said, 'O Thabit, what was become of him whose face was like a Chinese mirror in which the virgins of the tribe could see themselves, Ka'b b. Asad?' 'Killed,' he said. 'And what of the prince of the Desert and the Sown, Huyayy b. Akhtab?' 'Killed.' 'And what of our vanguard when we attacked and our rear guard when we fled (T. returned to the charge), 'Azzal b. Samaw'al?' 'Killed.' 'And what of the two assemblies?' meaning B. Ka'b b. Qurayza and B. 'Amr b. Qurayza. 'Killed.'
He said, 'Then I ask of you, Thabit, by my claim on you that you join me with my people, for life holds no joy now that they are dead, and I cannot bear to wait another **moment** to meet my loved one.' [5]. So Thabit went up to him and struck off his head. When **Abu Bakr** heard of his words 'until I meet my loved ones' he said, 'Yes, by Allah he will meet them in hell for ever and ever'.
The apostle had ordered that every adult of theirs shoud be killed. (Al-Tabari: 'all of them who had reached puberty should be killed).
Shu'ba b. al-Hajjaj told me from 'Abdu'l-Malik b. 'Umayr from **'Atiya al-Qurazi:** The apostle had ordered that every adult of B. Qurayza

should be killed. I was a lad and they found that I was not an adult and so they let me go.

Ayyub b. 'Abduu'l-Rahman b. 'Abdullah b. Abu Sa'sa'a brother of B. 'Adiy b. al-Najjar told me that **Salma d. Qays,** mother of al-Mundhir sister of Salit b. Qays - she was one of the maternal aunts of the apostle who had prayed with him both towards Jerusalem and towards Mecca and had sworn the allegiance of women to him - asked him for **Rifa'a b. Samaw'al al-Qurazi** who was a grown man who had sought refuge with her, and who used to know them. She said that he had alleged that he would pray and eat camel's flesh. So he gave him to her and she saved his life.' [6] [7]

Sunnah Abu Dawud: Hadith Number 4390

Narated by Atiyyah al-Qurazi: **I was among the captives of Banu Qurayzah. They (the Companions) examined us, and those who had begun to grow hair (pubes) were killed, and those who had not were not killed. I was among those who had not grown hair.** [8]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৫-৪৬৬

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles,

নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯৫-১৪৯৭

[3] **ইবনে শিহাব আল-যুহরী (৬৭১-৭৪১/৭৪২ সাল)**- 'তিনি ছিলেন ইসলামের গোড়ার দিকের 'সিরাত' সংগ্রাহকদের এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব'।

[4] **'বুয়াথ যুদ্ধটি** সংঘটিত হয়েছিল ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে মদিনার আল-আউস ও আল-খাযরায গোত্রের মধ্যে, মুহাম্মদের মদিনা হিজরতের (৬২২ সাল) আগে। এটি সংঘটিত হয়েছিল বানু কুরাইজা ইহুদি সীমানার মধ্যে। '

[5] **এক মুহূর্ত** - 'এক বালতি পানি নালাতে দিয়ে সেই বালতি আবার ফিরিয়ে আনতে একজন মানুষের যে সময় লাগে ।'

[6] **"কেবলা"** –'মুসলমানরা যে দিকটি কে সম্মুখে রেখে নামাজে আদায় করেন। গোড়ার দিকে মুহাম্মদ ইহুদিদের অনুকরণে জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতেন। কিন্তু হিজরি দুই সালে মুহাম্মদ তা পরিবর্তন করে কাবার দিকে করেন। মুহাম্মদ কুরানে তা উল্লেখ করেছেন এইভাবে: **২:১৪২- "এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুনঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।"'** অন্য কথায়, সালমার ইসলাম গ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল কিবলা পরিবর্তনের আগে।'

[7] ইসলাম ধর্ম অনুশাসনের খাদ্যতালিকায় **উটের মাংস ভক্ষণ** অনুমোদিত (হালাল), কিন্তু ইহুদি ধর্ম অনুশাসনে তা নিষিদ্ধ।

[8] **সুন্নাহ আবু দাউদ, হাদিস নম্বর ৪৩৯০**

http://www.hadithcollection.com/abudawud/265-Abu%20Dawud%20Book%2033.%20Prescribed%20Punishments/18255-abu-dawud-book-033-hadith-number-4390.html

৯৩: বানু কুরাইজার গণহত্যা-৭: "তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের ভাগাভাগি ও বিক্রি!"

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– সাতষট্টি
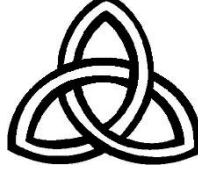
থাবিত বিন কায়েস বিন আল-শামমাস নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী কী কারণে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে বনি কুরাইজা গোত্রের আল-যাবির বিন বাটা আল-কুরাজি নামের এক বয়োবৃদ্ধ লোকের **প্রাণভিক্ষার সুপারিশ** করেছিলেন, মুহাম্মদ সেই সুপারিশে রাজি হওয়ার পর যখন থাবিত সেই লোকটিকে ঐ সুসংবাদটি জানান, তখন সেই বয়োবৃদ্ধ লোকটি থাবিত কে কী জবাব দিয়েছিলেন, থাবিতের সুপারিশে মুহাম্মদ সেই লোকটি ও তাঁর সমস্ত পরিবারের প্রাণভিক্ষা ও তাঁর সমস্ত সম্পদ তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আল-যাবির বিন বাটা আল-কুরাজি **কী কারণে তা প্রত্যাখ্যান করে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিলেন** ও তাঁর সেই সিদ্ধান্তের পর থাবিত নিজেই তার কল্লা কেটে ফেটেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৯২) পর:

‘অতঃপর আল্লাহর নবী বনি কুরাইজা গোত্রের **সম্পদ, মহিলা ও শিশুদের** মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেন, ঘোড়া ও মানুষের শেয়ারের পরিমাণ জানিয়ে দেন,

ও তার এক-পঞ্চমাংশ তিনি নিজে গ্রহণ করেন (খুমুস)।

[আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে মুহাম্মদ তাঁর এই হিস্যা **৮:৪১** (কুরান) ঘোষণার মাধ্যমে নিশ্চিত করেন। বলা হয়, মুহাম্মদের এই ঘোষণা ছিল বদর যুদ্ধের পর। (**পর্ব: ২৮**)।]

একজন অশ্বারোহীর জন্য তিন ভাগ - দু'টি তার ঘোড়ার জন্য ও একটি অশ্বচালকের জন্য। যে-ব্যক্তির ঘোড়া ছিল না, তার জন্য এক ভাগ। বনি কুরাইজার ঐ দিনটিতে ঘোড়ার সংখ্যা ছিল ছত্রিশ। এটিই ছিল লুটের মালের (গণিমত) প্রথম যা **লটারির মাধ্যমে ভাগাভাগি** করে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা হয়েছিল। অতীতের উদাহরণ ও আল্লাহর নবী যা করেছিলেন, তার ভিত্তিতে ভাগাভাগি সম্পন্ন হয় এবং এটিই অতর্কিত **হামলার (raid) রীতি** হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। [3]

অতঃপর আল্লাহর নবী সা'দ বিন যায়েদ আল-আনসারি নামের বনি আবদুল আশাল গোত্রের এক ভাইকে, বনি কুরাইজার কিছু বন্দী নারীকে সঙ্গে দিয়ে নাজাদ অঞ্চলে প্রেরণ করেন **ও তাদেরকে তিনি ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্রের বিনিময়ে বিক্রি করেন।** আল্লাহর নবী তাদের মহিলাদের একজনকে নিজের জন্য বাছাই করেন, যার নাম ছিল রায়হানা বিনতে আমর বিন খুনাফা ও যিনি ছিলেন বানু আমর বিন কুরাইজা গোত্রের এক মহিলা।

তার [রায়হানা] মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর অধিকারে ছিলেন। আল্লাহর নবী তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ও তার ওপর পর্দা (veil) আরোপ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেন, "না, আমাকে **(দাসী হিসাবে)** আপনার অধিকারে রাখেন; কারণ সেটাই আমার জন্য ও আপনার জন্য সহজ হবে।" সুতরাং তিনি তাই করেন। **তাঁকে যখন বন্দী করা হয়, তখন তিনি ইসলামের প্রতি তার ঘৃণা প্রদর্শন করেন** ও ইহুদি ধর্মেই অনুরক্ত থাকেন। তাই আল্লাহর নবী তাঁকে সেভাবেই রাখেন ও তার প্রতি কিছুটা বিরক্তি অনুভব করেন। তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে অবস্থানরত অবস্থায় যখন তিনি তাঁর পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পান, তখন তিনি বলেন, "এটি হলো থালাবা বিন সা'য়া যে আমাকে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দেয়ার জন্য আসছে, সে সেখানে আসে ও ঘটনাটি ঘোষণা করে। এই সংবাদটি তাঁকে আনন্দিত করে।' [4]

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত:

বনি নাদির ও বনি কুরাইজা গোত্র কে পরাভূত করার পূর্ব পর্যন্ত কিছু লোক আল্লাহর নবীকে কিছু খেজুর ও পাম (তাল জাতীয়) গাছ ইজারা স্বরূপ উপহার দিয়েছিল, **তারপর** তিনি তাদের সেই খেজুর ও পাম গাছগুলো ফেরত দেয়া শুরু করেন। [5] (অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।)

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, আল-ওয়াকিদি প্রমুখ ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদের আদেশে বনি কুরাইজা গোত্রের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে (যৌনাঙ্গের লোম গজানো শুরু হয়েছে, এমন কাউকেই রেহায় দেয়া হয় নাই) দলে দলে গর্ত পাশে ধরে এনে অমানুষিক নৃশংসতায় এক এক করে গলা কেটে খুন করার পর মুহাম্মদ তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি **ও তাঁদের স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগ্নি ও শিশুদের নিজেদের মধ্যে এক বিশেষ নিয়মে ভাগাভাগি করে নেন।**

সেই বিশেষ নিয়মটি হলো, দলপতির অধিকার বলে মুহাম্মদ এই লুটের মালের এক-পঞ্চমাংশ হিস্যা একাই গ্রহণ করেন। তারপর অবশিষ্ট বাকি চার-পঞ্চমাংশ সম্পদ ও তাঁদের মহিলা ও শিশুদের এই হামলায় অংশগ্রহণকারী সকল অনুসারীর মধ্যে ভাগ করে দেন। তাঁর যে-অনুসারীরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এই হামলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের হিস্যা ছিল ঘোড়াবিহীন অবস্থায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের হিস্যার তুলনায় তিন গুন বেশী।

যে হতভাগ্য মহিলাদের একান্ত পরিজনদের অল্প কিছুক্ষণ আগে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা খুন করেছেন, সেই মহিলাদেরকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে যৌনদাসী রূপে ব্যবহার ও ধর্ষণ করেন। এই মহিলাদের মধ্য থেকে **রায়হানা** নামের এক সুন্দরী রমণীকে মুহাম্মদ নিজের জন্য মনোনীত করেন। পরবর্তীতে এই মহিলাদের অনেককে নাজাত অঞ্চলে (মধ্য সৌদি আরব) ধরে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করেন। তারপর এই বিক্রয়লব্ধ অর্থে মুহাম্মদ যুদ্ধের জন্য ঘোড়া ও অস্ত্রসস্ত্র ক্রয় করেন।

ইমাম বুখারীর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদ এই বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের গণহত্যা ও তাঁদের সম্পদ লুট এবং বনি নাদির গোত্রের সমস্ত মানুষকে তাঁদের শত শত বছরের আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদ ও তাঁদের সম্পদ লুটের মাধ্যমে **এত বিশাল গনিমতের অধিকারী হয়েছিলেন যে**, তিনি এই লুটের মালের সাহায্যে তাঁর প্রতি আনসারদের পূর্ব-অনুগ্রহ পরিশোধ করা শুরু করেন। [**পর্ব: ৫২**]।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় আদি উৎসের বর্ণনার বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি।]

The resumption of narratives of Muhammad Ibne Ishaq (704-768 AD): [1] [2]

‘Then the apostle divided the property, wives, and children of B. Qurayza among the Muslims, and he made known on that day the shares of horse and men, **and took out the fifth [Khums].** A horseman got three shares, two for the horse and one for his rider. A man without a horse got one share. On the day of B. Qurayza there were thirty-six horses. It was the first booty on which lots were cast and the fifth was taken. According to its precedent and what the apostle did the divisions were made, and it remained the custom for raids. [3].

Then the apostle sent Sa'd b. Zayd al-Ansari brother of b. 'Abdu'l Ashhal with some of the captive women of B. Qurayza to Najd **and he sold them for horses and weapons.** The apostle had chosen one of their women for himself, Rayhana d. 'Amr b. Khunafa, one of the

women of B. 'Amr b. Qurayza, and she remained with him until she died, in his power.

The apostle had proposed to marry her and put the veil on her, but she said: 'Nay, leave me in your power **(as a concubine)**, for that will be easier for me and for you.' So he left her. She had shown repugnance towards Islam when she was captured and clung to Judaism. So the apostle put her aside and felt some displeasure. While he was with his companions he heard the sound of sandals behind him and said, 'This is Thal'laba b. Sa'ya coming to give me the good news of Rayhana's acceptance of Islam' and he came up to announce the fact. This gave him pleasure.' [4]

Sahih Bukhari Volume 005, Book 059, Hadith Number 364.

Narrated By Anas bin Malik: Some people used to allot some date palm trees to the Prophet as gift till he conquered Banu Quraiza and Bani An-Nadir, where upon he started returning their date palms to them. [5]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৬ http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of

California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯৭-১৪৯৮

[3] **খুমুস (Khums)** - লুটের মালের এক পঞ্চমাংশ মুহাম্মদের জন্য সংরক্ষিত থাকতো।

[4] তিনি কখনোই তাঁর স্ত্রী হতে সম্মত হন নাই।

[5] **সহি বুখারী: ভলুম ৫, বই নম্বর ৫৯, হাদিস নম্বর ৩৬৪**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5691-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-364.html

৯৪: বনি কুরাইজা গণহত্যা–৮: কেন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড?

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– আটষট্টি

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা মদিনার বাজারে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্ত পাশে বনি কুরাইজা গোত্রের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের (৬০০-৯০০ জন) দলে দলে ধরে এনে এক এক করে গলা কেটে হত্যা করার পর **কী নিয়মে** মুহাম্মদ তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন, এই সম্পদের **কী পরিমাণ** হিস্যা তিনি একাই গ্রহণ করেছিলেন, কোন ঐশী বাণী অবতারণার মাধ্যমে তিনি এই লুটের মালে জীবিকা অর্জনের বৈধতা প্রদান করেছিলেন **(পর্ব: ২৮**), কীভাবে তিনি তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে যৌনদাসীতে রূপান্তরিত করেছিলেন ও রায়হানা নামের এক সুন্দরী রমণীকে তিনি তাঁর নিজের জন্য মনোনীত করেছিলেন, পরবর্তীতে **এই যৌনদাসীদের অনেককে কীভাবে তিনি বিক্রি করেছিলেন**, সেই বিক্রয়লব্ধ উপার্জনের মাধ্যমে তিনি কী খরিদ করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। আদি উৎসের ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম ঐতিহাসিকদের খন্দক যুদ্ধের বর্ণনার **(পর্ব: ৭৭-৮৬)** পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে যে-বিষয়টি সুস্পষ্ট, তা হলো - বনি নাদির গোত্রের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের মতই বনি কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধে আরোপিত মুহাম্মদের অজুহাত সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বনি নাদির ও বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা ছিলেন নিরপরাধ ও নির্দোষ।

প্রশ্ন হলো, কী উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ নিরপরাধ বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের ওপর এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলেন?

মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ (Psycho-biography) কুরান ও আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত 'সিরাত' (মুহাম্মদের জীবনী) ও হাদিস-গ্রন্থে বর্ণিত **"বনি কুরাইজা গণহত্যা পূর্ববর্তী"** মুহাম্মদের নবী জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে **মুহাম্মদের মনস্তত্ত্ব ও এই প্রশ্নের সঠিক জবাব আমরা অতি সহজেই নির্ধারণ করতে পারি।**

বনি কুরাইজা গণহত্যা-পূর্ববর্তী মুহাম্মদের নবী-জীবনের ঘটনার সংক্ষিপ্তসার:

আদি উৎসে বর্ণিত বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থে মুহাম্মদের নবুয়ত পূর্ববর্তী ৪০ বছরের ঘটনার বর্ণনা যৎসামান্য। (**পর্ব- ৪৫**) ৪০বছর বয়সে একদিন মুহাম্মদ হেরা পর্বতের গুহা থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদকে জানালেন যে, গুহায় অবস্থানকালে তিনি এক **'অলৌকিক অভিজ্ঞতার'** সম্মুখীন হয়েছিলেন। মুহাম্মদের কাছ থেকে এই ঘটনাটি শোনার পর **খাদিজা মুহাম্মদকে অবহিত করান যে, মুহাম্মদ নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন** ও ব্যাপারটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল বিন আসাদের কাছে গমন করেন এবং ঘটনাটি তাকে খুলে বলেন। ওয়ারাকা ছিলেন বাইবেল পণ্ডিত এক ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। ঘটনাটি শুনে ওয়ারাকা খাদিজাকে জানান, **"হে খাদিজা, যদি তুমি আমাকে সত্য বলে থাকো, মুহাম্মদের কাছে যে-এসেছিল, সে হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরাইল। এর আগে মুসার কাছেও সে এসেছিল, জেনে রাখো, সে হলো এই জাতির নবী** (If thou hast spoken to me the truth, O Khadija, there hath come on to him the greatest Namus (Tabari: 'meaning Gabriel') who came to Moses afore-time, and lo, he is the prophet of this people.--)।" [1]

অর্থাৎ মুহাম্মদ তাঁর সেই কথিত অলৌকিক উপলব্ধির ব্যাখ্যা ও কে তাঁর সাথে কথা বলেছিল, সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে-ব্যক্তিটি তাঁকে তা জানান ও ঘোষণা দেন যে, "তিনি" একজন নবী, সে হলো খাদিজা। ওয়ারাকা বিন নওফল তা

সমর্থন করেন ও অতিরিক্ত যে-তথ্যটি তিনি যোগ করেন, তা হলো - মুহাম্মদের কাছে যে সত্তাটির আগমন ঘটেছিল, সে ছিল "ফেরেশতা জিবরাইল"।

সোজা ভাষায়, "মুহাম্মদ যে একজন নবী" এই পরিচয়পত্রটি (Certificate) মুহাম্মদ পেয়েছিলেন খাদিজা ও ওয়ারাকার কল্যাণে। মুহাম্মদের "নবীযাত্রার শুরু" হয়েছিল এই দুই ব্যক্তির দেয়া পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে!

এই ঘটনার পর প্রায় তিন বছর যাবত মুহাম্মদ তার তথাকথিত 'নবুয়তের বাণী' প্রচার করেন গোপনে। অতঃপর তিনি প্রথমে তাঁর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে তাঁর তথাকথিত নবুয়তের বাণী প্রচারের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হন। এরই ধারাবাহিকতায়, তিনি তাঁর নিজেরই চাচা ও চাচীকে অভিশাপ বর্ষণ করেন!

অতঃপর মুহাম্মদ প্রকাশ্যে তাঁর প্রচারণা (**পর্ব-১৬**) শুরু করেন ও সুদীর্ঘ দশ বছর (৬১৩-৬২২ সাল) যাবৎ তিনি আল্লাহর নামে কুরাইশদের দেব-দেবী ও পূর্বপুরুষদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-হুমকি-শাসানী-ভীতি-প্রদর্শন ও অসম্মান অব্যাহত রাখেন। (**পর্ব: ২৬-২৭**) আল্লাহর নামে তিনি তাঁকে অবিশ্বাসকারী ও তাঁর সমালোচনাকারীদের শোনাতে থাকেন 'পূর্ববর্তীদের উপকথা' (**পর্ব: ১৭-১৯**), উল্টাপাল্টা কথাবার্তা (**পর্ব: ২০-২২**), অবৈজ্ঞানিক উদ্ভট প্রলাপ ও যথেচ্ছ শাপ-অভিশাপের বার্তা (**পর্ব: ১-১৩**)।

মুহাম্মদের এহেন গর্হিত কর্মকাণ্ডে **অতিষ্ঠ কুরাইশরা** মুহাম্মদের কাছে বহুবার বহুভাবে তাঁর নবুয়তের **প্রমাণ** হাজির করতে বলেন। তাঁদের দাবি বেশী কিছু ছিল না! তাঁরা মুহাম্মদের কাছে দাবী করেছিলেন যে, মুহাম্মদ যেন তাঁরই বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ কোনো একটি **"মোজেজা (অলৌকিকত্ব)'** তাঁদের সামানে হাজির করেন। মুহাম্মদ তা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। তাঁদের সেই ন্যায্য দাবির জবাবে তিনি তাঁদের সাথে করেন অবান্তর বাক্যবিনিময় ও আল্লাহর নামে নিজেই নিজের যথেচ্ছ ভূয়সী প্রশংসা, তাঁদেরকে করেন যথেচ্ছ হুমকি-শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন! (**পর্ব: ২৩-২৫**)।

অতিষ্ঠ কুরাইশরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মুহাম্মদ তাঁর ধর্মরক্ষার প্রয়োজনে তাঁর অনুসারীদের বিভিন্ন প্রলোভন ও হুমকির মাধ্যমে তাদের পরিবার ও

পরিজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরবর্তীতে মদিনায় দেশান্তরিত (হিজরত) হতে বাধ্য করেন; মুহাম্মদ নিজেও তাঁর ধর্মরক্ষার প্রয়োজনে মদিনায় হিজরত করেন। (**পর্ব: ৪১-৪২**) মদিনায় আসার পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা জীবনের এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। মদিনায় স্বেচ্ছানির্বাসনের সাত মাস পর জীবিকার প্রয়োজনে মুহাম্মদ ও তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীরা (মুহাজির) **'ডাকাতি কর্মে'** লিপ্ত হন। পর পর সাতটি ডাকাতি চেষ্টা হয় ব্যর্থ। **(পর্ব: ২৮**)।

অতঃপর একের পর এক উপর্যুপরি সাফল্য!

মুহাম্মদের আদেশে তাঁর অনুসারীরা নাখলা নামক স্থানে বাণিজ্য-ফেরত একজন নিরীহ কুরাইশকে খুন ও দুইজনকে বন্দী করে ধরে এনে তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করেন। (**পর্ব: ২৯**)।

নাখলার এই নৃশংস ঘটনার ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধ! **(পর্ব: ৩০-৪৩)** মুহাম্মদের আগ্রাসী আক্রমণ, খুন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা যুদ্ধ। অধিকাংশ কুরাইশ গোত্রের যুদ্ধে অনিচ্ছা, মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের প্রতি (যারা ছিল কুরাইশদেরই আত্মীয়-স্বজন) কুরাইশদের মানবিক দুর্বলতা ও কুরাইশদের প্রতি মুহাম্মদের দীক্ষায় দীক্ষিত নব্য মুসলমানদের সীমাহীন ঘৃণা, আক্রোশ ও অমানুষিক নৃশংসতায় এই যুদ্ধে মুহাম্মদের অপ্রত্যাশিত বিজয় ঘটে। **(পর্ব- ৩৪**) কিন্তু, মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশে ঘোষণা দেন যে, এই সফলতার প্রকৃত কারণ হলো, **তাঁদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও ফেরেশতা মারফত সাহায্য,** এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে যারা তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হবে, তাদেরকেই আল্লাহ এমনই ভাবে সাহায্য করবে।

বদর যুদ্ধের পর মুহাম্মদ তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনাকারী বেশ কিছু নিরস্ত্র মানুষকে খুনের আদেশ জারি করেন। তাঁর অনুসারী গুপ্ত ঘাতকরা রাতের অন্ধকারে এই সব নিরস্ত্র লোককে অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করে। মুহাম্মদ এই খুনিদের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর মুহাম্মদ **বনি কেইনুকা** গোত্রকে বিতাড়িত

করে তাঁদের সমস্ত সম্পদ হস্তগত করেন। একের পর এক উপর্যুপরি সাফল্য ও গণিমতের মালের হিস্যায় উজ্জীবিত মুহাম্মদের অনুসারীরা তাদের নেতার প্রতি হন আরও বেশি অনুগত ও আস্থাশীল। মদিনায় হিজরতের পর একের পর এক এইসব সাফল্যের পরিচয়ে মুহাম্মদ অনুসারীদের বিশ্বাস হয় সুদৃঢ়, "মুহাম্মদের দাবি সত্য, তাঁর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের প্রমাণ স্পষ্ট!" **(পর্ব: ৪৬- ৫১)**।

মুহাম্মদ বনি কেইনুকা গোত্রের সমস্ত লোককে খুন করতে চেয়েছিলেন! তাঁদের প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই নামের এক অসীম সাহসী আদি মদিনাবাসীর কল্যানে।

তারপর শুরু হলো একের পর এক উপর্যুপরি বিপর্যয়!

ওহুদ যুদ্ধে (মার্চ, ৬২৫ সাল) চরম বিপর্যয়:

>>> ওহুদ যুদ্ধে মুহাম্মদের চরম পরাজয় ও সমবয়সী চাচা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব সহ ৭০ জন অনুসারীর নৃশংস খুন ও নবী-গৌরব ধূলিস্যাৎ! বিনষ্ট নবী-গৌরব পুনরুদ্ধার ও নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কলা-কৌশলের অংশ হিসাবে মুহাম্মদের হামরা আল-আসাদ অভিযান ও আল্লাহর নামে কমপক্ষে ৬০ টি ঐশী বাণীর অবতারণার করে **'নিজেকে নির্দোষ ও বিপর্যয়ের সম্পূর্ণ দায়ভার তাঁর অনুসারীদের উপর ন্যস্ত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান'!** বিভিন্ন অজুহাতের মাধ্যমে তিনি এটিই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ওহুদ যুদ্ধের চরম বিপর্যয়ের জন্য তাঁর নেতৃত্ব কোনোভাবেই দায়ী নয়, দায়ী তাঁর অনুসারীদের ইমানের দুর্বলতা! **সুতরাং** তাঁর অনুসারীদের উচিত এই যে, তারা যেন তাদের সেই ইমানের দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়েও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। **(পর্ব: ৬৮-৭০)**।

'আল-রাজী', আবু-সুফিয়ানকে গুপ্তহত্যা চেষ্টা ও বীর মাউনার ব্যর্থতা:

>>> ওহুদ যুদ্ধের মাস তিনেক পর 'আল-রাজী' ও তার পরের ঘটনায় তাঁর আরও ছয়জন অনুসারীর নৃশংস খুন! তারপর আবু-সুফিয়ানকে গুপ্তহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থতা! তারপর বীর মাউনার বিষাদময় ঘটনায় তাঁর আরও ৪০-৭০ জন অনুসারীর নৃশংস খুন!

তারপর আমর বিন উমাইয়া আল-দামরি কর্তৃক ভুলক্রমে বানু আমির গোত্রের দুইজন লোককে খুন ও তার খেসারতের (রক্ত-মূল্যের অর্থ) জোগাড়ের ব্যর্থতা। **(পর্ব- ৭২-৭৪)**।

ওহুদ যুদ্ধের পর ছয়টি মাসের একের পর এক চরম বিপর্যয়ে নাস্তানাবুদ মুহাম্মদ পরিস্থিতি সামাল দিতে তাঁর অনুসারী ও প্রতিপক্ষের কাছে তাঁর শক্তিমত্তার নিদর্শন পেশ ও তাঁর অনুসারীদের পার্থিব সুযোগ-সুবিধার (গণিমত) ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন নিরপরাধ বনি নাদির গোত্রকে **"জিবরাইলের অজুহাতে"** জোরপূর্বক বিতাড়িত করার মাধ্যমে। খন্দক যুদ্ধের বছর দেড়েক আগে মুহাম্মদ কী অজুহাতে **বনি নাদির গোত্রের** সমস্ত মানুষকে তাঁদের শত শত বছরের মদিনার আবাসস্থল থেকে অমানুষিক নৃশংসতায় জোরপূর্বক বিতাড়িত করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব: ৫২ ও ৭৫**-এ করা হয়েছে। বনি নাদির গোত্রকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠনের হিস্যায় মুহাম্মদের অনুসারীরা হয়েছিলেন উজ্জীবিত এবং মুহাম্মদের হৃত গৌরব ও নেতৃত্ব হয়েছিল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

বনি কেইনুকা গোত্রের মত এবারেও মুহাম্মদ বনি নাদির গোত্রের সমস্ত লোককে খুন করতে চেয়েছিলেন! তাঁদের প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল আবারও সেই একই আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কল্যাণে।

তারপর ধাতুল-রিকা ও দুমাতুল- জানদাল (Dumatul-Jandal) হামলায় ব্যর্থতা:

>>> বনি নাদির গোত্রকে উচ্ছেদের দুই মাস পর (অক্টোবর-নভেম্বর, ৬২৫ সাল) মুহাম্মদ ধাতুল-রিকা হামলা পরিচালনা করেন ও ঘাতাফান গোত্রের এক বড় দলের সম্মুখীন হয়ে ভীত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অভিযানেই মুহাম্মদ প্রথম ভয় নামাজ **(৪:১০২)** সম্পাদন করেন। **(পর্ব-৭৬)।**

ধাতুল রিকা হামলার প্রায় আট মাস পর হিজরি ৫ সালের রবিউল আউয়াল মাসে (জুলাই, ৬২৬ সাল) মুহাম্মদ দুমাতুল- জানদাল হামলা পরিচালনা করেন। কোনোরূপ

সংঘর্ষ ছাড়াই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বিফলকাম অবস্থায় মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। [2] [3] [4]

তারপর এই খন্দক যুদ্ধ! আবারও ব্যর্থতা!

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [5]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৯৩) পর:

‘খন্দক যুদ্ধ ও বনি কুরাইজার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুরা আল-আহযাব (সুরা: ৩৩) নাজিল করে, যেখানে আল্লাহ বর্ণনা করেছে তাদের পরীক্ষা ও তার [আল্লাহর] দয়া ও সাহায্যের বিষয়ে:

[এর পর সিরাতে সুরা আল-আহযাবের ৩৩:৯ থেকে ৩৩:২৭ আয়াতের উল্লেখ। ***৩৩:১০ থেকে ৩৩:১৭*** *আয়াতের আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।* ***(পর্ব: ৮১)****]*

[**৩৩:১৮-১৯**] "আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। [১৯] তারা তোমাদের প্রতি কুন্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ।"

[**৩৩:২০**] - "তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত।"

[**৩৩:২১**] - "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"

[৩৩:২২] - "যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্নসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।"

[৩৩:২৩] - "মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।"

[৩৩:২৪-২৫]- "এটা এজন্য যাতে আল্লাহ, সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফেকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [২৫] আল্লাহ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।"’ [6] [7]

>>> মুহাম্মদের অধিকাংশ অনুসারী খন্দক যুদ্ধে (মার্চ, ৬২৭ সাল) কীরূপ অসহায় ও ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, ওহুদ যুদ্ধের মতই খন্দক যুদ্ধেও মুহাম্মদের বহু অনুসারী কীভাবে মুহাম্মদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন ও যথারীতি মুহাম্মদ "আল্লাহর নামে" তাদেরকে কীরূপে আনুগত্যহীন (মুনাফিক) ঘোষণা দিয়ে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন - তার সাক্ষ্য হয়ে আছে মুহাম্মদেরই স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থের ওপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহ, ‘সিরাত’ ও হাদিসের বর্ণনা। **(পর্ব: ৭৭-৮৬)**।

ওপরে উল্লেখিত একের পর এক চরম ব্যর্থতা ও বিপর্যয় স্থানের কোথাও মুহাম্মদের প্রতিশ্রুত **“আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও ফেরেশতাদের সাহায্য"** মুহাম্মদ অনুসারীদের কেউই প্রত্যক্ষ করেননি!

এমত অবস্থায় মুহাম্মদ অনুসারীদের মনোবল ও নবীর প্রতি তাঁদের আস্থা ক্রমান্বয়ে নিম্নগতিসম্পন্ন হতে বাধ্য। এই পরিস্থিতিতে এক প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী দলপতি **কীভাবে** তাঁর অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন? শুধুমাত্র ইমানের দুর্বলতার অজুহাত ও বাগ্মিতার সাহায্যে অনুসারীদের যে খুব বেশি দিন আয়ত্তে রাখা যায় না, তা

তীক্ষ্ণবুদ্ধির মুহাম্মদের অজানা থাকার কথা নয়। অনুসারীদের দলে ধরে রাখতে হলে নেতার সফলতা ও শক্তিমত্তা প্রদর্শন এবং অনুসারীদের পার্থিব সুখ-সচ্ছলতা ও সুযোগ-সুবিধার জোগান অপরিহার্য। একের পর এক চরম ব্যর্থতায় মুহাম্মদ অনুসারীরা তাঁদের নবীর উপর আস্থা হারাতে বাধ্য।

এমত পরিস্থিতিতে:

১) অনুসারীদের কাছে নিজের শক্তিমত্তার প্রমাণ উপস্থাপন করতে,

২) অনুসারীদের পার্থিব সুযোগ সুবিধার জোগান (গণিমত) নিশ্চিত করতে, ও

৩) "প্রয়োজনে 'তিনি' কতটা নিষ্ঠুর হতে পারেন" এই বার্তা প্রতিপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে এক উচ্চাভিলাষী নৃশংস একনায়ক (Dictator) তার নৃশংসতার যে-উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তাইই করেছিলেন। আর এই কুট উদ্দেশ্য সাধনের বাহন হিসাবে তিনি জিবরাইল-কে ব্যবহার করে **"তাহারা কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিল'"** অজুহাতটি হাজির করেন। **(পর্ব: ৮৭)।**

মুহাম্মদের ভাষায়,

৩৩:২৬ - কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ।

৩৩:২৭ - তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খন্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি।

>>> অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদ এবং তাঁর কোনো অনুসারীকে কোনোরূপ শারীরিক অত্যাচার করেছেন, কিংবা তাঁর কোনো অনুসারীকে খুন করেছেন, এমন উদাহরণ সমগ্র কুরানে একটিও নেই! কিন্তু মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অমানুষিক ও সন্ত্রাসী কায়দায় কী রূপে অমুসলিমদের হামালা করেছিলেন, খুন করেছিলেন, নির্যাতন করেছিলেন (মুক্ত মানুষকে চিরদিনের জন্য বন্দী), তাঁদেরকে ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করে তাঁদের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লুট করেছিলেন, তা মুহাম্মদ তাঁর নিজের জবানবন্দিতেই অত্যন্ত

প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেনন। বনি কেউনুকা ও বনি নাদির গোত্রের সমস্ত লোকদের "খুন করার অভিলাষ" মুহাম্মদ চরিতার্থ করতে পারেননি পরিস্থিতির কারণে। বনি কুরাইজা গণহত্যার মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁর সেই অভিলাষ চরিতার্থ করেছিলেন।

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৪৯
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৬৩

[4] **'দুমাতুল-জানদাল** - ওয়াদি সিরহান (Wadi Sirhan) এর সম্মুখ ভাগে অবস্থিত উত্তর আরবের এক মরূদ্যান। বানু কিনানা নামের বানু কালব গোত্রের এক উপগোত্র (Banu Kinanah subtribe of Banu Kalb) ও কিছু আরব খ্রিষ্টান এখানে বসবাস করতো। বর্তমান আল-জাউফ (al-Jawf) শহরটি এই স্থানে অবস্থিত।'

[5] Ibid **“সিরাত রসুল আল্লাহ”, লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক,** পৃষ্ঠা ৪৬৬-৪৬৮

[6] **ইবনে কাথিরের কুরান তফসির:**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1869&Itemid=89

[7] **তাফসীর যালালীন ও অন্যান্য:**

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=33&tAyahNo=10&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

৯৫: বনি কুরাইজা গণহত্যা–৯ (শেষ পর্ব): সা'দের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশে কম্পন!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– উনসত্তুর

কুরান, 'সিরাত' ও হাদিসের আলোকে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কর্মময় নবী জীবনের বনি কুরাইজা গণহত্যা-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁর মনস্তত্ব বিশ্লেষণ ও **কী উদ্দেশ্যে** তিনি নিরপরাধ বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের ওপর অমানুষিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলেন, তার বিশদ আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

বনি কুরাইজার নৃশংস গণহত্যা সম্পন্ন হওয়ার পর মুহাম্মদের একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারী **সা'দ বিন মুয়াদের মৃত্যু হয়।** এই সেই সা'দ বিন মুয়াদ, যার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মুহাম্মদ **"তাঁর উদ্দেশ্য"** চরিতার্থ করেছিলেন (**পর্ব- ৯০**)।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৯৪) পর:

'বনি কুরাইজার ব্যাপার নিষ্পত্তি হওয়ার পর সা'দের জখমটি ফেটে যায় ও তার ফলে শহীদের মর্যাদায় তার মৃত্যু হয়। মুয়াদ বিন রিফায়া আল-যুরাকি (Mu'adh b. Rifa'a al-Zuraqi) আমাকে বলেছেন:

"আমার লোকদের একজন আমাকে বলেছে যে, সা'দের মৃত্যুর পর মাঝরাতে অলঙ্কৃত পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় জিবরাইল আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও বলে: 'হে মুহাম্মদ, কে এই মৃত ব্যক্তি, **যার কারণে বেহেশতের দরজাগুলো খুলে গিয়েছে ও আরশ কেঁপে উঠেছে?** (O Muhammad, who is this dead man for whom the doors of

heaven have been opened and at whom the throne shook?)' আল্লাহর নবী তাঁর পরিধেয় পোশাক তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে উঠে পড়েন ও সা'দের কাছে গমন করেন এবং দেখতে পান, ইতিমধ্যেই তার মৃত্যু ঘটেছে ।"

আমরা বিনতে আবদুল-রহমানের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন: 'উসায়েদ বিন হুদায়ের (Usayd b. Hudayr) এর সঙ্গে আয়েশা যখন মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন উসায়েদ তার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর শুনতে পায় ও রীতিমতো শোক প্রকাশ করে।

আয়েশা বলেন, "হে আবু ইয়াহিয়া, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক। যেখানে তোমার চাচার ছেলে ইন্তেকাল করেছে ও **যার কারণে আল্লাহর আরশ নড়ে উঠেছে,** তাকে বাদ দিয়ে তুমি কি এক মহিলার জন্য শোক প্রকাশ করবে?"

আল-হাসান আল-বাসরির (al-Hasan al-Basri) কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন:

'সা'দ ছিলেন মোটা এক মানুষ। লোকেরা তার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে হালকা অনুভব করে। কিছু আনুগত্যহীন লোক বলে, "সে ছিল মোটা মানুষ, কিন্তু তার মৃতদেহের চেয়ে হালকা কোনো মৃতদেহ আমরা কখনোই বহন করিনি।"'

যখন আল্লাহর নবী এই খবরটি শুনতে পান, তিনি বলেন, "তাদের সাথে অন্যান্য বাহকরাও ছিল। যার হাতে আমার জীবন, তার কসম, **ফেরেশতারা সা'দের আত্মা গ্রহণ করে হয়েছে আনন্দিত ও তার [সা'দের] কারণে আরশ উঠেছে নড়ে** (When the apostle heard of this he said, 'He had other carriers as well. By Him Who holds my life in His hand the angels rejoiced at (receiving) the spirit of Sa'd and the throne shook for him.)।"

জাবির বিন আবদুল্লাহ > আবদুল-রহমান বিন আমর বিন আল-জামুহ এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুয়াদ বিন রিফায়া আমাকে বলেছেন:

'যখন সা'দ-কে কবর দেয়া হয়, তখন আল্লাহর নবীর সাথে আমরা ছিলাম। তিনি বলেন সুবহানাল্লাহ ও তাঁর সাথে আমরাও বলি তাই। অতঃপর তিনি বলেন আল্লাহ আকবার ও লোকেরাও তাঁর সাথে বলে তাই। যখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, কেন তিনি সুবহানাল্লাহ বলেছেন, তিনি বলেন, **"এই ভাল মানুষটির ওপর কবর সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তার ওপর তা শিথিল করে।"** [3]

সা'দ প্রসঙ্গে আনসারদের একজন [কবিতার মাধ্যমে] বলেছেন:

"সা'দ আবু আমর ছাড়া **অন্য কোনো** ব্যক্তির মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠার খবর আমরা শুনিনি।"

আল্লাহর নবী বলেন, "প্রত্যেক কাঁদুনে মহিলা মিথ্যা বলে, ব্যতিক্রম শুধু তারা, যারা সা'দ বিন মুয়াদের জন্য কেঁদেছিল।"

খন্দকের যুদ্ধে **মাত্র ছয়জন** মুসলমান শহীদ হন। বানু আবদুল-আশহাল গোত্রের তিন জন: সা'দ বিন মুয়াদ; আনাস বিন আউস বিন আতিক বিন আমর ও আবদুল্লাহ বিন সাহল। বনি সালিমা গোষ্ঠীর (Clan) অন্তর্ভুক্ত বানু জুশাম বিন আল-খাযরাজ গোত্রের দুই জন: আল-তোফায়েল বিন আল-নুমান ও থালাবা বিন ঘানামা। বনি দিনার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বানু আল-নাজজার গোত্রের এক জন: কাব বিন যায়েদ, এলোপাতাড়ি ভাবে নিক্ষিপ্ত একটি তীরের আঘাতে যার মৃত্যু হয়।

তিন জন মুশরিক (Polytheist) হয় খুন। বনি আবদুল-দার গোত্রের: মুনাববিহ বিন ওসমান বিন উবায়েদ বিন আল-সাববাক, একটি তীরের আঘাতে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন ও মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর তার মৃত্যু হয়। বনি মাখযুম বিন 'ইয়াকাযা' গোত্রের: নওফল বিন আবদুল্লাহ বিন আল-মুঘিরা, সে খন্দকের মধ্যে ঝাঁপ দেয় ও সেখানে আটকে পড়ে ও খুন হয়। বনি মালিক বিন হিসল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বানু আমির বিন লুয়েভি গোত্রের: আমর বিন আবদু উদ্দ, যাকে হত্যা করে আলী [**পর্ব: ৮২**]।

বনি কুরাইজার দিনে বনি আল-হারিথ বিন আল-খাযরাজ গোত্রের এক মুসলমান শহীদ হয়: খাললাদ বিন সুয়ায়েদ বিন থালাব বিন আমর (Khallad b. Suwayd b.

Tha'laba b. 'Amr)। তার উপর এক জাঁতা নিক্ষেপ করা হয় ও তাতে সে গুরুতর জখম হয় [পর্ব-৯১]। তারা ঘোষণা করে যে, আল্লাহর নবী বলেছেন, "সে পাবে দুইটি শহীদের সমপরিমাণ পুরস্কার।"

আমি শুনেছি যে, খন্দক রক্ষা বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহর নবী বলেন, "এই বছরের পর কুরাইশরা তোমাদের আর আক্রমণ করবে না, কিন্তু তোমরা তাদের আক্রমণ করবে।" এর পর কুরাইশরা আর তাদের আক্রমণ করেনি; তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে তাদের আক্রমণ করেছিলেন, সেই ব্যক্তিটি হলেন তিনি।' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> বনি কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধে সা'দ বিন মুয়াদ নামের মুহাম্মদের এই একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারীর অমানুষিক নৃশংস রায় ঘোষণার পর উৎফুল্ল মুহাম্মদ ঘোষণা দিয়েছিলেন, "তুমি যে রায়টি দিয়েছো, সেটিই হলো সাত আসমানের ওপর অধিষ্ঠিত আল্লাহর রায়।" আর আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, সা'দের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় মুহাম্মদ তাঁর এই প্রিয় অনুসারীর মৃত্যুর পর ঘোষণা দিয়েছিলেন "ফেরেশতারা সা'দের আত্মা গ্রহণ করে হয়েছে আনন্দিত ও তার কারণে আল্লাহর আরশ (সিংহাসন) উঠেছে নড়ে।" বনি কুরাইজা গণহত্যার নায়ক মুহাম্মদ (আল্লাহ) তাঁর এই সহচরের প্রতি কেমন গভীর পরিতুষ্ট ছিলেন, তার সাক্ষ্য ধারণ করে আছে আদি উৎসের এই বর্ণনা।

বনি কুরাইজা গণহত্যা উপাখ্যানের সংক্ষিপ্তসার: [4]

১) বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা চুক্তি ভঙ্গ করে খন্দক যুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন, এমন দাবি **সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।** তীক্ষ্ণবুদ্ধির মুহাম্মদ নিজেও তা জানতেন, আর সেই কারণেই তিনি তাঁর আক্রমণের **"অজুহাত জিবরাইল"**-এর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের যদি সুনির্দিষ্ট একটি প্রমাণও মুহাম্মদের গোচরে থাকতো, তবে তাঁকে আর অশরীরী জিবরাইলের অজুহাতের আশ্রয় নিতে হতো না।

২) মুহাম্মদের প্রকৃত অভিপ্রায় যে বনি কুরাইজা গণহত্যা, তা **মুহাম্মদ অনুসারীরা শুরু থেকেই অবগত ছিলেন,** যা আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনধির নামের এক মুহাম্মদ অনুসারী বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদেরকে তাঁদের আত্মসমর্পণের পূর্বেই ইশারায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই একই কারণে, বনি কুরাইজা গোত্রের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর আল-আউস গোত্রের লোকেরা দৌড়ে এসে মুহাম্মদের কাছে তাঁদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন।

৩) বনি কুরাইজা গোত্রের লোকেরা 'মুহাম্মদের প্রস্তাবে' রাজি হয়েছিল - এই দাবিটি **ইসলামের হাজারও মিথ্যাচারের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।** বনি কুরাইজা গোত্রের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান পর্যন্ত যে সব ঘটনাপ্রবাহ সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল **মুহাম্মদ ও আল-আউস গোত্রের লোকদের মধ্যে;** বনি কুরাইজার কোনো লোক এ সকল ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। তাঁদেরকে বন্দী অবস্থায় হত্যার উদ্দেশ্যে যখন দলে দলে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, **তখনও পর্যন্ত** তাঁরা জানতেন না যে, ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে কী করা হবে। তাঁরা তা বুঝতে পেরেছিলেন ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি পর্যালোচনার মাধ্যমে।

৪) মুহাম্মদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা মদিনার বাজারে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্ত পাশে বনি কুরাইজার ৬০০-৯০০ জন নিরস্ত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে দলে দলে ধরে এনে এক এক করে জবাই করে তাঁদের কাটা মুণ্ডু ও লাশ সেই গর্তে নিক্ষেপ করেন। যৌনাঙ্গের লোম গজানো শুরু হয়েছে, এমন কাউকেই রেহাই দেয়া হয়নি। তাঁদেরকে হত্যা করার পর মুহাম্মদ তাঁদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ও তাঁদের স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগ্নি ও শিশুদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। দলপতির অধিকার বলে মুহাম্মদ এই লুটের মালের **এক-পঞ্চমাংশ হিস্যা** একাই গ্রহণ করেন। **পরবর্তীতে মুহাম্মদ এই বন্দী নারীদেরকে বিক্রি করে ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করেন।**

৫) স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ মানব ইতিহাসের এই নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত করেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। **সেই উদ্দেশ্যটি হলো:** তাঁর অনুসারীদের কাছে

তাঁর (আল্লাহর) শক্তিমত্তার প্রমাণ উপস্থাপন, লুটের মাল (গনিমত) অর্জন, ও "প্রয়োজনে 'তিনি' কতটা নিষ্ঠুর হতে পারেন", প্রতিপক্ষের কাছে তার উদাহরণ প্রদর্শন।

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনায় আমরা জানতে পারি:

আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত: আল্লাহর নবী বলেছেন, **"--সন্ত্রাসের মাধ্যমেই আমি জয়যুক্ত হয়েছি ---!"** [5]

মুহাম্মদের এই দাবি যে যথার্থ, তা মুহাম্মদের স্বরচিত গ্রন্থ কুরান ও আদি উৎসে বর্ণিত মুহাম্মদ-অনুসারীদেরই লিখিত 'সিরাত' ও হাদিসের বর্ণনায় দিবালোকের মতই স্পষ্ট।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৬৮-৪৬৯
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৪৯৮-১৫০০ [3] Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ", ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭১৭, পৃষ্ঠা ৭৬৬

'The metaphorical meaning of this tradition is (explained) the words of Aisha: "The apostle said, the grave has a hold on people; **if anyone were to escape from it would be Sa'd b Muadh."'**

[4] **আদি উৎসে বনি কুরাইজা গণহত্যা উপাখ্যানের বর্ণনা:**

a) Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৯

b) Ibid "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী, পৃষ্ঠা ১৪৮৫-১৫০০

অনুরূপ বর্ণনা (Parallal):

c) কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৪৯৬-৫৩১

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi

d) কিতাব আল-তাবাকাত আল-কাবির – লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ), অনুবাদ এস মইনুল হক, প্রকাশক কিতাব ভবন, নয়া দিল্লি, সাল ২০০৯ (3rd Reprint), ISBN 81-7151-127-9(set), ভলুউম ২, পৃষ্ঠা ৯১-৯৬

http://kitaabun.com/shopping3/product_info.php?products_id=4170

[5] **সহি বুখারি: ভলিউম ৪, বই ৫২, নং ২২০**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/85/3671-sahih-bukhari-volume-004-book-052-hadith-number-220.html

Narated By Abu Huraira: Allah's Apostle said, "I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), and while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand." Abu Huraira added: Allah's Apostle has left the world and now you, people, are bringing out those treasures (i.e. the Prophet did not benefit by them).

৯৬: বানু লিহায়েন (Lihyyan) অভিযান: আবারও শঠতার আশ্রয়!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– সত্তর

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান ও তাঁরই মতবাদ প্রচার ও প্রসারে ব্রতী নিবেদিতপ্রাণ আদি বিশিষ্ট মুসলিম স্কলারদেরই লিখিত 'সিরাত' (মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থ) ও হাদিসের আলোকে খন্দক যুদ্ধ ও খন্দক যুদ্ধ-পরবর্তী বনি কুরাইজা গণহত্যা উপাখ্যানের বিশদ আলোচনা গত উনিশটি পর্বে করা হয়েছে (**পর্ব: ৭৬-৯৫**)।

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বনি কুরাইজা ইহুদি গোত্রের ওপর যে-অমানুষিক নৃশংস অভিযান ও গণহত্যা সংঘটিত করেছিলেন, সেটি ছিল হিজরি ৫ সালের জিলকদ মাস (যার শুরু হয়েছিল মার্চ ২৪, ৬২৭ সালে) ও জিলহজ মাসের প্রথমার্ধে। এই ঘটনার পর মুহাম্মদ ছয় মাসকাল মদিনায় অবস্থান করেন। তারপর তিনি **বানু লিহায়েন গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিত হামলার উদ্দেশ্যে** এক অভিযান পরিচালনা করেন।

পূর্ব-কথা:

বানু লিহায়েন গোত্রের লোকেরা **তাদের দলপতি সুফিয়ান বিন খালিদ আল-হুদালি-কে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচেষ্টায়** আদাল ও আল-কারা গোত্রের লোকদের ভাড়া করে কুরান ও ইসলামের আদেশ নিষেধ শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষক পাঠানোর আবেদন সহকারে মুহাম্মদের কাছে প্রেরণ করেন। তাদের সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ তাঁর ছয়জন অনুসারীকে তাদের সঙ্গে পাঠান। পথিমধ্যে **'আল-রাজী'** নামক স্থানে ঐ লোকেরা হুদায়েল (Hudhayl) গোত্রের কিছু লোককে ডেকে নিয়ে এসে মুহাম্মদের ঐ

অনুসারীদের ওপর হামলা চালায়। তারা তাদের তিনজনকে সেখানেই খুন করে ও আল-যাহরান নামক স্থানে এসে খুন করে আরও একজনকে। বাকি দু'জন মুহাম্মদ-অনুসারীকে তারা ধরে নিয়ে আসে মক্কায়। **পিতৃহত্যার প্রতিশোধস্পৃহায়** হুজায়ের বিন আবু ইহাব আল-তামিমি ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া নামক দুই কুরাইশ তাদেরকে কিনে নিয়ে হত্যা করে।

অর্থাৎ মুহাম্মদ-অনুসারীদের ওপর এই অমানুষিক হামলার প্রকৃত কারণ হলো মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী নৃশংস কর্মকাণ্ডে আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ও স্বজনহারা মানুষদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায় (বিস্তারিত: **পর্ব ৭২**)।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1] [2] [3]

'আল্লাহর নবী জিলহজ, মহরম, সফর ও রাবির দুই মাস [রবি-উল আওয়াল ও রবি-উস সানি] ও জুমাদি-উল আওয়াল মদিনায় অবস্থান করেন। বনি কুরাইজা বিজয়ের পরে এই ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি **আল-রাজী-তে** খুবায়েব বিন আদি ও তার অনুসারীদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে বানু লিহিয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। **তাদেরকে অতর্কিত হামলার উদ্দেশ্যে তিনি এমনভাবে যাত্রা করেন, যাতে মনে হয় যে তিনি সিরিয়ায় গমন করছেন।**

তিনি মদিনার সন্নিকটে অবস্থিত সিরিয়া যাত্রা পথের ঘুরাব পাহাড়টি অতিক্রম করেন, অতঃপর 'মাহিস' (আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারী: 'মাখিদ') ও তারপর **'আল-বাতরা'** অতিক্রম করেন। অতঃপর তিনি বাম দিকে ঘুরে অন্য পথে **'বিন'** ও **সুখায়েরাতুল-ইয়ামাম** হয়ে বেরিয়ে আসেন; তারপরের গতিপথ মক্কা-পথের প্রধান সড়কটির পাশ দিয়ে। [4][5] [6]

তিনি **'ঘুরান'** নামের বানু লিহিয়ান গোত্রের লোকদের বিচরণস্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত দ্রুতবেগে অগ্রসর হন। তিনি দেখতে পান যে লোকেরা পাহাড়ের শীর্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। যখন আল্লাহর নবী সেখানে পৌঁছেন ও দেখেন যে, **তাদেরকে অতর্কিত হামলার তাঁর সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে,** তিনি বলেন, "যদি

আমরা অগ্রসর হয়ে 'উসফান'-এর দিকে আসতাম, মক্কাবাসীরা মনে করতো যে, আমরা মক্কা গমনের অভিপ্রায়ে আসছি।" [7]

তাই তিনি তাঁর সঙ্গের দুই শত অশ্বারোহীদের নিয়ে বেরিয়ে আসেন ও **উসফান-এ** পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে দুই জন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করেন, যারা সুদূর **'কুরাল-ঘামিম'** পর্যন্ত গমন করে। তারপর তিনি তাঁর দিক পরিবর্তন করেন ও মদিনায় ফিরে আসেন। [8][9]

বানু লিহিয়ান গোত্রের ওপর হামলার এই উপাখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ বিন কাব বিন মালিকের কাছ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আসিম বিন উমর বিন কাতাদা ও আবদুল্লাহ বিন আবু বকরের পক্ষ থেকে। - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরায় জানতে পরি যে, বানু লিহায়েন গোত্রের লোকদেরকে **প্রতারণার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করে বিনা নোটিশে অতর্কিত হামালার উদ্দেশ্যে** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনা থেকে বের হয়ে আসেন। তিনি প্রথমে যাত্রা করেন সিরিয়ার পথে, তারপর পথিমধ্যে দিক পরিবর্তন করে বানু লিহায়েন গোত্রের আবাসস্থলের দিকে রওনা হন। যখন তিনি 'ঘুরান' নামের বানু লিহায়েন গোত্রের লোকদের বিচরণস্থানে এসে পৌঁছান, তখন তিনি দেখতে পান যে, বানু লিহায়েন গোত্রের লোকেরা তাঁর অতর্কিত আক্রমণের খবর আগে থেকেই জেনে ফেলেছে ও তাঁরা পাহাড়ের শীর্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে তাঁর হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। **তাঁর প্রতারণা প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।**

রাতের অন্ধকারে নিরীহ বাণিজ্য-ফেরত কাফেলায় হামলায় (**পর্ব: ২৮-২৯**), রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র প্রতিপক্ষ সমালোচনাকারীকে গুপ্ত-ঘাতকের মাধ্যমে খুন করায় **(পর্ব: ৪৬-৫০)** এবং প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয়ে বিভিন্ন অজুহাতে দুর্বল জনপদের ওপর উপর্যুপরি হামলায় (পর্ব: ৫১-৫২ ও ৮৭-৯৫) মুহাম্মদের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের পরিচয়

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি। আমরা আরও জেনেছি নির্ধারিত সম্মুখ যুদ্ধে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের চরম পরাজয় ও বিপর্যয়ের ইতিহাস (পর্ব: ৫৪-৭১ ও ৭৭-৮৬)।

এই অবস্থা পরিদর্শনের পর মুহাম্মদ, বোধ করি, অতি সহজেই বুঝতে পারেন যে, ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধের মতই এই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে তাঁর "আল্লাহর সাহায্য পাবার সম্ভাবনা শূন্য!" তাই, তিনি পিছু হটতে বাধ্য হন। মুহাম্মদ যদি সত্যিই তাঁর দাবিকৃত **"আল্লাহ ও তার ফেরেশতার সাহায্যপ্রাপ্তি"** বিষয়ে (পর্ব: ৩৪) দৃঢ় বিশ্বাসী হতেন, তবে কেন তিনি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শঠতার আশ্রয় নেবেন? কেন তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন?

>>> জগতের প্রায় সকল মুহাম্মদ-অনুসারী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে তিনি অসৎ, বদমাশ ও দুর্বৃত্তদের মত প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারেন, তা তাঁরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না! তাঁদের এই বিশ্বাস যে ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ লক্ষ লক্ষ মুহাম্মদ অনুসারী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের **শত শত বছরের মিথ্যাচারের ফসল,** তা আমরা জানতে পারি আদি উৎস বর্ণিত সিরাত ও হাদিসের বর্ণনায়।

আদি উৎসে এই বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে মুহাম্মদের বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্য-বীর্যের উদাহরণ হিসাবে। তাঁদের পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না যে, শত সহস্র বছর পরে এই বর্ণনাগুলো মুহাম্মদের চরিত্রের চরম নেতিবাচক অধ্যায় বলে বিবেচিত হবে। মুহাম্মদ-অনুসারীদের মধ্যে **যখন থেকে** এই উপলব্ধি শুরু হয়েছে, তখন থেকেই মুহাম্মদের জীবনের অসংখ্য নেতিবাচক ঘটনাগুলোকে "গোপন করা" (পর্ব-৪৪) ও তা সম্ভব না হলে বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে তার **"ন্যায্যতা প্রদান করার"** প্রাণান্তকর কসরত শুরু হয়েছে। এই কর্মে মুহাম্মদ-অনুসারী এইসব পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) এতই সফল যে, সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমানেরা এই ঘটনাগুলোর বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ।

উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে দুর্বৃত্তদের মতই মুহাম্মদ যে **শঠতার আশ্রয়** নিতেন তার প্রমাণ আমরা "ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ" অধ্যায়ের এই সত্তরটি পর্বের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের বর্ণনায় বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। এই অধ্যায়ের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনায় তা হবে আরও সুস্পষ্ট।

[ইসলামের ইতিহাসের এই বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের প্রাসঙ্গিক অংশটিও সংযুক্ত করছি।]

'---- six months after the conquest of Qurayza, he went out against B. Lihyan to avenge his men killed at al-Raji,' Khubayb b. 'Adiy and his companions. **He made as though he was going to Syria in order to take the people by surprise.** He went past Ghurab, a mountain near Medina on the road to Syria, then by Mahis, then **by al-Batra'**; then he turned off to the left and came out by **Bin,** then by **Sukhayratu'l-Yamam**, then the track went by the Meccan highroad. He quickened the pace until he came down to **Ghuran**, the haunts of B. Lihyan. [4][5][6][7]

He found that the people had been warned and taken up strong positions on the tops of the mountains. When the apostle got there and saw that he had failed to take them by surprise as he had intended, he said, 'Were we to come down to **'Usfan** the Meccans would think that we intend to come to Mecca.' So he went out with two hundred riders until he came to 'Usfan, when he sent two horsemen from his companions who went as far as **Kura'u'l-Ghamim**. Then he turned and went back.' [8][9]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৮৫-৪৮৬
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫০১-১৫০২

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২), ed. Marsden Jones, volume 2, লন্ডন ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৫৩৫-৫৩৭
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi

[4] ‘**আল-বাতরা** হলো মদিনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, মদিনা থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূরবর্তী এক পাহাড়। এটি মদিনা ও তাবুকের প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত’।

[5] '**বিন** - মদিনার নিকটবর্তী এক পাথুরে নদীখাত’।

[6] ‘**সুখায়েরাতুল-ইয়ামাম** - আল-সায়েলা ও ফারাহ-র মধ্যবর্তী এক স্থান’।

[7] '**ঘুরান** হলো আমাজ ও উসফান-এর মধ্যবর্তী এক পাথুরে নদীপথ, যা সুদূর সায়ায়া নামের এক গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত’।

[8] ‘**উসফান** হলো মদিনা-পথের উপর অবস্থিত মক্কা থেকে ৩৩ মধ্যযুগীয় আরব মাইল (১.৮ – ২ কিলোমিটার) দূরবর্তী একটি স্থান। মক্কার উত্তর-পশ্চিমাংশে মক্কা থেকে ৫০ মাইল দূরবর্তী একটি আধুনিক শহরের নামকরণের মাধ্যমে এই নামটি সংরক্ষিত হয়েছে’।

[9] '**কুরাল-ঘামিম**' -উসফান থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী এক পাথুরে নদীখাত’।

৯৭: বানু আল-মুসতালিক হামলা-১: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কোন্দল

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একাত্তর

বনি কুরাইজা গণহত্যার ছয় মাস পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বানু লিহায়েন (লিহিয়ান) গোত্রের লোকদেরকে **প্রতারণার আশ্রয়ে বিভ্রান্ত করে** অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে যে-হামলাটি পরিচালনা করেছিলেন, তা কীভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৭ সাল) মতে, বানু লিহায়েন গোত্রের উপর এই ব্যর্থ হামলার প্রায় দেড় মাস পর মুহাম্মদ যে-হামলাটি পরিচালনা করেন, ইসলামের ইতিহাসে তা **"বানু আল-মুসতালিক হামলা"** (THE RAID ON B. AL-MUSTALIQ) নামে সুপরিচিত। তবে এই হামলাটি ঠিক কখন সংঘটিত হয়েছিল, সে বিষয়ে আদি মুসলিম স্কলারদের মধ্যে মতভেদ আছে।

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনা: [1]

'বানু আল-মুসতালিক" গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবীর এই অভিযানটি কখন সংঘটিত হয়েছিল, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এই সেই অভিযান, যাকে বলা হয় আল-মুরায়েসি অভিযান। আল-মুরায়েসি হলো উপকূলের দিকে কুদায়েদ (Qudayd)-এর নিকটবর্তী খোজা গোত্রের অধিকারভুক্ত জলসেচন/পানি পান করার স্থান (watering place)। [2]

ইবনে ইশাকের মতে, (যা আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে ইবনে হুমায়েদ <সালামাহ <ইবনে ইশাক মারফত) আল্লাহর নবী খোজা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু মুসতালিক গোত্রকে

হামলা করেন হিজরি ৬ সালের শাবান মাসে, যার শুরু হয়েছিল **১৬ই** ডিসেম্বর, ৬২৭ সালে। আল-ওয়াকিদি বলেছেন যে, আল্লাহর নবী আল-মুরায়েসি (al-Muraysi) হামলাটি সংঘটিত করেছিলেন হিজরি ৫ সালের শাবান মাসে, যার শুরু হয়েছিল ২৬ই ডিসেম্বর, ৬২৬ সালে; তিনি দাবি করেন, খন্দক যুদ্ধ ও বনি কুরাইজার বিরুদ্ধে যে-যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল মুরায়েসির পরে- যার উল্লেখ তিনি করেছেন খোজা-র অন্তর্ভুক্ত বানু আল-মুসতালিক যুদ্ধ প্রসঙ্গে।'

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [3] [4] [5]

'আল্লাহর নবী জুমাদি-উল-আখির [সানি] মাসের পরের অংশ ও রজব মাস মদিনাতে অবস্থান করেন; তারপর তিনি হিজরি ৬ সালের শাবান মাসে খোজা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বানু আল-মুসতালিক গোত্রের লোকদের উপর আক্রমণ চালান।

আসিম বিন উমর বিন কাতাদা, আবদুল্লাহ বিন আবু বকর ও মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া বিন হাববান - প্রত্যেকেই আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] নিম্নলিখিত উপাখ্যানের অংশগুলো বর্ণনা করেছেন:

আল্লাহর নবী খবর পান যে, বানু আল-মুসতালিক গোত্রের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে, তাদের নেতা ছিল আল্লাহর নবীর পত্নী (পরবর্তীতে) **জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিথ** (Juwayriya d. al-Harith)-এর পিতা আল-হারিথ বিন আবু দিরার। যখন আল্লাহর নবী তাদের সম্বন্ধে জানতে পারেন, তিনি বাইরে বের হন ও উপকূলের দিকে কুদায়েদ-এর নিকটবর্তী আল-মুরায়েসি নামের তাদের এক জলসেচন ও জল পান করার স্থানে এসে তাদের মুখোমুখি হন। সেখানে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আল্লাহ বানু আল-মুসতালিক গোত্রের লোকদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে, তাদের কিছু লোককে হত্যা করে এবং আল্লাহর নবীকে লুণ্ঠন সামগ্রী (Booty) রূপে তাদের স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদের অধিকারী করে।

উবাবা বিন আল-সামিত পরিবারের এক আনসার [আদি মদিনাবাসী মুহাম্মদ অনুসারী] বানু কালব বিন আউফ বিন আমির বিন লেইথ বিন বকর গোত্রের হিশাম বিন সুবাবা নামের এক মুসলমানকে শত্রুপক্ষের লোক ভেবে ভুলক্রমে হত্যা করে।

যখন আল্লাহর নবী সেই জল পানের স্থানটিতে অবস্থান করছিলেন, তখন এক দল লোক সেখানে আসে (আল-তাবারী: 'লোকেরা জল পানের স্থানটিতে অবস্থানকালে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর জন্য সেখানে নিয়ে আসে); উমরের এক ঠিকা-মজুর (hired servant) ছিল বানু গিফার (Ghifar) গোত্রের **জাহজাহ বিন মাসুদ** (Jahjah b. Mas'ud) নামের এক ব্যক্তি, যে তার ঘোড়াদের পরিচালনা করছিল। এই জাহজাহ ও বানু আউফ বিন আল-খাযরাজ গোত্রের মিত্র **সিনান বিন ওয়াবার আল-জুহানি** (Sinan b. Wabar al-Juhani) নামের এক ব্যক্তি **একে অপরকে ধাক্কা মেরে পানির পাশ থেকে হটিয়ে দেয় ও লড়াইয়ে জড়িত হয়।**

জুহানি চিৎকার করে ডাকে, **"হে আল-আনসাররা!"** এবং জাহজাহ চিৎকার করে ডাকে, **"হে মুহাজিররা!"**

আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল রোষান্বিত হোন। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর কিছু লোক ও আরও ছিল যায়েদ বিন আরকাম (Zayd b. Arqam) নামের এক **অল্পবয়স্ক বালক।** তিনি [আবদুল্লাহ] বলেন, "তারা কি সত্যিই তা করেছে? তারা আমাদের অগ্রাধিকার নিয়ে প্রবল তর্ক করে, তারা আমাদের নিজের দেশে এসে তাদের দলে ভারী করে এবং আমাদের কোনোকিছুই এই ভবঘুরে কুরাইশদের মানানসই নয়, যা সেই প্রাচীন বচনের মত 'কুকুরকে ভোজন করাও, সে তোমাকে গিলে খাবে।' আল্লাহর কসম, যখন আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবো, শক্তিমানরা দুর্বলদের তাড়িয়ে দেবে।"

(He said, 'Have they actually done this? They dispute our priority, they outnumber us in our own country, and nothing so fits us and the vagabonds of Quraysh as the ancient saying "Feed a dog and it

will devour you". By Allah when we return to Medina the stronger will drive out the weaker.')

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা: [6]

জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত:

আমরা আল্লাহর নবীর সাথে যুদ্ধে (Ghazwa) ছিলাম। মুহাজিরদের এক লোক এক আনসারকে লাথি মারে (পা দিয়ে তার পাছায়); আনসার লোকটি ডেকে ওঠে, **"হে আনসাররা! (সাহায্য করো!)"** ও মুহাজির লোকটি ডাক দেয়, **"হে মুহাজিররা! (সাহায্য করো)!"**

আল্লাহর নবী তা শুনতে পান ও বলেন, "কী জন্য এই ডাক, যা কিনা জাহিলিয়াত যুগের (period of ignorance) বৈশিষ্ট্য?" তারা বলে, "হে আল্লাহর নবী! মুহাজিরদের এক লোক এক আনসারকে লাথি মেরেছে (পা দিয়ে তার পাছায়)।" আল্লাহর নবী বলেন, "এ রকম (চিৎকার) করা ছেড়ে দাও, কারণ এটি জঘন্য কাজ।"

আবদুল্লাহ বিন উবাই তা শুনতে পান ও বলেন, "তারা (মুহাজিররা) কি সেটা করেছে? আল্লাহর কসম, যদি আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি, অবশ্যই, সম্মানী লোকেরা সেখান থেকে জঘন্য লোকদের বহিষ্কৃত করবে।" ---

মুহাম্মদের ভাষায় (কুরান): [7]

৬৩: ৮ - 'তারাই বলে: **আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে।** শক্তি তো আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদেরই কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> আদি উৎসের এই বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, **বানু মুসতালিক গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ করেননি, তাঁদেরকে আক্রমণ করেন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা!** এই ঘটনার আগে বানু মুসতালিক গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে কখনো কোনো বিবাদে লিপ্ত ছিলেন, এমন আভাসও কোথাও নাই! **তা সত্ত্বেও,**

মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এই লোকদের আক্রমণ করে তাঁদের দশ জন লোককে হত্যা করে (আল-ওয়াকিদি: পৃষ্ঠা ৪০৭), তাঁদের স্ত্রী, সন্তান, পরিবার-পরিজনদের বন্দী করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে দাস ও যৌনদাসীতে রূপান্তরিত করে এবং তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করে।

আর এই অমানুষিক নৃশংস মানবতাবিরোধী অপরাধের সপক্ষে যে-অজুহাতটি হাজির করা হয়েছে, তা হলো, **"আল্লাহর নবী খবর পান যে, তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে--"।**

মুহাম্মদ তাঁর দশ বছরের মদিনা জীবনে (৬২২-৬৩২ সাল) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যে ৬০-১০০ টি হামলা ও সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন **(পর্ব: ৮),** গড়ে প্রতি পাঁচ-ছয় সপ্তাহে একটি একটি, তার মধ্যে মাত্র ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধ ছাড়া সর্বত্রই **সংঘবদ্ধভাবে অমুসলিম জনপদের ওপর** মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরাই ছিলেন আক্রমণকারী (আল-রাজী ও বীর মাউনার সংঘর্ষটি ছিল প্রতিহিংসামূলক বিচ্ছিন্ন ঘটনা [পর্ব: ৭২ ও ৭৪]); আর এই ওহুদ (পর্ব: ৫৪-৭১) ও খন্দক যুদ্ধের (পর্ব: ৭৭-৮৬) প্রকৃত কারণ ও প্রেক্ষাপটও ছিল মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের নৃশংস আগ্রাসী আক্রমণে আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ও সংক্ষুব্ধ লোকদের প্রতিশোধস্পৃহা। [৪]

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর মুহাম্মদের এই বিপুল সংখ্যক নৃশংস আক্রমণাত্মক (offensive) হামলা, খুন, তাঁদের স্ত্রী-সন্তান-পরিবার-পরিজনদের দাস- ও দাসীকরণ (যৌনদাসী) ও বিক্রি, সম্পত্তি লুণ্ঠন - ইত্যাদির সপক্ষে মুহাম্মদ সর্বদাই যে-অজুহাতটি পেশ করেন, তা হলো, **"আল্লাহর নবী খবর পান যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে --"** জাতীয় অপবাদ! বানু-মুসতালিক গোত্রের ওপর হামলাও এর ব্যতিক্রম নয়।

ওপরের বর্ণনায় আরও যে-বিষয়টি স্পষ্ট, তা হলো, **মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এই কোন্দলটির নায়ক ছিলেন এক মুহাজির, আর আক্রান্ত ব্যক্তিটি ছিলেন এক আনসার।**

দাবি করা হচ্ছে, মুহাজিররা তাঁদের দেশে পরবাসী হয়ে, তাঁদের সমস্ত অনুগ্রহ ও সাহায্য-সহযোগিতা ভোগ করে শক্তিমান হওয়ার পর তাঁদের লোককে লাথি মেরে অপমান করেছে, এই ঘটনাটি শোনার পর আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল নামের এই আনসার গোত্রপ্রধান হন রোষান্বিত। রোষান্বিত অবস্থায় তিনি মুহাজিরদের বিতাড়িত করার হুমকি প্রদান করেন। আবদুল্লাহ বিন উবাই তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ অস্বীকার করেন (আগামী পর্ব), কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই "সত্যিই তা বলেছেন ও সে এক মিথ্যাবাদী ভণ্ড (মুনাফিক)!" পরবর্তীতে সিরাত ও হাদিস লেখকগণ **মুহাম্মদের এই বাণীটিই (৬৩:৮)** প্রায় হুবহু তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো: "মুহাম্মদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না এবং আবদুল্লাহ বিন উবাই কোন মুহাজিরকেই খুন করার কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেননি!"

ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ কীভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিলেন এক **"মুনাফিক (মিথ্যাবাদী-ভণ্ড)"** এবং এই ঘটনাটির পর মুহাম্মদ ও মুহাজিররা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের বিরুদ্ধে কী রূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, তার বিস্তারিত আলোচনা আগামী পর্বে করা হবে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫০০

[2] 'এই জায়গাটি মদিনা থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত।'

[3] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯০-৪৯২

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[4] Ibid: **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”-** পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫১১- ১৫১৪

[5] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; পৃষ্ঠা ৪০৪ (ভলুম ১) - পৃষ্ঠা ৪১৭ (ভলুম ২)
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; Simultaneously published in the USA and Canada in 2011 by Routledge: 2 Park square, Milton park, Abington, Oxon, OX14 4RN and 711 Third Avenue, New York, NY 10017; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ১৯৮-২০৩
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[6] **ইমাম বুখারী (সহি বুখারী): ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ৪২৮**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4915-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-428.html
‘Narrated Jabir bin 'Abdullah: We were in a Ghazwa (Sufyan once said, in an army) and a man from the emigrants kicked an Ansari man (on the buttocks with his foot). The Ansari man said, "O the Ansar! (Help!)" and the emigrant said. "O the emigrants! (Help!) Allah's Apostle heard that and said, "What is this call for, which is characteristic of the period of ignorance?" They said, "O Allah's Apostle! A man from the emigrants kicked one of the Ansar (on the buttocks with his foot)." Allah's Apostle said, "Leave it (that call) as is a detestable thing." 'Abdullah bin Ubai heard that and said, 'Have the (the emigrants) done so? By Allah, if we return Medina, surely, the more honorable will expel therefrom the meaner." ---

[7] ইবনে কাথিরের কুরান তফসির (৬৩:৮):

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1338&Itemid=119#2

তাফসীর যালালীন ও অন্যান্য (৬৩:৮):

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=63&tAyahNo=8&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[8] মুহাম্মদ যে হামলাগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad

৯৮: বানু আল-মুসতালিক হামলা-২: "মুমিন বনাম মুনাফিক"– বিভাজনের শুরু!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– বাহাত্তর

বানু লিহায়েন গোত্রের ওপর অতর্কিত হামলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কী অজুহাতে **"বানু আল-মুসতালিক"** গোত্রের ওপর আক্রমণাত্মক (Offensive) হামলার মাধ্যমে তাঁদের দশ জন লোককে হত্যা ও স্ত্রী, সন্তান, পরিবার-পরিজনদের বন্দী করে দাস ও যৌনদাসীতে রূপান্তর ও সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন, এই মানবতাবিরোধী অপকর্মটি সাধনের পর এক মুহাজির কীভাবে এক আনসারকে **দৈহিক আক্রমণের** মাধ্যমে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কোন্দলের সূত্রপাত করেছিলেন, এই ঘটনার পর আবদুল্লাহ বিন উবাই নামের এক বিশিষ্ট আনসার গোত্রপ্রধান রোষান্বিত হয়ে কী মন্তব্য করেছিলেন - তার বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এই কোন্দলটির **মুখ্য ইস্যু হলো, "এক মুহাজির এক আনসারকে দৈহিক আক্রমণ করেছে --!"** তারই প্রতিক্রিয়াই মদিনার আল-খাযরাজ গোত্রপ্রধান রাগান্বিত হয়ে এক মন্তব্য করেছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে, কিন্তু এই আনসার গোত্রপ্রধান কোনো মুহাজিরকেই খুন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেননি। আবদুল্লাহ বিন উবাই যে-স্থানটিতে ঐ মন্তব্যটি করেছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে, সেই ঘটনাস্থলে মুহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন না। অর্থাৎ মুহাম্মদ এই ঘটনার **প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না,** তিনি তা শুনেছেন।

প্রশ্ন ছিল:

ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ কীভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিলেন এক **"মুনাফিক (মিথ্যাবাদী-ভণ্ড)"** এবং এই ঘটনাটির পর মুহাম্মদ ও মুহাজিররা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের বিরুদ্ধে কী রূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন? **কতজন লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে** মুহাম্মদ নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তিনি যা শুনেছেন তা অবশ্যই সত্য এবং আবদুল্লাহ বিন উবাই অবশ্যই মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1][2][3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৯৭) পর:

'যায়েদ বিন আরকাম [4] তা শুনতে পায় ও আল্লাহর নবীর কাছে গিয়ে তা তাঁকে বলে দেয়, তিনি তখন শত্রুদের বিলিব্যবস্থা নিষ্পত্তি করছিলেন।

উমর, যিনি তাঁর সাথেই ছিলেন, বলেন, "আববাদ বিন বিশার কে হুকুম করুন যেন সে তাকে খুন করে।" আল্লাহর নবী জবাবে বলেন, "কিন্তু লোকেরা যদি বলে যে, মুহাম্মদ তাঁর নিজ অনুসারীদের হত্যা করে? না, যাত্রারম্ভ করার হুকুম করো।"

('Umar, who was with him, said, 'Tell 'Abbad b. Bishr to go and kill him.' The apostle answered, 'But what if men should say Muhammad kills his own companions? No, but give orders to set off').

সেই সময়টি ছিল এমন, যখন আল্লাহর নবী সচরাচর যাত্রারম্ভ করতেন না। লোকেরা যথারীতি যাত্রা শুরু করে। যখন আবদুল্লাহ বিন উবাই শুনতে পান, তিনি যা বলেছেন, তা যায়েদ আল্লাহর নবীকে বলে দিয়েছে, তিনি তাঁর কাছে যান ও **শপথ করে বলেন যে, তাঁকে যা বলা হয়েছে, তা তিনি বলেননি।**

তাঁর [আবদুল্লাহ বিন উবাই] লোকদের কাছে তিনি ছিলেন এক **মহান ব্যক্তি** (Great man); আল্লাহর নবীর সঙ্গে তখন যে-আনসাররা উপস্থিত ছিল, তারা বলে, **"এটাই সঠিক হতে পারে যে, তিনি যা বলেছেন এই বালকটি তা ভুল বুঝেছে ও তাঁর সেই**

কথাগুলো মনে রাখেনি", তারা ছিল ইবনে উবাইয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাঁকে রক্ষার চেষ্টা করছিল।

যখন আল্লাহর নবী যাত্রা শুরু করেন, উসায়েদ বিন হুদায়ের (Usayd b. Hudayr) তাঁর সঙ্গে দেখা করে ও তাঁকে আল্লাহর নবীর সম্মাননায় সালাম করে, বলে, "আপনি বিসদৃশ সময়ে যাত্রা করছেন, যা আপনি আগে কখনোই করেননি।" আল্লাহর নবী বলেন, "তোমার বন্ধু যা বলেছে, তা কি তুমি শোনোনি? সে ঘোষণা করেছে যে, তার মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর শক্তিমানরা দুর্বলদের তাড়িয়ে দেবে।"

সে জবাবে বলে, "যদি আপনি চান তবে আপনি তাকে বিতাড়িত করতে পারেন; সে হলো দুর্বল, আর আপনি হলেন শক্তিমান।" সে আরও বলে, "তার সাথে সদয় আচরণ করুন, কারণ তাকে রাজমুকুট পরানোর জন্য যখন তার লোকেরা জপমালা গাঁথছিল, তখন আল্লাহ আপনাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে; সে মনে করে যে, আপনি তাকে রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করেছেন।"

তারপর আল্লাহর নবী তাঁর লোকদের নিয়ে দিবাবসানের পূর্ব পর্যন্ত সারাদিন, প্রভাত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সারারাত ও তার পরের দিন সূর্যতাপে পীড়িত হওয়া পর্যন্ত যাত্রা চালিয়ে যান। তারপর তিনি তাদের সাময়িকভাবে থামান। তারা ভূমিতে শরীর ঠেকানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে। আবদুল্লাহ বিন উবাই আগের দিনে যা বলেছে তা থেকে তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয়ার জন্য তিনি এটা করেছিলেন।

হিজাজের ভেতর দিয়ে (আল তাবারী: 'বিকেল বেলা') তিনি তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন, যে পর্যন্ত না তিনি সুদূর আল-নাকির (al-Naqi') সামান্য আগে 'বাকা' (Baq'a) নামের এক জলসেচন/জল-পানের স্থানে এসে পৌঁছেন। যেহেতু তিনি রাত্রিতে ভ্রমণ করছিলেন, প্রবল বাতাস লোকদের পীড়িত করছিল, যা তাদের আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। তিনি তাদের বলেন যে, ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ এই বাতাস ঘোষণা দিচ্ছে, সর্বশ্রেষ্ঠ অবিশ্বাসীদের একজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা মদিনায় পৌঁছে দেখতে

পান যে, সেই দিন আনুগত্যহীন লোকদের গোপনে আশ্রয়দাতা, রিফা বিন যায়েদ বিন আল-তাবুত নামের বনি কেইনুকা গোত্রের এক গণ্যমান্য ইহুদির মৃত্যু হয়েছে। **সূরা অবতীর্ণ হয় যেখানে আল্লাহ আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথে সমমনা আনুগত্য-হীন লোকদের বিষয়ে উল্লেখ করেছে।** যখন তা অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর নবী যায়েদ বিন আরকামের কান ধরেন ও বলেন, "এই সেই ব্যক্তি যে তার কানকে আল্লাহর জন্য একান্তভাবে নিয়োজিত করেছে (আল-তাবারী: 'এই সেই ব্যক্তি যার কর্ণপাত আল্লাহ নিশ্চিত করেছে)।" আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের **পুত্র আবদুল্লাহ** তার পিতার এই বিষয়টি শুনতে পান।' (অনুবাদ, টাইটেল,ও[**] যোগ–লেখক)

মুহাম্মদের ভাষায় (কুরান): [5]

[বাগাড়ম্বরপূর্ণ- স্বেচ্ছাচারী, হুমকি-শাসানি ও শাপ-অভিশাপ জাতীয় বাক্য পরিহার]

৬৩:১-৩-'মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, **মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।** (২) তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।'

৬৩:৭-৮-'তারাই বলেঃ আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। ভূ ও নভোমন্ডলের ধন-ভান্ডার আল্লাহরই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। (৮) তারাই বলেঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদেরই কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।'

>>> এক মুহাজিরের পায়ের লাথির আঘাতে **অপমানিত ও আক্রান্ত হয়েছেন এক আনসার!** এরই প্রতিক্রিয়ায় আবদুল্লাহ বিন উবাই নামের এক বিশিষ্ট আনসার গোত্রপ্রধান হয়েছেন রোষান্বিত! রোষান্বিত অবস্থায় তিনি আক্ষেপ করে মন্তব্য করেছেন

যে, **"মুহাজিররা"** তাঁদের অগ্রাধিকার নিয়ে প্রবল তর্ক করে, তারা তাঁদের নিজের দেশ মদিনায় এসে দল ভারি করে ও তাঁদের কোনোকিছুই এই কুরাইশদের পছন্দ নয় (পর্ব: ৯৭)।

আদি উৎসের ওপরের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, "যখন আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবো, শক্তিমানরা দুর্বলদের তাড়িয়ে দেবে" বলে আবদুল্লাহ বিন উবাই যে-মন্তব্য করেছেন বলে এক অল্পবয়স্ক বালক মুহাম্মদের কাছে এসে অভিযোগ করেছিল, এই গোত্রপ্রধান **শপথ করে** তা অস্বীকার করেছিলেন। আর মুহাম্মদের সঙ্গে তখন যে মুহাম্মদ-অনুসারী আনসাররা উপস্থিত ছিলেন, তারাও যে-মতামত দিয়েছেন, তা হলো, **"এটাই সঠিক হতে পারে যে, তিনি যা বলেছেন এই বালকটি তা ভুল বুঝেছে--।"** অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন উবাই যে অবশ্যই মিথ্যাবাদী (Hypocrite), মুহাম্মদের এই দাবির সপক্ষে **"একমাত্র সাক্ষী"** হলো এক অল্পবয়স্ক বালক!

আদি উৎসের ওপরের বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, যখন যায়েদ বিন আরকাম নামের এই অল্পবয়স্ক বালক মুহাম্মদকে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ঐ তথাকথিত মন্তব্যটি অবহিত করান, তখন মুহাম্মদের সাথে ছিলেন তাঁর প্রিয় অনুসারী উমর ইবনে খাত্তাব। ঘটনাটি শোনার পর **কোনোরূপ সত্য-মিথ্যা যাচাই ছাড়াই উমর মুহাম্মদকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন আবদুল্লাহ বিন উবাই-কে খুন করেন।** অপরপক্ষে, আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের পক্ষের লোক (আনসার) আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো মুহাজিরকেই খুন করার কোনো অভিপ্রায় ব্যক্ত করেননি। **পার্থক্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট!**

কে এই আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল?

এই সেই অসীম সাহসী আদি মদিনাবাসী খাযরাজ গোত্রপ্রধান আবদুল্লাহ বিন উবাই, যিনি বনি কেইনুকা (পর্ব: ৫১) ও বনি নাদির গোত্রের (পর্ব: ৫২ ও ৭৫) বিরুদ্ধে মুহাম্মদের অনৈতিক নৃশংস মানবতাবিরোধী অপরাধের বিপক্ষে **প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ** করেছিলেন। যাঁর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বনি কেইনুকা ও বনি নাদির গোত্রের

লোকেরা মুহাম্মদের করাল গ্রাস থেকে **প্রাণে বাঁচতে পেরেছিল**। এই সেই আবদুল্লাহ বিন উবাই, যিনি ওহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মুহাম্মদের সাথে মতভেদের কারণে এক-তৃতীয়াংশ সৈন্যসহ মাঝপথ থেকে মদিনা প্রত্যাবর্তন করেছিলেন (পর্ব: ৫৫)।

মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ (Psycho-Biography) হলো কুরান (**পর্ব: ১৪ ও ১৬-১৭);** মুহাম্মদ তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের বাহন হিসাবে **"তাঁর আল্লাহ ও জিবরাইলকে"** সৃষ্টি করেছেন, মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাসে তাঁর এই আল্লাহ ও জিবরাইলের কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং বানু আল-মুসতালিক হামলার প্রাক্কালে মুহাজির ও আনসারদের এই কোন্দলের পরিপ্রেক্ষিতে **আল্লাহ জিবরাইল মারফত** সূরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ করে আবদুল্লাহ বিন উবাই যে অবশ্যই মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড (Hypocrite) বলে সাক্ষ্য দিয়েছে বলে মুহাম্মদ দাবি করেছেন, তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। **এটি একান্তই মুহাম্মদের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনাবোধের বহিঃপ্রকাশ।**

মুহাম্মদ তাঁর এই ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থের সূরা মুনাফিকুন অধ্যায়ে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের নাম উল্লেখ করেননি। শুধু সুরা মুনাফিকুনই নয়, মুহাম্মদ তাঁর এই স্বরচিত গ্রন্থে ফেরেশতা, পূর্ববর্তী নবী-রসুল, পৌত্তলিকদের দেবতা ও পুরাকালের ইতিকথার চরিত্রের নামগুলো ও মুহাম্মদের সমসাময়িক সময়ের **মাত্র দু'জন ব্যক্তির** নাম ছাড়া (পর্ব: ৩৯) অন্য কোনো ব্যক্তির নাম এবং কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কোন বাণী রচনা করেছেন ("শানে নজুল"), তার কোনো দিকনির্দেশনা উল্লেখ করেননি। তাই সিরাত ও হাদিসের সাহায্যে "শানে নজুল" নির্ধারণ ব্যতিরেকে তাঁর রচিত এই গ্রন্থের সঠিক অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয় (**পর্ব: ৪৪**)। [6] [7]

বানু আল-মুসতালিক হামলা-পরবর্তী এই ঘটনার পূর্বে **একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে** কখনো কোনো শারীরিক আঘাতের মাধ্যমে কোন্দলে লিপ্ত হয়েছিলেন, এমন তথ্য ইসলামের ইতিহাসের আদি উৎসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আর মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এই সর্বপ্রথম শারীরিক আক্রমণের ঘটনার কোনো

তদন্ত, বিচার ও এরূপ ঘটনা পুনরাবৃত্তি রোধে **কোনোরূপ ব্যবস্থা** নিয়েছিলেন, এমন তথ্যও আদি উৎসের কোথাও বর্ণিত হয়নি।

মুহাম্মদের স্বরচিত জবানবন্দি কুরান, সিরাত ও হাদিসের বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - এই ঘটনার পর তিনি আক্রান্ত পক্ষেরই গোত্রনেতাকে তাঁর আল্লাহর বাণীর অজুহাতে মুনাফিক (Hypocrite) রূপে অভিযুক্ত করেছেন। আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি: **মুহাম্মদ উমরের ঐ মন্তব্যের কোনরূপ প্রতিবাদ না করে ঘোষণা দেন, "কিন্তু লোকেরা যদি বলে যে, মুহাম্মদ তাঁর নিজ অনুসারীদের হত্যা করে?"** যার সরল অর্থ হলো, কোনোরূপ সত্য-মিথ্যা যাচাই ছাড়াই এমত পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষকে হত্যা করায় কোনো অন্যায় নেই, কিন্তু মুহাম্মদ তা করেননি লোকেরা তাঁকে **"অনুসারী হত্যার অপবাদ"** দেবে এই ভেবে।

এই ঘটনাটিই হলো ইসলামের ইতিহাসে **মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিভাজন! জন্মদাতা স্বয়ং মুহাম্মদ**- যা তিনি সত্যায়িত করেছেন **"তাঁর আল্লাহর"** সিলমোহরে ঐশী বাণী অবতারণার মাধ্যমে।

আর এই অভিযোগটি এমনই এক অভিযোগ, যা যে কোনো মুহাম্মদ-অনুসারী তার সাথে মতভেদকারী অন্য যে কোনো মুহাম্মদ-অনুসারীর বিরুদ্ধে **অবলীলায় প্রয়োগ** করতে পারেন। আবদুল্লাহ বিন বিন উবাই ও তাঁর মতই মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অনুসারীরা যখনই মুহাম্মদের বাণী ও কর্মের সমালোচনা করেছেন তাঁদেরকেই মুহাম্মদ **'মুনাফিক'** রূপে আখ্যায়িত করেছেন। মুহাম্মদের এই শিক্ষারই ধারাবাহিকতায় তাঁর অনুসারীরা মুহাম্মদের মৃত্যুর দিন থেকে ("তাঁর লাশ বিছানায় ফেলে রেখে" -বিস্তারিত পরে আলোচনা করবো) পরবর্তী সমস্ত সময় তাদের নিজেদের মধ্যে যত কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-লড়াই, খুন-খারাবী ও নৃশংসতা প্রদর্শন করেছেন (পর্ব-৮২); সর্বত্রই তাঁরা একে অপরকে এই বিশেষ খেতাবে ভূষিত করেছেন। যার জের চলছে আজও!

যতদিন ইসলাম বেঁচে থাকবে, মুহাম্মদের শিক্ষায় শিক্ষিত অনুসারীরা একে অপরকে এই খেতাবে অভিযুক্ত করে পরম একাগ্রতায় "মুহাম্মদের ঐশী বাণী জপতে জপতে" নিজেদের মধ্যে এমনই কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-লড়াই, খুন-খারাবী ও নৃশংসতা চালিয়ে যাবে। যতদিন ইসলাম তার **"আদি মুহাম্মদ-রূপে"** বেঁচে থাকবে, ততদিন এই অভিশাপ থেকে তাঁদের মুক্তি মিলবে না।

মুহাম্মদ তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে সমগ্র মানবজাতিকে শুধু **"মুসলিম বনাম অমুসলিম"** রূপেই বিভক্ত করেননি, তিনি বিভক্ত করেছেন তাঁর অনুসারীদেরও। সেই বিভাজনের নাম **"মুমিন বনাম মুনাফিক"**!"

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯১-৪৯২

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫১২-১৫১৪

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৪১৭-৪১৯

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; Simultaneously published in the USA and Canada in 2011 by Routledge: 2 Park square, Milton park, Abington, Oxon, OX14 4RN and 711 Third Avenue, New York, NY 10017; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২০৩-২০৫
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **'যায়েদ বিন আরকাম বিন কায়েস** আল্লাহর নবীর সঙ্গে ১৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি কুফায় অভিবাসী হোন ও আলীর পক্ষে সিফফিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৭৮৪-৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের (হিজরি ৬৫-৬৮ সাল) মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।'

[5] **সূরা মুনাফিকুন (মদীনায় অবতীর্ণ), আয়াত সংখ্যা ১১**
http://www.quraanshareef.org/index.php?arabic=&sid=63&ano=11&st=0

[6] **ইবনে কাথিরের কুরান তফসির:**
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1337&Itemid=119#1

[7] **সহি বুখারী ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ৪২৩ ৪২৭**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/4919-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-424.html

৯৯: বানু আল-মুসতালিক হামলা- ৩: আবদুল্লাহ বিন উবাই পুত্রের আর্জি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– তিয়াত্তর
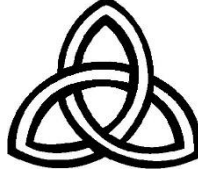
স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম শারীরিক হামলা ও কলহের পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ বিন উবাই নামের এক বিশিষ্ট আনসার গোত্র-প্রধানের তথাকথিত মন্তব্যটি শোনার পর কোনোরূপ সত্য-মিথ্যা যাচাই ছাড়াই ঘটনাস্থলে উপস্থিত উমর ইবনে খাত্তাবের **"তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ বিন উবাই-কে খুন করার পরামর্শ"** মুহাম্মদ **কী কারণে** বাস্তবায়ন করতে রাজি হননি, ঘটনাস্থলে নিজে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনার কোনোরূপ তদন্ত ও বিচারকাজ ছাড়াই মুহাম্মদ কতজন লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই অবশ্যই মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড, আল্লাহর নামে মুহাম্মদ কুরানের কোন অধ্যায় রচনার মাধ্যমে **তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বিভাজন প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিলেন"** - ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের **পুত্র আবদুল্লাহ** শুনতে পান যে, মুহাম্মদ তার পিতাকে হত্যা করতে চায়। বিষয়টি শোনার পর আবদুল্লাহ মুহাম্মদের কাছে এক বিশেষ আর্জি নিয়ে গমন করেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনার পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৯৮) পর:

'আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের **পুত্র আবদুল্লাহ** তার পিতার এই বিষয়টি শুনতে পান।

আসিম বিন উমর বিন কাতাদা আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] বলেছেন যে, আবদুল্লাহ আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও বলে, "আমি শুনেছি যে, আপনি আবদুল্লাহ বিন উবাই সম্বন্ধে যা শুনেছেন, তার জন্য তাকে হত্যা করতে চান। যদি আপনাকে তা করতেই হয়, তবে **আপনি আমাকে তা করার হুকুম করুন, আমি তার কল্লা আপনার কাছে এনে হাজির করবো।** কারণ আল-খাযরাজ গোত্রের লোকেরা জানে যে, তাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যে তার পিতার প্রতি আমার চেয়ে বেশি কর্তব্যনিষ্ঠ। আমি ভীত এই জন্য যে, যদি আপনি তাকে হত্যা করার হুকুম অন্য কারও ওপর ন্যস্ত করেন, তবে আমার আত্মা এটা মেনে নেবে না যে, আমি তার খুনিকে লোকালয়ে চলাফেরা করতে দেখি; আমি তাকে খুন করবো। এতদনুসারে এক অবিশ্বাসীর কারণে একজন বিশ্বাসী হবে খুন, **সুতরাং** আমাকে যেতে হবে জাহান্নামে।"

আল্লাহর নবী বলেন, "না, তারচেয়ে বরং যতদিন সে আমাদের সাথে থাকে, এসো আমরা তার সাথে সদয় আচরণ করি।"

তারপর এমনি ঘটনা ঘটে যে, যখনই কোনো দৈবদুর্বিপাক (misfortune) সংঘটিত হয়, তার নিজের লোকেরাই তাকে রুঢ়ভাবে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করে। আল্লাহর নবী যখন এরূপ পরিস্থিতির খবর পান, তিনি উমরকে বলেন, "এখন তোমার কী মনে হয়, উমর? যেদিন তুমি তাকে খুন করতে চাচ্ছিলে, **সেদিন যদি আমি তাকে খুন করতাম, তাহলে নেতৃস্থানীয় লোকেরা ক্রোধে ফেটে পড়তো। তাকে হত্যা করার জন্য যদি আজ আমি তাদেরকে হুকুম করি, তারা তাকে হত্যা করবে।"**

উমর জবাবে বলে, "আমি জানি যে, আল্লাহর নবীর হুকুম আমার হুকুমের চেয়ে বেশী মহিমান্বিত।" (অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ – লেখক)

>>> আদি উৎসে বর্ণিত বানু আল-মুসতালিক হামলা উপাখ্যানের মুহাজির ও আনসার কোন্দল-পরবর্তী ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা **মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর চিন্তাধারা, বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও কূট-রাজনীতির সম্যক ধারণা পাই।** তাঁদের বর্ণিত ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহের সংক্ষিপ্তসার:

১) জাহজাহ বিন মাসুদ নামের এক মুহাজির সিনান বিন ওয়াবার আল-জুহানি নামের এক আনসার ধাক্কা মেরে (ইবনে ইশাক) / পাছায় লাথি মেরে (ইমাম বুখারী) পানির পাশ থেকে হটিয়ে দেয় ও লড়াইয়ে জড়িত হয়ে তাদের নিজ নিজ পক্ষকে চিৎকার করে সাহায্যের আহ্বান করে।

২) দাবি করা হয়েছে যে, এই ঘটনাটি শোনার পর মদিনার আল-খাযরাজ গোত্র-প্রধান রাগান্বিত হয়ে মন্তব্য করেছেন, "আমরা যদি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে - তোমরা নিজেরাই যা করেছ, তার ফল হলো এই। তোমরা তোমাদের দেশে তাদের অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছ ও **তোমাদের সম্পদের ভাগ তাদেরকে দিয়েছ; যদি তোমরা তোমাদের সম্পদের ভাগ তাদেরকে না দিতে, তবে তারা হয়তো অন্যত্র গমন করতো** [ইবনে ইশাক] (আল্লাহর রসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে [**৬৩:৭-৮**])" - যে দাবী আবদুল্লাহ বিন উবাই অস্বীকার করেছিলেন।

(--"By Allah when we return to Medina the stronger will drive out the weaker". Then he went to his people who were there and said: "This is what you have done to yourselves. You have let them occupy your country, and you have divided your property among them. Had you but kept your property from them they would have gone elsewhere.")

৩) যায়েদ বিন আরকাম নামক এক অল্পবয়স্ক বালকের মাধ্যমে মুহাম্মদ এই ঘটনাটি শুনতে পান, তখন তার সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রিয় অনুসারী উমর। কোনোরূপ সত্য-মিথ্যা যাচাই ছাড়াই উমর মুহাম্মদকে অনুরোধ করেন যে, **তিনি যেন আবদুল্লাহ বিন উবাই-কে খুন করেন;** মুহাম্মদ, উমরের ঐ অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করেননি এই ভেবে যে, "লোকেরা তাঁকে অনুসারী হত্যার অপবাদ দেবে!" মুহাম্মদ উমরের এই গর্হিত অভিপ্রায়ের কোনোরূপ প্রতিবাদ করেননি!

শুধু কি ভবিষ্যৎ লোকনিন্দার সম্ভাবনা হেতু মুহাম্মদ উমরের পরামর্শ বাস্তবায়ন করেননি, **নাকি আরও কিছু কারণ?**

আদি উৎসের বর্ণনায় আমরা আরও জেনেছি যে, ঐ সময়টিতে আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিলেন তাঁর লোকদের (আনসার) কাছে **"এক মহান ব্যক্তি", তাঁরা ছিলেন তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাঁরা মুহাম্মদের রোষ থেকে তাঁকে রক্ষার চেষ্টা করছিলেন** (পর্ব: ৯৮); আর ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির মুহাম্মদ তা নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, ঐ মুহূর্তে যদি তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাইকে খুন করেন, আবদুল্লাহর লোক ও আদি মদিনা-বাসী নেতৃস্থানীয় লোকেরা (আনসার) ক্রোধে ফেটে পড়বে। **উপায়?**

৪) মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ছিলেন **"ঠাণ্ডা মস্তকে পরিকল্পনাকারী"**, তিনি উমরের মত অসহিষ্ণু ছিলেন না। তিনি **তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ সুরা মুনাফিকুন হাজির করলেন,** যেখানে তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথে সমমনা লোকদেরকে "মিথ্যাবাদী-ভণ্ড (মুনাফিক)" নামে চিত্রায়িত করলেন। আল্লাহর নামে তাদের বিরুদ্ধে করলেন বিষোদগার, হুমকি শাসানী ও ভীতি প্রদর্শন এবং নিজেই নিজের ভূয়সী প্রশংসা ("আল্লাহ জানেন যে, **আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী**।" (কুরান: ৬৩:১)।

বিশ্বাসী-মানসে সকল ঐশী বাণীই পবিত্র, পালিত হয় তা পরম বিশ্বাসে। আল্লাহ নিজে যেখানে সাক্ষ্য দেয় "মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী", **সেখানে বিশ্বাসী-মানস কোনোরূপ বিচার-বিবেচনা, সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন বোধ করে না।** বিভাজন হলো শুরু, সিংহভাগ মুহাম্মদ-অনুসারী জানলেন যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই অবশ্যই মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড, তারা তাকে **হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা শুরু করলো** এবং পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলো যে, আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের লোকেরাই তাকে হত্যা করতে চায়।

মুহাম্মদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা হলো সফল, তিনি উৎফুল্ল। উৎফুল্ল মুহাম্মদ তাঁর প্রিয় অনুসারী উমর ইবনে খাত্তাব-কে ডেকে জানালেন, **"সেদিন যদি আমি তাকে খুন**

করতাম, তাহলে নেতৃস্থানীয় লোকেরা ক্রোধে ফেটে পড়তো। তাকে হত্যা করার জন্য যদি আজ আমি তাদেরকে হুকুম করি, তারা তাকে হত্যা করবে।" মুক্তচিন্তার পাঠকরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর "সুরা মুনাফিকুন" হাজির করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল?

আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, 'আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ তার পিতার এই বিষয়টি শোনার পর নিজ হাতে তার জন্মদাতা পিতাকে খুন করার অভিপ্রায় জানিয়ে মুহাম্মদের কাছে আর্জি করেছিলেন। **ইসলাম নামক ভাবাদর্শের (Ideology) প্রকৃত স্বরূপ এই ঘটনাটির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট।**

অবিশ্বাসীর সঙ্গে এক বিশ্বাসীর মনোভাব কেমন হওয়া উচিত, হোক না সে সেই বিশ্বাসীর পিতা-মাতা বা একান্ত নিকটাত্মীয় - তার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে (পর্ব: ৩১-৩২); আমরা আরও জেনেছি 'অবিশ্বাসীদের খাতিরে কোনো বিশ্বাসী অপর কোনো বিশ্বাসীকে কখনোই হত্যা করতে পারবে না; একই ভাবে কোনো বিশ্বাসী অপর কোন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে কোনো অবিশ্বাসীকে কখনোই সাহায্য করতে পারবে না (পর্ব: ৫৩)।" [4] [5]

তাই, মুহাম্মদের মতবাদে চরম বিশ্বাসী আবদুল্লাহ বিন উবাই পুত্র আবদুল্লাহ, **"তার পিতার কল্লা কেটে"** মুহাম্মদের কাছে এনে হাজির করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। এক অবিশ্বাসীর কারণে একজন বিশ্বাসীকে খুন করলে তাকে যেতে হবে জাহান্নামে, এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে তিনি তার পিতাকে খুন করাকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে **কীরূপ প্রতারণা ও কুট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতেন,** তা আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের বর্ণনায় বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি কী কারণে ঘাতাফান গোত্রের দলপতি ইউয়েনা বিন হিসন কে **"ঘুষ প্রদানের"** সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (পর্ব: ৮১) এবং নুইয়াম বিন মাসুদ বিন আমির-কে **"প্রতারণার উদ্দেশ্যে"** কুরাইশ ও

বনি কুরাইজা গোত্রের লোকদের নিকট পাঠিয়েছিলেন (পর্ব: ৮৫), তার আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। তাঁর নীতি ছিল, **"উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে যা কিছু করা দরকার, তার সবই বৈধ" (পর্ব: ৭০)!** আদি উৎসে বর্ণিত এই বর্ণনা তাঁর এই নীতিরই আর একটি উদাহরণ মাত্র। "ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ" শিরোনামের পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের বর্ণনায় মুহাম্মদের এ সব কর্মকাণ্ডের আরও অনেক উদাহরণ পাঠকরা জানতে পারবেন।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯১-৪৯২
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫১৪- ১৫১৫ [3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৪২০-৪২১
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; Simultaneously published in the USA and Canada in 2011 by Routledge: 2 Park square, Milton park , Abington, Oxon, OX14 4RN and 711 Third Avenue, New York, NY 10017; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২০৫-২০৬
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **সহি বুখারী ভলুম ৯, বই ৮৩, হাদিস নম্বর ৫০**

Narrated Abu Juhaifa: I asked 'Ali "Do you have anything Divine literature besides what is in the Qur'an?" Or, as Uyaina once said, "Apart from what the people have?" 'Ali said, "By Him Who made the grain split (germinate) and created the soul, we have nothing except what is in the Quran and the ability (gift) of understanding Allah's Book which He may endow a man, with and what is written in this sheet of paper." I asked, "What is on this paper?" He replied, "The legal regulations of Diya (Blood-money) and the (ransom for) releasing of the captives, and the judgment that no Muslim should be killed in Qisas (equality in punishment) for killing a Kafir (disbeliever)."

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/083-sbt.php#009.083.050

অনুরূপ হাদিস:

সহি বুখারী ভলুম ১, বই ৩, হাদিস নম্বর ১১১

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/003-sbt.php#001.003.111

সুন্নাহ আবু দাউদ- বই ৩৯, হাদিস নম্বর ৪৫১৫

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/abudawud/039-sat.php#039.4515

[5] **Blood money- "Qisas and Diyya":**

https://en.wikipedia.org/wiki/Qisas

https://en.wikipedia.org/wiki/Diyya

১০০: বানু আল-মুসতালিক হামলা- ৪: মুহাম্মদের হামলার বৈশিষ্ট্য! ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– চুয়াত্তর

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) **কী উদ্দেশ্যে** আল্লাহর রেফারেন্সে সুরা মুনাফিকুন হাজির করেছিলেন, এই রচনাটি হাজির করার পর আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মিত্র ও তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল আনসাররা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের প্রতি কীরূপ বিরূপ আচরণ করা শুরু করেছিলেন, আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ তার জন্মদাতা পিতাকে নিজ হাতে কেন খুন করতে চেয়েছিলেন, এই সকল পরিস্থিতি অবলোকন করে উৎফুল্ল মুহাম্মদ তাঁর প্রিয় অনুসারী উমর ইবনে খাত্তাবকে কী বলেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ৯৮) পর:

'মিকায়াস বিন সুবাবা (Miqyas b. Subaba) মক্কা থেকে আগমন করেন ও ঘোষণা দেন যে, তিনি মুসলমান হয়েছেন এবং [মুহাম্মদকে] বলেন, "আমি মুসলমান হিসাবে আমার ভাইয়ের খুনের রক্তমূল্য পরিশোধের দাবি নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, তাকে ভুলক্রমে হত্যা করা হয়েছে [**পর্ব: ৯৭**]।"

আল্লাহর নবী আদেশ করেন যে, তার ভাই হিশামের রক্তমুল্য যেন তাকে দেওয়া হয়, তিনি অল্প কিছু সময় আল্লাহর নবীর সাথে কাটান। তারপর তিনি তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে আক্রমণ করেন, তাকে খুন করেন ও ধর্মত্যাগী (apostate) অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

বানু মুসতালিক গোত্রের যে-লোকদের খুন করা হয়েছিল: আলী খুন করে দুই মালিক ও তার পুত্রকে। আবদুর রহমান বিন আউফ খুন করে তাদের এক অশ্বারোহীকে, যার নাম ছিল আহমার অথবা উহাইমির।

আল্লাহর নবী বহু যুদ্ধবন্দী হস্তগত করেন ও তাদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করেন। তাদের একজন ছিলেন **জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিথ** বিন আবু দিরার (Juwayriya d. al-Harith b. Abu Dirar), আল্লাহর নবীর স্ত্রী।'

ইবনে হিশামের নোট:

'বানু মুসতালিক হামলার দিনে মুসলমানদের সিংহনাদ (war cry) ছিল, **"হে বিজয়ীরা,** হত্যা কর, হত্যা কর (O victorious one, slay, slay)!"' [4]

ইমাম মুসলিমের (৮১৯ - ৮৭৫ সাল) বর্ণনা - সহি মুসলিম ১৯:৪২৯২:

'ইবনে আউন হইতে বর্ণিত: আমি নাফির কাছে লিখেছিলাম এটি জানতে যে, **(অবিশ্বাসীদের উপর) হামলা করার পূর্বে তাদের কাছে (ইসলামের) দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি না।** (জবাবে) তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে, ইসলামের প্রাথমিক সময়ে এটির প্রয়োজন ছিল। আল্লাহর নবী (তার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) বানু মুসতালিক গোত্রের লোকদের উপর যে-হামলাটি চালিয়েছিলেন, **তা ছিল তাদের অজ্ঞাতে;** যখন তারা এক পানি-পূর্ণ স্থানে তাদের গৃহপালিত পশুদের পানি পান করাচ্ছিল। তাদের যে সমস্ত লোক যুদ্ধে জড়িত হয়েছিল, তিনি **তাদেরকে করেছিলেন হত্যা ও অন্যদের করেছিলেন বন্দী।** ঐ একই দিনে তিনি **জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিথ**-কে বন্দী করেন। নাফি জানিয়েছেন যে, এই উপাখ্যানটি তাঁকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ বিন উমর, যিনি (নিজে) ছিলেন সেই হামলাকারী সৈন্যদের একজন।' [5]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, বানু মুসতালিক গোত্রের ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই হামলাটি ছিল অতর্কিতে, বিনা নোটিশে। এই অতর্কিত হামলার বিরুদ্ধে এই জনগোষ্ঠীর যারাই আত্মরক্ষার চেষ্টায় যুদ্ধে

লিপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদেরকেই করা হয়েছিল খুন। অন্যদের করা হয়েছিল বন্দী, অতঃপর দাস ও যৌনদাসী রূপে নিজেদের মধ্যে করা হয়েছিল ভাগাভাগি। অল্প কিছুক্ষণ আগেই যে জনপদের প্রতিটি ব্যক্তি ছিলেন এক একজন মুক্ত মানুষ, যারা বসবাস করতেন তাঁদের নিজ নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মুক্ত বিহঙ্গের মত, কিছুক্ষণ পরেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের করাল গ্রাসে সেই মানুষগুলোই রূপান্তরিত হলো লাশে, অথবা মুক্ত মানুষ থেকে পরিবর্তিত হলো দাস ও যৌনদাসী রূপে! তাঁদের সমস্ত পরিবারকে করা হলো তছনছ ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি করা হলো লুণ্ঠন। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই সন্ত্রাসী, নৃশংস ও পাশবিক কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানের জন্য যে সমস্ত লোক গত ১৪০০ বছর যাবত বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন করে আসছেন, অন্য কোনো অপশক্তি যদি অনুরূপ উপায়ে তাকে ও তার পরিবার সদস্যদের একইভাবে খুন, জখম ও দাস ও যৌনদাসীতে রূপান্তরিত করেন, তবেই বুঝি তারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের পাশবিকতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন।

তথাকথিত মডারেট (ইসলামে কোন "কোমল, মডারেট বা উগ্র" শ্রেণী বিভাগ নেই) পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) যে-দাবি প্রায় সব ক্ষেত্রেই করে থাকেন তা হলো, "মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনার আগে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন। **যখন তারা ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতো, কেবল তখনই আল্লাহর নবী তাদেরকে আক্রমণ করতেন।"** তাদের এই দাবি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তা মুহাম্মদের স্বরচিত গ্রন্থ কুরান (বিস্তারিত আলোচনা করবো 'জিহাদ' অধ্যায়ে) এবং আদি উৎসে বর্ণিত 'সিরাত' ও হাদিসের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনার বাইরে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর যে সমস্ত অমানুষিক নৃশংস হামলা সংঘটিত করেছিলেন, **তার প্রায় সবগুলোই ছিল বিনা নোটিশে, অতর্কিতে, রাতের অন্ধকারে অথবা অতি প্রত্যুষে।** আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায়

আমরা জানতে পারি যে, বানু আল-মুসতালিক গোত্রের লোকদের উপর এই পাশবিক হামলাও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

তা সত্ত্বেও যদি আলোচনার খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে, তাদের এই দাবি এক শতভাগ সত্যি, **তথাপি মুহাম্মদের আদর্শ প্রত্যাখ্যানকারী জনপদবাসীর ওপর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই সকল আগ্রাসী হামলা ও কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক, অবৈধ ও ন্যাক্কারজনক!** একজন লোকের প্রচারিত মতবাদে অবিশ্বাসী জনপদের বিরুদ্ধে সেই প্রচারক ও তাঁর সাগরেদদের অমানুষিক নৃশংস হামলা, খুন, রাহাজানি, দাস ও যৌনদাসীকরণ, লুণ্ঠন; ইত্যাদি অপকর্মকে যে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কুটকৌশল ও ত্যানা-প্যাঁচানো বাক-চতুরতায় বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করেন, তাদেরকে কি কোনভাবেই সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষ বলে অভিহিত করা যায়?

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯২-৪৯৩
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫১৫-১৫১৮

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ১, পৃষ্ঠা ৪১১-৪১২
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২০১-২০২

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ", ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৩৮- পৃষ্ঠা ৭৬৮

[5] **সহি মুসলিম - বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪২৯২:**

http://hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12809-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4292.html

Ibn 'Aun reported: I wrote to Nafi' inquiring from him whether it was necessary to extend (to the disbelievers) an invitation to accept (Islam) before making them in fight. He wrote (in reply) to me that it was necessary in the early days of Islam. The Messenger of Allah (may peace be upon him) made a raid upon Banu Mustaliq while they were unaware and their cattle were having a drink at the water. He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he captured Juwairiya bint al-Harith. Nafi' said that this tradition was related to him by Abdullah b. Umar who (himself) was among the raiding troops.

১০১: বানু আল-মুসতালিক হামলা- ৫: বন্দী ভাগাভাগি ও বন্দিনীর সাথে যৌনসঙ্গম!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– পঁচাত্তর

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা কীভাবে বানু আল-মুসতালিক গোত্রের লোকদের ওপর বিনা নোটিশে অতর্কিত নৃশংস আগ্রাসী হামলার মাধ্যমে তাঁদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন ও তাঁদের কিছু লোককে খুন ও বহু লোককে বন্দী করে ধরে এনে দাস ও যৌনদাসী রূপে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা করেছিলেন - তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১০০) পর:

'উরওয়া বিন আল-যুবায়েরের (Urwa b. al-Zubayr) কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আল-যুবায়ের বলেছেন যে, **আয়েশা হইতে বর্ণিত** হয়েছে:

যখন আল্লাহর নবী বানু আল-মুসতালিক হামলায় ধৃত বন্দীদের বণ্টন করছিলেন, থাবিত বিন কায়েস বিন আল-শামমাস **অথবা** তার জ্ঞাতি ভাইয়ের ভাগে পড়ে জুয়াইরিয়া। (আল-ওয়াকিদি: 'থাবিত বিন কায়েস বিন আল-শামমাস **ও** তার জ্ঞাতি ভাই (Cousin) এর ভাগে পড়ে। সে তাকে তার জ্ঞাতি ভাইয়ের কাছ থেকে মদিনার খেজুরের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেয়।'); জুয়াইরিয়া তার হাত থেকে মুক্তিলাভের আবেদন জানিয়ে তার কাছে এক দলিল (Deed) পেশ করে।

সে ছিল অতি সুন্দরী এক মহিলা। প্রত্যেকটি পুরুষ, যারাই তাকে দেখেছে, তাদের সবাইকে সে করেছে বিমোহিত। তার মুক্তির ব্যাপারে সাহায্যের জন্য সে আল্লাহর নবীর কাছে আসে। **তাকে আমার [আয়েশা] ঘরের দরজার সামনে দেখা মাত্রই আমি তাকে অপছন্দ করি, কারণ আমি জানি যে, আমি তাকে যেরূপ ভাবে দেখছি, তিনিও তাকে এমনভাবেই দেখবেন।**

সে তাঁর কাছে আসে ও বলে যে, সে হলো তাদের গোত্র নেতা আল-হারিথ বিন আবু দিরারের কন্যা, বলে, "আপনি দেখেছেন যে, কী পরিস্থিতি আমাকে আপনার কাছে আসতে বাধ্য করেছে। আমি থাবিত (অথবা তার জ্ঞাতি ভাই) এর ভাগে পড়েছি ও মুক্তিপণের বিনিময়ে আমাকে মুক্ত করার জন্য তার কাছে এক দলিল পেশ করেছি; এই ব্যাপারে আপনার সাহায্যের জন্য আমি এখানে এসেছি।" তিনি বলেন, "তুমি কি এর চেয়েও ভাল কিছু পছন্দ করবে? **আমি তোমার মুক্তিপণ রহিত করবো ও তোমাকে বিবাহ করবো।"** সে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়।

('---She came to the apostle to ask his help in the matter. As soon as I saw her at the door of my room I took a dislike to her, for I knew that he would see her as I saw her. She went in and told him who she was- d. of al-Harith b. Abu Dirar, the chief of his people. 'You can see the state to which I have been brought. I have fallen to the lot of Thabit (or his cousin) and have given him a deed for my ransom and have come to ask your help in the matter.' He said, 'Would youlike something better than that? I will discharge your debt and marry you,' and she accepted him.--')

আল্লাহর নবী যে জুয়াইরিয়াকে বিবাহ করেছেন, এই সংবাদটি দ্রুতবেগে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পরে এবং যেহেতু বানু মুসতালিক গোত্রের লোকেরা বিবাহসূত্রে আল্লাহর নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, লোকেরা তাদের ধৃত বন্দীদের মুক্ত করে (আল-ওয়াকিদি: 'কিছু বন্দী

আল্লাহর নবীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে বিনা মুক্তিপণেই মুক্তি লাভ করে, অন্যান্যরা মুক্তিলাভ করে মুক্তিপণের বিনিময়ে)। যখন তিনি তাকে বিবাহ করেন, এক শত পরিবারকে করা হয় মুক্ত। আমি এমন কোনো মহিলার খবর জানি না, যে তার নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য তার চেয়ে বেশি আশীর্বাদ বহন করে এনেছে।'

আল-ওয়াকিদির (৭৪৮-৮২২) অতিরিক্ত বর্ণনার কিয়দংশ:

'আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের হুকুম করেন, তারা যেন **বন্দীদের এক পাশে বেঁধে রাখে**। তাঁদের ঘোড়ার জিন ও কাপড়-চোপড়, অস্ত্র-শস্ত্র ও সম্পদ একত্রিত করে এবং তাঁদের গবাদি পশুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে। শুকরান নামের তাঁর এক অনুসারীকে তিনি এর দায়িত্বে নিয়োগ করেন। **তিনি নারী ও শিশুদের আলাদা করে রাখেন।** তারপর তিনি মাহমিয়া বিন জা'যা আল-যুবায়েদি (Mahmiya bin Jaz'a al-Zubaydi) নামের এক অনুসারীকে বণ্টন কার্যে নিয়োগ করেন - এক পঞ্চমাংশ ও বাকিটুকু মুসলমানদের জন্য। আল্লাহর নবী সমস্ত লুণ্ঠন সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ নিজে গ্রহণ করেন [পর্ব: ২৮-২৯]।' [4]

ইমাম বুখারীর (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

'আবু সাইদ আল খুদরি হইতে বর্ণিত: বানু আল-মুসতালিক গোত্রের লোকদের ওপর সেই হামলার দিনে **তারা (মুসলমানরা) কিছু নারী বন্দী করে ও তাদেরকে অন্তঃসত্ত্বা করার অভিপ্রায় ছাড়াই তাদের সাথে যৌনসঙ্গম করার মনস্থ করে।** তাই তারা আল্লাহর নবীর কাছে আজল (coitus interruptus) করার অনুমতি প্রার্থনা করে। আল্লাহর নবী বলেন, "এটাই ভাল যে তোমাদের তা করা উচিত নয়। কারণ আখিরাত পর্যন্ত আল্লাহ যত লোক সৃষ্টি করবে, তা সে লিখে রেখেছে।"

কাযা'য়া বলেন, "আমি আবু আবু সাইদকে বলতে শুনেছি যে আল্লাহর নবী বলেন, 'আল্লাহর বিধান বা নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন আত্মাই সৃষ্টি হয় না।'" [5] [6]

(Narrated By Abu Said Al-Khudri: That during the battle with Bani Al-Mustaliq they (Muslims) captured some females and intended to

have sexual relation with them without impregnating them. So they asked the Prophet about coitus interrupt us. The Prophet said, "It is better that you should not do it, for Allah has written whom He is going to create till the Day ofResurrection." Qaza'a said, "I heard Abu Sa'id saying that the Prophet said, 'No soul is ordained to be created but Allah will create it.") [5] [6]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, শুধু লুণ্ঠিত সামগ্রীই নয়, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা অতর্কিত হামলায় উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে বানু আল-মুসতালিক গোত্রের **মুক্ত মানুষদের ধরে নিয়ে এসে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন।** এই ভাগাভাগির দায়িত্বে ছিলেন মাহমিয়া বিন জা'যা আল-যুবায়েদি নামের এক অনুসারী। এই বন্দীদেরই একজন ছিলেন অতি সুন্দরী জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিথ, বানু আল-মুসতালিক গোত্রের গোত্র প্রধানের কন্যা। এই অতি সুন্দরী রমণীটি অন্য এক অনুসারীর ভাগে পড়ে। **কিন্তু** যখন মুহাম্মদ এই সুন্দরী মহিলার সাক্ষাৎ পান, তিনি এই মহিলাটিকে তার মুক্তিপণের মূল্য মওকুফ এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার **লোভনীয় প্রস্তাবের** মাধ্যমে হস্তগত করেন।

নবী পত্নী আয়েশা ঠিক এই আশঙ্কাটিই করেছিলেন। তাই যখন তিনি এই সুন্দরী মহিলাটিকে তাঁর ঘরের দরজার সামনে দেখতে পান, তখন তিনি তাকে অপছন্দ করেন। আয়েশার বর্ণনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন সুন্দরী মহিলাদের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত।

ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, অল্প কিছু সময় আগেই **যে-নারীদের** পিতা-মাতা, স্বামী-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের করা হয়েছে খুন অথবা বন্দী, তাঁদের সমস্ত পরিবারকে করা হয়েছে তছনছ; সেই অসহায় নারীদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের

সাথে **যৌনকর্মে** হয়েছিলেন লিপ্ত! একজনের ভাগে পড়া নারীকে তারা অন্যজনের কাছে করেছিলেন **বিক্রি** (থাবিত বিন কায়েসের জ্ঞাতিভাই থাবিতের কাছে), **কিংবা দান** (থাবিত বিন কায়েস মুহাম্মদের কাছে) - যেমনটি করা হয় গবাদি পশুদের ভাগাভাগি, বিক্রি কিংবা দান!

ইসলাম নামক মতবাদে,

"বিনা নোটিশে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর অতর্কিত হামলার মাধ্যমে অসহায় নারীদের ধরে নিয়ে এসে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে তাঁদের সাথে অবাধ যৌনসুখের আনন্দ আহরণ সম্পূর্ণরূপে বৈধ, যা স্বয়ং স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নিশ্চিত করেছেন তাঁর বাণী ও কর্মের মাধ্যমে। সিরাত ও হাদিসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জেনেছি যে, আজল (Coitus interruptus) কিংবা অন্য কোনো পন্থায় "**এই গণিমতের মাল**"-দের গর্ভবতী করার প্রক্রিয়ায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়! উচিত হলো অসুরক্ষিত পরম যৌন সুখের (Unprotected Sex) মাধ্যমে এই নারীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন!"

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৩
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫১৭ ১৫১৮

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন **১৯৬৬;** ভলুম **১**, পৃষ্ঠা ৪১১-৪১২

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২০১-২০২

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] Ibid **কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি,** পৃষ্ঠা ৪১০, **ইংরেজি অনুবাদ:** পৃষ্ঠা ২০২

[5] **সহি বুখারী ভলুম ৯, বই ৯৩, হাদিস নম্বর ৫০৬**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/126-Sahih%20Bukhari%20Book%2093.%20Oneness,%20Uniqueness%20of%20Allah%20(Tawheed)/8244-sahih-bukhari-volume-009-book-093-hadith-number-506.html

অনুরূপ হাদিস: সহি বুখারী ভলুম ৫, বই ৫৯, হাদিস নম্বর ৪৫৯

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/92/5597-sahih-bukhari-volume-005-book-059-hadith-number-459.html

[6] অনুরূপ বর্ণনা: Ibid **কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি,** পৃষ্ঠা ৪১৩; **ইংরেজি অনুবাদ:** পৃষ্ঠা ২০২

১০২: আয়েশার প্রতি অপবাদ-১: এক অভিযুক্তের জবানবন্দি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– ছিয়াত্তর

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা বিনা নোটিসে কীভাবে বানু আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর অতর্কিত নৃশংস হামলা চালিয়েছিলেন; উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে তাঁদের কিছু লোককে খুন, বহু লোককে বন্দী ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করে কীভাবে সেই লুণ্ঠিত সামগ্রী **ও বন্দী হতভাগ্য নিরপরাধ মুক্ত মানুষদের দাস ও যৌনদাসীরূপে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন**- এক-পঞ্চমাংশ মুহাম্মদের ও বাকি চার-পঞ্চমাংশ হামলায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীদের; এই ভাগাভাগির পর থাবিত বিন কায়েস নামের তাঁর এক অনুসারীর ভাগে পড়া জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিথ নামের এক সুন্দরী মহিলা থাবিতের কাছ থেকে মুক্তির আশায় এক লিখিত দলিলে চুক্তি-বদ্ধ [1] হওয়ার জন্য কীভাবে থাবিতকে অনুরোধ করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে সাহায্যের জন্য যখন জুয়াইরিয়া মুহাম্মদের কাছে গমন করেন, তখন মুহাম্মদ কীভাবে এই সুন্দরী মহিলাকে করায়ত্ত ও বিবাহ করেছিলেন [2]; নিজ নিজ ভাগে পড়া অসহায় বন্দী নারীদের সাথে তারা কীভাবে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন; এই হামলাটি সংঘটিত হওয়ার পর কী কারণে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কোন্দলের সূত্রপাত হয়েছিল; এই কোন্দলের পর মুহাম্মদ **কী উদ্দেশ্যে** তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে সুরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ করে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে **"মুমিন বনাম মুনাফিক"** নামের বিভাজনের জন্ম দিয়েছিলেন এবং সেই ঘটনারই ধারাবাহিকতায় আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ কী কারণে তার জন্মদাতা পিতাকে **নিজ হাতে খুন** করার জন্য

মুহাম্মদের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা আগের পাঁচটি পর্বে (**পর্ব: ৯৭-১০১**) করা হয়েছে।

বানু আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর এই সফল হামলাটি সম্পন্ন করার পর মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মদিনায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে দ্রুত বেগে রওনা হন (**পর্ব-৯৮**); কিন্তু মদিনায় পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের অজ্ঞাতেই নবী-পত্নী আয়েশা বিনতে আবু বকর মূল সেনাবাহিনী থেকে **একটি রাতের কিয়দংশ থেকে পর দিন দুপুর নাগাদ** পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [3] [4] [5]

'আয়েশা হইতে বর্ণিত > উরওয়া > আল-জুহরী [মৃত্যু ৭৪২ সাল] কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একজন সন্দেহাতীত ব্যক্তি আমাকে [ইবনে ইশাক] বলেছেন যে, আল্লাহর নবী মদিনার নিকটবর্তী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সম্মুখ যাত্রা অব্যাহত রাখেন। ঐ যাত্রায় আয়েশা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, যখন মিথ্যাবাদীরা তাঁর সম্বন্ধে বলাবলি করছিল।

আলকামা বিন ওয়াকাস, সায়িদ বিন জুবায়ের, উরওয়া বিন আল-যুবায়ের ও উবায়েদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আল-জুহরী আমাদের বলেছেন যে, এদের প্রত্যেকেই এই উপাখ্যানের অংশ বিশেষের অবদান রেখেছেন, কারও অবদান কম ও কারও বা বেশি। তিনি বলেছেন, "ঐ লোকেরা আমাকে যা বলেছেন আমি (আল-জুহরী) সেই অংশগুলো তোমাদের জন্য একত্রিত করেছি।"

ইয়াহিয়া বিন আববাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আল-যুবায়ের তাঁর পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং উমারা বিনতে আবদুল-রহমান-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ বিন আবু বকর আমাকে বলেছেন যে, যা মিথ্যাবাদীরা আয়েশা সম্বন্ধে বলেছিলেন, তা আয়েশা নিজেই তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন। মোটামুটি ভাবে তাঁর [আয়েশা] এই উপাখ্যানের সবটুকুই এই লোকগুলোর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। তাঁদের একজন যে-অংশ উদ্ধৃত করেছেন, অন্যজন হয়তো তা করেননি। এদের

প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত সাক্ষী ও প্রত্যেকেই বলেছেন যে, **যা তাঁরা বর্ণনা করেছেন, তা তাঁরা তাঁর [আয়েশার] কাছ থেকে শুনেছেন।**

তিনি [আয়েশা] বলেছেন: 'যখন আল্লাহর নবী কোনো অভিযানে যাওয়া মনস্থ করতেন, তখন তিনি স্ত্রীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করতেন, কে তাঁর সহযোগী হবেন। বানু আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর হামলার প্রাক্কালে তিনি এই কাজটি করেন ও লটারিতে আমার (ওয়াকিদি: 'ও উম্মে সালামা) নামটি পড়ে। তাই আল্লাহর নামে আমাকে তাঁর সঙ্গে নেন। এই সব ঘটনার সময় তাঁর স্ত্রীরা অল্প খাবার খেতেন, যাতে তারা মোটা হয়ে ভারী হয়ে না যান।

যখন আমার জন্য উটের ওপর জিন পরানো হতো, আমি এক আচ্ছাদিত **'হাওদার'** (Howdah) মধ্যে বসে পড়তাম [6]; তারপর ঐ জিন পরানো ব্যক্তিটি এসে হাওদার নিচের অংশ ধরে তা উটের পিঠের ওপর স্থাপন করতো ও দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতো। তারপর তারা ঐ উটটির মাথাটি ধরে হাঁটা শুরু করতো।

এই যাত্রায় হামলা সম্পন্ন করার পর আল্লাহর নবী প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হন ও মদিনার নিকটবর্তী এক স্থানে এসে যাত্রাবিরতি দেন **এবং রাত্রির কিয়দংশ সেখানে কাটান। অতঃপর তিনি যাত্রা শুরুর আদেশ দেন ও লোকেরা চলা শুরু করে।**

আমি এক **নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে** (certain purpose) বাইরে বের হই [7], আমার গলায় ছিল যিফার শহরের পুঁতি দ্বারা তৈরি এক হার। যখন আমি আমার কাজটি শেষ করি, আমার অজ্ঞাতেই হারটি আমার গলা থেকে খুলে পড়ে। আমি আমার উটটির কাছে ফিরে আসি ও গলায় হাত দিয়ে অনুভব করি যে হারটি নেই। এদিকে তখন সেনাবাহিনীর আসল অংশ চলতে শুরু করেছে। আমি যেখানে গিয়েছিলাম, সেখানে আবার ফিরে আসি ও হারটি খুঁজতে থাকি, যতক্ষণ না আমি তা খুঁজে পাই।

সেনা স্থানটি থেকে আমার ফিরে আসার পরে পরেই যে-লোকগুলো আমার জন্য উটের জিন পরাচ্ছিল, তারা সেখানে আসে ও আমি হাওদার মধ্যে আছি মনে করে, সাধারণত আমি যা করে থাকি, তারা তা উটের পিঠের ওপর স্থাপন করে ও বেঁধে ফেলে; আমি

যে সেখানে নেই, সে ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ না করেই। অতঃপর তারা উটের মাথাটি ধরে যাত্রা শুরু করে। যখন আমি সেই স্থানে ফিরে আসি, দেখি, তা জনমানবশূন্য। লোকেরা সেখান থেকে চলে গিয়েছে।

তাই আমি নিজেকে কুঁচি দেওয়া ঢিলে পোশাকে আবৃত করি ও যেখানে ছিলাম সেখানেই শুয়ে পড়ি, এই ভরসায় যে, যখন তারা জানবে, আমি বাদ পড়েছি তখন তারা আমার জন্য ফিরে আসবে। সত্যি বলছি, যেই মাত্র আমি শুয়েছি, **সাফওয়ান বিন আল-মুয়াত্তাল আল-সুলামি** আমার পাশ দিয়ে গমন করে; কিছু কাজে সে আসল সৈন্যবাহিনী থেকে পিছিয়ে পড়েছিল ও তাদের সাথে সে-রাত্রির কিয়দংশ যাপন করেনি। সে আমার অবয়ব দেখতে পায় ও আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। আমাদের ওপর পর্দা আরোপের পূর্বে সে আমাকে দেখতো। তাই যখন সে আমাকে দেখে, তখন সে অবাক হয়ে বলে "আল্লাহর নবীর পত্নী"; আমি তখন ছিলাম আমার পোশাকে আবৃত।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়, কেন আমি পিছিয়ে পড়েছি, কিন্তু আমি তার সাথে কোনো কথা বলিনি। অতঃপর সে তার উটটি নিয়ে আসে ও উটটির পেছনে থেকে আমাকে সেটার ওপর আরোহণ করতে বলে। আমি সেটার ওপর আরোহণ করি। সে উটটির মাথা ধরে সৈন্য বাহিনীর সন্ধানে দ্রুতবেগে সামনে অগ্রসর হয়।

আল্লাহর কসম, আমরা তাদের নাগাল পাই না ও পরদিন সকালের আগে তারা আমার অভাব বুঝতে পারে না। যখন তারা যাত্রাবিরতি দিয়ে বিশ্রাম করছিল, তখন আমাকে নিয়ে এই লোকটি তাদের কাছে পৌঁছে। মিথ্যাবাদীরা তাদের গুজব ছড়াতে থাকে ও সেনাদের মধ্যে অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি এর কিছুই জানতাম না।' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> ৬২৬ অথবা ৬২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের (**পর্ব: ৯৭**) সেই রাতে সত্যিই কী ঘটেছিল, তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। **কারণ** আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকদের 'সিরাত' (মুহাম্মদের জীবনীগ্রন্থ) ও হাদিস গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা একান্তই নবী-পত্নী আয়েশার নিজস্ব বর্ণনা, **এক অভিযুক্ত মানুষের আত্মপক্ষ সমর্থনের জবানবন্দি।** এই

ঘটনার অন্য কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ইসলামের ইতিহাসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। [8]

কিন্তু যে-বিষয়টি আমরা প্রায় নিশ্চিতরূপে জানি, তা হলো, এই ঘটনাটি যখন সংঘটিত হয়েছিল, তখন আয়েশার বয়স ছিল ১৩ কিংবা ১৪ বছর (**পর্ব: ৯১**); নবী-পত্নী আয়েশার বর্ণিত এই উপাখ্যান যদি এক শতভাগ সত্য হয়, তবে যা আমরা নিশ্চিতরূপে অনুধাবন করতে পারি, তা হলো - সেই রাত্রিতে এই অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা তাঁর জীবনের এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

কল্পনা করুন, ১৩-১৪ বছর বয়সী এক বালিকা তার পরিচিতজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নিশুতি রাতে আরবের ধু ধু মরু প্রান্তরে নিজেকে তার ঢিলে পোশাকে আবৃত করে জড়োসড়ো হয়ে ভয়ে ও ভাবনায় শুয়ে আছে রাস্তার পাশে! সে অপেক্ষা করছে এই আশায় যে, কখন তার পরিচিতজনেরা তাকে উদ্ধারের জন্য ফিরে আসবে! ইসলামের ইতিহাসে আয়েশা বিনতে আবু বকর হলো এমনই এক হতভাগীর নাম।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **কুরান: ২৪:৩৩** – 'যারা বিবাহে সামর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। ---'

[2] **'সিরাত' এর অনুরূপ বর্ণনা: সুন্নাহ আবু দাউদ: বই ২৪, হাদিস নম্বর ৩৯২০**
http://hadithcollection.com/abudawud/256-Abu%20Dawud%20Book%2024.%20Book%20Of%20Emancipation%20Of%20Slaves/17722-abu-dawud-book-024-hadith-number-3920.html

[3] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৩- ৪৯৫
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[4] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫১৮- ১৫২১

[5] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৪২৬- ৪২৯

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; Simultaneously published in the USA and Canada in 2011 by Routledge: 2 Park square, Milton park , Abington, Oxon, OX14 4RN and 711 Third Avenue, New York, NY 10017; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২০৮- ২১০

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[6] **'হাওদা' –** সম্ভ্রান্ত লোকদের বাসর জন্য উট অথবা হাতির পিঠের উপর বসানো আচ্ছাদিত আসন।

https://en.wikipedia.org/wiki/Howdah

[7] **‘নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য’** - প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া (পেশাব-পায়খানা) জাতিয় ক্রিয়াদি অর্থ বুঝানো হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে।

[8] **সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ২৭৪**

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5321-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-274.html

সহি মুসলিম: বই ৩৭, হাদিস নম্বর ৬৬৭৩

http://hadithcollection.com/sahihmuslim/165-Sahih%20Muslim%20Book%2037.%20Repentance%20And%20Exhortation%20Of%20Repentance/14834-sahih-muslim-book-037-hadith-number-6673.html

সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই ৫০, হাদিস নম্বর ২১২

http://hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/6176-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-212.html

১০৩: আয়েশার প্রতি অপবাদ- ২: মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতিক্রিয়া!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– সাতাত্তর

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা বানু আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর সফল হামলাটি (পর্ব: ৯৭-১০১) সম্পন্ন করার পর মদিনায় প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে তাদের অজ্ঞাতেই নবীপত্নী আয়েশা বিনতে আবু বকর কীভাবে **একটি রাতের কিয়দংশ থেকে পর দিন দুপুর নাগাদ পর্যন্ত** বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন; অতঃপর সেই নিশুতি রাতে আরবের ধু-ধু মরুপ্রান্তর থেকে সাফওয়ান বিন আল-মুয়াত্তাল বিন আল-সুলামি (Safwan b. al-Mu'attal al-Sulami) নামের এক মুহাম্মদ-অনুসারী কী অবস্থায় ১৩-১৪ বছর বয়সী কিশোরী আয়েশাকে উদ্ধার করেছিলেন; রাত্রিশেষে পরদিন দুপুর নাগাদ সাফওয়ান বিন আল-মুয়াত্তাল-এর উটের পিঠের ওপর সওয়ার হয়ে আয়েশা যখন মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের পরবর্তী বিশ্রামস্থলে এসে পৌঁছেন, তখন মুহাম্মদ-অনুসারীদের অনেকে আয়েশা সম্পর্কে কীরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের "আয়েশার প্রতি অপবাদ" উপাখ্যানের সম্পূর্ণই অভিযুক্ত **আয়েশার নিজস্ব বর্ণনা।**

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১০২) পর:

'তারপর আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি ও অবিলম্বেই আমি (আয়েশা) খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাই এ বিষয়ের কিছুই আমার কর্ণগোচর হয় না। এই রটনাটি আল্লাহর

নবী ও আমার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছে, কিন্তু তাঁরা আমাকে তার কিছুই জানায় না, যদিও আমি আমার প্রতি আল্লাহর নবীর অভ্যস্ত উদারতার অভাব বুঝতে পারি। আগে যখন আমি অসুস্থ হতাম, তখন তিনি আমার প্রতি সমবেদনা ও উদারতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু আমার এবারের অসুস্থতায় তিনি তা করেননি এবং আমি তাঁর মনোযোগের অভাব বোধ করি।

আমার মা **(উম্মে রুমান)** যখন আমার সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন, তখন তিনি আমাকে দেখতে আসেন ও একমাত্র যে কথাটি তিনি বলেন, তা হলো, "সে কেমন আছে?, যা আমাকে ব্যথিত করে [4]। তাই আমি তাঁকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন আমাকে আমার মা-এর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন, যাতে মা আমার শুশ্রূষা করতে পারে। তিনি বলেন, "তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই করো"। অতঃপর আমাকে আমার মায়ের কাছে পাঠানো হয় ও **প্রায় বিশ দিন পর** আমার সুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এই ঘটনার কিছুই জানতে পারি না।

আরবের জনগণ আমরা: বিদেশীদের বাড়ি-ঘরের মত আমাদের বাড়িতে তখন কোনো পায়খানা (টয়লেট) ছিল না; আমরা তাদের দারুণ অপছন্দ ও ঘৃণা করতাম। আমাদের অভ্যাস ছিল বাইরের মদিনার খোলা মাঠে যাওয়ার। মহিলারা প্রত্যেক রাতেই বাহিরে যেত ও আমি এক রাতে উম্মে মিসতাহ বিনতে আবু রুহম (Umm Mistah d. Abu Ruhm) বিন আল-মুত্তালিব বিন আবদ মানাফ (তার মা ছিলেন আবু বকরের আন্টি, সাখর বিন আমির বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তায়েম-এর কন্যা) এর সঙ্গে বাইরে যাই। আমার সঙ্গে হাঁটার সময় হোঁচট খেয়ে তিনি তার গাউনের ওপর পড়ে যান ও চিৎকার করে বলেন, "হোঁচট খাক মিসতাহ"; মিসতাহ ছিল আউফ (Auf) এর ডাক-নাম।

আমি বলি, **"বদর যুদ্ধে** [পর্ব: ৩০-৪৩] অংশগ্রহণকারী এমন একজন মুহাজির সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করা খারাপ।"

জবাবে তিনি বলেন, "এই আবু বকর পুত্রী, তুমি কি খবরটি শোনোনি?" যখন আমি বলি যে, আমি তা শুনিনি, তিনি আমাকে মিথ্যাবাদীরা কী বলেছে, তা বলতে থাকেন।

যখন আমি আমার বিস্ময় প্রকাশ করি, তিনি আমাকে যা যা ঘটেছে, তার সমস্তই খুলে বলেন। আল্লাহর কসম, যে কাজটি আমার করার দরকার ছিল, তা আমি করতে পারি না; আমি ফিরে আসি।

আমি আমার কান্না বন্ধ করতে পারি না, মনে হয় কান্নায় আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি আমার মাকে বলি, "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক! লোকেরা আমার সম্বন্ধে খারাপ কথা বলছে (তাবারী: 'এবং তুমি তা জানতে') কিন্তু তুমি আমাকে কিছুই বলোনি।"

সে জবাবে বলে, "আমার ছোট্ট মামণি, এ নিয়ে বেশী দুশ্চিন্তা করো না। কদাচিৎ কোনো সুন্দরী মহিলা যখন কোনো লোককে বিবাহ করে ও লোকটি তাকে ভালবাসে, তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী পত্নীরা যেমন সেই মহিলা সম্পর্কে পরচর্চা করে, পুরুষরাও ঠিক তাই করে।"

'আল্লাহর নবী উঠে যান ও তাঁর লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন, যদিও আমি এর কিছুই জানতাম না। আল্লাহর প্রশংসা করার পর তিনি বলেন, "কিছু লোক আমার পরিবারের লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও আমাকে চিন্তায় ফেলে কী বোঝাতে চায়? আল্লাহর কসম, আমি তাদেরকে শুধু ভাল বলেই জানি ও তারা এমন একজন পুরুষ সম্বন্ধে অপবাদ দেয়, যাকে আমি জানি একজন ভাল মানুষ হিসাবে, যে মানুষটি আমার সঙ্গ ছাড়া কখনোই আমার বাড়িতে প্রবেশ করে না।"

'সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধীরা ছিল **খাযরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ বিন উবাই, মিসতাহ ও হামনা বিনতে জাহাশ** (Hamna d. Jahsh), কারণটি হলো তার বোন যয়নাব বিনতে জাহাশ ছিল আল্লাহর নবীর পত্নীদের একজন এবং একমাত্র সেই তার পক্ষে আমার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। আর যয়নাব, আল্লাহ তাকে তার ধর্ম দ্বারা রক্ষা করেছে ও সে আমার ভাল ছাড়া অন্য কিছুই বলেনি। কিন্তু হামনা তার বোনের পক্ষে দিগদিগন্তে আমার বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ায় এবং সে জন্য আমি খুবই কষ্ট পাই (অথবা 'সে (যয়নাব) খুবই কষ্ট পায়')।

'যখন আল্লাহর নবী এই ভাষণটি দেন তখন **উসায়েদ বিন হুদায়ের** (Usayd b. Hudayr) বলে, "তারা যদি আল-আউস গোত্রের লোক হয়, তবে আমরা তাদের কাছ থেকে আপনাকে পরিত্রাণ দেব; আর যদি তারা খাযরাজ গোত্রের লোক হয়, তবে আপনি আমাদের হুকুম করুন, **যেন তারা তাদের কল্লা কাটতে পারে।"**

সা'দ বিন উবাদা (Sa'd b. 'Ubada) উঠে দাঁড়ায় - এর আগে যাকে ধার্মিক বলে মনে করা হতো, বলে, **"আল্লাহর কসম, তুই মিথ্যা বলছিস।** অবশ্যই তাদের কল্লা কাটা হবে না। তুই যদি না জানতিস যে, তারা খাযরাজ গোত্রের লোক, তবে তুই এই কথাটি বলতি না। যদি তারা তোদের নিজেদের লোক হতো, তবে তুই এই কথাটি বলতি না।"

উসায়েদ জবাবে বলে, **"মিথ্যুক তুই নিজে! তুই একটা মুনাফিক (disaffected), যে একজন মুনাফিকের সমর্থনে মুনাফিকদের পক্ষে ঝগড়া করে।"**

অবস্থা এমন ভীষণ আকার ধারণ করে যে, আউস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের মধ্যে প্রায় যুদ্ধের উপক্রম হয়।

আল্লাহর নবী সেই স্থান ত্যাগ করেন ও আমাকে দেখতে আসেন। তিনি **আলী ও উসামা বিন যায়েদ** (Usama b. Zayd)-কে তলব করেন ও তাদের পরামর্শ চান। উসামা আমার উচ্চ প্রশংসা করে ও বলে, "তারা হলো আপনার পরিবার (আয়েশার নাম ব্যবহার যত্নের সাথে এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে) ও আপনি এবং আমরা তাদের সম্বন্ধে ভাল ছাড়া আর কিছু জানি না, এটি একটি মিথ্যা প্রচারণা ও অপবাদ।"

আর আলী বলে,

"অঢেল মহিলা আছে, আপনি সহজেই একজনের পরিবর্তে অন্য একজনকে গ্রহণ করতে পারেন। একজন ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য বলবে।"

('---- When the apostle made this speech **Usayd b. Hudayr** said: "If they are of Aus let us rid you of them; and if they are of the Khazraj give us your orders, for they ought to have their heads cut off." **Sa'd b. 'Ubada** got up - before that he had been thought a pious man and

said, "By Allah, you lie. They shall not be beheaded. You would not have said this had you not known that they were of Khazraj. Had they been your own people you would not have said it." Usayd answered, "Liar yourself! You are a disaffected person arguing on behalf of the disaffected person arguing on behalf of the disaffected." Feeling ran so high that they were almost fighting between these two clans of Aus and Khazraj. The apostle left and came in to see me. He called 'Ali and **Usama b. Zayd** and asked their advice. Usama spoke highly of me and said "They are your family (Care is taken to avoid the use of 'A'isha's name.) and we and you know only good of them, and this is a lie and a falsehood. **'As for 'Ali he said:** "Women are plentiful, and you can easily change one for another. Ask the slave girl, for she will tell you the truth.")
তাই আল্লাহর নবী বুরায়েরা (Burayra)-কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ডাকেন। আলী উঠে দাঁড়ায় ও তাকে প্রচণ্ড মারধর করে ও বলে, "আল্লাহর নবীকে যা সত্যি তা জানা।" জবাবে সে বলে, "আমি তার সম্বন্ধে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আয়েশার একমাত্র দোষ, যা আমি জানি, তা হলো - মাখা ময়দার তাল (dough) দলাইমলাই করার পর আমি যখন তাকে তা দেখে রাখতে বলি, তখন সে তা অবহেলা করে এবং ভেড়ারা (তাবারী: 'ভেড়ায় বাচ্চারা') এসে তা খেয়ে ফেলে!"
'অতঃপর আল্লাহর নবী আমার কাছে আসেন। আমার সঙ্গে ছিল আমার পিতা-মাতা ও এক আনসারী মহিলা, আমরা দুজনই কাঁদছিলাম। তিনি বসে পড়েন ও আল্লাহর প্রশংসা আদায় করার পর বলেন, "আয়েশা, তুমি জানো, লোকেরা তোমার সম্বন্ধে কী বলাবলি করছে। **আল্লাহকে ভয় করো ও লোকেরা যা বলছে, তেমন অপকর্ম যদি তুমি করে**

থাকো, তবে আল্লাহর কাছে তওবা ও অনুশোচনা করো; কারণ সে তার বান্দাদের তওবা কবুল করে।"

যখন তিনি এই কথাগুলো বলেন, আমার কান্না থেমে যায় ও আমি তার কিছুই অনুভব করি না। আমি আমার বাবা ও মায়ের কাছ থেকে আল্লাহর নবীর এই উক্তির জবাবের জন্য অপেক্ষা করি, কিন্তু তারা কোনো কথাই বলে না। আল্লাহর কসম, আমার মনে হয়, আল্লাহর কাছে আমি এতই তুচ্ছ যে, সে আমার ব্যাপারে কোনো কুরানের আয়াত নাজিল করবে না, যা মসজিদে পড়া হবে ও নামাজে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু আমি আশা করছিলাম যে, আল্লাহ তার নবীকে স্বপ্নে এমন কিছু দেখাবে, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার ওপর আরোপিত অপবাদের সুরাহা করবে, কারণ আল্লাহ জানে, আমি নির্দোষ; অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে তাদের যোগাযোগ হবে।

যখন আমি দেখি যে, আমার পিতা-মাতা আমার ব্যাপারে কিছুই বলছে না, তখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, কেন তারা এমনটি করছে। তারা জবাবে বলে যে, তারা জানে না, তাদের কী বলা উচিত। আল্লাহর কসম, **আমি এমন কোনো পরিবারের কথা জানি না, যারা ঐ দিনগুলোতে আবু-বকরের পরিবারের চেয়ে বেশী কষ্টভোগ করেছে।**

যখন তারা চুপ করে থাকে, আমি আবার কান্নায় ভেঙে পড়ি ও বলি, "আমি কখনোই আল্লাহর কাছে তওবা করবো না, যা আপনি আমাকে করতে বলছেন। আল্লাহর কসম, আল্লাহ জানে, আমি এই ব্যাপারে নির্দোষ। আমি জানি, লোকেরা যা বলাবলি করছে, তা যদি আমি কবুল করি, তবে যা আমি করিনি, সেটাকেই স্বীকার করে নেয়ার সামিল হবে; আর তারা যা বলছে, তা যদি আমি অস্বীকার করি, তবে আপনি তা বিশ্বাস করবেন না।"

তারপর আমি বিধ্বস্ত মস্তিষ্কে ইয়াকুব (Jacob)-এর নামটি স্মরণ করার চেষ্টা করি, কিন্তু তা মনে করতে পারি না। তাই আমি বলি, "ইউসুফ (Joseph)-এর পিতা যা বলেছিলেন, তা-ই আমি বলবো: 'আপনি যা আমাকে করতে বলছেন, তার জবাবে আমার কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করা।"' (সুরা-১২:১৮) [5]

- অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> আরবের মরু প্রান্তরে সেদিনের সেই নিশুতি রাতে সত্যিই কী ঘটেছিল, তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়, **কারণ এই ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই।** কিন্তু অভিযুক্ত আয়েশার ওপরে বর্ণিত জবানবন্দিতে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মুহাম্মদ ও তাঁর বহু অনুসারীদের মনে **"আয়েশার চরিত্র"** নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। মুহাম্মদের এই অনুসারীদের অনেকেই ছিলেন তাঁর প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন **হাসান বিন থাবিত** (Hassan b. Thabit) ও তার সহকারীরা এবং **আলী** ইবনে আবু-তালিব।

এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মুহাম্মদ অনুসারীরা ছিলেন দ্বিধাবিভক্ত: একদল আয়েশার পক্ষে, আর এক দল আয়েশার চরিত্রে সন্দিহান। এই ব্যাপারে তাঁরা এতটায় দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন যে, তাঁরা **মুহাম্মদের উপস্থিতিতেই** নিজেদের মধ্যে তীব্র কোন্দলে লিপ্ত হয়ে প্রায় রক্তারক্তি অবস্থায় পৌঁছেছিলেন।

ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি যে, এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মুহাম্মদ ছিলেন বিমর্ষ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও তাঁর এই প্রিয় পত্নী আয়েশার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তিনি নিজেও আয়েশার বর্ণিত আত্মপক্ষ সমর্থনের কাহিনী যে বহুদিন যাবত (প্রায় এক মাস) বিশ্বাস করেননি, তা ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট! এই ঘটনার এমন কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিল না, যার সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে মুহাম্মদ আয়েশার এই আত্মপক্ষ সমর্থনের বিবৃতির (Testimony) সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করতে পারেন। **যে কারণেই সুদীর্ঘ প্রায় এক মাস যাবত মুহাম্মদ "তাঁর সৃষ্ট আল্লাহ-র" নামে কোনোরূপ ঐশী বাণীর অবতারণা করতে পারেননি** (**পর্ব: ৭০**); মুহাম্মদ এ ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ অসহায়! তাঁর পরিবার সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই অনুসারীদের এই অপবাদ ও কোন্দল সহ্য করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

তাঁর একমাত্র ভরসা ছিল **"আয়েশা"!** আয়েশাই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যে তাঁকে জানাতে পারে, সেই নিশুতি রাতে সত্যিই কী ঘটেছিল। যে কারণে মুহাম্মদ আয়েশাকে পরামর্শ

দিয়েছিলেন, **"লোকেরা যা বলছে তেমন অপকর্ম যদি তুমি করে থাকো, তবে আল্লাহর কাছে তওবা করো...।"**

মুহাম্মদের সময়কালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনপদবাসীদের তুলনায় আরব জনপদবাসীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল, তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের এই বর্ণনায়। ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, বিদেশীদের বাড়ি-ঘরের মত তাদের বাড়িতে তখন কোন টয়লেট ছিল না। তারা তাদের প্রস্রাব-পায়খানা সম্পন্ন করতো খোলা ময়দানে। নবী-পত্নীরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৫-৪৯৬
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫২১-১৫২৫

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩৩
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২১০-২১২

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ", ইবনে হিশামের নোট- নম্বর ৭৪০, পৃষ্ঠা ৭৬৮**

"তিনি ছিলেন উম্মে রুমান, যয়নাব বিনতে আবদু দুহমান, বানু ফিরাস বিন ঘানাম বিন মালিক বিন কিনানা গোত্রের।"

[5] সুরা ইউসুফ (**১২:১৮**) - এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেন: এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার

১০৪: আয়েশার প্রতি অপবাদ- ৩: মুহাম্মদের জবানবন্দি!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– আটাত্তর

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা বানু আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর তাদের আগ্রাসী হামলাটি (**পর্ব: ৯৭-১০১**) সম্পন্ন করার পর মদিনায় ফিরে আসার প্রাক্কালে নবীপত্নী আয়েশা **একটি রাতের কিয়দংশ থেকে পর দিন দুপুর নাগাদ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর** যখন সাফওয়ান বিন আল-মুয়াত্তাল বিন আল-সুলামি নামের এক মুহাম্মদ-অনুসারীর উটের পিঠের ওপর সওয়ার হয়ে তাদের সাথে যোগদান করেন, তখন মুহাম্মদ অনুসারীদের অনেকে আয়েশার চরিত্রে সন্দিহান হয়ে তার বিরুদ্ধে যে অপবাদ রটনা করছিলেন, তার কোনোকিছুই বহুদিন যাবত কী কারণে আয়েশার কর্ণগোচর হয়নি; এই ঘটনার প্রায় বিশ দিন পর **কখন ও কী পরিস্থিতিতে** উম্মে মিসতাহ বিনতে আবু রুহম নামের এক আত্মীয়ার কাছ থেকে এই ঘটনাটি আয়েশা প্রথম জানতে পেরেছিলেন; বানু আল-মুসতালিক অভিযান থেকে ফিরে আসার পর আয়েশার প্রতি তাঁর স্বামী মুহাম্মদের ব্যবহার কেমন ছিল; এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে **মুহাম্মদের বিশ্বস্ত অনুসারীরা** কীরূপ দ্বিধাবিভক্ত অবস্থায় কোন্দলে লিপ্ত হয়েছিলেন; এই অসহায় পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ যখন তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সহচর, চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবু তালিবের পরামর্শ আহ্বান করেছিলেন, তখন **আলী তাঁকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন**; অবস্থা দুঃসহ আকার ধারণ করার পর মুহাম্মদ তাঁর প্রিয় পত্নী আয়েশাকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন; মুহাম্মদের সেই প্রস্তাব

আয়েশা কী কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ও মুহাম্মদকে তিনি কী জবাব দিয়েছিলেন - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১০৩) পর:

'আল্লাহর কসম, **আল্লাহর নবী যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে সরে যাবার আগেই** তাঁর উপর আল্লাহর তরফ থেকে যা নাজিল হতো, তা নাজিল হয়, তাঁকে পোশাকে আবৃত করা হয় এবং তাঁর মাথার নিচে এক চামড়ার গদি রাখা হয়।

আমার বিষয় হলো এই যে, আমি তা প্রত্যক্ষ করে কোনোরূপ ভীত বা শঙ্কিত হইনি। কারণ আমি জানি, আমি নির্দোষ ও আল্লাহ আমার ওপর অন্যায় আচরণ করবে না। আর আমার পিতা-মাতার অবস্থা হলো: আল্লাহর নবী পুনরায় স্বাভাবিক হওয়া মাত্রই আমার মনে হয় যে, তাঁরা যেন ভয়ে মরে যাবে এই ভাবনায় যে, লোকেরা যা বলাবলি করছিল, আল্লাহ হয়তো তাইই সুনিশ্চিত করেছে।

অতঃপর আল্লাহর নবী স্বাভাবিক হন ও উঠে বসেন। শীতের দিনে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ার মত তাঁর শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল। তিনি তাঁর কপালের ঘাম মুছতে শুরু করেন ও বলেন, **"সুখবর, আয়েশা! আল্লাহ তার ওহী (বাণী) মারফত জানিয়েছে যে, তুমি নির্দোষ।"** আমি বলি, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।"

অতঃপর তিনি বাইরে তাঁর লোকদের কাছে গমন করেন ও তাদের সম্বোধন করে এই ব্যাপারে (তাবারী: "আমার ব্যাপারে") আল্লাহ যে-ওহী অবতীর্ণ করেছে, তা তাদের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করেন। তারপর তিনি **মিসতাহ বিন উথাথা** (Mistah b. Uthatha), **হাসান বিন থাবিত** (Hassan b. Thabit) ও **হামনা বিনতে জাহাশ** (Hamna d. Jahsh)-এর ব্যাপারে আদেশ জারি করেন, তারা ছিল এই অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা; তাদেরকে নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী (অর্থাৎ 'আশিটি) বেত্রাঘাত করা হয় (কুরান: ২৪:৪)।

বানু আল-নাজজার গোত্রের কিছু লোকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমার পিতা ইশাক বিন ইয়াসার আমাকে [মুহাম্মদ ইবনে ইশাক] জানিয়েছেন:

'আবু আইয়ুব খালিদ বিন যায়েদ-এর পত্নী তাকে [আবু আইয়ুব] বলে, "তুমি কি শুনেছ, লোকে আয়েশা সম্বন্ধে কী বলছে?" জবাবে সে বলে, "অবশ্যই, কিন্তু এগুলো মিথ্যা প্রচারণা। (যে অপবাদে আয়েশা অভিযুক্ত) তুমি কি তা করতে পারতে?" তার স্ত্রী বলে, "আল্লাহর কসম, না, আমি তা করতাম না।" সে বলে, "তাহলে! আয়েশা তোমার চেয়ে অনেক ভাল মহিলা।"'

আয়েশা বলেন: **'অপবাদ রটনাকারী ও তা বারংবার প্রচারকারীদের সম্পর্কে কুরান নাজিল হয়,** যেখানে আল্লাহ বলেছে:

(২৪:১১) - "যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই **একটি দল।** তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি।" - **যার মানে হলো হাসান বিন থাবিত ও তার সহকারীরা যারা তা বলেছে।** [4]

(২৪:১২)- "তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ইমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ?" - **অর্থাৎ, যা আবু আইয়ুব ও তার স্ত্রী বলেছে।**

(২৪:১৫)- "যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল ।"

মিসতাহ ছিল আবু বকর-এর আত্মীয় ও সে ছিল অভাবগ্রস্ত, যে-কারণে আবু বকর তাকে ভাতা প্রদান করে সাহায্য করতেন। যখন আয়েশা ও তার অপবাদকারীর সম্বন্ধে এই আয়াত নাজিল হয়, তখন আবু বকর, বলেন, "আয়েশা সম্বন্ধে মিসতাহ যা রটিয়েছে

ও যেভাবে সে আমাদের অনিষ্ট করেছে, এরপর আমি আর কখনোই তাকে কিছু দেব না ও কোনকিছু দিয়ে তাকে আর কখনো সাহায্যও করবো না।"

আয়েশা বলেন, **'তাই এ বিষয়ে আল্লাহ নাজিল করে:**

(২৪:২২)- "তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্নীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় ।"

আবু বকর বলে, "আল্লাহর কসম, হ্যাঁ, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।" অতঃপর তিনি মিসতাকে যে-ভাতা প্রদান করতেন, তা চালু রাখেন ও বলেন, "আমি কখনোই তাকে এটি দেয়া বন্ধ করবো না।"' - অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ - লেখক।]

>>> আয়েশার বর্ণিত আত্মপক্ষ সমর্থনের কাহিনীটির কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী না থাকায় মুহাম্মদের পক্ষে এই ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাই সম্ভব ছিল না। **তিনি নিজেও যে আয়েশার চরিত্রে ছিলেন সন্দিহান, তার প্রমাণ হলো:**

"এই ঘটনার পর আয়েশার প্রতি মুহাম্মদের অনীহা ও অমনোযোগিতা ও সুদীর্ঘ প্রায় এক মাস যাবত এ বিষয়ে তাঁর নীরবতা, "আল্লাহর রেফারেন্সে" কোনো বাণী বর্ষণ না করা!"

ধারণা করা কঠিন নয়, প্রায় এক মাস যাবত মুহাম্মদ এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনা ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি আয়েশার বিবৃতির সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের চেষ্টায় রত ছিলেন। সেই একই কারণে অনিশ্চিত মুহাম্মদ আয়েশাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, **"লোকেরা যা বলছে তেমন অপকর্ম যদি তুমি করে থাকো, তবে আল্লাহর কাছে তওবা ও অনুশোচনা করো।"** মুহাম্মদ যদি নিশ্চিত জানতেন যে, আয়েশা নির্দোষ, তবে এমন পরামর্শ তিনি আয়েশাকে কেন দেবেন?

কিন্তু যখন বুদ্ধিমতী আয়েশা তাঁর এই পরামর্শ **দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান** করেন ও তাঁকে সাফ জানিয়ে দেন, তিনি যে-অপকর্মটি করেননি, তার জন্য তিনি কখনোই আল্লাহর কাছে কোনো অনুশোচনা বা ক্ষমা প্রার্থনা করবেন না, তিনি ধৈর্যধারণ করবেন ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করবেন (**পর্ব: ১০৩**), তখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে আয়েশা যে-বিবৃতি দিয়েছে, তা সত্য। আয়েশার এই নির্ভীক জবাবের পরই আয়েশার চরিত্র নিয়ে তাঁর মনে যে-সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, তা নিমিষেই হয়েছিল দূরীভূত।

আর যখনই এই ব্যাপারটিতে তাঁর নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মেছিল, কোনোরূপ কালবিলম্ব না করেই তিনি তাঁর আল্লাহর নামে রচনা করেছিলেন শ্লোক (**পর্ব: ৭০**); মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, আয়েশার সেই দৃঢ় প্রত্যয়ের পর, **'আল্লাহর নবী যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে সরে যাবার আগেই"** তিনি তাঁর এই ওহি নাজিল কর্মটি সম্পন্ন করেন।

জগতের প্রায় সকল ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা **"আয়েশার প্রতি অপবাদ"** উপাখ্যানের আলোচনাকালে **একমাত্র যে-লোকটিকে দোষী সাব্যস্ত করেন,** তার নাম হলো **আবদুল্লাহ বিন উবাই**। তাঁরা এই লোকটির নামের আগে **"মুনাফিক"** উপাধিটি যোগ করতে কদাচিৎ ভুল করেন। ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা (অধিকাংশই না জেনে) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, আয়েশার চরিত্রে যাঁরা কলঙ্ক লেপন করেছিলেন, **তাঁরা সকলেই** ছিলেন বিখ্যাত মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই (**পর্ব: ৯৮**) ও তার সহচর! বিষয়টি যে **একেবারেই মিথ্যা,** তার প্রমাণ হলো আদি উৎসে বর্ণিত সিরাত, হাদিস ও সর্বোপরি মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান!

২৪:১১ - "যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল।--"

২৪:১২- "তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ইমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ?"

কারা ছিলেন এই দলে?

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, এই রটনাকারীদের সবচেয়ে সেরা ব্যক্তিরা হলেন, "মিসতাহ বিন উথাথা, হাসান বিন থাবিত ও হামনা বিনতে জাহাশ" - মুহাম্মদের আদেশে যাদেরকে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। এই সেরা রটনাকারীদের কেউই আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের সহকারী ছিলেন না!

কী তাদের পরিচয়?

মিসতাহ বিন উথাথা ছিলেন **আবু-বকরের খালাতো ভাই** (তাঁর মায়ের বোনের ছেলে); হাসান বিন থাবিত ছিলেন **মুহাম্মদের সবচেয়ে প্রিয় অনুসারীদের একজন;** আর, হামনা বিনতে জাহাশ ছিলেন **মুহাম্মদের ফুফাতো বোন** (তাঁর পিতা আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব এর নিজের বোন উমাইয়ামা বিনতে আবদুল মুত্তালিব এর কন্যা)। [**পর্ব: ১২**]। আবদুল্লাহ বিন উবাইকে প্রচণ্ড হেয় প্রতিপন্ন করা ও এই ব্যাপারে জড়িত মুহাম্মদের বিশিষ্ট অনুসারীদের অপকর্ম গোপন রাখার জন্যই যে তাঁদের এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, তা বলাই বাহুল্য!

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৭
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, **১৯৮৭**, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) **১৫২৫-১৫২৬**

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২),** ed. Marsden Jones, লন্ডন **১৯৬৬**; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৪৩৩-৪৩৬
http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi
ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা **২১২-২১৪**
http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] Ibid “সিরাত রসুল আল্লাহ”, ইবনে হিশামের নোট নম্বর ৭৪১ - পৃষ্ঠা ৭৬৮
‘অন্যেরা বলে যে সে ছিল, "আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তার সহকারীরা।"’

১০৫: আয়েশার প্রতি অপবাদ- ৪: ব্যভিচার ও ধর্ষণের প্রমাণ "চার জন পুরুষ সাক্ষী!"

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– উনআশি
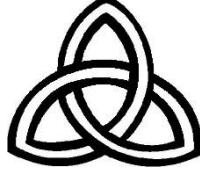
বনি আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর আগ্রাসী হামলা শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর একদল মুহাম্মদ-অনুসারী নবী-পত্নী আয়েশা বিনতে আবু বকরের ওপর যে-অপবাদ আরোপ করেছিলেন, তার সুরাহা কল্পে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রায় একমাস যাবত আল্লাহর রেফারেন্সে কেন কোনো ঐশী বাণীর অবতারণা করেননি; অতঃপর আত্মপক্ষ সমর্থনে আয়েশার দৃঢ়প্রত্যয় শ্রবণ করার পর তিনি তা কী কারণে অতি দ্রুততার সঙ্গে অবতারণা করিয়ে আয়েশাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা দেন; প্রায় সমস্ত ইসলাম-বিশ্বাসী পণ্ডিত ও অপণ্ডিতরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত "আয়েশার প্রতি অপবাদ" লেপনের অভিযোগে **এককভাবে** আবদুল্লাহ বিন উবাই ও তাঁর সহচরদের যেভাবে দোষী সাব্যস্ত করেন, তা কী কারণে মিথ্যাচার; মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর স্বরচিত জবানবন্দিতে (কুরান) বর্ণিত **"যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল (২৪:১১)"** এর **মুখ্য সদস্যরা** কারা ছিলেন, এই সদস্যদের সঙ্গে আয়েশা ও মুহাম্মদের পারিবারিক সম্পর্ক কী ছিল - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তাঁর স্বরচিত (**পর্ব-১৪**) ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরানে তাঁর যৌনসমস্যা ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে অনেক বাণী বর্ষণ করেছেন (**পর্ব: ২ ও ১৬);** তাঁর প্রিয় পত্নী আয়েশার প্রতি তাঁর অনুসারীদেরই আরোপিত এই অভিযোগটি নিঃসন্দেহে তাঁর একান্ত পারিবারিক বিষয়। তাঁর এই একান্ত পারিবারিক

সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে তিনি তাঁর সৃষ্ট আল্লাহর নামে যে-বাণীগুলো বর্ষণ করেছেন, তা সঙ্কলিত কুরানের যে-সুরাটিতে উল্লেখ আছে, তার নাম হলো **"সূরা আন-নূর (চ্যাপ্টার ২৪)।"**

এই সুরাটিতে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর নামে জগতের সমস্ত নারী ও পুরুষ সম্প্রদায় কীভাবে তাঁদের **যৌনাঙ্গের হেফাজত** করবেন; তাঁদের যৌনাঙ্গের হেফাজতের প্রয়োজনে তাঁরা কীভাবে সমাজে চলাফেরা করবেন; তাঁর অনুমোদিত প্রক্রিয়ার বাহিরে যদি কোনো নর-নারী তাঁদের জৈবিক যৌনচাহিদা সম্পন্ন করেন, তবে কীভাবে সেই ধর্ষণ ও ব্যভিচারের প্রমাণ মিলবে; সেই ধর্ষণ ও ব্যভিচার প্রমাণের পর ঐ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি কী হবে - ইত্যাদি বিষয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সমগ্র মানবজাতিকে তাঁর আদেশ ও উপদেশ বর্ষণ করেছেন।

মুহাম্মদের ভাষায়:

[বাগাড়ম্বরপূর্ণ, স্বেচ্ছাচারী, হুমকি-শাসানি ও শাপ-অভিশাপ জাতীয় বাক্য পরিহার]

২৪:১ - "এটা একটা সূরা যা আমি নাযিল করেছি, এবং দায়িত্বে অপরিহার্য করেছি। এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"

২৪:২ – "ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর কারণে **তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়,** যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। **মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"**

২৪:৪-৫ "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে **অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না।** এরাই না'ফারমান। (৫) কিন্তু যারা **এরপর** তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।"

>>> **ইতিপূর্বে** ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের ব্যভিচার প্রমাণের পদ্ধতি ও শাস্তির বিষয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যে-আদেশ জারি করেছিলেন, তা হলো:

৪:১৫-১৬ (সুরা আন-নিসা) – "আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে **চার জন পুরুষকে সাক্ষী** হিসেবে তলব কর| অত:পর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে **সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন|** (১৬) তোমাদের মধ্য **থেকে** যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, **তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর|** অত:পর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও| নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, দয়ালু|"

মুহাম্মদ তাঁর সমগ্র নবী-জীবনে (৬১০ -৬৩২ সাল) তাঁর আবিষ্কৃত আল্লাহর রেফারেন্সে যে-সমস্ত বাণী বর্ষণ করেছেন, ক্রমিক সময়ের মান অনুসারে "সূরা আন-নূর" এর অবস্থান হলো **১০২ নম্বর** ও "সুরা নিসা" এর অবস্থান হলো **৯২ নম্বরে।** [1]

ইবনে কাথির ও অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলিম স্কলারদের ভাষ্য মোতাবেক আমরা জনাতে পারি যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আদেশকৃত "সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় **অথবা** আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন (৪:১৫)" শাস্তিটি পরবর্তীতে আদেশ কৃত আদেশ **"তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর (কুরান: ২৪:২) অথবা তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর (হাদিস)"** এর আদেশের দ্বারা বাতিল করা হয়েছে (**পর্ব: ১৬**)।

অর্থাৎ, **পূর্বে জারিকৃত** সুরা আন-নিসায় মুহাম্মদের ৪:১৫ আয়াতের শেষের অংশ, **"অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন"** এর অর্থ হলো পরবর্তীতে জারিকৃত আদেশ **"তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর (২৪:২) অথবা তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর (হাদিস)"** এর এই অনুশাসন। [2]

"তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর", যাকে বলা হয় **'রজম'** এর শাস্তি বিধানের আয়াত (verse of stoning), সংকলিত কুরান (বর্তমান কুরান)-এর কোথাও নেই। এটি আছে হাদিসে। বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনায়, উমর ইবনে খাত্তাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর", যাকে বলা হয় 'রজম'-এর শাস্তির

বিধানের আয়াত মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে জারি করেছিলেন এবং মুহাম্মদ অনুসারীরা তা তেলাওয়াত, মুখস্থ ও কার্যকর করতেন। [3] [4]

'রজম'-এর এই শাস্তির বিধান প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদিসে যা বর্ণিত আছে, তা হলো, ব্যভিচারিণী নারী বা ব্যভিচারী পুরুষের শাস্তি কী হবে, তা নির্ধারিত হবে **"সেই ব্যক্তিটি কি বিবাহিত, নাকি অবিবাহিত",** এই বিবেচনায়। [5]

যদি ব্যক্তিটি বিবাহিত হয়: "তাঁকে এক শত দোররা মারার পর মাটিতে তাঁর শরীরের নিচের অংশটি পুঁতে রেখে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা!"

যদি ব্যক্তিটি অবিবাহিত হয়: "তাঁকে এক শত দোররা মারার পর এক বছরের জন্য নির্বাসন।"

রজমের বিচার ও শাস্তি বিধানের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপটি হলো, "ব্যভিচার প্রমাণের শর্ত!" তেমন শর্ত হলো তিনটি: [6]

১) মুহাম্মদের স্বরচিত কুরান এবং মুহাম্মদ অনুসারীদের রচিত 'সিরাত' ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী তা হলো, **"চার জন পুরুষ সাক্ষী!"**

>> **এটি প্রায় অসম্ভব একটি শর্ত! কারণ,** পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য সমাজেই নারী-পুরুষের দৈহিক প্রেম ও যৌন মিলন সংঘটিত হয় একান্ত নিভৃতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। একইভাবে ধরা পড়ার সম্ভাবনার চিন্তা মাথায় রেখে ধর্ষকরা ও তাদের ধর্ষণকর্ম সম্পন্ন করে লোকচক্ষুর আড়ালে, নিরিবিলি ও জনমানবশূন্য স্থানে; কিংবা কোনো নিভৃত বাসস্থানে। **এমত অবস্থায় ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চার জন পুরুষ সাক্ষী জোগাড় প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার;** যদি না সেই নর ও নারীকে জনতা হাতেনাতে ধরে ফেলেন, অথবা দুষ্ট লোকেরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাউকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেন।

২) প্রথম শর্তটি (প্রমাণ) হাজির করতে না পারলে, ব্যভিচার প্রমাণের জন্য মুহাম্মদ অনুসারীদের রচিত 'সিরাত' ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী যে-শর্তটি

অবশ্য প্রয়োজনীয়, তা হলো - **"অভিযুক্ত ব্যক্তিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'চার বার' এই বলে সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তিনি ব্যভিচার করেছেন।"**

>> "একশত ঘা দোররা মেরে সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করার পর তাকে এক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হবে (অবিবাহিত ব্যক্তি) **অথবা** একশত ঘা দোররা মারার পর তার অর্ধেক শরীর মাটিতে পুঁতে রেখে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে (বিবাহিত ব্যক্তি)", এমন ভয়াবহ শাস্তি নিঃসন্দেহে কার্যকর হবে জানা সত্ত্বেও কোনো সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নিজে এসে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেন, এমন ঘটনা গল্প-উপন্যাস-কবিতায়-নাটক-সিনেমায় দেখা যায় সত্য, কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন ঘটনা নিঃসন্দেহে এক অতি বিরল উদাহরণ মাত্র!

তারচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে-বিষয়টি, তা হলো, **"কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর দোষ স্বীকার করে ভয়াবহ শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করবেন কি করবেন না, তা অভিযুক্ত ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত অভিপ্রায়!** কোনো অভিযোগকারীর পক্ষে এই শর্ত পূরণ করা অসম্ভব!"

৩) ওপরে উল্লেখিত প্রথম ও দ্বিতীয় শর্তটি (প্রমাণ) হাজির করতে না পারলে, ব্যভিচার প্রমাণের জন্য মুহাম্মদ-অনুসারীদের রচিত 'সিরাত' ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী যে-শর্তটি অবশ্য প্রয়োজনীয়, তা হলো **"অভিযুক্তের গর্ভধারণ অবস্থা!"**

>> এটি এমন একটি শর্ত যা নিঃসন্দেহে **শুধুমাত্র** নারীর জন্যই প্রযোজ্য! কারণ জগতের কোনো পুরুষের পক্ষে গর্ভধারণ একেবারেই অসম্ভব। এ ছাড়াও এই প্রমাণটি এমন একটি প্রমাণ, যা অভিযুক্তের অপরাধের **সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত সাক্ষী!** আর এটি এমন একটি মোক্ষম প্রমাণ, যা কোনো অভিযোগকারীর অভিযোগের ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো অবিবাহিত, স্বামীবঞ্চিত কিংবা তালাকপ্রাপ্তা নারীর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নিয়ে হাজির হোক কিংবা না হোক; নারীর এই গর্ভধারণ সুনিশ্চিতভাবেই তাঁর ব্যভিচারের সাক্ষ্য। একইভাবে, **নারীর এই গর্ভধারণ তাঁর**

সম্মতি কিংবা অসম্মতির ওপর নির্ভরশীল নয়। তাঁর একান্ত অসম্মতিতে কোনো ধর্ষকের ধর্ষণের কারণেই হোক কিংবা তাঁর একান্ত সম্মতিতে কোনো প্রেমিকের প্রেমের কারণেই হোক, অভিযুক্ত নারীর এই গর্ভধারণ সুনিশ্চিতভাবেই তাঁর ব্যভিচারের সাক্ষ্য বহন করে।

এমত অবস্থায় মুহাম্মদের আদেশকৃত বিধানে কোনো নারীর পক্ষে **"চার জন পুরুষ সাক্ষী"** যোগাড় করে তাঁর নিষ্কলুষতা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব একটি শর্ত। আর এই প্রমাণ হাজির করতে না পারলে মুহাম্মদের আদেশকৃত বিধানে এই নারীর শাস্তি হলো: তিনি অবিবাহিত হলে, **"একশত ঘা দোররা মেরে তাঁর সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করা হবে";** বিবাহিত হলে, **"একশত ঘা দোররা মারার পর তার অর্ধেক শরীর মাটিতে পুঁতে রেখে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে (২৪:২)।"** আর যদি এই নারী অত্যাবশ্যকীয় "চার জন পুরুষ সাক্ষী" ব্যতিরেকে কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে তাঁর এই গর্ভধারণের কারণ উল্লেখ করে অভিযোগ আনেন, তবে মুহাম্মদের আদেশকৃত বিধানে **"তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং কখনও তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না (২৪:৪)"।**

যে-কারণে ইসলাম নামক আদর্শে, মুহাম্মদের আদেশকৃত বিধানে ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই **"ধর্ষকরা পায় ছাড়া! আর নারীরা করে শাস্তি ভোগ!"**

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **ক্রমিক সময় অনুসারে কুরানের সুরার নাম**

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_surahs_in_the_Quran

https://aikapommi.wordpress.com/viestit/quran-in-chronological-order/

[2] **ইবনে কাথিরের কুরান তফসির:**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=59

At the begining of Islam, the ruling was that if a woman commits adultery as stipulated by sufficient proof, she was confined to her home, without leave, until she died. Allah said, "And those of your women who commit illegal sexual intercourse, take the evidence of four witnesses from among you against them; and if they testify, confine them (i.e. women) to houses until death comes to them or Allah ordains for them some (other) way.)` **Some other way'** mentioned here is the abrogation of this ruling that came later. Ibn `Abbas said, "The early ruling was confinement, until Allah sent down Surat An-Nur (chapter 24) which abrogated that ruling with the ruling of flogging (for fornication) or stoning to death (for adultery)."

তাফসীর যালালীন ও অন্যান্য:

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=24&tAyahNo=2&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[3] সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৯৪

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php#017.4194

'Abdullah b. 'Abbas reported that 'Umar b. Khattab sat on the pulpit of Allah's Messenger (may peace be upon him) and said: Verily Allah sent Muhammad (may peace be upon him) with truth and He sent down the Book upon him, and the verse of stoning was included in what was sent down to him. We recited it, retained it in our memory and understood it. Allah's Messenger (may peace be upon him) awarded the punishment of stoning to death (to the married adulterer and adulteress) and, after him,

we also awarded the punishment of stoning, I am afraid that with the lapse of time, the people (may forget it) and may say: We do not find the punishment of stoning in the Book of Allah, and thus go astray by abandoning this duty prescribed by Allah..

[4] **সহি বুখারী: ভলুম ৮, বই ৮২, হাদিস নম্বর ৮১৭**

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/082-sbt.php#008.082.817

(অনেক বড় হাদিস, প্রাসঙ্গিক অংশ) "---- Allah sent Muhammad with the Truth and revealed the Holy Book to him, and among what Allah revealed, was the Verse of the Rajam (the stoning of married person (male & female) who commits illegal sexual intercourse, and we did recite this Verse and understood and memorized it. Allah's Apostle did carry out the punishment of stoning and so did we after him. --

[5] **সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৯২:** http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php#017.4192

(প্রাসঙ্গিক অংশ)----- Verily Allah has ordained a way for them (the women who commit fornication),: (When) a married man (commits adultery) with a married woman, and an unmarried male with an unmarried woman, then in case of married (persons) there is (a punishment) of one hundred lashes and then stoning (to death). And in case of unmarried persons, (the punishment) is one hundred lashes and exile for one year.

[6] ব্যভিচার প্রমাণের শর্ত হলো তিনটি:

সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৯৪

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php#017.4194

(প্রাসঙ্গিক অংশ) ---- Stoning is a duty laid down in Allah's Book for married men and women who commit adultery when proof is established, or it there is pregnancy, or a confession.

সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৯৬

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php#017.4196

(প্রাসঙ্গিক অংশ) -- and as he testified four times against his own self, Allah's Messenger (may peace be upon him) called him and said: Are you mad? He said: No. He (again) said: Are you married? He said: Yes. Thereupon Allah's Messenger (may peace be upon him) said: Take him and stone him. Ibn Shihab (one of the narrators) said: One who had heard Jabir b. 'Abdullah saying this informed me thus: I was one of those who stoned him. We stoned him at the place of prayer (either that of 'Id or a funeral). When the stones hurt him, he ran away. We caught him in the Harra and stoned him (to death). This hadith has been narrated through another chain of transmitters.

সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৭, হাদিস নম্বর ৪২০৬

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php#017.4206

When it was the fourth time, a ditch was dug for him and he (the Holy Prophet) pronounced judg- ment about him and he was stoned. ---And she was put in a ditch up to her chest and he commanded people and they stoned her. Khalid b Walid came forward with a stone which he flung at her head and there spurted blood on the face of Khalid and so he abused her. Allah's Apostle (may peace be upon him) heard his (Khalid's) curse that he had huried upon her. Thereupon he (the Holy Prophet) said: Khalid, be gentle. By Him in Whose Hand is my life, she has made such a

repentance that even if a wrongful tax-collector were to repent, he would have been forgiven. Then giving command regarding her, he prayed over her and she was buried.

সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৭, হাদিস নম্বর ৪২০৯

http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017-smt.php#017.4209

(প্রাসঙ্গিক অংশ) --I asked the scholars (if this could serve as an expiation for this offence). They informed me that my son deserved one hundred lathes and exile for one year. and this woman deserved stoning (as she was married). Thereupon Allah's Messenger (may peace he upon him) said: By Him in Whose Hand is my life. I will decide between you according to the Book of Allah. The slave-girl and the goats should be given back, and your son is to be punished with one hundred lashes and exile for one year. And, O Unais (b. Zuhaq al-Aslami), go to this woman in the morning, and if she makes a confession, then stone her. --she made a confession. And Allah's Messenger (may peace be upon him) made pronouncement about her and she was stoned to death.

কৃতজ্ঞতা:

http://www.thereligionofpeace.com/quran/001-adultery_punishment.htm

১০৬: আয়েশার প্রতি অপবাদ-৫: শরিয়া রাজ্যে ধর্ষণ ও তার অভিযোগ!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– আশি

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) **তাঁর একান্ত পারিবারিক বিষয়**, প্রিয় পত্নী আয়েশার প্রতি অপবাদ মোচনের অভিপ্রায়ে 'তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে' যে-সমস্ত বাণী বর্ষণ করেছিলেন, তা তাঁর স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনী (Psycho-biography) গ্রন্থ কুরানের কোন অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে; তিনি তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে ব্যভিচার ও ধর্ষণ প্রমাণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় **চার জন পুরুষ সাক্ষী** হাজির করার যে-আদেশ জারি করেছেন, তা একজন অভিযোগকারীর পক্ষে হাজির করা কী কারণে প্রায় অসম্ভব ও দুঃসাধ্য; এই দুঃসাধ্য প্রমাণ হাজির ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি যদি কারও বিরুদ্ধে ব্যভিচার ও ধর্ষণের অভিযোগ আনয়ন করেন, তবে মুহাম্মদের আদেশকৃত বিধানে সেই ব্যক্তির শাস্তি কী হবে; মুহাম্মদের আদেশকৃত এই বিধানে ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি তাঁর এই আদেশ ও অনুশাসন পালনকারী সমাজে কীভাবে প্রায় সকল ধর্ষকই পায় ছাড়া ও নারীরা হয় অভিযুক্ত; সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি কী ও তা কী অমানুষিক নৃশংসতায় কার্যকর করা হয় - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর সৃষ্ট আল্লাহর নামে "সূরা আন-নূর অধ্যায়ে (চ্যাপ্টার ২৪)" অন্যান্য আর যে সমস্ত বানী বর্ষণ করেছেন তা হলো,

মুহাম্মদের ভাষায়:

[বাগাড়ম্বরপূর্ণ, স্বেচ্ছাচারী, হুমকি-শাসানি ও শাপ-অভিশাপ জাতীয় বাক্য পরিহার]

২৪:৬-৭ – "এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং **তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই,** এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম

খেয়ে **চারবার** সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। **(৭) এবং পঞ্চমবার** বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লানত"।

২৪:৮-৯- "এবং **স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি** সে আল্লাহর কসম খেয়ে **চার বার** সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী; (৯) **এবং পঞ্চমবার** বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে"।

>>> ইবনে কাথির ও অন্যান্য কুরান তফসীরকার এবং ইমাম বুখারীর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদ তাঁর এই আদেশ জারি করেছিলেন এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। সেই ঘটনাটি হলো: [1] [2]

'হিলাল বিন উমাইয়া নামের এক অনুসারী মুহাম্মদের কাছে অভিযোগ আনেন এই বলে যে, তার স্ত্রী সারিক বিন সাহমা নামের এক লোকের সাথে অবৈধ যৌনসম্পর্কে লিপ্ত ছিল। অভিযোগটি শোনার পর মুহাম্মদ তাকে বলেন যে, **"তোমাকে এই অভিযোগের প্রমাণ (চারজন সাক্ষী) হাজির করতে হবে, আর তা না পারলে তোমার পিঠে আইনি শাস্তি (চাবুকের কশাঘাত) প্রয়োগ করা হবে।"**

হিলাল জবাবে বলে যে, "হে আল্লাহর নবী, **যদি আমাদের কোনো লোক প্রত্যক্ষ করে যে, তার স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত, তখনও কি তাকে সাক্ষী যোগাড়ের জন্য যেতে হবে?"** জবাবে মুহাম্মদ বলতেই থাকেন যে যে, "তোমাকে এই অভিযোগের প্রমাণ (চারজন সাক্ষী) হাজির করতে হবে, আর তা না পারলে তোমার পিঠে আইনি শাস্তি (চাবুকের কশাঘাত) প্রয়োগ করা হবে।"

তা শুনে হিলাল বলে, "আমি সত্যি কথা বলছি ও আল্লাহ তা আপনার কাছে প্রকাশ করবেন, যাতে আমি আমার এই শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারি।" **তখন** জিবরাইল ওপরের (২৪:৬-৯) এই বাণীগুলো নিয়ে হাজির হয়। অতঃপর হিলাল ও তার স্ত্রী মুহাম্মদের কাছে এই নির্দেশ অনুযায়ী শপথ করে।

(Narrated Ibn Abbas: Hilal bin Umaiya accused his wife of committing illegal sexual intercourse with Sharik bin Sahma' and

filed the case before the Prophet. The Prophet said (to Hilal), "Either you bring forth a proof (four witnesses) or you will receive the legal punishment (lashes) on your back." Hilal said, "O Allah's Apostle! If anyone of us saw a man over his wife, would he go to seek after witnesses?" The Prophet kept on saying, "Either you bring forth the witnesses or you will receive the legal punishment (lashes) on your back."Hilal then said, "By Him Who sent you with the Truth, I am telling the truth and Allah will reveal to you what will save my back from legal punishment." Then Gabriel came down and revealed to him:-- 'As for those who accuse their wives...' (24.6-9) The Prophet recited it till he reached: '... (her accuser) is telling the truth.'---). [1]

অর্থাৎ, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে এক-দুই বা তিন জন পুরুষ (চার জনের কম) যদি কোনো ধর্ষণ বা ব্যভিচার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে, তথাপিও মুহাম্মদের আদেশকৃত এই বিধানে এটিকে ধর্ষণ বা ব্যভিচারের প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হবে না! শুধু তাইই নয়, অভিযোগকারীর প্রত্যেক কে আশিটি করে দোররা মারা হবে।

প্রমাণের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় চার জন পুরুষ সাক্ষী! প্রত্যক্ষদর্শী কোনো নারীর সাক্ষী এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না, তা তাঁরা সংখ্যায় পাঁচ-দশ-বিশ-শত সহস্র জনই হোক না কেন! "প্রমাণ ব্যতিরেকে" অভিযোগ দাখিলের অপরাধে এই প্রত্যক্ষদর্শী নারীদের প্রত্যেককে আশিটি করে দোররা মেরে তাঁদের পিঠ রক্তাক্ত করা হবে (২৪:৪-৫)।" এমত পরিস্থিতিতে নিজে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার পরেও কোনো ব্যক্তি যে ধর্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে সাহস করবেন না, তা বলাই বাহুল্য!

অতঃপর মুহাম্মদ তাঁর পত্নী আয়েশার প্রতি অপবাদের বিষয়টি হাজির করেন: ২৪:১১-২২- যার আলোচনা পর্ব: ১০৪ এ করা হয়েছে।

অতঃপর তিনি 'নারীদের হিজাব' বিষয়ে আদেশ জারী করেন:

২৪:৩০-৩১ – "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (৩১) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। **তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে** এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, **তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।** মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও"। [3]

তারপর, বিয়ে শাদীর পরামর্শ:

২৪: ৩২-৩৩– "তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। **(৩৩)** যারা বিবাহে সামর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। **তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর** যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে, অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। **তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কারো না।** যদি কেহ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। [4]

>>> আগ্রাসী হামলায় বানু আল-মুসতালিক গোত্র-প্রধানের কন্যা জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিথকে বন্দী করার পর অসহায় জুয়াইরিয়া তাঁর মনিব থাবিত বিন কায়েস এর কাছ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কীভাবে এক লিখিত আবেদন করেছিলেন তার আলোচনা **পর্ব: ১০১**-এ করা হয়েছে।

তারপর, নারী-পুরুষরা কীভাবে চলাফেরা করবেন সে বিষয়ে:

২৪:৫৮-৫৯- হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়, এমনি ভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের সন্তান -সন্ততিরা যখন বায়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

আবারও 'নারীদের হিজাব' বিষয়ে:

২৪:৬০- "**বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তাদের জন্যে দোষ নেই**, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।

>>> সংক্ষেপে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর আদেশকৃত বিধানে ধর্ষণ প্রমাণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য একটি ব্যাপার। আর এই দুঃসাধ্য প্রমাণ হাজির ব্যতিরেকে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ হাজির করলে অভিযোগকারীকেই নিশ্চিত শাস্তির শিকার হতে হয়। মুহাম্মদের এই আদেশের ভয়াবহ চিত্র হলো - চার জন পুরুষের সাক্ষ্য ব্যতিরেকে **নারীর সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণযোগ্য হয় না, তা তাঁরা সংখ্যায় যত অধিকই হোন না কেন!**

এমত পরিস্থিতিতে পৃথিবীর যে কোনো **শরিয়া রাজ্যে** ধর্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় না। ধর্ষকরা তাদের ধর্ষণকার্য সম্পন্ন করতে পারেন প্রায় নিশ্চিন্তে। নিশ্চিত শাস্তির ভয়ে ধর্ষিতারা ধর্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেন না। নারীরা পদে পদে হন নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত। "আল্লাহর নামে" মুহাম্মদের এই বিধান নারীদের জন্য এক মরণফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়!

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **সহি বুখারী: ভলুম ৬, বই নম্বর ৬০, হাদিস নম্বর ২৭১:**
http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/93-sahih-bukhari-book-60-prophetic-commentary-on-the-quran-tafseer-of-the-prophet-pbuh/5325-sahih-bukhari-volume-006-book-060-hadith-number-271.html

[2] **ইবনে কাথিরের কুরান তফসির:** The Reason why the Ayah of Li`an (**for those who accuse their wives of illegal sex)** was revealed (24:6-11):
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2442&Itemid=79

Al-Ifk (the Slander) – next 10 aya (24:11-22) – regarding Ayesha:
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2441&Itemid=79

তাফসীর যালালীন ও অন্যান্য:
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=24&tAyahNo=6&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

[3] **'নারীদের হিজাব' বিষয়ে আদেশ জারী:**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2430&Itemid=79

This is a command from Allah to the believing women, and jealousy on His part over the wives of His believing servants. It is also to distinguish the believing women from the women of the Jahiliyyah and the deeds of the pagan women. The reason for the revelation of this Ayah was mentioned by Muqatil bin Hayyan, when he said: "We heard -- and Allah knows best -- that Jabir bin `Abdullah Al-Ansari narrated that Asma' bint Murshidah was in a house of hers in Bani Harithah, and the women started coming in to her without lower garments so that the anklets on their feet could be seen, along with their chests and forelocks. Asma' said: `How ugly this is!' Then Allah revealed:

[4] **ইবনে কাথিরের কুরান তফসির**

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2425&Itemid=79

And force not your slave-girls to prostitution...) Among the people of the Jahiliyyah, there were some who, if he had a slave-girl, he would send her out to commit Zina and would charge money for that, which he would take from her every time. When Islam came, Allah forbade the believers to do that. The reason why this Ayah was revealed, according to the reports of a number of earlier and later scholars of Tafsir, had to do with`Abdullah bin Ubayy bin Salul. He had slave-girls whom he used to force into prostitution so that he could take their earnings and because he wanted them to have children which would enhance his status, or so he claimed.

১০৭: আয়েশার প্রতি অপবাদ- ৬: অপবাদকারীকে পুরস্কারে ভূষিত!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– একাশি

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারী ও পরিবার সদস্যরা তাঁর প্রিয় পত্নী আয়েশা বিনতে আবু বকরের ওপর যে-ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করেছিলেন, তার সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে অভিযোগকারীদের কাছে কী সাক্ষ্য হাজির করার আদেশ জারি করেছিলেন; এই প্রমাণ হাজির ব্যতিরেকে আয়েশার ওপর ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপকারী দলের মুখ্য সদস্যদের তিনি কী শাস্তির হুকুম জারি করেছিলেন; তাঁর নির্দেশিত এই সাক্ষ্য উপস্থিত করে কোনো ধর্ষণ ও ব্যভিচার প্রমাণ করা কী কারণে **প্রায় অসম্ভব** (Almost impossible) ও **বাস্তবতাবিবর্জিত** একটি প্রস্তাবনা; আল্লাহর নামে তাঁর এই নির্দেশ কীভাবে তাঁর মতবাদ (শরিয়া আইন) অনুসারী সমাজের নারীদের জন্য **"এক মরণ ফাঁদ"** - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা গত দুটি পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা পুনরারম্ভ: [1] [2] [3]

পূর্ব প্রকাশিতের (পর্ব: ১০৪) পর:

'সাফওয়ান বিন আল-মুয়াত্তাল যখন জানতে পায় যে, **হাসান বিন থাবিত** তার বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়িয়েছিল ও কবিতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তার বিরুদ্ধে ও ইসলাম-গ্রহণকারী **মুদার এর আরবদের** (Arabs of Mudar) বিরুদ্ধে বলে বেড়িয়েছিল, তখন সে তরবারি হাতে তার সম্মুখীন হয়। ইয়াকুব বিন উতবা আমাকে যা বলেছেন, তা হলো, সাফওয়ান তার সম্মুখীন হয় ও তার তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করে। [4]

মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন আল-হারিথ আল-তায়েমি আমাকে বলেছেন: যখন সে হাসানকে আঘাত করে, তখন থাবিত বিন কায়েস বিন আল-সামমাস (Thabit b. Qays b. al-Shammas) নামের এক লোক সাফওয়ানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তার হাত দুটো তার গলার সাথে বেঁধে ফেলে। তারপর তাকে সে বানু আল-হারিথ বিন আল-খাযরাজ গোত্রের এক লোকের বাড়িতে ধরে নিয়ে আসে।

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (Abdullah b. Rawaha) তার সম্মুখীন হয় ও জিজ্ঞাসা করে, ঘটনাটি কী ঘটেছিল। সে বলে, "আমি কি তোমাকে অবাক করেছি? সে হাসান কে তার তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে; আল্লাহর কসম, সে হয়তো তাকে মেরেই ফেলতো।" আবদুল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় যে, সে যা করেছে, তা আল্লাহর নবী অবগত আছেন কি না। জবাবে যখন সে বলে, তিনি তা অবগত নন, তখন সে বলে যে, সে দুঃসাহসী কাজ করেছে এবং সে যেন অবশ্যই এই লোকটিকে ছেড়ে দেয়। সে তাই করে।

অতঃপর তারা আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। তিনি হাসান ও সাফওয়ানকে ডেকে পাঠান। পরের জন [সাফওয়ান] বলে, "সে আমাকে এমন অপমান ও ব্যঙ্গ করেছে যে, আমি আমার রাগ সমলাতে না পেরে তাকে আঘাত করেছি।"

আল্লাহর নবী হাসানকে বলেন, "তুমি কি আমার লোকদের এই কারণে কু-নজরে দেখো যে, আল্লাহ তাদেরকে ইসলামে সামিল করেছে?" তিনি আরও বলেন, "তোমার ওপর যা ঘটেছে, সে ব্যাপারে সহনশীল হও।" হাসান বলে, "হে আল্লাহর নবী, এটি আপনার এক্তিয়ার (It is yours, O apostle)।"

এই একই সংবাদদাতা আমাকে বলেছেন যে, আল্লাহর নবী ক্ষতিপূরণ বাবদ তাকে **বির-হা (Bir Ha) নামের এক জমি প্রদান করেন,** আজ মদিনায় যেখানে বানু হুদায়েলা-র দুর্গ অবস্থিত। এই জমিটি ছিল আবু তালহা বিন সা'হি নামের এক লোকের, যিনি ভিক্ষা স্বরূপ এটি আল্লাহর নবীকে দিয়েছিলেন; যা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে তিনি হাসানকে

দান করেন (It was a property belonging to Abu Talha b. Sahl which he had given as alms to the apostle who gave it to Hassan for his blow); **তিনি তাকে আরও দান করেন শিরিন নামের এক মিশরীয় খ্রিষ্টান দাসীকে**, যার গর্ভে জন্ম হয় আবদুল রহমান নামের তার এক সন্তান।

আয়েশা বলতেন, "ইবনুল-মুয়াত্তাল সম্বন্ধে তারা প্রশ্ন করেছিল ও তারা জানতে পেরেছিল যে, সে পুরুষত্বহীন (impotent); সে কখনোই কোনো নারী স্পর্শ করেনি। এই ঘটনার পর সে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করে।"'

আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ):

'---আল্লাহর নবী হাসানকে দান করেন বারাহ (Barah) নামক স্থানে **বেইরাহ** (Bayrah) নামের এক ফাঁকা জমি (যেখানে কোনো গাছ-গাছালি নেই) ও তার আশে পাশে যা কিছু আছে এবং **শিরিন নামের এক মিশরীয় খ্রিষ্টান দাসী**।' -অনুবাদ, টাইটেল, ও[**]যোগ- লেখক।

>>> মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী ও আল-ওয়াকিদির ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, যে-হাসান বিন থাবিত ছিলেন আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা ও প্রচারকারী দলের তিন জন মুখ্য সদস্যের একজন - যাদেরকে মুহাম্মদের আদেশে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল **(পর্ব: ১০৪)**, সেই হাসান বিন থাবিত-কে মুহাম্মদ শুধু যে এক বিশাল সম্পত্তি প্রদানে পুরস্কৃত করেছিলেন তা-ই নয়; তিনি তার যৌনসুখের জন্য দান করেছিলেন "শিরিন" নামের এক মিশরীয় খ্রিষ্টান দাসীকে, যে-দাসীর গর্ভে হাসান জন্ম দিয়েছিলেন এক ছেলে সন্তান।

প্রশ্ন হলো, এই ঘটনাটি ঠিক **কখন** সংঘটিত হয়েছিল? আয়েশাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর রেফারেন্সে মুহাম্মদ-এর বাণীবর্ষণ ও হাসান বিন থাবিত-কে শাস্তি প্রয়োগ করার আগে? নাকি তার পরে? আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত ধারাবিবরণীতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল আয়েশাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য মুহাম্মদ-এর বাণীবর্ষণ ও হাসানকে শাস্তি প্রয়োগ করার পর। অর্থাৎ হাসানকে অভিযুক্ত ও শাস্তি

প্রয়োগ করার পূর্ব পর্যন্ত সাফওয়ায়ন ও আয়েশাকে নিয়ে মুহাম্মদ অনুসারীদের এই রটনার কিছুই হয়তো সাফওয়ান জানতেন না। যদি তিনি তা আগে থেকেই জানতেন, তবে নিরপরাধ হাসানকে (মুহাম্মদ তখনও তাকে অভিযুক্ত করেননি) আঘাত করার জন্য সাফওয়ানের বিচার ও শাস্তি হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। যেহেতু ঘটনাটি ঘটেছিল হাসানকে অপরাধী সাব্যস্ত করার পর, হাসানকে আঘাত করার জন্য মুহাম্মদ সংক্ষুব্ধ সাফওয়ানকে কোনো শাস্তি প্রয়োগ করেননি।

কে এই শিরিন?

মুহাম্মদ কি তাকে 'লুট' করে পেয়েছিলেন (গণিমত)? নাকি তিনি তাকে ক্রয় করেছিলেন?

উন্মুক্ত শক্তি প্রয়োগে নিরীহ জনপদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের নারীদের ধরে নিয়ে এসে যৌনদাসীতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুহাম্মদ শিরিনকে হস্তগত করেননি, অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি তাকে কিনেও আনেননি। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে সাদ প্রমুখ আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, স্বঘোষিত আখেরি নবী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ **মিশরীয় সম্রাট আল-মুকাওকিস** এর কাছ থেকে শিরিনকে **উপঢৌকন** হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ জারীকৃত ইসলাম নামক বিধানে কোনো নারীকে **"লুট, ক্রয় ও উপঢৌকন"** হিসেবে গ্রহণ করে তার সাথে অবাধ যৌনমিলন সম্পূর্ণরূপে বৈধ!

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৪৯৮-৪৯৯
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ), ভলুউম ৮**, ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫২৬-১৫২৯

[3] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খ্রিষ্টাব্দ)**, ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৪৩৬-৪৩৯ http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২১২-২১৪

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **মুদার এর আরবরা হলেন কুরাইশ মুহাজিররা।** মুদার হলো উত্তর আরবের এক বিশাল গোত্র সমষ্টি; যাদের মধ্যে ছিলেন কায়েস আইলান, হুদায়েল, খুজামাহ, আসা'দ, কিনানাহ, কুরাইশ, দাববাহ ও তামিম (Qays Aylan, Hudhayl, Khuzamah, Asad, Kinanah, Quraysh, Dabbah and Tamim)। হাসান বিন থাবিত ছিলেন মদিনার আল-খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

১০৮: মুহাম্মদের যৌনজীবন ও সন্তানজন্মদানের ক্ষমতা!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– বিরাশি

প্রিয় পত্নী আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা ও প্রচারকারী দলের মুখ্য সদস্য হাসান বিন থাবিত-কে কী কারণে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এক বিশাল সম্পত্তি ও শিরিন নামের এক মিশরীয় খ্রিষ্টান দাসী প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেছিলেন, মুহাম্মদ কী উপায়ে সেই সম্পত্তি ও দাসীটির মালিক হয়েছিলেন - তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে সাদ প্রমুখ আদি বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আলেকজান্দ্রিয়ার (মিশর) সম্রাট আল-মুকাওকিস-এর কাছ থেকে উপঢৌকন হিসাবে শুধু শিরিনকেই দাসী হিসাবে গ্রহণ করেননি, তিনি গ্রহণ করেছিলেন শিরিনেরই ভগ্নি **মারিয়া আল-কিবতিয়া** নামের আর এক সুন্দরী দাসী ও **মাবুর** নামের এক দাসকে।

মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের (৭০৪-৭৬৮ সাল) বর্ণনা: [1] [2]

'আল্লাহর নবী তাঁর অনুসারীদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। সালিত বিন আমর আল-আমিরি-কে প্রেরণ করেন আল-ইয়ামামার শাসক হুদাহা-এর কাছে [মধ্য আরবের বানু হানিফা গোত্র প্রধান]; আল-আলা বিন আল-হাদরামিকে প্রেরণ করেন আল-বাহরাইনের শাসক আল-মুনধির বিন সাওয়ার-এর কাছে; আমর বিন আল-আস কে প্রেরণ করেন ওমানের শাসক জেইফার বিন জুলানদার-এর কাছে; **হাতিব বিন আবু বালতা-কে প্রেরণ করেন আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক আল-মুকাওকিস-এর কাছে,** সে তার কাছে তাঁর চিঠিটি হস্তান্তর করে ও মুকাওকিস তাকে **চারজন দাসী দান করে, যাদের একজন ছিল আল্লাহর**

নবীর পুত্র ইবরাহীমের মাতা মারিয়া; দিহায়া বিন খালিফা আল-কালবি-কে প্রেরণ করেন সিজার-এর কাছে, যে ছিল রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস।'

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) অতিরিক্ত বর্ণনা:

'সেই বছর [হিজরি ৭ সাল, মে ৬২৮-এপ্রিল ৬২৯ সাল] হাতিব বিন আবু বালতা আল-মুকাওকিস-এর ওখান থেকে ফিরে আসে; **সাথে নিয়ে আসে মারিয়া ও তার ভগ্নি শিরিন,** দুলদুল নামের তার এক মাদী খচ্চর, ইয়াফুর নামের তার এক গাধা ও কয়েক সেট পরিধান সামগ্রী। এই দুই দাসীর সাথে আল-মুকাওকিস **এক নপুংসক লোককে প্রেরণ করে ও সে তাদের সঙ্গেই থাকে।** তাদেরকে নিয়ে পৌঁছার আগেই হাতিব তাদেরকে মুসলমান হওয়ার আহ্বান করে, মারিয়া ও তার ভগ্নি তা গ্রহণ করে। আল্লাহর নবী, তার উপর শান্তি বর্ষিত হউক, তাদেরকে উম্মে সুলায়েম বিনতে মিহান-এর সাথে বসবাসের ব্যবস্থা করে। মারিয়া ছিল সুন্দরী। আল্লাহর নবী তার ভগ্নিকে হাসান বিন থাবিতের কাছে প্রেরণ করে ও তার গর্ভে জন্ম নেয় আবদ আর-রাহমান বিন হাসান।' [3]

আল-তাবারীর অতিরিক্ত বর্ণনায় আমরা আরও জানতে পারি:

'আল্লাহর নবীর অধীনে ছিল **মাবুর নামের এক নপুংসক দাস,** সম্রাট আল-মুকাওকিস যাকে দুইজন দাসী সহকারে পাঠিয়েছিলেন। যাদের একজনের নাম ছিল মারিয়া, **যাকে তিনি উপপত্নী (Concubine) হিসাবে গ্রহণ করেন।** অন্যজনের নাম ছিল শিরিন, হাসান বিন থাবিতের বিরুদ্ধে সাফওয়ান বিন মুয়াত্তালের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর যাকে তিনি হাসন-কে দান করেছিলেন। শিরিনের গর্ভে এক ছেলে সন্তান জন্ম লাভ কারে, যার নাম হলো 'আবি আল-রহমান বিন হাসান। মাবুর নামের এই দাসটিকে সম্রাট আল-মুকাওকিস পাঠিয়েছিলেন এই দুইজন দাসীকে পাহারা দিয়ে (মদিনায়) পৌঁছে দেয়ার জন্য। মদিনায় আগমনের পর সে তাদেরকে আল্লাহর নবীর কাছে নিবেদন করে।

বলা হয়ে থাকে যে, সে ছিল সেই লোক (যাকে) অভিযুক্ত করা হয়েছিল মারিয়ার সাথে (অপকর্ম) সাধনের জন্য। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর নবী তাকে খুন করার জন্য আলীকে পাঠিয়েছিলেন।

যখন সে আলীকে দেখতে পায় ও তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, তখন **সে নিজেকে এমনভাবে অনাবৃত করে যতক্ষণে না আলীর পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় যে, সে সম্পূর্ণরূপে খোজাকৃত,** একজন পুরুষের (সাধারণত) যা থাকে, তার কিছুই তার নেই। তাই (আলী) তাকে হত্যা করা হতে বিরত থাকে।' [4] [5]

("The messenger of God also had a eunuch called **Mabur,** who was presented to him by al-Muqawqis with two slave girls; one of them was called Mariyah, whom he took as a concubine and the other [was called] Sirin, whom he gave to Hasan bin Thabit after Safwan bin al-Mu'attal had committed an offense against him. Sirin gave birth to a son called 'abl al-Rahman bin Hasan. Al-Muqawqis had sent this eunuch with the two slave girls in order to escort them and guard them on the way [to Medina]. He presented them to the Messenger of God when they arrived. **It is said that he was the one [with whom] Mariah was accused of [wrong doing], and that the Messenger of God sent 'Ali to kill him'.** When he saw Ali and what he intended to do with him, he uncovered himself until it became evident to Ali that he was completely castrated, not having anything left at all what men [normally] have, so [Ali] refrained from killing him.") [4] [5] অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ – লেখক

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, মারিয়া কিবতিয়া ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী এক মহিলা, **মুহাম্মদ তাকে উপপত্নী (রক্ষিতা)** হিসাবে ব্যবহার ও

ভোগ করেন। **যার গর্ভে জন্ম নেয় এক সন্তান, নাম রাখা হয় ইবরাহিম।** অত্যন্ত শিশুকালে (১৮ মাস বয়স) এই ইবরাহিম মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মদের প্রথম পত্নী খাদিজা বিনতে খুয়ালিদ ছিলেন আরবের এক অত্যন্ত বিদুষী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা ব্যবসায়ী। তিনি মুহাম্মদকে প্রথমে নিযুক্ত করেন তাঁর ব্যবসার এক কর্মচারী হিসাবে। পরবর্তীতে তিনি মুহাম্মদকে বিবাহ করেন। এই বিবাহকালে তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর, আর মুহাম্মদের বয়স ছিল ২৫ বছর। **বিবাহের পর তিনি মুহাম্মদকে তাঁর পরিবারে নিয়ে আসেন।** মুহাম্মদ ছিলেন তাঁর পরিবারের ঘরজামাই ও তাঁর সম্পদেই মুহাম্মদের ভরণ-পোষণ চলে **(পর্ব- ৪১)**; অন্তরে অন্য নারীসম্ভোগ ও বিবাহবাসনা যতই তীব্র থাকুক কিংবা না থাকুক, এমন এক সম্মানিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধনী পত্নীর সম্পদে জীবন যাপনকারী যে-কোনো স্বামীর জন্যেই **"ঐ পত্নীর জীবদ্দশায়" অন্য নারীর প্রতি দুর্বলতা ও বিবাহবাসনা প্রকাশ নিঃসন্দেহে ঐ ঘরজামাই স্বামীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হুমকি**। বিশেষ করে সেই স্বামীটি যদি হন বে-রোজগার ও তাঁর পত্নীর তুলনায় কম সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন। অত্যন্ত স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ঘরজামাই স্বামীও এমন দুঃসাহসী আচরণ করেন না, তাঁর সামাজিক মর্যাদা ও জীবিকার প্রয়োজনেই।

"মুহাম্মদের চরিত্রে বহু নারী আসক্তি ছিল না" প্রমাণ করার জন্য যে-সমস্ত ইসলামী পণ্ডিত ও অপণ্ডিত খাদিজার জীবদ্দশায় মুহাম্মদ কোনো দ্বিতীয় বিবাহ করেননি যুক্তিটি উত্থাপন করেন, তাঁরা, বোধ করি, ভুলে যান যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। **তাঁরা নিশ্চয়ই বোঝাতে চান না যে, এক অত্যন্ত স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ঘরজামাই স্বামীও যা করেন না, মুহাম্মদ তা-ই করবেন?**

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ বহু নারীতে আসক্ত ছিলেন কি না, **তার প্রমাণ** ইতিহাস হয়ে আছে মুহাম্মদের স্বরচিত ব্যক্তিমানস জীবনীগ্রন্থ কুরান এবং তাঁরই মতবাদে বিশ্বাসী বিশিষ্ট অনুসারীদের লিখিত সিরাত ও হাদিসের বর্ণনায়। মদিনায় মুহাম্মদের স্বেচ্ছানির্বাসনের (হিজরত) প্রায় তিন বছর আগে (৬১৯ সাল) খাদিজার মৃত্যু হয়।

খাদিজার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ বহু নারীকে বিবাহ করেন। মোট ১৩ জনের সঙ্গে সংসার করেন, ১১ জনের সাথে একত্রে। [6]

মৃত্যুকালে (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মদ যে-নয়জন স্ত্রী জীবিত রেখে যান, তাঁরা হলেন:

১) সওদা বিনতে যামাহ; **২)** আয়েশা বিনতে আবু বকর; **৩)** হাফসা বিনতে উমর আল-খাত্তাব; **৪)** হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া (উম্মে সালামা); **৫)** জুয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিথ, বানু আল-মুসতালিক গোত্র আক্রমণকালে যাকে তিনি হস্তগত করেছিলেন (**পর্ব: ১০১**); **৬)** উম্মে হাবিবা বিনতে আবু-সুফিয়ান বিন হারব; **৭)** যয়নাব বিনতে জাহাশ, ইতিপূর্বে যিনি ছিলেন তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথা-এর স্ত্রী **(পর্ব-৩৯)**, মুহাম্মদ তাঁকে ঐশী বাণী **(৩৩:৩৭)** অবতারণার মাধ্যমে বৈধ করেছিলেন; **৮)** সাফিয়া বিনতে হুয়েই বিন আখতাব, খায়বার আক্রমণকালে যাকে তিনি হস্তগত করেছিলেন; **৯)** মায়মুনা বিনতে আল-হারিথ, যিনি ছিলেন তাঁর নিজের চাচীর বোন (চাচা আল-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের শালী), মুহাম্মদ তাঁকে ঐশী বাণী **(৩৩:৫০)** অবতারণার মাধ্যমে বৈধ করেছিলেন। [7] [8]

এ ছাড়াও মুহাম্মদ আর যে সমস্ত নারীকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁরা হলেন:

১০) সানা (অথবা সা'বা) বিনতে আসমা বিন আল-সালত; **১১)** আল-শানবা বিনতে আমর আল-গিফারিয়া; **১২)** ঘাযিয়া বিনতে জাবির; **১৩)** আসমা বিনতে আল-নুমান; **১৪)** রায়হানা বিনতে আমর বিন খুনাফা, বানু কুরাইজা গোত্র আক্রমণকালে যাকে তিনি হস্তগত করেছিলেন (**পর্ব- ৯৩**); **১৫)** যয়নাব বিনতে খুযায়েমা (উম্মে আল-মিসকিন); **১৬)** শারাফ বিনতে খালিফা; **১৭)** আল-আলিয়া বিনতে যাবিয়ান; **১৮)** কুতায়েলা বিনতে কায়েস; **১৯)** ফাতিমা বিনতে শুরাইয়া;; **২০)** আমরা বিনতে ইয়াজিদ ও **২১)** লাইলা বিনতে খাতিম।

এ ছাড়াও তাঁর ছিল আরও চার জন রক্ষিতা (Concubine):

মারিয়া আল-কিবতিয়া ছাড়াও আরও তিন জন, তাঁরা হলেন: **রায়হানা বিনতে যায়েদ** বিন আল-কুরাইজা, বলা হয় তিনি ছিলেন বানু নাদির গোত্রের; যয়নাব বিনতে জাহাশ-এর দানকৃত **এক দাসী** ও অন্য একজন যুদ্ধবন্দিনী (যার নাম জানা যায় না)।

মুহাম্মদ তাঁর ঐশী বাণীর মাধ্যমে মালিকানাভুক্ত দাসীদের সাথে যৌনকর্ম সম্পূর্ণরূপে বৈধ করেছেন:

২৩:১-৭ - "মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র; যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে এবং **যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।** অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে।"

>> ইসলামের ইতিহাসের আদি থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী উৎসের বর্ণনায় যে-বিষয়টি প্রায় সকল মহলে স্বীকৃত তা হলো, "মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে ইবরাহিম নামের এক সন্তান ছাড়া মুহাম্মদের সমস্ত ছেলে-মেয়ের জন্ম খাদিজার গর্ভে"; যখন মুহাম্মদের বয়স ছিল ২৫-৩৫ বছরের মধ্যে, আর খাদিজার বয়েস ৪০-৫০ এর মধ্যে। তাঁর সেই সন্তানরা হলেন: **চার কন্যা:** যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা। এদের সকলেই তাঁর তথাকথিত নবুয়ত প্রাপ্তির (৬১০ সাল) সময় পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ও মদিনায় হিজরত করে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। **তিন পুত্র:** আল-কাসেম (যে-কারণে মুহাম্মদের 'কুনাহ' ছিল আবুল কাসেম), আল-তাহির ও আল-তৈয়ব। তাঁর তথাকথিত নবুয়ত প্রাপ্তির আগেই তাদের সকলের মৃত্যু হয়। [9]

খাদিজার মৃত্যুর পর থেকে মুহাম্মদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (৬১৯-৬৩২ সাল) সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছরে একমাত্র মারিয়া কিবতিয়া ছাড়া তাঁর এতগুলো স্ত্রী ও রক্ষিতাদের কেউই গর্ভধারণ করেননি! মুহাম্মদ যৌনকর্মে অক্ষম ছিলেন, এমন ইতিহাস কোথাও নেই; বরং বর্ণিত আছে যে, তিনি ছিলেন অভূতপূর্ব যৌনক্ষমতার অধিকারী। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের

এই স্বর্ণযুগে **চিকিৎসা শাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী, খাদিজার মৃত্যু-পরবর্তী বিশাল সংখ্যক পত্নী ও উপপত্নী সম্বলিত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ দম্পতিরা ছিলেন বন্ধ্যা (Infertile)!**

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে বন্ধ্যাত্বের সংজ্ঞা হলো:

"কোন দম্পতি যদি কোন প্রকার জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে ঘন ঘন যৌনসঙ্গম করা সত্ত্বেও **এক বছরের মধ্যে** ৩৫ বছর বয়সের কম নারীর গর্ভে সন্তান ধারণ করাতে অসমর্থ হয়; কিংবা কোনোরূপ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে ঘন ঘন যৌনসঙ্গম করা সত্ত্বেও **ছয় মাসের মধ্যে** ৩৫ বছর বয়সের বেশি নারীর গর্ভে সন্তান ধারণ করাতে অসমর্থ হয়; তবে সেই অবস্থাকে বলা হয় বন্ধ্যাত্ব।" ('Infertility is defined as failure of a couple to conceive after 12 months of regular intercourse without use of contraception in women less than 35 years of age; and after six months of regular intercourse without use of contraception in women 35 years and older'.)

দম্পতি মানে হলো, একজন পুরুষ ও একজন নারী। সেই হিসাবে মুহাম্মদের এই বিশাল পরিবারে দম্পতির সংখ্যা হলো তাঁর পত্নী ও উপপত্নী সংখ্যার সম পরিমাণ। অর্থাৎ, মারিয়া আল-কিবতিয়া ছাড়াও **কমপক্ষে ১৫ টি** (১৩জন স্ত্রী, যাদের সাথে তিনি সংসার করেছেন ও দুই জন উপপত্নী), যেখানে মুহাম্মদ ছিলেন একমাত্র পুরুষ। কোনো বিশেষ দম্পতির বন্ধ্যাত্বের কারণ মাত্র তিনটি:

১) সেই নারী টি বন্ধ্যা, অথবা

২) সেই পুরুষটি বন্ধ্যা, অথবা

৩) সেই নারী ও পুরুষ উভয়েই বন্ধ্যা।

নারী ও পুরুষের বন্ধ্যাত্ব হলো **দুই প্রকারের**। যে-নারী কখনোই গর্ভধারণ করেননি বা যে-পুরুষ কখনোই কোনো নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দিতে পারেননি, তাকে বলা হয় **"Primary Infertility"**; আর যে-নারী ইতিপূর্বে গর্ভধারণ করেছেন অথবা যে-পুরুষ ইতিপূর্বে কোনো নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দিতে পেরেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি

বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছেন; তাকে বলা হয় "Secondary Infertility". Primary Infertility-এর মোক্ষম উদাহরণ হলো মুহাম্মদের এই ১৫জন পত্নী ও উপপত্নী, যারা এই এতগুলো বছর যাবত কোনো প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে মুহাম্মদের সেই তথাকথিত অভূতপূর্ব যৌন ক্ষমতার অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও কখনোই গর্ভবতী হননি। **Secondary Infertility-এর মোক্ষম উদাহরণ হলো মুহাম্মদ**; যিনি ইতিপূর্বে খাদিজার গর্ভে সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে কোনো প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে ঘন ঘন যৌনকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও বহু বছরে তাঁর এতগুলো পত্নী-উপপত্নীর কাউকেই গর্ভবতী করতে পারেননি।

সন্তান জন্মদানের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান হলো **(পর্ব: ৬)** পুরুষের বীর্যে (Semen) গুনগত মান ও পরিমাণের শুক্রাণু (sperm) **ও** নারীদের ডিম্বাণু (Ovum); শুক্রাণু তৈরি হয় পুরুষের অণ্ডকোষের (Testicle) ভেতরে সেমিনিফিরাস টিউবুল (seminiferous tubules) নামক স্থানে, আর ডিম্বাণু তৈরি হয় নারীর ডিম্বাশয়ে (ovary); বীর্যের উপাদান হলো শুক্রাণু ও বীর্যরস। বীর্যরস তৈরি হয় সেমিনাল ভেসাইকুল (Seminal vesicle) ও প্রস্টেট (Prostate) গ্রন্থির ভিতরে। অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয়-এর কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে হাইপোথালামাস-পিটুইটারি ও অণ্ডকোষ (ডিম্বাশয়) চক্রের (Hypothalamo-Pituitary-Gonadal axis) এক জটিল কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে। শরীরের এই তিনটি অঙ্গের যে-কোনো একটি স্থানের কার্যপ্রণালী কোনো কারণে ব্যাহত হলে শুক্রাণুর (ডিম্বাণুর) মান ও পরিমাণের তারতম্য ঘটে।

শতকরা ২৩ ভাগ ক্ষেত্রে দম্পতির বন্ধ্যাত্বের কারণ হলো - পুরুষের স্বাস্থ্যগত সমস্যা। পুরুষের এই অবস্থাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে "Male Infertility (পুরুষের বন্ধ্যাত্ব)" নামে আখ্যায়িত করা হয়, যা হতে পারে মোটামুটি **পাঁচটি** স্বাস্থ্যগত কারণে। সেই কারণগুলো হলো: শুক্রাণুহীন অবস্থা (Azoospermia), অল্প-শুক্রাণু অবস্থা (Oligospermia), দুর্বল শুক্রাণু অবস্থা (Malformed sperm or inactive sperm), শুক্রাণু নির্গমনের

নালীতে প্রতিবন্ধকতা (blocked reproductive tracts), অথবা তা হতে পারে অজানা বা অসনাক্ত কারণে (Idiopathic)।

সন্তান জন্ম দানে অক্ষম - এর অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যক্তিটি যৌনকর্মে অক্ষম (পুরুষত্বহীন বা নপুংসক), চিকিৎসা শাস্ত্রে যে অবস্থাকে বলা হয় **"Male Erectile Dysfunction". একজন যৌনকর্ম সম্পাদনে সম্পূর্ণ সক্ষম পুরুষও হতে পারে সন্তানজন্মদানে সম্পূর্ণ অক্ষম;** যদি তাঁর বীর্যে শুক্রাণুর গুণগত মান (Quality), অথবা পরিমাণ (Quantity), অথবা শুক্রাণু নির্গমনে (Ejaculation) প্রতিবন্ধকতা থাকে। **একই ভাবে একজন যৌনকর্মে সম্পূর্ণ অক্ষম পুরুষও হতে পারে সন্তান জন্ম দানে সম্পূর্ণ সক্ষম;** যদি তাঁর শুক্রাণুর গুণগত মান, অথবা পরিমাণ, অথবা শুক্রাণু নির্গমনে কোনোই প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এই দু'টি শারীরিক অসুস্থতা (পরিস্থিতি) একে অপরের পরিপূরক নয়। দুটি ভিন্ন পরিস্থিতি।

প্রশ্ন হলো, কী কারণে মুহাম্মদ পরিবারে এতগুলো দম্পতি ছিলেন বন্ধ্যা?

উত্তর হলো, মাত্র দুটি কারণে:

১) মুহাম্মদের এই ১৫জন পত্নী-উপপত্নী-র সকলেই ছিলেন বন্ধ্যা (Primary Infertiity)

২) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন বন্ধ্যা (Secondary Infertility)

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর বিভিন্ন বয়সী এতগুলো পত্নী ও উপপত্নীদের সবাই বন্ধ্যা হবেন, এমন চিন্তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। **সুতরাং প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, খাদিজার গর্ভে মুহাম্মদের শেষ সন্তান জন্মদানের পরের কোনো এক সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন সন্তান জন্ম দানে অক্ষম (Secondary Infertility);** অর্থাৎ, আদি উৎস বর্ণিত ইসলামের ইতিহাসের প্রাপ্তিসাধ্য তথ্য-প্রমাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা যে-সত্যের সন্ধান পাই, তা হলো, খাদিজার মৃত্যু-পরবর্তী মুহাম্মদের এতগুলো পত্নী ও উপপত্নীর মধ্যে একমাত্র গর্ভবতী **মারিয়া আল-কিবতিয়ার সন্তান ইবরাহিমের পিতা মুহাম্মদ ছিলেন না!**

প্রশ্ন হলো, মারিয়া আল-কিবতিয়ার সন্তান ইবরাহিমের পিতা কে ছিলেন?

ইতিহাস সব সময় বিজয়ীর পক্ষে, কীভাবে তা বিকৃত করা হয়, তার বহু উদাহরণ আমরা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি (**পর্ব: ৪৫**); মাবুর সত্যিই নপুংসক ছিলেন কি না, তা নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভব নয় এবং তা এই আলোচনায় মুখ্য বিবেচ্যও নয়। **এখানে যে-বিষয়টি মুখ্য, তা হলো, মাবুর সন্তান জন্মদানে সক্ষম ছিলেন কি না।** কারণ, একজন নপুংসক (Male Erectile Disorder) ব্যক্তিও হতে পারেন সন্তান জন্মদানে সম্পূর্ণ সক্ষম, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ প্রমাণিত সত্য। আর যে-বিষয়টি মুখ্য, তা হলো, আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত ইতিহাসের আলোকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, সুদীর্ঘ ১২-১৩ বছরেও একমাত্র মারিয়া আল-কিবতিয়া ছাড়া মুহাম্মদের অন্য কোনো স্ত্রী কিংবা যৌনদাসী গর্ভধারণ করেননি; আর সেই একমাত্র গর্ভধারিণী দাসী মারিয়া আল-কিবতিয়ার দেখাশুনার দায়িত্বে ছিলেন মাবুর নামের এক দাস, যে-দাসের সঙ্গে এই গর্ভধারিণীর **"অপকর্ম"-**এর অভিযোগ ছিল; আর মাবুর তাঁর প্যান্ট খুলে আলীকে তার যৌনাঙ্গ দেখিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, **যা প্রমাণ করে যে, এই অপকর্মটি ছিল নিঃসন্দেহে এই একমাত্র গর্ভধারিণী মারিয়া ও মাবুর এর মধ্যে যৌনসম্পর্ক ঘটিত ব্যভিচার।**

ইমাম বুখারির (৮১০-৮৭০ সাল) বর্ণনা:

ইমাম বুখারীর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, যেদিন ইবারাহীম-এর মৃত্যু হয়, সেদিন ছিল 'সূর্যগ্রহণ'; তৎকালীন আরবের লোকের ধারণা ছিল যে, 'সূর্যগ্রহণ' হয় কোনো লোকের মৃত্যু বা জন্ম হলে। প্রতি মুহূর্তেই জগতের কোনো না কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করছে, আর 'সূর্যগ্রহণ' হয় বহু বছর পরে পরে। তাই তীক্ষ্ণবুদ্ধির মুহাম্মদ জানতেন যে, মানুষের জন্ম বা মৃত্যুর সাথে সূর্যগ্রহণের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবেই জানতেন না, 'সূর্যগ্রহণ'-এর কারণ কী। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মসজিদে গিয়ে নামাজে দাঁড়ান ও অনেক লম্বা সময় নিয়ে রুকু ও সেজদা করেন। তারপর নামাজের পরে তিনি **সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে** যৌন ব্যভিচার বিষয়ে বক্তৃতা

করেন ও তাঁর অনুসারীদের জানিয়ে দেন যে ব্যভিচারের শাস্তি কত ভয়াবহ! **ছেলের মৃত্যুর দিনে যৌনব্যভিচার বিষয়ে বক্তৃতা!** সেই বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন, "হে মুহাম্মদ অনুসারীরা! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা হাসতে কম, কান্না করতে প্রচুর!" [10] [11]

>> কী জানতেন মুহাম্মদ? মুহাম্মদ কি তবে জানতেন যে, মারিয়ার গর্ভজাত সন্তানের পিতা তিনি নন? ইবরাহীমের পিতা অন্য কেউ? আল-তাবারীর বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো - এই রটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাবুরের প্রতি মুহাম্মদ এতই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে, **মুহাম্মদ তাঁর জামাতা আলীকে পাঠিয়েছিলেন তাকে খুন করতে**! চারজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই ব্যভিচার প্রমাণ করার পর মাবুরকে হত্যার জন্য মুহাম্মদ তাঁর জামাতা আলীকে পাঠিয়েছিলেন, এমন তথ্য কোথাও উল্লেখিত হয়নি। অন্যদিকে আয়েশার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ (পর্ব: ১০২-১০৭) মোচনের প্রয়োজনে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে চারজন পুরুষ সাক্ষী হাজির করার উদ্ভট ও অবাস্তব আদেশ জারি করেছিলেন। **যে কারণে মুক্তি মিলেছিল আয়েশার! কিন্তু তাঁর মতবাদে অনুসারী লক্ষ-কোটি নারীর জন্য তা হয়ে আছে এক সাক্ষাৎ মরণ ফাঁদ হিসাবে!** সেই রাত্রিতে সত্যিই কী ঘটেছিল, তা কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয়। কারণ সেই ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নেই। সেই রাত্রিতে সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল যদি আয়েশাকে সত্যিই ধর্ষণ করতেন, আর আয়েশা মদিনায় ফিরে এসে মুহাম্মদকে তাঁর ধর্ষিতা হওয়ার অভিযোগ জানাতেন, তাহলে কি মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রী আয়েশাকে **"চার জন পুরুষ সাক্ষী"** জোগাড় করে নিয়ে এসে তাঁর ধর্ষিতা হবার প্রমাণ হাজির করার আদেশ জারি করতেন? আর তা না করতে পারার কারণে ধর্ষিতা আয়েশাকে কি তিনি ৮০ ঘা বেত্রাঘাত করার হুকুম জারি করতেন? নাকি মাবুর-কে যেমন খুন করার হুকুম জারি করেছিলেন, সাফওয়ানকেও তেমনি খুন করার আদেশ জারি করতেন? সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর আল্লাহর রেফারেন্সে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশে কী নির্দেশ হাজির করতেন?

[কুরানের উদ্ধৃতি সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হারাম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া, অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট ইংরেজি অনুবাদকারীর ও চৌত্রিশ-টি বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি অনুবাদ এখানে]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৬৫৩
http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[2] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৬১

[3] Ibid **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ)** -পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৯১-১৫৯২

[4] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী, ভলুউম ৯,** (The Last Years of the Prophet) – translated and Annotated by Ismail K. Poonawala [State university of New York press (SUNY), Albany 1990, ISBN 0-88706-692—5 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৭৮১-১৭৮২
http://books.google.com/books?id=XxG8BsHNw-MC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[5] **কিতাব আল-তাবাকাত– লেখক: মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খৃষ্টাব্দ),** ভলুউম-৮, ১৫৩

[6] Ibid **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী, ভলুউম ৯,** ISBN 088706-692—5 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৭৬৬-১৭৭৮

[7] **৩৩:৩৭**- "আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। **আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন** অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম **যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে।** আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।"

[8] **৩৩:৫০** –"হে নবী! আপনার জন্য আপনার **স্ত্রীগণকে** হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর **দাসীদেরকে** হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো **ভগ্নি**, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। **কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে,** নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। **আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে** --- ।"

[9] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৬,** translated and Annotated by W. Montgomery Watt and M.V McDonald, [State university of New York press (SUNY), Albany, @1988, New-York 12246, ISBN 0-88706-707-7 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১১২৮-১১২৯

http://books.google.com/books?id=taeamiOj2nYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Ibid: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক, সম্পাদনা: ইবনে হিশাম, ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৮৩,

Ibid "সিরাত রসুল আল্লাহ", **ইবনে হিশামের নোট-** নম্বর ১২৯, পৃষ্ঠা ৭১১

[10] সহি বুখারি: **ভলিউম ২, বই ১৮, হাদিস নং ১৫৩-১৫৪**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/51-Sahih%20Bukhari%20Book%2018.%20Eclipses/1565-sahih-bukhari-volume-002-book-018-hadith-number-153.html

Narrated Al-Mughira bin Shu'ba: "The sun eclipsed in the life-time of Allah's Apostle on the day when (his son) Ibrahim died. So the people said that the sun had eclipsed because of the death of Ibrahim. Allah's Apostle said, "The sun and the moon do not eclipse because of the death or life (i.e. birth) of some-one. When you see the eclipse pray and invoke Allah."

[11] **সহি বুখারি: ভলিউম ২, বই ১৮, হাদিস নং ১৫৪**

http://www.hadithcollection.com/sahihbukhari/51-Sahih%20Bukhari%20Book%2018.%20Eclipses/1564-sahih-bukhari-volume-002-book-018-hadith-number-154.html

(বড় হাদিস, প্রাসঙ্গিক অংশ: "——He delivered the Khutba (sermon) and after praising and glorifying Allah he said, "The sun and the moon are two signs against the signs of Allah; they do not eclipse on the death or life of anyone. So when you see the eclipse, remember Allah and say Takbir, pray and give Sadaqa." The Prophet then said, "O followers of Muhammad! By Allah! There is none who has more ghaira (self-respect) than Allah as He has forbidden that His slaves, male or female commit adultery (illegal sexual intercourse). O followers of Muhammad! By Allah! If you knew that which I know you would laugh little and weep much.

১০৯: হুদাইবিয়া সন্ধি-পূর্ববর্তী সাত মাস!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– তিরাশি

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর দশ বছরের মদিনার নবী-জীবনে মোট কতজন নারীকে বিবাহ করেছিলেন; মোট কতজন নারীর সঙ্গে একত্রে সংসার করেছিলেন; মৃত্যুকালে তিনি মোট কত জন স্ত্রী জীবিত রেখে গিয়েছিলেন; তাঁর কতজন রক্ষিতা ছিল; মারিয়া আল-কিবতিয়া নামের রক্ষিতাকে তিনি কীভাবে অর্জন করেছিলেন ও তাঁর এই রক্ষিতার সঙ্গে মাবুর নামের এক দাসের সম্পর্ক কী ছিল; **কী কারণে এই মারিয়া আল-কিবতিয়ার গর্ভজাত সন্তান ইবরাহীমের পিতা মুহাম্মদ ছিলেন না**; মারিয়া পুত্র ইবরাহীমের সম্ভাব্য পিতা কে ছিলেন, খাদিজা মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদের সন্তান জন্মদান ক্ষমতা কেমন ছিল - ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে **"হুদাইবিয়া সন্ধি (চুক্তি)"** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। হিজরি ছয় সালের জিলকদ মাসে (মার্চ, ৬২৮ সাল), মক্কার অদূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে, মক্কাবাসী কুরাইশ ও মুহাম্মদ এর মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তিটি সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা "হুদাইবিয়া সন্ধি" পর্বে করা হবে। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ সাল), আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) প্রমুখ আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত 'সিরাত' এর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, এই হুদাইবিয়া সন্ধি বর্ষের (Year of Hudaybiyyah) রবিউল আওয়াল মাস থেকে শুরু করে শাওয়াল মাস (জুলাই, ৬২৭ সাল - ফেব্রুয়ারি, ৬২৮ সাল) পর্যন্ত **সন্ধি-পূর্ববর্তী সাত মাস সময়ে মুহাম্মদের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা অবিশ্বাসী**

জনপদের ওপর চোদ্দটি আগ্রাসী হামলা চালান। ইসলামে নিবেদিত আদি উৎসের মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে বিভিন্নভাবে এই হামলাগুলোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ সাল) বর্ণনা: [1] [2]

[আল-তাবারীর লিপিবদ্ধ "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক" এর মূল ইংরেজি অনুবাদটির বাংলা অনুবাদ (নিচে); এই হামলাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন 'আল-ওয়াকিদি' তাঁর **"কিতাব আল-মাগাজি"** গ্রন্থে।] [2]]

মুহাম্মদ বিন মাসলামার অধীনে ধু আল-কাসসা বানু থালাবা ও উওয়াল গোত্রের বিরুদ্ধে:

'এই বছর রবিউল আউয়াল মাসে [যার শুরু হয়েছিল জুলাই ২১, ৬২৭ সাল] আল্লাহর নবী দশ জন লোক সঙ্গে দিয়ে মুহাম্মদ বিন মাসলামা-কে অভিযানে পাঠান। শত্রুরা তাদের জন্য অপেক্ষায় ছিল, যতক্ষণে না সে ও তার সঙ্গীরা নিদ্রায় যায়। তারা কোনো কিছু সন্দেহ করার আগেই দেখতে পায় যে, শত্রুরা তাদের সম্মুখে। মুহাম্মদ বিন মাসলামার সঙ্গীরা হয় খুন; মুহাম্মদ আহত অবস্থায় যায় পালিয়ে'। [3]

উককাসা বিন মিহসানের অধীনে আল-ঘামর (al-Ghamr) হামলা:

'আল-ওয়াকিদি হইতে বর্ণিত: এই বছর রবিউস সানি মাসে [যার শুরু হয়েছিল আগস্ট ২০, ৬২৭ সাল] আল্লাহর নবী চল্লিশজন লোককে সঙ্গে দিয়ে উককাসা বিন মিহসান-কে **আল-ঘামর** অভিযানে প্রেরণ করেন। থাবিত আকরাম ও শুজা বিন ওহাব ছিল এই দলে। সে দ্রুত অগ্রসর হয়, কিন্তু শত্রুরা তাদের আগমনের খবর পেয়ে পালিয়ে যায়। সে তাদের জলসেচনের স্থানে শিবির স্থাপন করে ও সঙ্গীদের তাদের সন্ধানে পাঠায়। তারা একজন গুপ্তচরকে ধরে ফেলে, যে তাদেরকে পথপ্রদর্শন করে তাদের কিছু গবাদি পশুর সন্ধান দেয়। **তারা দুইশত উটের সন্ধান পায় ও সেগুলো ধরে মদিনায় নিয়ে আসে'।** [4]

আবু ওবায়েদা আল-জাররা অধীনে ধু আল-কাসসা (Dhu al-Qassa) হামলা:

'আল-ওয়াকিদি হইতে বর্ণিত: এই বছর রবিউস সানি মাসে আল্লাহর নবী চল্লিশজন লোককে সঙ্গে দিয়ে আবু ওবায়েদা আল-জাররা-কে ধু আল-কাসসা অভিযানে প্রেরণ করেন। তারা সারা রাত্রি পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে সকালের সামান্য আগে ধু আল-কাসসা পৌঁছে। তারা অধিবাসীদের আক্রমণ করে, যারা পালিয়ে আশ্রয় নেয় পাহাড়ে; **তারা তাদের গবাদি পশু ও পুরানো কাপড়-চোপড় লুণ্ঠন করে ও একজন লোককে ধরে ফেলে।** সে মুসলমানিত্ব বরণ করে ও আল্লাহর নবী তাকে ছেড়ে দেয়'। [5]

যায়েদ বিন হারিথার অধীনে আল-জামুম (al-Jamum) হামলা:

'এই বছর যায়েদ বিন হারিথার অধীনে একটি হামলাকারী দল আল-জামুম নামক স্থানে গমন করে। সে মুযায়েনার হালিমা নামের এক নারীকে ধরে ফেলে, সে তাদেরকে বানু সুলায়েম গোত্রের তাঁবুর পথ দেখায়ে নিয়ে যায়; **সেখানে থেকে তারা তাদের গবাদি পশু ও ভেড়াগুলো লুণ্ঠন করে এবং লোকদের বন্দী করে।** সেই বন্দীদের একজন ছিল হালিমার স্বামী। যখন যায়েদ তার লুণ্ঠিত সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসে, আল্লাহর নবী মুযায়েনার এই মহিলাকে তাঁর স্বামীসহ মুক্ত করে'।

বানু লিহায়েন (Lihyan) গোত্রের উপর হামলা:

[এই বছর জমাদিউল আউয়াল মাসে [যার শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বর ১৮, ৬২৭ সাল] বানু বানু লিহায়েন (Lihyan) হামলাটি সংঘটিত হয়, যার বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব: ৯৬** এ করা হয়েছে]।

যায়েদ বিন হারিথার অধীনে আল-ইস (al-Is) হামলা:

'এই বছর জমাদিউল আউয়াল মাসে যায়েদ বিন হারিথার অধীনে এক হামলাকারী দল আল-ইস গমন করে। এই হামলায় **আবু আল-আস বিন আল-রাবি [মুহাম্মদের জামাতা] এর সমস্ত বাণিজ্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করা হয়।** সে আল্লাহর নবীর কন্যার কাছে আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করে; সে তাকে সাহায্য করে'। [বিস্তারিত আলোচনা: **পর্ব-৪০** এ করা হয়েছে]।

যায়েদ বিন হারিথার অধীনে আল-তারাফ (Al-Taraf) হামলা:

'এই বছর জমাদিউস সানি মাসে [যার শুরু হয়েছিল অক্টোবর ১৮, ৬২৭ সাল] যায়েদ বিন হারিথার অধীনে ১৫ সদস্যের এক হামলাকারী দল বানু থালাবা গোত্রের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে আল-তারাফ গমন করে। বেদুইনরা এই ভয়ে পালিয়ে যায় যে, আল্লাহর নবী তাদেরকে আক্রমণ করেছে। **যায়েদ তাদের পশুর পাল থেকে বিশটি উট লুণ্ঠন করে**। সে চার রাত্রি পর্যন্ত বাইরে ছিল'। [6]

যায়েদ বিন হারিথার অধীনে হিসমা (Hisma) হামলা:

'এই বছর জমাদিউস সানি মাসে 'যায়েদ বিন হারিথার অধীনে এক হামলাকারী দল **হিসমা** গমন করে। মাসুদ বিন মুহাম্মদের পিতা [মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম] হইতে > মাসুদ বিন মুহাম্মদ হইতে > [আল-ওয়াকিদি] হইতে বর্ণিত: এই ঘটনাটি শুরু হয় তখন যখন দিহায়া আল-কালবি সিজারের দরবার থেকে ফিরে আসে [**পর্ব: ১০৮**], যে তাকে বাণিজ্য-সামগ্রী ও কাপড়-চোপড় উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করে। **যখন দিহায়া 'হিসমা' নামক স্থানে পৌঁছে, জুধাম এর কিছু লোক তার পথ রোধ করে ও তার সামগ্রী ডাকাতি করে,** তার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। [মদিনায়] ফিরে এসে তার বাড়িতে প্রবেশ করার আগেই সে আল্লাহর নবীর কাছে আসে ও তাঁকে ঘটনাটি জানায়। আল্লাহর নবী তখন যায়েদ বিন হারিথা কে 'হিসমায়' পাঠায়। [7] [8]

যায়েদ বিন হারিথার অধীনে ওয়াদি আল-কুরা (Wadi Al-Qura) হামলা:

'এই বছর রজব মাসে [যার শুরু হয়েছিল নভেম্বর ১৬, ৬২৭ সাল] 'যায়েদ বিন হারিথার অধীনে এক হামলাকারী দল ওয়াদি আল-কুরা গমন করে'। [9]

বানু আল-মুসতালিক গোত্রের উপর হামলা:

[এই বছর শাবান মাসে (যার শুরু হয়েছিল ডিসেম্বর ১৬, ৬২৭ সাল) মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বানু আল-মুসতালিক গোত্রের ওপর আগ্রাসী হামলা চালায়, যার বিস্তারিত আলোচনা **পর্ব-৯৭-১০১** এ করা হয়েছে]।

আবদ আল-রাহমান বিন আউফ এর অধীনে দুমাত আল-জানদাল হামলা:

‘এই বছর শাবান মাসে [যার শুরু হয়েছিল ডিসেম্বর ১৬, ৬২৭ সাল] আবদ আল-রাহমান বিন আউফ-এর অধীনে এক হামলাকারী দল **দুমাত আল-জানদাল** (Dumat al-Jandal) গমন করে। আল্লাহর নবী তাকে বলে, **"যদি তারা তোমার আজ্ঞা পালন করে, তবে তুমি তাদের নেতার (রাজার) কন্যাকে বিবাহ করবে।"** ঐ লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে, তাই আবদ আল-রাহমান তুমাদি বিনতে আল-আসবাগ-কে বিবাহ করে। পরিণতিতে সে হয় আবু সালামাহ [ইবনে আবদ আল-রাহমান] এর মাতা। [10[[11]

আলী ইবনে আবু তালিব এর অধীনে ফাদাক হামলা:

‘এই বছর শাবান মাসে আলী ইবনে আবু তালিব এর অধীনে এক হামলাকারী দল ফাদাক গমন করে। ইয়াকুব বিন উতবা হইতে >আবদুল্লাহ বিন জাফর হইতে > [আল-ওয়াকিদি] হইতে বর্ণিত: আলী ইবনে আবু তালিব এক শত জন লোক নিয়ে বানু সা'দ বিন বকর গোত্রের ওপর হামলার অভিপ্রায়ে ফাদাক-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কারণটি ছিল এই যে, আল্লাহর নবী খবর পান যে, তাদের একটি দল খাইবারের ইহুদিদের সাহায্যের অভিসন্ধি করেছে। আলী তাদের উদ্দেশ্যে রাত্রি বেলা চলাচল করে ও দিনের বেলা অপেক্ষা করে। সে এক গুপ্তচরকে ধরে ফেলে, যে তাদের কাছে স্বীকার করে যে, তাকে খাইবারে পাঠানো হয়েছিল এই প্রস্তাব জানিয়ে দিতে যে, যদি খাইবারের লোকেরা তাদেরকে খেজুরের ফসল প্রদানে রাজি হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে’।

যায়েদ বিন হারিথার অধীনে উম্মে কিরফা ও তাঁর লোকদের উপর হামলা:

‘এই বছর রমজান মাসে [যার শুরু হয়েছিল জানুয়ারি ১৮, ৬২৮ সাল] যায়েদ বিন হারিথার অধীনে এক হামলাকারী দল উম্মে কিরফা-র (Umm Qirfah) বিরুদ্ধে আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। **এই হামলায় উম্মে কিরফা (ফাতিমা বিনতে রাবিয়া ইবনে বদর)- কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সে দড়ি দিয়ে তার দুই পা বেঁধে ফেলে, তারপর তাকে দুইটি উটের সাথে বেঁধে ফেলে যতক্ষণে তার শরীর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সে ছিল অতি বৃদ্ধা মহিলা’।** [12]

কুরয বিন জাবির আল-ফিহরির অধীনে বানু উরেয়াহ গোত্রের লোকদের উপর হামলা:

'আল-ওয়াকিদি হইতে বর্ণিত: এই বছর কুরয বিন জাবির আল-ফিহরির অধীনে এক হামলাকারী দল উরেয়াহ গোত্রের সদস্যদের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, **যারা** হিজরি ছয় সালের শওয়াল মাসে [যার শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ১৩, ৬২৮ সাল] **আল্লাহর নবীর এক পশুপালককে হত্যা করে ও উটগুলোকে চালিত করে নিয়ে যায়।** আল্লাহর নবী বিশজন অশ্বারোহী সহকারে কুরয-কে পাঠায়'। [13] অনুবাদ, টাইটেল, ও [**] যোগ – লেখক।

>>> হুদাইবিয়া সন্ধি পূর্ববর্তী সাত মাসে ১৪ টি হামলা! অর্থাৎ গড়ে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি হামলা! আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় সে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, "মুহাম্মদের মতবাদে অবিশ্বাসী কোনো গোত্র-দল বা জনগোষ্ঠী সংঘবদ্ধভাবে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কখনোই কোনো হামলা করেননি। বিস্তীর্ণ জনপদের অবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর ওপর নির্বিচারে সংঘবদ্ধ যথেচ্ছ হামলাকারী দলের সদস্যরা ছিলেন সর্বাবস্থায় মুহাম্মদ (বানু লিহায়েন ও বানু আল-মুসতালিক হামলা) ও তাঁর অনুসারীরা"।

যায়েদ বিন হারিথার অধীনে **'হিসমা'** হামলার প্রেক্ষাপটে যা বর্ণিত হয়েছে, তা হলো, দিহায়া আল-কালবি যখন 'হিসমা' নামক স্থানে পৌঁছে, তখন জুধাম নামের এক যাযাবর জন-গুষ্টির কিছু লোক মুহাম্মদের এই অনুসারীকে পথিমধ্যে ধন-দৌলতসহ তাকে একা পেয়ে তার মালামাল ডাকাতি করে। **এই ঘটনা কোনোভাবেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর 'হিসমা' জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ আক্রমণের উদাহরণ নয়।** একইভাবে মুহাম্মদের এক পশুপালককে একা পেয়ে উরেয়াহ গোত্রের কিছু সদস্য মারফত এই পশুপালককে খুন ও তার উটগুলো ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা কোনভাবেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর উরেয়াহ গোত্রের জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ আক্রমণের উদাহরণ হতে পারে না। **কারণ,** এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ঢালাওভাবে নির্বিচারে আক্রমণের অভিপ্রায়ে মদিনার উদ্দেশে কখনোই রওনা হননি।

অন্যদিকে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে অবিশ্বাসী জনপদবাসীর ওপর ঢালাও ও নির্বিচারে আক্রমণের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে দিকে দিকে যাত্রা করেছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল অবিশ্বাসী জনপদবাসীকে বশীভূত করে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করা, অন্যথায় তাঁদের সম্পত্তি লুট করা ও তাঁদেরকে বন্দী করে ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌনদাসীতে রূপান্তরিত করা।

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

The narrative of Al-Tabari:

"In this year the Messenger of God sent out **Muhammad b Maslama** with ten men in Rabi I [began on July 21, 627]. The enemy lay in wait for them until he and his companions went to sleep. Before they suspected anything, there was the enemy. The companions of Muhammad b Maslama were killed; Muhammad escaped wounded.

According to al-Waqidi: In this year, in the month of Rabi II [began Aug 20, 627] the Messenger of God sent out **Ukkashah b Mihsan with forty men to al-Gham**]. Among them were Thabit Aqram and Shuja b Wahb. He travelled quickly, but the enemy become aware and fled. He encamped by their water and sent out scouts. They captured a spy who guided them to some of their cattle. The found two hundred camels and brought them down to Medina.

According to al-Waqidi: In this year the Messenger of God dispatched the raiding party of **Abu Ubaydah b al-Jarrah to Dhu al-Qassa** in the

month of Rabi II [began Aug 20, 627] with forty men. They travelled through the night on foot and reached Dhu al-Qassah just before dawn. They raided the inhabitants, who escaped them by fleeing to the mountains, and took cattle, old clothes, and a single man. He became a Muslim, and the messenger of God released him.

In this year a raiding party led by **Zayd b Harithah went to al-Jamum** [the nature and date is uncertain]. He captured a woman of the Muzaynah named Halimah, who guided them to an encampment of the Banu Sulaym, where they captured cattle, sheep, and prisoners. Among the prisoners was Halimah's husband. When Zayd brought back whathe had taken, the Messenger of God granted to the woman of Muzaynah her husband and her freedom.

In this year a raiding party led by **Zayd b Harathah went to al-Is** on Jumada I [began Sep 18, 627]. During it, the property that was with Abu Al-As b al-Rabi was taken. He asked the prophet's daughter Zaynab to grant him refuge, and she did so.

In this year a Fifteen-man rading party led by **Zayd b Haritha went to Al-Taraf** in Jumada II [began Oct 18, 627] against B Thalabah. The Bedouins fled, fearing that the Messenger of God set out against them. Zayd took twenty camels from their herds. He was way four nights.

In this year a raiding party led by **Zayd b Haritha went to Hisma** in Jumada II [began Oct 18, 627]. According to [Al-Waqidi] – Musa b Muhammad – his father [Muhammad b Ibrahim], who said: The

beginning of this incidence was when Dihyah al-Kalbi came back from the court of Caesarm, who had presented Dihyah wth gifts of merchandise and clothings. When Dihyah reached Hisma, men from Judham [Nomandic tribe on the borders of of the Byzantine Empire] intercepted him and robbed him, leaving him with nothing. He came to the Messenger of God even before entering his own house [in medina] and informed him. The Messenger of God then sent Zayd b Haritha to Hisma.

In this year a raiding party led by **Zayd b Haritha went to Wadi Al-Qura** ("the valley of the villages" was a fertile valley stretching north from Medina on the road of Syria) in Rajab [began Nov 16, 627].

In this year a raiding party led by **Abd Al-Rahman b Awf went to Dumat al-Jandal** in Shaban, [began Dec 16, 627]. The Messenger of God said to him, "if they obey you, marry the daughter of their king." The people became Muslim, and therefore Abd al-Rahman married Tumadi bt Al-Asbagh. She became the mother of Abu Salamah [b. Abd al-Rahman b Awf]. Her father was their chief and king.

In this year a raiding party led by **Ali b Abi Talib went Fadak** in Shaban [began Dec 16, 627]. According to [al-Waqidi] – Abdullah b Jafar – Yaqud b Utba, who said: 'Ali b Abi Talib set out for Fadak with a hundred men against a clan of the B. Sa'd b Bakr. Thos was because the Mesenger of God had received information that a force of theirs intended to aid Jews of Khaybar. Ali travelled towards them

by night and lay in wait during the day. He captured a spy, who confessed to them that he had been sent to Khaybar to offer the people their aid on condition that they would give them the date harvest of Khaybar.

In this year a raiding party led by **Zayd b Haritha set out against Umm Qirfah** in the month of Ramadan [Jan 14, 628]. During it Umm Qirfah (Fatimah bt. Rabiah b Badr) sufferd cruel death. He tied her legs with rope and then tied her between two camels until they split her in two. She was very old woman.

According to Muhammad b Umar [al-Waqidi]: In this year a raiding party led by **Kurz b Jabir al-Fihri** set out against the members of Banu Urayah who had killed the herdsman of the Messenger of God and driven off camels in Shawal [Feb 13, 628] of the year 6. The Messenger of God sent Kurz with twenty horsemen.

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **"তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক"- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৫৫-১৫৬০

[2] অনুরূপ (বিস্তারিত) বর্ণনা: **"কিতাব আল-মাগাজি"- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৫০-৫৭১

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৭০-২৮১

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[3] 'ধু আল-কাসসার বানু থালাবা ও বানু উওয়াল গোত্র ছিল ঘাতাফান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত (Dhu Al-Qassa of Banu Thalabah and Uwal, sub tribes of GHatafan)। জায়গাটি ছিল মদিনা থেকে পূর্বদিকে এক রাতের রাস্তা' - আল-তাবারীর নোট।

[4] **'আল-ঘামর:** হলো মদিনার পূর্ব দিকে ইয়ামামায় (মধ্য আরব) অবস্থিত বানু আসাদ বিন খুজসয়েমা গোত্রের জলসেচন স্থান'- আল-তাবারীর নোট।

[5] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৬৭৩

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[6] **'আল-তারাফ:** মদিনা থেকে ৩৬ মাইল দূরবর্তী আল-মারাদ এর নিকটবর্তী একটি স্থান'- আল-তাবারীর নোট।

[7] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): Ibid, **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক**, পৃষ্ঠা ৬৬২-৬৬৪।

[8] **'হিসমা** স্থানটি সিরিয়া যাওয়ার রাস্তার পাশে, তাবুক এর পশ্চিমে। **জুধাম উপজাতি:** বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তের যাযাবর উপজাতি'। - আল-তাবারীর নোট।

[9] **'ওয়াদি আল-কুরা**- "গ্রাম উপত্যকা (the valley of the villages)" নামের এই উর্বর উপত্যকার বিস্তৃতি ছিল মদিনার উত্তর দিক থেকে সিরিয়া যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত' - আল-তাবারীর নোট।

[10] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): Ibid, **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক**, পৃষ্ঠা ৬৭২।

[11] **'দুমাত আল-জানদাল** হলো উত্তর আরবের ওয়াদি সিরহানের সন্নিকটে এক মরূদ্যান। এর অধিবাসীরা ছিল বানু কালব গোত্রের লোক ও কিছু আরব খ্রিস্টান। বর্তমানের আল-জাউফ (al-Jawf) শহরটি এই স্থানে অবস্থিত' - আল-তাবারীর নোট।

[12] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): Ibid, **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক**, পৃষ্ঠা ৬৬৪-৬৬৫।

[13] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): Ibid, **"সিরাত রসুল আল্লাহ"- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক**, পৃষ্ঠা ৬৭৭-৬৭৮।

১১০: উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড!

ত্রাস, হত্যা ও হামলার আদেশ– চুরাশি

হুদাইবিয়া সন্ধি-পূর্ববর্তী সাত মাস সময়ে অবিশ্বাসী জনপদের ওপর স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অধীনে দু'টি ও তাঁরই নির্দেশে তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট অনুসারীদের অধীনে আরও বারোটি হামলা কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল; এই হামলাগুলো পরিচালনার মাধ্যমে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কী কী লুণ্ঠন সামগ্রী (গনিমত) আহরণ করেছিলেন; কীভাবে তাঁরা মুক্ত মানুষদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে **দাস ও যৌনদাসীতে রূপান্তরিত** করেছিলেন - তার আলোচনা আগের পর্বে করা হয়েছে।

আদি উৎসের বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদেরই লিখিত মুহাম্মদের জীবনী গ্রন্থের ('সিরাত') প্রাণবন্ত বর্ণনায় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ছিলেন রাতের অন্ধকারে নিরীহ কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা হামলা, তাঁদের সম্পদ লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড (**পর্ব: ২৮-২৯**); বহু নৃশংস গুপ্তহত্যা, শত শত বছর যাবত বংশ-বংশানুক্রমে বসবাসরত আবাসভূমি থেকে একটি গোত্রের সমস্ত অধিবাসীদের উৎখাত ও তাঁদের মালামাল লুণ্ঠন ও ভূমি-দখল, বিনা অপরাধে একটি গোত্রের সমস্ত মানুষদের অমানুষিক নৃশংসতায় গণহত্যা, তাঁদের মালামাল লুণ্ঠন, ভূমি-দখল ও মহিলা ও শিশুদের দাস ও যৌনদাসী-করণ - ইত্যাদি বহু অমানবিক নৃশংস কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অংশীদার।

আমরা ইতিমধ্যেই আরও জেনেছি যে, একমাত্র ওহুদ (**পর্ব: ৫৪-৭১**) ও খন্দক যুদ্ধ (**পর্ব: ৭৭-৮৬**) ছাড়া সর্বত্রই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরাই ছিলেন অবিশ্বাসী জনপদের

ওপর অতর্কিত হামলাকারী। আক্রান্ত জনগোষ্ঠী করেছেন তাদের জান মাল রক্ষার চেষ্টা।

অতিবৃদ্ধ কবি আবু আফাক (**পর্ব- ৪৬**), কবি আসমা-বিনতে মারওয়ান (**পর্ব- ৪৭**), কবি কাব বিন আল-আশরাফ (**পর্ব- ৪৮**), ইবনে সুনেইনা (**পর্ব- ৪৯**) ও আবু রাফিকে (**পর্ব- ৫০**) নৃশংস গুপ্তহত্যা; বনি কেইনুকা গোত্র (**পর্ব: ৫১**) ও বনি নাদির গোত্র (**পর্ব: ৫২ ও ৭৫**) উচ্ছেদ ও তাদের সম্পত্তি লুট; বনি কুরাইজা গণহত্যা (**পর্ব: ৮৭-৯৫**); বানু আল-মুসতালিক হামলা (**পর্ব: ৯৭-১০১**); খাইবার ইহুদি গোত্রের ওপর হামলা (বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে) - ইত্যাদি নৃশংসতার ইতিহাস ইসলামে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী অনেকই কম-বেশি অবগত আছেন। কিন্তু যে-ইতিহাস অনেকেই জানেন না, তা হলো, "উম্মে কিরফা" নামের এক অতিবৃদ্ধা মহিলাকে অমানুষিক পাশবিকতায় হত্যা করার ইতিহাস। হিজরি ৬ সালের রমজান মাসে (জানুয়ারি, ৬২৮ সাল), **হুদাইবিয়া সন্ধির মাত্র দুই মাস আগে এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডটি সম্পন্ন হয়**। মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ সাল), আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ সাল), আল-তাবারী (৮৩৯-৯২৩ সাল) প্রমুখ ইসলামে নিবেদিত আদি ও বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত 'সিরাত' গ্রন্থে এবং ইমাম মুসলিম (৮২১-৮৭৫ সাল) বর্ণিত হাদিস গ্রন্থে বিভিন্নভাবে এই হামলার ঘটনাটির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

যায়েদ বিন হারিথা (বা আবু বকর) অধীনে বানু ফাযারাহ হামলা ও উম্মে কিরফা হত্যা:

আল-তাবারীর বর্ণনা: [1] [2] [3]

[আল-তাবারীর "তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক" এর মূল ইংরেজি অনুবাদটির অনুবাদ]

'ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ: ইবনে হুমায়েদ হইতে <সালামাহ [4] হইতে <ইবনে ইশাক হইতে < আবদুল্লাহ বিন আবি বকর হইতে বর্ণিত:

আল্লাহর নবী যায়েদ বিন হারিথা-কে ওয়াদি আল-কুরা প্রেরণ করেন, যেখানে সে বানু ফাযারাহ-র সম্মুখীন হয়। সেখানে তার কিছু অনুসারীরা হয় নিহত ও যায়েদ-কে

নিহতদের মধ্য থেকে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। নিহতদের মধ্যে ছিল বানু সা'দ বিন হুদায়েম গোত্রের ওয়াদ বিন আমর, যাকে হত্যা করে বানু বদর (বিন ফাযারাহ) গোত্রের এক লোক। ফিরে আসার পর যায়েদ প্রতিজ্ঞা করে যে, সে ফাযারাহ গোত্রের ওপর হামলা করার আগে অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য গোসল করবে না।

আহত অবস্থা থেকে সুস্থ হওয়ার পর, আল্লাহর নবী একদল সৈন্যসহ তাকে বানু ফাযারাহ আক্রমণের জন্য পাঠায়। **ওয়াদি আল কুরা নামক স্থানে সে তাদের মুখোমুখি হয় ও আক্রমণের মাধ্যমে তাদের ক্ষতিসাধন এবং প্রাণহানি ঘটায়।** কায়েস বিন আল মুসাহার আল-ইয়ামুরি হত্যা করে মাসাদা বিন হাকামা বিন মালিক বদর-কে ও বন্দী করে উম্মে কিরফা-কে। (তার নাম ছিল ফাতিমা বিনতে রাবিয়াহ বিন বদর। সে বিবাহ করেছিল মালিক বিন হুদায়েফা বিন বদর-কে। সে ছিল অতি বৃদ্ধা এক মহিলা)। সে **উম্মে কিরফার কন্যাদের ও আবদুল্লাহ বিন মাসাদা-কে ও বন্দী করে।** [5]

উম্মে কিরফা-কে হত্যা করার জন্য যায়েদ বিন হারিথা হুকুম করে কায়েস-কে, সে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। সে তার দু'পা আলাদা আলাদা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে ও সেই দড়িগুলো দুইটি উটের সাথে বেঁধে দেয়, তারা তার শরীর দু'ভাগে বিভক্ত করে দেয়।

অতঃপর তারা উম্মে কিরফা-র কন্যা ও আবদুল্লাহ বিন মাসাদা-কে আল্লাহর নবীর কাছে নিয়ে আসে। উম্মে কিরফা-র কন্যাটি সালামাহ বিন আমর বিন আল আকওয়া এর ভাগে পড়ে, সে তাকে নিয়ে যায়। সে ছিল তার লোকদের মধ্যে এক সম্মানিত বিশিষ্ট পরিবারের সদস্যা: **আরবরা যা বলতো, তা হলো, "যদি তুমি উম্মে কিরফা-র চেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে, তবু তুমি চেষ্টা করেও এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারতে না।"**

তাকে পাবার ব্যাপারে আল্লাহর নবী সালামাহর সাথে কথা বলে ও **সালামাহ তাকে তাঁর কাছে হস্তান্তর করে।** তারপর তিনি তাকে দান করেন তাঁর মামা হাযেন বিন আবি ওয়াহব-কে, তার গর্ভে জন্ম নেয় 'আবদ আল রাহমান বিন হাযেন' নামের এক সন্তান।

অন্য এক উৎস থেকে এই অভিযানের যে-বর্ণনা পাওয়া যায়, তা হলো: **সালামাহ বিন আল-আকওয়া হইতে বর্ণিত** হয়েছে যে, এই অভিযানের অধিনায়ক ছিল আবু বকর বিন আবি কুহাফা। আল-হাসান বিন ইয়াহিয়া হইতে < আবু আমির হইতে < ইকরিমা বিন আমমার হইতে < আইয়াস বিন সা্ালামাহ হইতে < তার পিতা (সালামাহ বিন আল-আকওয়া) হইতে বর্ণিত:

"আল্লাহর নবী আবু বকর-কে আমাদের অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন ও আমরা বানু ফাযারাহ-র গোত্রের কিছু লোকের ওপর হামলা করি। যখন আমরা তাদের জলাশয়ের স্থানের (watering place) নিকটে পৌঁছোই, আবু বকর আমাদেরকে সাময়িক বিরতি ও বিশ্রামের আদেশ দেন। **প্রত্যূষের নামাজ শেষ হওয়ার পর আবু বকর আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের হুকুম দেন। আমরা নিচের জলাশয়ের স্থানে পৌঁছোই, সেখানে আমরা তাদের কিছু লোককে হত্যা করি।** আমি তাদের একদল লোককে দেখতে পাই, যাদের মধ্যে ছিল তাদের মহিলা ও সন্তানরা, যারা দৌড়ে আমাদেরকে প্রায় পিছু ফেলে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল। তাই আমি তাদের ও পাহাড়ের মধ্যস্থান লক্ষ্য করে **তীর নিক্ষেপ** করি। যখন তারা তীরটি দেখতে পায়, তারা থেমে যায়। আমি তাদেরকে চালিত করে আবু বকরের কাছে নিয়ে আসি। তাদের মধ্যে ছিল বানু ফাযারাহ গোত্রের এক নারী, যার পরনে ছিল পুরানো এক টুকরা চামড়ার পোশাক। তার সঙ্গে ছিল তার কন্যা, আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারীদের একজন। **লুণ্ঠিত সামগ্রীর হিস্যা (booty) হিসাবে আবু বকর তার সেই কন্যা আমাকে দান করে**।

আমি যখন মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি, **আল্লাহর নবী** বাজারটির মধ্যে আমার সাথে দেখা করেন ও বলেন, 'সালামাহ, কী উত্তম সেই পিতা, যে তোমাকে জন্মদান করেছে! নারীটিকে আমাকে দাও।' আমি বলি, '**হে আল্লাহর নবী, আমি এখনও তার বস্ত্র উন্মোচন করিনি। হে আল্লাহর নবী, সে এখন আপনার**'।

আল্লাহর নবী তাকে মক্কায় প্রেরণ করেন ও তার বিনিময়ে তিনি মুশরিকদের হাতে ধৃত কিছু মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করেন। (উপাখ্যানের এই বর্ণনা-টি সালামাহ হইতে প্রাপ্ত)।"'

ইমাম মুসলিমের বর্ণনা:

ইমাম মুসলিমের বর্ণনা (সহি মুসলিম: বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৪৫) সালামাহ বিন আল-আকওয়া হইতে বর্ণিত উপাখ্যানেরই অনুরূপ। [6]

>>> আদি উৎসের ওপরে বর্ণিত বর্ণনায় যে-বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিথার অধীনে তাঁর কিছু অনুসারীকে হামলার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন ওয়াদি আল-কুরা নামক স্থানে। বানু ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা এই হামলাকারীদের প্রতিরোধ করে। তাঁরা হামলাকারীদের বেশ কিছু লোককে হত্যা করে, অধিনায়ক যায়েদ আহত অবস্থায় মদিনায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়। যায়েদ সুস্থ হওয়ার পর মুহাম্মদ একদল সৈন্যসহ তাকে আবারও পাঠান সেই একই ওয়াদি আল-কুরা নামক স্থানে। **ফজরের নামাজ পড়ার পর তারা তাদেরকে অতর্কিত হামলা করে, তাদের বেশ কিছু লোককে খুন করে,** যাদের একজন ছিলেন অতিবৃদ্ধা উম্মে কিরফা। ঘটনার বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, উম্মে কিরফা ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল প্রবাদতুল্য। এই অতি বৃদ্ধা মহিলাকে মুহাম্মদ অনুসারীরা অমানুষিক নৃশংসতায় খুন করে, তাঁদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে ও তাঁদেরকে ধরে নিয়ে এসে দাস ও যৌনদাসীতে রূপান্তরিত করে।

কী ছিল তাঁদের অপরাধ?

উম্মে কিরফা ও তাঁর জনগণের অপরাধ ছিল এই যে তাঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের আগ্রাসী হামলা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমবারের হামলা তাঁরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, দ্বিতীয়বারে হয়েছিলেন বিফলকাম। তাঁদের অপরাধ ছিল এই যে, তাঁরা মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে নবী হিসাবে গ্রহণ করেননি। তাই

তাঁদের এই ভয়াবহ পরিণতি। **বানু ফাযারাহ গোত্রের কোনো লোক কখনোই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ওপর কোনো আগ্রাসী হামলা চালাননি।**

ইবনে হিশাম 'সিরাত রাসুল আল্লাহ' বইটি সম্পাদনাকালে মুহাম্মদ ইবনে ইশাক রচিত মূল বইটির কপি থেকে কিছু অংশ বর্জন, সংক্ষিপ্ত ও কখনো সখনো পরিবর্তন করেছেন, যা তিনি অত্যন্ত সততার সঙ্গে স্বীকার করেছেন (**পর্ব: ৪৪**); তিনি তা কেন করেছেন, তাও তিনি তাঁর সম্পাদকীয় ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, **"যে-বিষয়ের আলোচনা লজ্জাকর ও যে-বিষয় কিছু মানুষের মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে"**, তা তিনি গোপন করেছেন। উম্মে কিরফাকে অমানুষিক নৃশংসতায় হত্যা ও তার বিবরণ এমনই একটি ঘটনা।

অন্যদিকে আল-তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ছাত্র সালামাহ মারফত মুহাম্মদ ইবনে ইশাক রচিত মূল বইটির কপি থেকে যে-তথ্যগুলো পেয়েছেন, তার কোনো কিছু গোপন না করেই তিনি তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। একইভাবে এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন আল ওয়াকিদি তাঁর "**কিতাব আল-মাগাজি**"- গ্রন্থে।

ইমাম মুসলিম তাঁর হাদিস গ্রন্থে এই হামলার ঘটনার শুধু একটি ভার্শন উদ্ধৃত করেছেন। **বানু ফাযারাহ হামলায় উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড ঘটনার কোনো উল্লেখ করেননি**। আর ইমাম মুসলিম ছাড়া অন্যান্য হাদিস গ্রন্থকার বানু ফাযারাহ হামলা ও উম্মে কিরফা হত্যাকাণ্ড ঘটনার কোন উল্লেখই করেননি। কী কারণে তাঁরা তা উদ্ধৃত করেননি, তা জানা সম্ভব নয়। হতে পারে, তাঁরা এই ঘটনার কোনো বিবরণই **জানতেন না**! কিংবা হতে পারে, তাঁরা তা জানতেন, কিন্তু তাঁদের কাছে তা **নির্ভরযোগ্য বলে বোধ হয়নি**। কিংবা হতে পারে, তাঁরা ইচ্ছা করেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের এই বীভৎসতার ইতিহাস **গোপন করেছেন**; কিন্তু ইবনে হিশামের মত তা প্রকাশ করেননি! পৃথিবীর সমস্ত মানুষই যে ইবনে হিশাম, আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবারীর মত হবে, এমন তো কথা নেই!

[ইসলামী ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় প্রতিটি ইসলাম বিশ্বাসী প্রকৃত ইতিহাস জেনে বা না জেনে ইতিহাসের এ সকল অমানবিক অধ্যায়গুলো যাবতীয় চতুরতার মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে এসেছেন।

বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় বাংলা অনুবাদের সাথে মূল ইংরেজি অনুবাদের অংশটিও সংযুক্ত করছি। - অনুবাদ, টাইটেল ও [**] যোগ - লেখক।]

The narrative of Al-Tabari:

'The story is as follows: According to Ibne Humayed < Salamah < Ibne Ishaq < Abdulla bin Abi Bakr, who said:

The Messenger of God sent Zayd bin Harithah to Wadi Al Qura, where he encountered the **Banu Fazarah**. Some of his companions were killed there and Zayd was carried away wounded from along the slain. One of those killed was Ward bin Amr, one of the Banu Saad bin Hudhayam: he was killed by one of the Banu Badr (b Fazarah).

When Zayd returned, he vowed that no washing [to cleanse him] from impurity should touch his head until he had raided the Fazarah. After he recovered from his wounds, the messenger of God sent him with an army against Banu Fazarah. He met them in Wadi Al Qura and inflicted casualties on them. Qays bin Al Musahhar al-Ya'muri killed Mas'adah bin Hakamah bin Malik bin Badr and took Umm Qirfah prisoner. (Her name was Fatimah bt Rabiah b. Badr. She was married to Malik bin Hudhayfah bin Badr. She was very old woman). He also took one of Umm Qirfah's daughters and Abdallah bin Masadah prisoner. Zayd bin Harithah ordered Qays to kill Umm Qirfah, and he killed her cruelly. He tied each of her legs with a rope and tied the ropes to two camels, and they split her in two. Then they brought Umm Qirfah's daughter and Abdallah bin Masadah to the Messenger of God. Umm Qirfah's daughter belonged

to Salamah bin Amr bin Al Akwa, who had taken her - she was a member of a distinguished family among her people: **the Arabs used to say, "Had you been more powerful than Umm Qirfah, you could have done no more".** The Messenger of God asked Salamah for her, and Salamah gave her to him. He then gave her to his maternal uncle, Hazen bin Abi Wahb, and she bore him 'Abd Al Rahman bin Hazn".

The other version of the story of this expedition- from **Salamah b. al-Akwa** is that its commander was Abu Bakr b. Abi Quhafah. According to al-Hasan b. Yahya – Abu Amir – Ikrimah b Ammar – Iyas b Salamah – his Father [Salamah b. al-Akwa], who said: The Messenger of God appointed Abu Bakr as our commader, and we raided some of the Banu Fazarah. When we came near the watering place, Abu Bakr ordered us to halt for a rest. After we prayed the dawn prayer, Abu Bakr ordered us to launch the raid against them. We went down to the watering place, there we killed some people. I saw a group of people, women and children among them, who had almost outstripped us to the mountain; so I sent an arrow between them and the mountain. When they saw the arrow, they stopped, and I led them back to Abu Bakr. Among them was a woman of Banu Fazarah wearing a worn out piece of leather. With her was her daughter, among the fairest of the Arabs. Abu Bakr gave me her daughter as booty.

When I returned to Medina, the Messenger of God met me in the market and said, “Salamah, how excellent a father begot you! **Give me the woman.”** I said, “Messenger of God, I have not uncovered her garment. She is yours, Messenger of God.” The Messenger of God sent her to Mecca, and with her he ransomed some Muslim captives who are in the hands of the polytheists. [This version of the story Comes from Salamah.]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা:

[1] **“তারিক আল রসুল ওয়াল মুলুক”- লেখক: আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃষ্টাব্দ), ভলুউম ৮,** ইংরেজী অনুবাদ: Michael Fishbein, University of California, Los Angeles, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, ISBN 0-7914-3150—9 (pbk), পৃষ্ঠা (Leiden) ১৫৫৭-১৫৬০

[2] অনুরূপ বর্ণনা (Parallal): **“সিরাত রসুল আল্লাহ”- লেখক: মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), সম্পাদনা: ইবনে হিশাম** (মৃত্যু ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ), ইংরেজি অনুবাদ: A. GUILLAUME, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী, ১৯৫৫, ISBN 0-19-636033-1, পৃষ্ঠা ৬৬৪-৬৬৫

http://www.justislam.co.uk/images/Ibn%20Ishaq%20-%20Sirat%20Rasul%20Allah.pdf

[3] অনুরূপ বর্ণনা: **“কিতাব আল-মাগাজি”- লেখক: আল-ওয়াকিদি (৭৪৮-৮২২ খৃষ্টাব্দ),** ed. Marsden Jones, লন্ডন ১৯৬৬; ভলুম ২, পৃষ্ঠা ৫৬৪-৫৬৫

http://www.britannica.com/biography/al-Waqidi

ইংরেজি অনুবাদ: Rizwi Faizer, Amal Ismail and Abdul Kader Tayob; ISBN: 978-0-415-86485-5 (pbk); পৃষ্ঠা ২৭৭-২৭৮

http://www.amazon.com/The-Life-Muhammad-Al-Waqidis-al-Maghazi/dp/0415864852#reader_0415864852

[4] **সালামাহ বিন আল ফাদল আল আবরাশ** ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে ইশাকের ছাত্র (পর্ব: 88)।
http://muslimscholars.info/manage.php?submit=Find&yfield=3&scholarSearch=Historian

[5] **যায়েদ বিন হারিথা** ছিলেন মুহাম্মদের পালিত পুত্র, মুহাম্মদের পত্নী যয়নাব বিনতে জাহাশ এর প্রাক্তন স্বামী।

[6] **সহি মুসলিম, বই নম্বর ১৯, হাদিস নম্বর ৪৩৪৫**
http://hadithcollection.com/sahihmuslim/147-Sahih%20Muslim%20Book%2019.%20Jihad%20and%20Expedition/12756-sahih-muslim-book-019-hadith-number-4345.html

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সংগ্রহ করুন আজই

ডাউনলোড

(লিংক-১)

(লিংক-২)
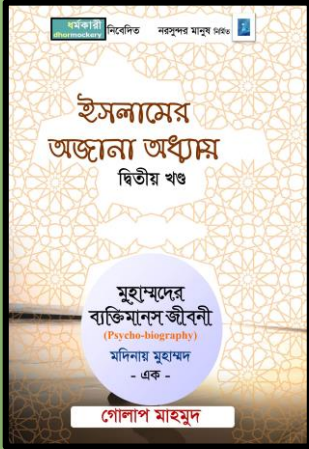
ডাউনলোড

(লিংক-১)

(লিংক-২)

চতুর্থ খণ্ড আসছে দ্রুত: চোখ রাখুন ধর্মকারী-তে

ইরানী মুক্তচিন্তক **আলী দস্তি** (১৮৯৬-১৯৮১) খুঁজতেন **আর্নেষ্ট রেনানের** (১৮২৩-১৮৯২) মত মেধা আর ***এমিল লুদভিগের*** (১৮৮১-১৮৪৮) মত গবেষণা করার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ; **আলী দস্তি** বেঁচে থাকলে তার খোঁজ হয়ত এই ইবুকটির লেখক এবং গবেষক **গোলাপ মাহমুদকে** দিয়ে শেষ হতে পারতো!

নিবিড় নিষ্ঠা ও অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায় কাকে বলে, এই সিরিজটির যে কোনো একটি পর্ব মন দিয়ে পড়লেই পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

১৪০০ বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ ও ইসলামকে নিয়ে কাজ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু **গোলাপ মাহমুদ**-এর মত ইসলামের মূল তথ্যসূত্র নিয়ে এত মেধাবী লেখা হয়ত এটাই প্রথম।

এটি তাঁর গবেষণা সিরিজের *তৃতীয় ইবুক।*

নরসুন্দর মানুষ

dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net